গোবিন্দ অধিকারীর

কৃষ্ণযাত্রা

গীতিনাট্যাবলী

["চাঁদ-ধরা" "ননী-চুরি"

"কালিয়-দমন"

"গোষ্ঠ-বিহার" একত্রে]

তৃতীয় খণ্ড

কলিকাতা

পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং

৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো.



গোবিন্দ অধিকারীর



চাঁদ-ধরা, ননীচুরি,
কালিয়-দমন, গোষ্ঠ-বিহার

গীতিনাট্যাবলী



(তৃতীয় খণ্ড)

৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন,
যোড়াসাঁকো।

সুগায়ক গোবিন্দ অধিকারীর

কৃষ্ণ যাত্রা

অভিনব ভাবে পরিকল্পিত, পরিবর্দ্ধিত হইয়া
নবপর্য্যায়ে খণ্ডশঃ প্রকাশ হইতেছে।

প্রথম খণ্ডে

কলঙ্ক-ভঞ্জন, মান-ভঞ্জন, মাথুর

দ্বিতীয় খণ্ডে

সুবল-মিলন, যোগী-মিলন,
প্রভাস-মিলন।

তৃতীয় খণ্ডে

চাঁদ-ধরা, ননীচুরি,
কালিয়-দমন, গোষ্ঠ-বিহার।

চতুর্থ খণ্ডে

মুক্তালতাবলী, দেয়াশিনী-মিলন
কৃষ্ণকালী।

পঞ্চম খণ্ডে

দানলীলা বা নৌকা-বিহার,
অক্রূর-সংবাদ, নিমাই সন্ন্যাস,
অষ্টকালীয় নিত্যলীলা।

৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ—প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

পাল ব্রাদার্স কোং, ৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, পোঃ বড়বাজার, কলিকাতা

কৃষ্ণযাত্রা

(চাঁদ-ধরা, নবীচুরি,
কালিয়-দমন, গোষ্ঠ-বিহার)

গীতিনাট্য

শ্রীপাঁচকড়ি দে সঙ্কলিত

[বহু যাত্রাদলে অভিনীত]

কলিকাতা ;
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং,
৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো
১৩৩৭

মূল্য ১৸৹ মাত্র

শুভ সংবাদ! ছাপা হইতেছে !!

কৃষ্ণযাত্রা ৪র্থ খণ্ড

মুক্তালতাবলী

দেয়াশিনী-মিলন

কৃষ্ণকালী

একত্রে ৩ খানি, মূল্য ১॥০

Published by R. C. Dey for PAUL BROTHERS & Co

7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.

Printed by L. M. Roy, LALIT PRESS.

116, Manicktola Street, Calcutta.

1930



শ্রীযুক্ত ভক্ত-ভাবুকগণের

করকমলেষু ;—

বিজ্ঞাপন।

কৃষ্ণযাত্রা তৃতীয় খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইহাতে "চাঁদ-ধরা" "ননীচুরি" "কালিয়-দমন" ও "গোষ্ঠ-বিহার" এই চারিখানি গীতি-নাট্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পূর্ব্বপ্রকাশিত খণ্ডদ্বয়ের ন্যায় এই খণ্ডেরও সঙ্কলনে যথেষ্ট যত্নগ্রহণ, পরিশ্রম স্বীকার ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করা হয় নাই। আশা করি, নাট্যামোদী ভক্ত ভাবুক রসিক মহোদয়গণ পূর্ব্বের ন্যায় এই নব-প্রকাশিত খণ্ডকে প্রীতনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া আমাদিগের উৎসাহ-বর্দ্ধনে সমধিক সহায়তা করিবেন।

দশহরা
২৩শে ১৩৩৭

বিনীত
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং

চাঁদ-ধরা

গীতি-নাটিকা

চরিত্র

পাত্র—নন্দ। কণ্বমুনি। গোপাল।

পাত্রী—যশোদা। রোহিণী। রাধা।
বড়াইবুড়ী। দাসী।

চাঁদ-ধরা

প্রথম অঙ্ক

নন্দালয়

গোপালকে নাচাইতে নাচাইতে যশোদার প্রবেশ।

যশোদা।—

গীত।

ভাল নাচে রে—নাচে রে নন্দলাল।
আবার নাচে রে যাদু দিয়ে করে তাল॥
রুণু ঝুনু রুণু ঝুনু নূপুর বাজা রে কানু,
নবীন নধর তনু, ধেই ধেই নাচ রে গোপাল॥
হাসিয়া মধুরে কিশোর অধরে,
হেলে দুলে নাচ রে ধীরে ধীরে,
ক্ষীর সর নবনী দিব চন্দ্রাধরে,
গোপাল নাচাই তাই দিয়ে কর-তাল॥
গোপালের নাচনী দেখিতে ব্রজ-রমণী
ল'য়ে ক্ষীর-নবনী এলো চাঁদবদনী ;—
কানুরে হেরিয়ে প্রফুল্ল পরাণী, বলে সবে নাচ যশোদা-দুলাল॥

(তুক্কা)

নাচ রে গোপাল ধন নাচ রে নাচনী ।
হাস রে চন্দ্রাধরে হাস যাদুমণি ॥
আমাদের সবেধন তুই রে নীলমণি ।
অন্ধ-নন্দ-যশোদার নয়নের মণি ॥
বয়স কালে কোলে দিলে বিধি এমন মণি ।
মনই ভোলে না বিনে এমনি এ মণি ॥
যোগী ঋষি, ধ্যানে বসি, পায় না ক' যে মণি ।
যে মণির কাছে ছার সকল রতন-মণি ॥
সকল মণির সেরা মণি আমার নীলমণি ।
গোবিন্দের হৃদয়মণি গোকুলের গোবিন্দ-মণি ॥

গীত ।

নাচে রে যশোদার গোপাল যশোদার কোলে ।
পুলকে বালকের নাচন, দেখে অপলকে সকলে ॥
ধেই ধেই ধিয়া ধিয়া,
নাচে রে নাচে কানাইয়া,
ব্রজবালা সবে আসিয়া, গোপালে নাচায় লইয়া,
ননী মাখম খাওয়াইয়া,
মনের খেদ মিটাইয়া,
গোকুলে সকলে, আকুলে গোপালে তুলে লয় কোলে ॥
ব্রজের রমণী সবে,
গোপাল নাচায় মহোৎসবে,
হেরিতে নিত্য কেশবে, নিত্য আসে বিধি বাসবে ;

গোবিন্দের নয়ন অন্ধ বিষয়-আসয়-বিভবে—
তাই পায় না গোবিন্দে চাঁদে কোলে নিতে কোন কালে॥

নন্দের প্রবেশ।

নন্দ। ওগো যশোমতি! গোপালকে নিয়ে কেবল তুমিই নাচাবে, আমাকে কি একবার গোপাল নাচাতে দেবে না গো?

যশোদা। ওগো গোপরাজ গো! এ গোপাল আমার ননীর পুতুল গো, তুমি এ ননীর গোপাল নাচাতে পার্‌বে না গো!

নন্দ। কেন গো যশোদে, পার্‌ব না কেন গো?

যশোদা। ওগো গোপরাজ! তবে বলি, শোন গো—

গীত।

তুমি পরুষ পুরুষ মানুষ, কঠোর তোমার কর।
গোপাল আমার ননীর পুতুল সইবে না তার ভর॥
দুধের শিশু মায়ের কোলে,
নাচ্‌বে সুখে হেলে দুলে,
মায়ের মন তায় যাবে ভুলে,
বাপে তার কি বোঝে কদর॥
মায়ের কোলে মায়ের ছেলে,
মানায় ভাল শিশুকালে,
বাপের পাশে যুবা ছেলে
হয় বটে গো শোভাকর॥
যে কালে যে নিয়ম চলে,
তাতে তোমার নয় কচি ছেলে,

বয়সকালে ছেলে পেলে
ক'রো তারে কিঙ্কর ;—
এখন আমায় ক্ষমা কর,
ধরি তোমার দুটি কর,
গোপাল ধনে কোলে কর'
বাড়িয়ে দিয়ে যুগল কর ॥

নন্দ। [গোপালকে কোলে লইয়া] আঃ, এমন ধন যার ঘরে নাই, তার জীবনে কি ফল গো ? যশোদা ! একা-একা গোপাল-ধনে ধনী হ'য়ো না গো, এ ধনে আমাকেও ধনী হ'তে দিয়ো গো !

গীত।

ওগো নন্দরাণী, শোন বাণী
তোমায় কই ওগো ধনি।
পুত্রধন এ গোপাল-ধনে
একা তুমি হ'য়ো না ধনী ॥
ছিল কত রাজ্য ধনই,
নব-লক্ষ গোধনে ধনী,
ছিল না এ পুত্রধনই
হয়েছিলেম তাই নির্ধনী ॥
সংসারে যে যত ধনী,
যার নাই এমন ধনই,
সে নির্ধনী শুনি ধ্বনি
সকল ধনেই গোবিন্দ ধনী ॥

বিনে সেই আসল ধনই,
হারায়েছি মূলধনই,
দাস গোবিন্দের মনের ধনই
শ্রীগোবিন্দ মূলধনী॥

যশোদা। ওগো গোপরাজ গো! যে ধনে তোমার অধিকার, তাতে কি আমার ভাগ নেই গো?

নন্দ। ওগো যশোমতি গো! তোমার সঙ্গে সকল ধনে যে, আমার আধা-আধি ভাগ আছে গো, তা কি তুমি জান না গো?

যশোদা। ওগো, তা ত জানি গো! জানি ব'লেই ত তোমার কোলে গোপাল-ধন দিয়েছি গো! এ ধন যে, এস্‌মালির ধন গো!

নন্দ। ওগো যশোদে! ও আবার কি কথা বল্‌ছ গো? এ ধন এস্‌মালীর কেন হ'তে যাবে গো?

যশোদা। ওগো গোপরাজ গো! গোপাল যদিও আমাদের ছেলে বটে গো, তবু এ ধনে এস্‌মালিরই অধিকার গো! এস্‌মালির ধন—যা সাধারণের ধন। তা আমার এ গোপাল-ধনকে সবাই ভালবাসে গো, সবাই যেন গোপালকে আপন ছেলে মনে করে গো!

গীত।

নয় মিথ্যা বাণী, আমি সত্য জানি,
এ ধনের ধনী সাধারণে।
ব্রজের যত গোপ-কামিনী, কোলে ল'য়ে নীলমণি,
খাওয়ায় ক্ষীর সর নবনী সরল অন্তঃকরণে॥
তুমি এ ধনের অধিকারী জন্মদাতা এই কারণে,
আমার অধিকার ধনে রেখেছি জঠর-ধারণে,

কালো ছেলের রূপের আলোয় ভুলে গেছে সাধারণে,
অধিকার কোলে ধারণে আসে কারণ অকারণে ॥
সবাই বলে ল'ব আমি গোপালের মায়ের অধিকার,
জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে করে আমায় অনধিকার,
সাধারণের এ অধিকার, বলিব কি অধিক আর,
এ অধিকার, অনধিকার কার, করে কে কোন্ কারণে ॥
কেউ বলে এ গোপালে আছে দেবতার অধিকার,
কেউ বলে এ ধনে সাধারণের সম অধিকার,
কেউ কয় এ সাধিকার, নায়িকার, ভাবিকার,
কেবল দাস গোবিন্দের নাই অধিকার শ্রীগোবিন্দের চরণে ॥

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। ওগো রাণী-মা! প্রণাম হই গো! [প্রণাম]

যশোদা। ওগো দাসি! সমাচার কি গো?

দাসী। রাণী-মা গো! মহারাজ কোথায় গো?

যশোদা। কেন গো, এই যে মহারাজ গো!

দাসী। ওমা! তাই:ত বাছা, আমি ত নজরে ঠাওরাতে পারি নি, মা! বাবা! অপরাধ নিও না—তোমায় পেন্নাম হই নি' ঘাট ক'রেছি! বাবা গো! প্রণাম হইগো। [প্রণাম]

নন্দ। ওগো! তোমার কোন ভয় নেই গো!

দাসী। ওগো বাবা! সেই ভরসাই দেও গো, নৈলে রাজার অপমান করেছি, সেই ভয়ে মরি গো।

নন্দ। কোন ভয় নেই গো, কোন ভয় নেই। এখন খবর কি তাই বল গো?

দাসী। ওগো! সে কি বল্‌ব গো! এক তেকেলে বুড়ো—লম্বা দাড়ি, লম্বা জটা, হাতে লোটা চেমটা, সেই মিন্সে তোমায় ডাক্‌ছে গো!

নন্দ। ওগো যশোদে! বোধ হয়, কোন যোগী ঋষি এসে থাক্‌বেন, আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌ছি গো! [প্রস্থান।

দাসী। আহা, রাণী-মা! তোমার বরাত্‌ ভাল, মা! নৈলে কি কেউ এমন ছেলে কোলে পায়, মা? কালো ছেলের রূপে যে, এমন জগৎ আলো করে, তা জান্‌তেম না, গো বাছা! তোমার ছেলের রূপ দেখে সবাই অবাক্‌ হয়েছে গো!

গীত।

ওমা নন্দরাণী—তোমার ছেলের
রূপ দেখে, সবাই অবাক্‌।
পায় না ভেবে এলো কে—এ লোকে
কেউ কয় না মুখে বাক্‌॥

যশোদা। ওগো দাসি! আমার কালো ছেলে দেখে বুঝি ঠাট্টা কর্‌ছ গো?

দাসী। না গো, মা! ঠাট্টা কর্‌ব কেন গো, আমি সত্য কথাই বল্‌ছি গো—

[পূর্ব্বগীতাবশেষ]

যে দেখেছে এ বালকে,
সেই মজেছে কেবল পুলকে,
ব্রজলোকে কোন লোকে
কালো বলে এ কালোকে;—
আলোকে এর রূপ ঝলকে
পলকে নয়ন-আঁধার ফাঁক্‌॥

যশোদা। ওগো দাসি! তুমি ও কি বল্‌ছ গো!

দাসী। ওগো রাণী-মা! সবাই যা বলে, আমিও তাই বল্‌ছি গো!

যশোদা। ওগো দাসি! সকলে কি বলে গো?

দাসী। ওগো রাণী-মা! সকলে কি বলে শুন্‌বে? তবে বলি, শোন গো—

গীত।

এ বালক নয় সামান্য,
বলে এরে ত্রিলোক-মান্য,
ধন্য ধন্য গণ্য মান্য
এ এ-লোকে অসামান্য ॥
যার ছেলের এমন মান্য,
তার মান্য নয় সামান্য,
ছেলের মান্যে কুলের মান্য
দশের মান্যে দেশের মান্য ॥
সবাই যারে করে মান্য,
তার মান্য জগন্মান্য,
কেউ করে না তার অমান্য
গোবিন্দ যে, গোবিন্দের মান্য ॥

যশোদা। ওগো দাসি! আমার ছেলেকে কেউ মন্দ বলে না ত গো?

দাসী। ওগো রাণী-মা! তোমার ছেলেকে কে মন্দ বল্‌বে গো? যে তোমার ছেলেকে দেখ্‌তে পারে না—দেখ্‌তে জানে না, সেই তারে মন্দ বলে গো! যে নিজে মন্দ, সেই তোমার ছেলেকে মন্দ দেখে গো!

গীত।

মন্দ লোকে মন্দ দেখে এই নন্দ-বালকে।
যার মনে মন্দ, নয়ন অন্ধ,
তার দৃষ্টি বন্ধ আলোকে ॥
যার ভাব মন্দ, ভাবনা মন্দ,
হৃদয় মন্দ, বিশ্বাস মন্দ,
পরের ভাল যার মন্দ
তারেই মন্দ কয় লোকে ॥
এমনি ধারা যারা মন্দ,
তোমার ছেলেকে দেখে মন্দ,
বিশ্ব-নিন্দুকের মন্দ
বিশ্বসৃষ্টি বিশ্ব-লোকে ;—
ভাল নৈলে কে চিনে মন্দ,
মন্দ'র কাছে সবাই মন্দ,
দাস গোবিন্দের ভাগ্য মন্দ
তাই বন্ধ যাওয়া পুণ্যলোকে ॥

যশোদা। ওগো দাসী গো, আমার গোপালকে যে যা বলে বলুক গো, আমি তাকে ভালই দেখি গো!

দাসী। ব্যস্! এই ত এক কথাতেই ফাঁক্! তোমার ছেলে তোমার যখন ভাল লাগে, তখন তোমার চোখ নিয়ে যে দেখ্‌বে, সেই বল্‌বে এ ছেলে তোমার ভাল ছেলে গো! যার চোখ মন্দ, সে ভাল-মন্দ চিন্‌বে কি ক'রে গো! যার মন মন্দ, সে ভালকে ধারণা কর্‌বে কি ক'রে

গো? যার স্বভাব মন্দ, সে গোবিন্দকে মন্দ বই ভাল ভাবে কি ক'রে গো? 'আত্মবন্মন্যতে জগৎ'। যার যেমন বুঝ্, সে তেমনি ভাবে গো! যে সুভাবে ভাবে, সেই গোপালকে ভাল ভাবে গো, আর যে কুভাবে ভাবে, সে গোপালকে ভাল'র অভাবে মন্দই ভাবে গো!

গীত।

এ ভবে যে যেমনি ভাবে,
সে তেমনি ভাবে সবার ভাবে।
সুভাবে যে ভবে ভাবে
সে কারেও না কুভাবে ভাবে॥
লোকে 'কু'ভাবে যার স্বভাবে,
পায় না কভু সে সদ্ভাবে,
স্বভাবে ভাবের অভাবে,
সুভাবে হারায় স্ব-ভাবে॥
থাক্‌তে হ'লে ভাল ভাবে,
ছাড়্‌তে হয় সব মন্দ ভাবে,
নিঃসন্দ সৎ স্বভাবে
শ্রীগোবিন্দে ভাবে ভাবে॥
যত লোক রয় তত ভাবে,
চলে সবাই কত ভাবে,
কেউ সৎ ভাবে, কেউ অসৎ ভাবে
লোকের সদাসদ্ ভাবে॥

কেউ গোপালে বালক ভাবে,
কেউ পুলক পায় ভক্তিভাবে,
কেবল জ্ঞানের আলোক অভাবে,
দাস গোবিন্দে নিদান ভাবে ॥

যশোদা। ওগো দাসী গো! অমন কথা বল্‌তে নাই গো, তাতে বাছার আমার অকল্যাণ হবে গো। গোপাল আমার পেটের ছেলে, তাকে সেই ভাবে ভাব গো! অন্যভাবে তাকে যেন কেউ ভেবো না গো! ছেলেকে ছেলের ভাবেই ভাব গো!

দাসী। ওগো রাণী-মা! ভাব্‌ত বাছা, কারু হাত ধরা নয় গো, সে যে মনগড়া জিনিস গো! তা সে মনগড়া ভাব গ'ড়ে দিতে হ'লে আবার ভাব-জানা লোকের দরকার হয় গো! ভাব-জানা লোকের ত অভাব নেই; কেবল স্ব-ভাবে সৎস্বভাব প্রভাবে সেই ভাবের ভাবুককে চেনা যায় না মা, এই যা দোষ গো!

যশোদা। ওগো বাছা, ভাব মন-গড়া না হ'লে ভাবের ভাবুক দেখা দিবে কেন গো! কথায় বলে আগে স্বভাব-গঠন—পরে ভজন-সাধন।

দাসী। ওগো মা! এ আবার ধান ভান্‌তে শিবের গান কেন গো? স্বভাবের কথা হ'তে হ'তে একেবারে সাধন-ভজনের কথা কেন গো?

যশোদা। ওগো বাছা, ওটা হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল গো মা!

দাসী। ওগো রাণী-মা! ওটা জগতের নিয়ম গো! বলি, যদি ব্রাহ্মণ দেখ, তা' হ'লে কি কর গো?

যশোদা। ওগো দাসি! ব্রাহ্মণ-দর্শন হ'লে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম হই গো!

দাসী। ওগো রাণী-মা! ঐ যে, দেখ্‌বামাত্রেই প্রণাম কর্‌তে ইচ্ছা হয় গো সেইটাই ভাব গো! তা যে যেমন ভাবের পাত্র, তার দর্শনলাভ

হ'লেই সেই ভাব আপনিই আসে গো! এই ধর না কেন—যেমন চোরকে দেখ্‌লেই লোকে ঘটী-বাটী সাম্‌লায় গো! লম্পটকে দেখ্‌লেই বৌ-ঝি সাম্‌লায় গো! অর্থাৎ যে, যে ভাব নিয়ে আস্‌বে—থাক্‌বে—কাজ কর্‌বে, তাকে দেখে সেই ভাবই মনে প্রবল হ'য়ে উঠ্‌বে গো! ভাবটা মানুষের হাতে নয় গো, ভগবানের হাতে। যে আধারে যতখানি ভাব দিয়ে ভবে পাঠিয়েছেন, সে আধারে তার চেয়ে বেশি ভাব থাকৃতে পারে না গো! তবে ভাবের অভ্যাস কর্‌লে নাকি ভাব বাড়ে গো!

গীত।

ওমা যশোমতী, ভাবের কথা বল্‌ব কি।
ভাবের কথা ভাব্‌তে গেলে, ভবেই বা আর থাকে কি॥
দেখ ভাবের কেমন প্রভাব,
যা দেখ, তায় অনিত্য ভাব,
অদেখা যা, নিত্যভাব,
ভাবের স্বভাব ভাব্‌বে কি॥
ভগবানে নিত্য ভাব,
কিন্তু তাঁরে দেখায় অভাব,
বিশ্বের বস্তু অনিত্য ভাব,
নিত্য দেখে, তবু এ ভাব;—
স্বভাবে জন্মায় সুভাব,
স্ব-ভাবে ঘটে দুর্ভাব,
দাস গোবিন্দের মনের ভাব,
দিতে নিদান কালে কালে ফাঁকি॥

নন্দ সহ কণ্ব মুনির প্রবেশ।

নন্দ। ওগো যশোমতি! আজ আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে গো! প্রভু কণ্বমুণি আমার পুত্রকে দেখ্‌তে এসেছেন গো! প্রণাম কর আর মুনির পায়ের তলায় গোপালের মাথা ছুঁইয়ে দেও গো!

যশোদা। মুনিবর গো! প্রণাম হই! [প্রণাম]

কণ্ব। ওঠ মা, গোপাল-জননি! তুমি বড় ভাগ্যবতী গো, তাই এমন পতি-পুত্র লাভ করেছ গো, তোমার জয়-জয়কার হ'ক্, মা! না—না, তোমাদের জয়-জয়কার হ'তে ত বাকি নেই, মা! জয়-বিজয়ের প্রভুকে যে, তোমরা পুত্ররূপে পেয়েছ গো! তোমাদের জয়-জয়কার অনেকদিন হয়েছে গো! তবে মা, এই আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা দীর্ঘজীবী হও গো! কেন না—যে জীবনে কৃষ্ণের মাতা-পিতা হওয়া যায়, সেই সুখ-শান্তি-আনন্দময় জীবনের দীর্ঘতা কামনার বটে গো! তাই বল্‌ছি মা, যশোমতি! তোমরা দীর্ঘজীবন লাভ কর, মা!

যশোদা। প্রভু গো! এইবার আমার গোপালের মাথায় পা তুলে দিয়ে একটু আশীর্ব্বাদ করুন, যেন গোপালের আমার কোন বিপদ্ না ঘটে গো?

কণ্ব। [সরিয়া গিয়া] হাঁ হাঁ, কর কি মা, কর কি গো? বালকের মাথা কি পায়ে ছোঁয়াতে আছে গো? যত্র জীব—তত্র শিবঃ। স্বয়ং শিব যে, বালকের মাথায় রয়েছেন গো! তা ছাড়া শিশু যতদিন অজ্ঞান থাকে, ততদিন সে নারায়ণের মত গো! তা মা, শিব কি নারায়ণ যে বালকের দেহে অধিষ্ঠান আছেন গো, সে বালকের মাথায় কি পা দেওয়া যায় গো, মা? তাতে পাপ হবে যে গো! তবে এমনই তোমার গোপালকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি যে, সে জগতের মাননীয় গণনীয় পূজনীয় বরণীয় হ'য়ে দীর্ঘায়ুঃ লাভ করুক্ গো!

গীত।

ধর শ্রীধর আমার আশীর্ব্বাদ ধর।
ভূলোকে বালকের বেশে লোকাতীত গুণধর—
হও ভুবনে মান্য গণ্য সর্ব্বগুণের গুণধর ॥
দেখে তোমার ওই চন্দ্রাধর,
হতেছে এ জীবন অ-ধর,
কৃপা-সুধা দেও শশধর
তোমার পিতা নন্দ দণ্ডধর' ॥
প্রজা পালন ভার ধর,
ব্রজের ভার কাঁধে ধর,
পিতার ভার মাথায় ধর
দাস গোবিন্দের ভার চরণে ধর ॥

যশোদা। মুনি বাবা গো! আপনার এ আশীর্ব্বাদ বিফল হবে না গো!

নন্দ। মুনিবর! দীনের ছেলেটিকে দেখ্‌লেন ত গো! ভগবান্ কৃপাবান্ হ'য়ে বয়সকালে আমায় ঐ পুত্রধন দিয়েছেন গো!

কণ্ব। ওহে গোপরাজ! তোমার জন্ম ধন্য—কর্ম্ম ধন্য—ধর্ম্মও ধন্য গো! তাই তোমার জীবন ধন্য—ভজন ধন্য—তোমার বৃন্দাবন ধন্য—প্রজাগণ ধন্য—পিতৃপুরুষগণও ধন্য গো! আম গাছে আমই ফলবান্ হয় গো! তুমি ভাগ্যবান্, তাই ভগবান্ তোমায় গুণবান্ পুত্রবান্ করেছেন গো! পিপাসায় কাতর হ'য়ে, মরীচিকায় গিয়ে, কুরঙ্গ জল অন্বেষণ কর্‌ছে, এমন সময় যদি সহসা বন্যা বৃষ্টির প্লাবনে জগত সংসার ডুবে যায় গো,

তা হ'লে সে কুরঙ্গের কত মনোরঙ্গ হয় গো ? তেমনি আনন্দ তোমার গো! গোপরাজ গো! এমন পুত্রধনে ধনী হ'য়েও তুমি নির্ধনীর মত রয়েছ দেখে বড়ই আশ্চর্য্য হয়েছি গো! মৃগ যেমন মৃগনাভির গুণ অনুভব কর্‌তে পারে না, মুদিত পদ্ম যেমন সৌরভের গৌরব বোঝে না, তেমনি কৃষ্ণের পিতা হ'য়েও তুমি তোমায় ভাগ্যবান্ ব'লে বুঝ্‌তে পার্‌ছ না গো! তা গোপরাজ গো! এ সবই সেই প্রভুর ইচ্ছা গো! সকল কর্ম্মের মূলেও তিনি—স্থূলেও তিনি—ভুলেও তিনি! তোমায় পুত্রদান করেছেনও তিনিই গো! তাঁর শরণ গ্রহণ ভিন্ন তোমার উপায় কি গো ? বল, যা কর তুমি ভগবান্!

নন্দ। ওগো ভগবান্! তুমিই যা কর গো!

গীত।

যা কর—যা কর হরি দিলাম তোমায় কর্ম্মফল।
কর্ম্মফলের ফল তুমি নাও, দিয়ে আমায় ধর্ম্মফল ॥
তোমার দেওয়া পুত্রফল,
করেছে আমার জীবন সফল,
এ ফল যেন হয় না বিফল,
ফলে যেন শেষের সুফল ॥
যা কর্‌বে সকল নিষ্ফল,
পুত্র-সেবার পাবে সুফল,
দাস গোবিন্দের ভাগ্যের কুফল
কর বিফল দেও প্রতিফল ॥

নন্দ। ওগো যশোমতি! মুনিরাজকে বস্‌বার আসন দেও গো!

যশোদা। মুনিরাজ গো! এই কুশাসনে বসুন গো!

কণ্ব। ওমা যশোদে গো! আমি আসনে বস্‌ব কি মা, আমি নিরাসনেই বেশ আছি গো! মাগো, তোমার ঘরে এসে আজ যে ধনের দর্শন পেলেম, তাতে কি আর আসনে বস্‌তে আছে গো? ইচ্ছা হচ্ছে—নিরাসনে—অনশনে তোমার এই আঙ্গিনায় গড়াগড়ি দিই গো!

গীত।

ওমা নন্দরাণী গো, কি কাজ আর আসনে।
আমি নিরাসনে আছি ভাল থাকি হেথা অনশনে॥
ত্যজেছি সকল বাসনে,
স্পৃহা নাই ভূষণ বসনে,
বিনাসনে পীতবসনে
ধরিতে সাধ হৃদয়াসনে॥
যোগী ভাবে যায় যোগাসনে,
ভস্ম মাখে শিব শ্মশানে,
গোবিন্দের মন তোষণে
শ্মশানে ঘোরে বৃষাসনে॥

যশোদা। ওগো মুনিবর গো, আপনি নিরাসনে থাক্‌লে যে, আমাদের নিন্দা হবে গো! এই আসনে বসুন, পদধৌত ক'রে দিয়ে সেই পাদোদক নিয়ে আমার গোপালকে স্নান করিয়ে দিব গো!

কণ্ব। ওমা নন্দরাণি! আমার পাদোদক নিয়ে তোমার গোপালকে স্নান করাতে হবে না গো মা! গোপাল যে তোমার নিজের পাদোদকে এ বিশ্বকে স্নান করিয়ে পবিত্র করেছে গো! যার পাদোদকে দেবতার পূজা হয়, তার অঙ্গে কার পাদোদক দেবে গো মা? আমার পা ধোবার দরকার নেই গো মা! তোমরা কেমন ছেলে কোলে পেয়েছ, আমি তাই

দেখ্‌তে এসেছি গো! এসে দেখ্‌ছি বেশ—এ ছেলে সামান্য ছেলে নয়—অসামান্য ছেলে, বহু সাধন ফলে তবে এমন ছেলে কোলে পেয়েছ, মা!

যশোদা। হাঁ গো বাবা, কত ঠাকুর দেবতার মানস করেছি—কত ব্রত করেছি—কত দান—কত যাগ করেছি, তবে ভগবান্ দয়া ক'রে এই গোপালকে পুত্ররূপে কোলে দিয়েছেন গো!

কণ্ব। মাগো! গোপালকে পেয়ে তুমি ত সুখী হয়েছ গো, বাছা?

যশোদা। ওগো মুনিবর গো! গোপালকে পেয়ে আমি বড় সুখে আছি গো!

কণ্ব। ওমা নন্দরাণী গো! গোপালকে কোলে পেলে যে, কি সুখ হয় গো, তা গোপালের মা-বাপ্ না হ'লে কেউ অনুভব করতে পারে না গো? তাই আমার জান্‌তে সাধ হচ্ছে, গোপালের মত ছেলে কোলে পেয়ে—গোপালের মা হ'য়ে তোমার মনে কেমন ধারা সুখোদয় হচ্ছে গো; আমায় তা প্রকাশ ক'রে বল, মা! আমি তোমার মুখে শুনে সুখী হই, এই আমার বাসনা গো!

যশোদা। ওগো মুনিবর গো! তবে বলি, শোন গো—

গীত।

কত সুখোদয় হয়েছে উদয়
কহিতে তা আমি নাহি পারি।
আকাশের চাঁদ পেয়েছি হাতে,
আমার ঘুচে গেছে চোখের বারি॥
পুত্র পাবার আশে কত দেবের পাশে
এসেছি মানস করি;

কত মাথা কুটেছি ধন্না দিয়েছি,
পেয়েছি কোলে শ্রীহরি ;
আমার আশার সাধন এই গোপাল ধন,
সে বিনে থাকিতে নারি ॥
যেমন নির্ধনের ধন হ'লে ভাসে তারা কুতূহলে,
অবহেলে যায় দুখে তরি,
যেমন গগনের চাঁদ হাতে পেতে সাধ,
ফাঁদ পেতে রয় আশা করি,
অনাবৃষ্টির বৃষ্টি, যেমন হয় মিষ্টি,
পুত্র পেয়ে তেমনি সুখে বিহরি ;
গোবিন্দে কোলে পেয়ে, রয়েছি গোবিন্দ চেয়ে,
সদানন্দে সুখে কাল হরি ॥

কণ্ঠ। মাগো! তোমার সুখ মুখে বল্‌লে বটে, কিন্তু আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না গো! গোপালকে পুত্ররূপে পেলে যে কি সুখ হয়, তা গোপালের মাতা-পিতা না হ'লে বোঝা যায না গো! যেমন অপুত্রক ব্যক্তি—পুত্রলাভের সুখ অনুভব কর্‌তে পারে না, যেমন নির্ধনী ধনবানের সুখ বুঝ্‌তে পারে না, ভেক যেমন চাঁদের সুধার আস্বাদ বুঝ্‌তে পারে না—অন্ধ যেমন সৌন্দর্য্য দৃষ্টির সুখ বুঝ্‌তে পারে না—মুক যেমন বেদপাঠের সুখ বোঝে না, তেমনি কৃষ্ণধনকে যে পুত্ররূপে না পেয়েছে, সে কখন তার সুখ অনুভব কর্‌তে পারে না গো! ভগবান্‌ যাকে সে সুখে সুখী করেন, সেই সে সুখের আস্বাদ পায়। যেমন পদ্মমধু অলিতে পান করে, সে কখন গোবর গাদায় যায় না; আবার গুব্‌রে পোকা গোবর খায়, সে কখন পদ্মের মধু-পানে যায় না গো—তেমনি যে জন

কৃষ্ণধনকে পুত্রধন রূপে কামনা করে, সেই সে সুখের অধিকারী হয়, অন্যে তা হ'তে পারে না।

গীত।

কৃষ্ণধনে ধনী না হ'লে, পায় কি কেহ সুখ-অধিকার।
কৃষ্ণে পুত্র পায় যে জন, সে ভাগ্যবান্ পরম নির্ব্বিকার॥
কত জনে কয় কত প্রকার,
কেউ তারে কয় গো সাকার,
আবার কেউ কেউ বলে যারে নিরাকার;
তার কেমন আকার, জান কি প্রকার
শুনি নাকি সে একাকার॥
সে কারু নয় গো একার,
সে সবার কাছেই এক আকার,
গোবিন্দে দেখে নরাকার
ঘোচে দাস গোবিন্দের মনোবিকার॥

নন্দ। ওগো মুনিরাজ গো! গোপালকে পুত্ররূপে পেয়ে আমি যে কত সুখী হয়েছি, তা একমুখে বল্‌তে পারি নে গো! কাউকে বোঝাবার ভাষাও খুঁজে পাই নে গো! তবে গোপাল যে আমার আঁধার-সংসারের আলোকধারা, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই গো! এখন নিজগুণে যখন এই দীন গোপের ভবনে পদার্পণ করেছেন, তখন দয়া ক'রে, আজ আমার গৃহে অতিথি হ'য়ে, আমাদের যথাসাধ্য সেবা গ্রহণ ক'রে আনন্দ দান করুন গো! আমি নীচ গোপজাতি, আর আপনি জগৎপূজ্য বর্ণশ্রেষ্ঠ দ্বিজপতি; আপনি আমার পূজার পাত্র গো! তবে আর এ কিঙ্করে বঞ্চিত না ক'রে—কিঞ্চিৎ করুণা ক'রে আসনে বসুন, আমরা

আপনার পদ ধৌত ক'রে পবিত্র হই গো। দাসের এ মিনতি নিবেদন পূর্ণ কর্‌তেই হবে গো!

গীত।

মুনিরাজ গো—শ্রীচরণে করি নিবেদন।
শোন আমার মিনতি আবেদন—
পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে আজি ঘুচাও গো মনের বেদন॥
তুমি মুনি বর্ণশ্রেষ্ঠ, সকল জাতির জ্যেষ্ঠ,
আমি অতি নিকৃষ্ট, গোপজাতি সর্ব্বকনিষ্ঠ;
দ্বিজ আমার পরম ইষ্ট, করি তাই তাঁর পদবন্দন॥
পেয়ে দ্বিজের আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হ'ল সব মনের সাধ,
সকল দুঃখের অবসাদ, মনের যত বিপদ্ বিষাদ;
পেয়ে ব্রাহ্মণের প্রসাদ পেয়েছি প্রাসাদ, গোবিন্দ ধন॥

যশোদা। ওগো মুনিঠাকুর গো! আজ আপনি আমাদের অতিথি গো! অতিথি যে স্বয়ং নারায়ণ গো, আবার ব্রাহ্মণও যে নারায়ণ গো! এস অতিথি নারায়ণ! এস ব্রাহ্মণ নারায়ণ! আমাদের সেবা গ্রহণ কর গো!

কণ্ব। ওমা নন্দরাণী গো! আমাকে তোমরা অতিথি বল্‌ছ গো? কিন্তু আমি দেখ্‌ছি—আমি অতিথি নই গো, আমি অ-তিথি!

যশোদা। অ-তিথি হ'লেও আপনি আমাদের অতিথি গো! অতিথি নারায়ণ গো! আর বঞ্চনা কর্‌বেন না, পাদ্যার্ঘ্য নিয়ে আমাদের প্রতি করুণা করুন গো?

গীত।

বঞ্চিত ক'রো না মুনি, কর কিঞ্চিত করুণা।
সঞ্চিত ভক্তি দিয়ে করিব তব পূজা-অর্চ্চনা॥
নিতান্ত হীন জাতি সতত সঙ্কীর্ণ মতি
কেমনে তুষিব মুনি, না জানি স্তব-স্তুতি;
নাইক মনে প্রেমাসক্তি, নাইক মনে শুদ্ধাভক্তি,
নিজগুণে গোবিন্দের মুক্তি দিও নিদানে কেলেসোনা॥

কণ্ব। ওমা যশোমতি গো! তোমাদের ভক্তিতে আমি বড় তুষ্ট হয়েছি গো মা! আমি তোমাদের অতিথি হ'লেম গো!

যশোদা। ওগো দাসি!

দাসী। কেন গো রাণী-মা, কি বল্‌ছ গো?

যশোদা। মুনিঠাকুর আমাদের বাড়ীতে অতিথি হয়েছেন গো!

দাসী। ওগো রাণী-মা! একে মুনি, তায় অতিথি; সেবা নেও গো মা!

যশোদা। ওগো বাছা, তুমি এক কাজ কর গো, এক ঝারি জল নিয়ে এসে প্রভুর চরণ ধুইয়ে দেও গো!

দাসী। ওগো রাণী-মা! তা দিই গো! [জল লইয়া] ওগো মুনিঠাকুর! কুশাসনে ব'স গো—আমি তোমার চরণ ধুইয়ে দিব গো!

কণ্ব। ওগো দাসি! তোমায় ধুইয়ে দিতে হবে না গো, আমি নিজেই পা ধুয়ে নিচ্ছি; তুমি জলের ঝারি আমায় দেও গো!

দাসী। ওগো ঠাকুর! যখন নিজের বাড়ীতে থাক্‌বে, তখন ঝারি ধ'রে নিজের হাতে পা ধুয়ো গো! এখন এ রাজবাড়ীতে তুমি অতিথি হয়েছ, তোমায় কি নিজে পা ধুতে আছে গো? দাসী যখন রয়েছে, তখন আমি পা ধুইয়ে দিব গো! [পদধারণ]

কণ্ব। ওগো দাসি! যদি নিতান্তই পা ধোয়াবে গো, তবে একটু সাবধান হ'য়ে ধুইও গো, পায়ে ব্যথা আছে।

দাসী। তা বটে গো ঠাকুর! তোমার পা দুখানি যে রকম ফুটি-ফাটা হয়েছে, তাতে ব্যথা হ'তে পারে বটে গো! তা ভয় নেই বাপু, আনাড়ী দাসী নই গো, [পদধৌত করিয়া] মুনি ঠাকুর গো! [প্রণাম]

যশোদা। ওগো দাসি! আমাদিগে বিপ্র-পাদোদক দেও গো!

দাসী। ওগো রাণী-মা! কত পাদোদক নেবে, নেও না গো, আমি এক গামলা পাদোদক তৈরী করেছি গো!

যশোদা। [পাদোদক পান করিয়া] গোপরাজ! আপনি একটু পাদোদক পান করুন গো! [নন্দের তথাকরণ] এইবার এই পাদোদক নিয়ে আমার গোপালের বদনে দিই, তা হ'লেই বাছা আমার নিরাপদে থাকবে গো! সব অসুখ নিরাময় হ'য়ে যাবে গো!

গীত।

হে ব্রাহ্মণ, কর মোর গোপালে নিরাময়।
যেন কল্যাণে থাকে বাছা, সকল সময়॥
দ্বিজ গুরু দেবতার কৃপায়,
দাসী গোপালে কোলে পায়,
রেখো ঠাকুর তাহারে পায়,
দিয়ো দাসীরে সু-সময়॥
গোপাল আমার সবে ধন,
সকল ধনের সেরা ধন,
নিরাপদ্ ক'রো সে ধন
দিয়ো না এনে দুঃসময়॥

তোমাদের করুণাবলে,
গোপালে পেয়েছি কোলে,
দাস গোবিন্দে সদাই বলে
গোবিন্দ হ'ক্ মনোময়॥

যশোদা। ওগো মুনিরাজ গো! এক্ষণে সেবার কি উদ্যুগ কর্‌ব, তাই বলুন গো?

কণ্ব। ওমা যশোমতি গো! সেবা ত নিত্যই হয় গো, তবে যখন আজ এমন রাজবাড়ীতে অতিথি হ'লেম, তখন উত্তম বস্তু সেবার জন্য উদ্যুগ কর, মা!

যশোদা। প্রভু গো! কি উত্তম বস্তুর উদ্যুগ কর্‌ব বলুন গো, আপনি যা আদেশ কর্‌বেন, আপনার শ্রীচরণ কৃপায় আমি তাই যোগাড় ক'রে দিব গো!

কণ্ব। ওমা নন্দরাণী গো, বহুদিন পরমান্ন প্রসাদ পাই নি গো মা, তাই সাধ হচ্ছে—তোমার গৃহে পরমান্ন প্রস্তুত ক'রে, পরমপুরুষকে নিবেদন ক'রে দিয়ে প্রসাদ পাই গো মা!

যশোদা। ওগো মুনিবর গো! আপনার দয়ার আশীর্ব্বাদে আমার ঘরে কিছুরই অভাব নেই গো, আমি আপনার পরমান্ন প্রস্তুতের উদ্‌যুগ ক'রে দিব গো! আমাদের নব লক্ষ গোধন, ঘরে ত দুধের অভাব নেই গো? আবার নতুন নলিন গুড়ও ঘরে আছে গো! আর এবার জমিতে যে পরমান্নশালী ধান হয়েছে, তারই সরু চাল তৈরি আছে গো। বাবা-ঠাকুরের পরমান্ন তৈরি কর্‌বার সব উদ্‌যুগ ক'রে দেও গো, আমি গোপালকে নিয়ে এখান থেকে অন্যত্র যাই গো মা!

নন্দ। প্রভু গো! তবে দীনের ভবনে মধ্যাহ্ন-সেবার আয়োজন করুন গো, আমি একবার গো-পাল নিয়ে গোষ্ঠে যাব গো! [প্রণাম]

কণ্ব। ওহে গোপরাজ! গো-সেবা তোমাদের জাতির ধর্ম্ম, তুমি সেই ধর্ম্ম পালন করতে নিজেই গোচারণে চলেছ, এর জন্য ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করবেন গো!

নন্দ। ওগো প্রভু! সে আপনার দয়া গো! যশোমতি গো! তুমি প্রভুর সেবার যত্ন ক'রো, দেখো যেন ত্রুটি ঘটে না গো!

[প্রস্থান।

যশোদা। ওগো দাসি! সব এনে দেও গো বাছা!

দাসী। এই যে গো মা, যাই গো! যাই।

যশোদা। আবার যাই গো যাই কেন গো? শীঘ্রী যোগাড় ক'রে দেও গো, নৈলে কি শেষে সেবা-অপরাধ করবে নাকি গো?

দাসী। না গো রাণী মা, সেবা-অপরাধ হবে কেন গো, যাতে অপরাধ না হয়, তারই জন্য ত দেরি হচ্ছে গো।

যশোদা। কেন গো দাসি! কিসের জন্য দেরি হচ্ছে গো?

দাসী। বলি ওগো রাণী-মা! ঠাকুরের জন্য পায়স তৈরি করবার উদ্‌যুগ ক'রে দিতে বল্‌ছ গো, তা কোন্ গাইয়ের দুধ এনে প্রভুকে দিব গো? কালী, ধলী, পিয়ালী, শ্যামলী কার দুধ আন্‌ব গো?

কণ্ব। ওগো দাসি! আমি শুনেছি নাকি কালো গাইয়ের দুধে উত্তম পরমান্ন হয় গো, তুমি কালো গাইয়ের দুধ এনে দেও গো, বাছা!

দাসী। ওগো বাবাঠাকুর! তাই যাই গো! [প্রস্থান।

কণ্ব। রাণী-মা গো! পরের খেয়ে-খেয়ে আমাদের মুখ খারাপ হয়েছে গো, তাই ভাল জিনিস নৈলে মুখে রুচি হয় না গো! বামুনজাত— গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ভাল খেতেই ভালবাসে গো! ভিখারী ব্রাহ্মণদিগে তোমরা না দিলে, তারা কোথায় পাবে, মা? আমরা যে কাল কাটাই, তা তোমাদের মত পাঁচজনের দয়া নিয়েই কাটাই গো!

গীত।

আশ্রম সম্বল হীন আমি দীন ব্রাহ্মণ।
ধনীর দেওয়া শ্রদ্ধা-অন্নে যাপন করি জপের জীবন॥
তোমার দেওয়া পরমান্ন,
সাদরে করিব মান্য,
পরম পুরুষে নিবেদি অন্ন
প্রসাদ-অন্ন হবে তখন॥
পরমান্ন পরম প্রসাদ,
পেয়ে ঘুচাব মনোবিষাদ,
যাবে পাপ তাপ অবসাদ
গোবিন্দেব প্রসাদ করি ভোজন॥

দাসী। ওগো বাবাঠাকুব! এই সব এনেছি—নেও গো!

কণ্ব। ওগো দাসি! সব এনেছ গো, বাছা?

দাসী। হ্যাঁ গো, বাবাঠাকুব! যা যা দবকাব সব এনেছি গো।

কণ্ব। ওগো দাসি! কি কি এনেছ, বল ত গো বাছা?

দাসী। ওগো বাবাঠাকুব! এই কাঠ এনেছি—পাতা এনেছি—হাঁড়ি এনেছি—চাল এনেছি—দুধ এনেছি—গুড় এনেছি, এইবাব আপনি পায়স রান্না করুন গো!

কণ্ব। আচ্ছা গো মা, তোমরা একটু অন্যত্রে যাও, আমি সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি গো! ওমা যশোমতি! তোমার কাছে আমার একটা কথা আছে গো!

যশোদা। ওগো বাবা! কি বল্‌বেন বলুন গো?

কণ্ব। মা গো, বল্‌ছি কি—তোমার কাঁচা কচির ঘর—তোমার

দামাল ছেলে—ওর কোন হুঁস্ নাই গো! তাকে একটু সাবধান ক'রে রেখো মা, সে যেন এসে আমার ভোগ ছুঁয়ে না দেয় গো!

যশোদা। ওগো মুনিবর গো! সেজন্য আপনার কোন ভাবনা নেই গো! আমি ত অবুঝ নই গো, গোপালই আমার অবুঝ গো! আমি তাকে খুব সাবধানে রাখ্‌ব গো বাবা, সে এদিকে আস্‌তে পার্‌বে না গো! আমি একে নিয়ে অন্য ঘরে গিয়ে বসিগে গো!

[প্রস্থান।

দাসী। বলি, ওগো বাবাঠাকুর! শুন্‌ছ গো?

কণ্ব। কেন গো দাসি! কি বল্‌ছ গো বাছা?

দাসী। বলি—তোমাদের বামুন জাত গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে খেতে পার্‌লে, আর কিছু চাও না কেন গা?

কণ্ব। ওমা দাসী গো! আমরা যে সম্বলহীন দীন গো, তাই ত ধনীর দুয়ারে ভিক্ষা ক'রে দিন যাপন কর্‌তে হয় গো।

দাসী। ওগো বাবাঠাকুর! আমি বলি কি—তোমাদের বামুন জাতটা বড় লোভী জাত, বাপু! নৈলে গাছে ফল আর ঝর্‌ণায় জল থাক্‌তে তোমরা গেরস্তর বাড়ীতে যাও কেন গো? বোধ হয়, মুখ বদ্‌লাতে —নয় গা?

কণ্ব। ওগো দাসি! কেন গৃহস্থের দ্বারস্থ হই, বলি শোন গো—

গীত।

গৃহী ভিন্ন, কে অন্য, করিবে সেবা যত্ন ব্রাহ্মণের।
পরের অন্ন, হরে দৈন্য, ধন্য হয় এ জীবনের॥
ভিখারী দরিদ্র দ্বিজ, নাহি বিষয়-বিভব নিজ,
গোবিন্দ-পদ-সরসিজ, দ্বিজের ধন সাধনের॥

পরের দেওয়া ভক্তির দান,
করে দ্বিজের জীবন দান,
দিতে মারে সে প্রতিদান,
আশীর্ব্বাদ তার কল্যাণের ॥
দাস গোবিন্দের নাইক ভক্তি,
নাহিক দ্বিজে আনুরক্তি,
শ্রীগোবিন্দের প্রেমাসক্তি,
ধরে শক্তি শমন শাসনের ॥

দাসী। ওগো বাবাঠাকুর! আমরা দাসী-বাঁদী লোক গো, আমাদের কথায় যেন রাগ ক'রো না গো! কোন বোধাবোধ নেই—কিছু জানি না—বুঝি না, তাই তোমায এত কথা জিজ্ঞেস্ কব্‌লেম গো! তাতে দোষ ঘাট হ'যে থাকে ত মাপ ক'রো গো বাবাঠাকুর! আমি তোমার মান-মর্য্যাদা জানি না ব'লে যেন আমাকে অভিশাপ দিযো না গো!

কণ্ব। ওগো দাসি! মুনি ঋষিব কাছে দোষী না হ'লে, তারা কি কাউকে শাপ দিতে পারে গো?

দাসী। ওগো বাবাঠাকুর! মুনি-ঋষিরা দোষী-নির্দ্দোষী দেখে শাপ দেয় না গো; যে একটু কিছু বলে, তাকেই শাপ দেয গো!

কণ্ব। না গো দাসি! বিনা দোষে কেউ কাউকে শাপ দেয না গো!

দাসী। ওগো ঠাকুর! বিনাদোষে শাপ দেয় না গো?

কণ্ব। কৈ গো, তা ত কখন শুনি নাই গো!

দাসী। আচ্ছা, জয়-বিজয়কে শাপ দিয়েছিল কে গো?

কণ্ব। ওগো দাসি! সে ক্ষণক্রোধী দুর্ব্বাসা ঋষি গো!

দাসী। বলি, বাবাঠাকুর! জয়-বিজয়ের কি কোন দোষ ছিল গো?

কণ্ব। ওগো দাসি! তারা ঋষিকে দ্বার ছাড়ে নি ব'লে শাপ দিয়েছিল গো!

দাসী। বলি, বাবাঠাকুর গো! তারা যে, দ্বারে দ্বারী ছিল গো, তাদের উপর ত আদেশ ছিল— কাউকে প্রবেশ করতে দিয়ো না? তবে ত তারা দ্বার না ছেড়ে প্রভুর আজ্ঞা পালন করেছিল গো, এতে তারা শাপের ভাগী কেন হ'ল গো? তাই বল্‌ছি গো বাবা ঠাকুর! ব্রাহ্মণের শাপ পাত্রাপাত্র বিচার করে না—দোষ-গুণও দেখে না গো! তাল-পাতার আগুনের মত যখন দপ্‌ ক'রে জ্ব'লে ওঠে, তখনই যাকে-তাকে যা-তা শাপে গো!

গীত।

মুনি গো, বড় ভয় হয় ব্রাহ্মণের শাপে।
বিনা দোষে, ক্রোধের বশে, দোষী নির্দ্দোষীরে শাপে॥
জয়-বিজয় ছিল প্রহরী,
প্রভু তাদের ভগবান্ হরি,
তাঁর আজ্ঞা পালন করি'
কেন জন্মে ধরায় মুনির শাপে॥

কণ্ব। ওগো দাসি! জয়-বিজয় ছাড়া আর কি কেউ বিনাদোষে অভিশাপ ভোগ করেছে, তা তুমি বল্‌তে পার গো?

দাসী। ওগো বাবাঠাকুর! তা পারি বৈ কি গো! এই ধর—রাজা দশরথ মৃগয়ায় গিয়ে অ-জানতে মৃগবোধে মুনির ছেলেকে মেরে ফেলেছিল ব'লে মুনি তাঁকে পুত্রশোকে মৃত্যু হবে ব'লে শাপ দিয়েছিলেন গো!

কণ্ব। ওগো দাসি! দশরথ রাজা অপুত্রক ছিল, এ শাপ ত তার কাছে বর হয়েছিল গো?

দাসী। বটে, কিন্তু— [গীতাংশ]

না জেনে করিলে পাপ,
তারে কি বলা যায় পাপ.
তবে কেন সে সিন্ধুর বাপ্
দশরথে অভিশাপে—
শাপে তাঁর হ'ল বর,
অপুত্রক পায় পুত্রবর,
সেই পুত্র গেলে বনের ভিতর
ম'ল রাজা মুনির শাপে ॥

কণ্ব। ওগো দাসি! আর কেউ কি এমন শাপ ভোগ করেছে গো?

দাসী। ওগো, তবে বলি শোন গো—

[গীতাংশ]

শমীক মুনি ছিলেন ধ্যানে,
পরীক্ষিতের সম্বোধনে
নিরুত্তর ছিল কাননে,
তাই দিলে গলায় মৃত সাপে ;—
দেখি গলায় মৃত সাপ,
শমীক মুনির বাড়িল দাপ,
ক্রোধে অঙ্গে ধরে কাঁপ্
সাপে খাক্ তখনি শাপে ॥

কণ্ব। ওগো দাসি! আমি সে দুর্ব্বাসাও নই—শমীকও নই, আমি শাপ দিব না গো!

দাসী। ওগো বাবা-ঠাকুর! কেউটে সাপ যদি বলে আমি হিংসে ক'রে দংশন করব না, বাঘে যদি বলে আমি জীবহত্যা করব না—বিড়াল যদি বলে আর মাছ-দুধ খাব না, তা যেমন বিশ্বাস হয় না, তেমনি ধারা বামুন জাত শাপ দিই না বল্‌লেও তাকে বিশ্বাস নেই গো!

কণ্ব। ওগো দাসি! বিশ্বাস নেই কেন গো?

দাসী। ওগো ঠাকুর, তবে বলি শোন গো—

[গীতাবশেষ]

ক্ষণে আগুন ক্ষণে জল,
যেমন কঠোর তেমনি কোমল,
ব্রাহ্মণের নাই অপর বল,
কেবল রাগের বল সম্বল শাপে ;—
যোগের বল, যাগের বল,
জপের বল, তপের বল
হৃদয়ে গোবিন্দের বল
তাই ভয় বাসি বামুনের শাপে ॥

কণ্ব। ওগো দাসি! আমাকে তোমার কোন ভয় নেই গো বাছা!

দাসী। ওগো বাবা ঠাকুর গো! তুমি যখন বার বার ভরসা দিয়ে বল্‌ছ গো যে, ভয় নেই, তখন অভয় হ'লেম গো! তবুও বলি, বাবা-ঠাকুর গো! মনিবের আমার ঐ সবে-ধন একটি ছেলে, তার কোন দোষ ধ'রে যেন শাপ দিয়ো না গো! ওগো বাবা-ঠাকুর! তোমার চরণে আমার এই নিবেদন গো!

কণ্ব। ওগো দাসি! আমি বনবাসী, ঋষি, তপস্বী, উদাসী, আমি কি কখন আশ্রিতজনের মন্দ-অভিলাষী হ'তে পারি গো? যার বাড়ীতে অতিথি হ'য়ে অন্ন গ্রহণ কর্‌ছি, যে আমার অন্নদাতা, তার অনিষ্ট করা যে মহাপাপ, তা আমি জানি গো! আর আমি যে এখানে এসেছি কেন, তা তোমরা জান না গো! তাই আমায় দেখে অমন ভয় কর্‌ছ গো!

দাসী। ওগো বাবা-ঠাকুর! তুমি কি জন্য এখানে এসেছ, বল না গো?

কণ্ব। ওগো দাসি! তোমাদের গোপরাজ যে ছেলেকে কোলে পেয়েছেন, সেই ছেলে কেমন ছেলে, তাই দেখ্‌তে এসেছি গো বাছা!

দাসী। ওগো বাবা-ঠাকুর! ছেলে দেখ্‌লে ত গো?

কণ্ব। হ্যাঁ গো, দেখ্‌লেম! বেশ ছেলে—ছেলের মত ছেলে! এমন ছেলে যে কোলে পায়, সে ভাগ্যবান্ গো! তাই আজ এই নন্দের ভবনে অতিথি হয়েছি গো! যতক্ষণ এখানে থাক্‌ব, এ ছেলেকে ভাল ক'রে পরখ্ ক'রে নিব গো!

দাসী। আচ্ছা গো বাবাঠাকুর! একটা কথা বল্‌ব গা?

কণ্ব। কেন গো দাসি, কি বল্‌বে বল গো?

দাসী। ওগো বাবাঠাকুর! দেখ গা—লোকে বলে, এ ছেলে নাকি সামান্য ছেলে নয়, তা কি সত্যি গা, বাবাঠাকুর?

কণ্ব। হ্যাঁ গো মা, তাই বটে গো! এ ছেলে সামান্য নয়—অসামান্য ছেলে গো! বহুভাগ্যের ফলে এমন ছেলে লোকের মেলে গো! এ ছেলে এ লোকের নয়, গোলোকের গো! ভূলোকের লোকের শান্তির জন্য স্বলোকের বাস ছেড়ে এ লোকে ব্রজলোকে এসেছেন গো! এই বালক—জগৎপালক বিশ্বচালক ত্রিলোক-আলোক। এ বালক স্বয়ং নারায়ণ গো!

গীত।

নয় সাধারণ এই নন্দের বালক।
ত্রিলোক-পালক, গোলোক-আলোক,
স্ব-লোক ছাড়ি এলেন ভূলোক॥
বালকরূপে বিশ্বপালক,
নন্দকুলের চন্দ্রালোক,
ধন্য করিতে এ জনলোক,
প্রবীণ পুরুষ নবীন বালক॥

দাসী। ওগো, বাবা-ঠাকুর গো! নন্দোৎসবের দিন শিব ব্রহ্মা, নারদ ইন্দ্র কত দেবতা এসে ওঁকে দেখে গেছেন গো!

কণ্ব। ওগো, দাসি! এ ধন যে, তাঁদেরই দেখ্‌বার ধন গো, তাই তাঁরা সকলে এসে দেখে গেছেন। আমিও তাই আজ দেখ্‌তে এসেছি গো।

[গীতাংশ]

নিরাকারে না পেয়ে ধ্যানে,
এসেছি স্বরূপ দরশনে,
পরশনে—দরশনে
পাব প্রাণে পরম পুলক;—
গোবিন্দের প্রসাদ-অন্ন,
লাভ করি হয় ধন্য,
তাইতে সৃজন পরমান্ন
পরীক্ষায় চিনিতে বালক॥

দাসী। ওগো, বাবা-ঠাকুর! তুমি যা বল্‌ছ, তাই সবাই বলে গো! এই ছেলের পায়ের ন'খে চাঁদ আছে—পায়ের তলায় কত কি দাগ আছে, তাকে কত জনে কত কি বলে গো, বাবা-ঠাকুর! কেন বলে, আমায় বুঝিয়ে দাও, বাবা-ঠাকুর!

কণ্ব। ওগো দাসি! যে বালকের পদনখরে চাঁদ থাকে, সে ত' গোলোকচাঁদ গো! তাঁর চরণতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন থাকে গো! তা এ বালক যথার্থই সেই বালক কি না, তাই পরখ ক'রে দেখ্‌ব গো! লোকে যেমন সোনা কেন্‌বার সময় ক'সে-মেজে নেয়, আমিও তেমনি এই কেলে সোনাকে চেন্‌বার জন্য ক'সে-মেজে যাচাই ক'রে নেবো গো! এতদিন কত উপাসনা ক'রে একটিবারও যাঁর দেখা পাই নি, সেই দুর্লভধন বৃন্দাবনে নন্দবালকরূপে জন্মেছেন শুনে ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে আস্‌ছি। কিন্তু অজ্ঞান আঁধারে নিরাকার বস্তুকে সাকারে দেখে সন্দেহ দূর হ'চ্ছে না গো, তাই ভ্রমে প'ড়ে ছলনাময়ের সঙ্গে ছলনা করতে চলেছি গো! ছলনায় ছলনাময়ের চিন্‌তে পারি কি না দেখি গো!

গীত।

আর করি নে করি নে কোন চিন্তে।
এতদিন করি তার চিন্‌তে,—
তবু পারি নাই চিন্‌তে সে অচিন্ত্যে॥
লোকের মুখে পেলেম কথা শুন্‌তে,
চিন্তাতীত চিন্তামণি পারি কি না চিন্‌তে,
পরীক্ষা অন্তে, যদি পারি চিন্‌তে,
তবে শমনের চিন্তে হ'তে হব গো নিশ্চিন্তে॥

যশোদার প্রবেশ।

যশোদা। [প্রবেশ পথ হইতে] ওগো দাসি! গোপাল ঘুমিয়েছে গো! মুনি ঠাকুর এখনও পাক বসান নি, কেন গো দাসি?

কণ্ব। ওগো রাণী-মা, তোমার গোপালের চিন্তায় বিলম্ব হ'য়ে গেছে, মা! এইবার আমি ভোগ রান্না কর্‌ব গো! ওগো দাসি! সবই ত' এনেছ গো বাছা! একটু আগুন দাও নাই ত গো?

দাসী। ওগো বাবা-ঠাকুর! তোমরা বামুন, তোমাদের মুখেই আগুন যে গো, তবে আবার আগুনের দরকার কি গো? তাই আগুন আনিনি গো!

কণ্ব। ওগো বাছা দাসি! মুখে আগুন নয়। বামুনের মুখে কথনো আগুন জ্বলে বটে, তা সে কখন্ জান গো? যখন অন্তের উপর অভিশাপ দিতে যায়, তখন আগুন জ্বলে গো! যখন-তখন সে আগুন জ্বলে না গো বাছা! এখন তুমি একটু আগুন এনে দাও গো!

দাসী। আচ্ছা গো ঠাকুর! এই নাও গো! [অগ্নিপ্রদান ও উনুন ধরান]

যশোদা। এস মা, আমরা এখন যাই গো! প্রভু গো! পাক শেষ হ'লে সেবায় বস্‌বেন গো! কোন অপরাধ নেবেন না গো! ভোগের সময় আমাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয় গো! এস গো দাসি! আমরা যাই— এস গো!

[দাসীসহ প্রস্থান।

কণ্ব। [পাক চাপাইলেন] প্রভু! পবিত্রভাবে তোমার প্রসাদ ব'লে পরমান্ন ভোগ তৈরি কর্‌ছি। দয়া ক'রে দাসকে প্রসাদ দিয়ে পবিত্র ক'রো গো!

গীত।

হে নারায়ণ নিখিল-পালন।
দয়া করি ক'রো দাসে কৃপা বিতরণ॥
তুমি হে গোলোকের হরি,
স্বলোকের বাস পরিহরি,
গোকুলে আসি বিহরি
অবতার কারণ॥
যুগে যুগে করি চিন্তে,
পারি নাই তোমায় চিন্‌তে,
তাই এসেছি পদপ্রান্তে
করিতে ভোগ নিবেদন॥
হেরি গোবিন্দ পদারবিন্দ,
দাসানুদাস দীন গোবিন্দ,
অহং মদে সদাই অন্ধ,
দেহ গোবিন্দ দরশন॥

ভোগ প্রস্তুত হয়েছে, এইবার পায়স প্রস্তুত ক'রে শ্রীভগবানের উদ্দেশে নিবেদন করি। [তথাকরণ] নমঃ নারায়ণায় নমঃ! নমঃ নারায়ণায় নমঃ!! নমঃ নারায়ণায় নমঃ!!! [সহসা হামাগুড়ি দিয়া গোপাল আসিয়া ভোগ খাইতে লাগিলেন।] ও যশোদে! ও যশোদে!! আরে ছিঃ ছিঃ করেছ কি গো বাছা!

যশোদার প্রবেশ।

যশোদা। [প্রবেশ পথ হইতে] কেন গো বাবা, কি হয়েছে গো?

কণ্ব। ওগো যশোদে! এই দেখ বাছা, তোমার ছেলের কাণ্ড দেখ গো! আমি চোখ বুজে ভোগ নিবেদন কর্‌ছি, আর তোমার ছেলে এসে আমার ভোগ উচ্ছিষ্ট ক'রে দিলে গা? তোমাকে বাছা, এত ক'রে ছেলে সাম্‌লাতে বল্‌লেম, তা'ত শুন্‌লে না? দেখ দেখি—এই অনোক্ত সময়ে ব্রাহ্মণের ভোগ নষ্ট ক'রে দিলে গা? এটা কি ভাল কাজ হ'ল, বাছা!

যশোদা। প্রভু গো! রাগ কর্‌বেন না গো! অজ্ঞান ছেলে কেমন ক'রে এসে পড়েছে জানি না গো! আমি ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এলেম, এর মধ্যে এসে একি কাণ্ড করেছে গো? বাবা, আমায় ক্ষমা করো গো!

গীত।

ক্ষমা কর হে মুনিবর,
ধরি তোমার দু'টি কর।
অবোধ অজ্ঞান ছেলে
তার প্রতি করুণা কর॥

কণ্ব। ওগো বাছা, তুমি ত' ভাল কথা বল্‌লে গো! আমার এখন ক্ষিধেয় নাড়ী বাপন্ত কর্‌ছে, এ সময় তোমাকে ক্ষমা ক'রে আমি ত' ক্ষিধের জ্বালায় জ্ব'লে মর্‌তে পারি না গো?

যশোদা। বাবা গো! আমি আবার আপনার পরমান্ন ভোগের আয়োজন ক'রে দিচ্ছি গো!

[গীতাবশেষ]

হ'য়ো না গো মন-ক্ষুণ্ণ,
আবার রাঁধ' পরমান্ন,
পাঠার সব তোমার জন্য
এখনি সত্বর॥

কণ্ব। ওগো যশোদে! তা না হয় তুমি পাঠালে গো! তোমার ঘরে অভাব নেই, তুমি না হয় দিলে গো! আমায় ত আবার কষ্ট ক'রে এই অনোক্ত সময়ে পাক কর্‌তে হবে গো? এ কষ্ট শুধু শুধু কেন আমাকে দিলে, বাছা? ছেলেটাকে তুমি আর একটু চোখে চোখে রাখ্‌তে পার্‌লে না গো?

যশোদা। বাবা, আমি ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দাসীকে দেখ্‌তে ব'লে এলেম গো, কি ক'রে যে, কোন্ পথে এখানে এলো, তা ত' জানিনে গো বাবা! আমার যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে গো! ভগবান্ গো! এ আবার কি ছলনা কর্‌ছ গো! [রোদন]

কণ্ব। ওগো যশোদে! আমি সব বুঝেছি গো! তোমার কোন দোষ নেই বাছা, তোমার ঐ ছেলেটী বড় হাউড়ে ছেলে—কস্মিনকালে যেন খেতে পায় না গো, তাই এমন ধারা এসে পড়েছে, বাছা। আচ্ছা, এইবার তুমি ওকে বেশ সাম্‌লে রাখগে, আর আমাকে সব যোগাড় পাঠিয়ে দেওগে, আমি আবার পাক বসাব গো!

গীত।

ওমা নন্দরাণী গো, আর ক'রো না ক্রন্দন।
দুগ্ধ তণ্ডুল দেও আমারে, করি পরমান্ন রন্ধন॥
অবোধ তোমার শিশু ছেলে,
তাই তুমি মা ক্ষমা পেলে,
এবার তোমার গোপাল এলে, কর্‌ব তারে বন্ধন॥
নিজে চোখে চোখে রাখ,
সদাই তার কাছে থাক,
গোবিন্দে ত চেন নাক', সে যে তোমার নন্দন॥

গোবিন্দের ছলনা-জালে,
ঘেরা জগৎ বেড়া-জালে,
দাস গোবিন্দ মরণ-জালে, ভাবে শমন-বন্ধন ॥

যশোদা। ওগো মুনিবর! এইবার আমি নিজে গোপালকে কাছে কাছে রাখ্‌ব গো, আপনি নিশ্চিন্তে ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করুন গো! দাসি! ওগো দাসী গো! মুনি ঠাকুরকে নূতন ক'রে পরমান্ন রাঁধবার যোগাড় ক'রে দাও ত' গো! [প্রস্থান।

কণ্ব। না, আর সন্দেহ নাই। যখন নারায়ণায় নমঃ ব'লে ভোগ নিবেদন কর্‌বামাত্র ঘুমন্ত গোপাল অলক্ষ্যে এসে ভোগ সেবা করেছেন, তখন আর চিন্‌তে বাকি কি? তবু আর একবার পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্‌, ভগবান্‌কে বালকরূপে দেখে প্রথমেই চিনেছি গো! বারবার তিনবার! তিনবার নিবেদিত ভোগ নারায়ণ সেবায় লাগ্‌লে, আমার জন্ম কর্ম্ম ধর্ম্ম সব সার্থক হবে গো! দীনবন্ধু! সেদিন কি আজ আমার হবে গো?

গীত।

দীনবন্ধু হে, আমার হবে কি সেদিন।
দীনজনে দীননাথ, চেনা দিয়ে ঘুচাও কুদিন ॥
এসেছি ভবে কতদিন,
বৃথা কাজে গত দিন,
ফুরাইল গোণা দিন, শেষ হ'ল আয়ু-দিন ॥
ভব ছেড়ে যাবার দিন,
ঘটে না যেন দুর্দ্দিন,
তাইতে আজ এই দীন, ক'রে নিতে চায় শুভদিন ॥

দিয়ে তিনবার পরমান্ন ভোগ,
ঘুচাইব ত্রিতাপের ভোগ,
কেটে যাবে কর্ম্মভোগ,
যদি গোবিন্দ প্রসাদ দিন্॥

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। এই নাও গো বাবা-ঠাকুর! তোমার ভোগের যোগাড় নাও গো! [প্রদান] বলি, হ্যাঁগা বাবা-ঠাকুর! ভোগ রেঁধে কি হ'ল গো?

কণ্ব। ওগো, হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ড গো! যশোদার সেই কালো ছেলেটা, যাকে এতক্ষণ ভাল ভাল বল্‌ছিলেম গো, সেই বিট্‌লে ছোঁড়াটা কোত্থেকে এসে আমার ভোগ উচ্ছিষ্ট ক'রে দিলে গো! এমন বদ্-বে-আক্কেলে ছেলে ত' কোথাও দেখিনি গো বাছা! গয়লার ঘরের ছেলে এমন খেঁটখোর হয়, তা ত' আগে জান্‌তেম না গো!

দাসী। ওগো বাবা-ঠাকুর! অবাক্ কর্‌লে যে গো! সে যে ঘরের ভেতর এখনো ঘুমোচ্ছে গো, আমি যে, এইমাত্র দেখে এলেম গো!

কণ্ব। ওগো! তা' হ'লে হয় ত এখান থেকে গিয়ে ভিরকুটী ক'রে আবার প'ড়ে আছে গো! যেমন ভোগ তৈরি কর্‌ব, ফাঁক পেলে অমনি উঠে এসে আবার লুঠে খেয়ে যাবে গো!

দাসী। না গো বাবা-ঠাকুর! সে ছেলে সেখান থেকে একটিবারও উঠে আসেনি গো! আমি তার কাছে বরাবর ব'সেছিলেম যে গো! তোমার ভোগ যদি সে খেতে আস্‌ত, তা' হ'লে আমি কি তা দেখ্‌তে পেতেম না গো? সে ছেলে এখনও সেইখানেই ঘুমুচ্ছে, আমি দেখে এলেম গো!

কণ্ব। ওগো দাসি! এখনও যদি সে ঘুমুচ্চে গো, তবে এখানে আমার ভোগ খেয়ে গেল, সে আবার কে গো বাছা? গোপাল তোমাদের এখানে ক'টা আছে গো?

দাসী। ওগো বাবা-ঠাকুর! এখানে আবার ক'টা গোপাল আছে গো, একটা গোপালই আছে গো!

কণ্ব। একটা? এ-ক-টা—না—না—

দাসী। না না কি গো বাবা-ঠাকুর! হাঁ—হাঁ, এখানে একটা গোপালই আছে, এ কটা নয় গো, কালো—কালো।

গীত।

ওগো ঠাকুর ব্রজে গোপাল আছে একটা।
এ যে কালো গোপাল, নয় ত' এ কটা॥
ঘুমিয়ে আছে আঙ্গিনায়,
দেখে এলেম আমি সেথায়,
ভোগ খেতে কে এল হেথায়
এ কেমন কেমন ভাবটা॥
যদি এল গোপাল আমার,
তবে কোথা গেল আবার,
গোবিন্দ যে এক আকার
দুই আকার তার কোন্‌টা॥

কণ্ব। ওগো বাছা! সে কথা যাক্ গো! যা হ'য়ে গেছে, তা' ত আর ফিরবে না গো! তার জন্ত এত ভেবে কি হ'বে গো? এখন আবার যদি ছোঁড়াটা এসে, ভোগ নষ্ট করে, তাই ভাবনা গো!

দাসী। ওগো বাবা-ঠাকুর! দাসীর কথায় এখন বিশ্বাস কর্‌ছ না গো, তবে বাসি হ'লে বিশ্বাস হবে গো! এ সে গোপাল নয় গো, তোমার কাছে যে এসেছিল, সে অপর গোপাল গো!

কণ্ব। ওগো বাছা, সে যদি অপর গোপাল হয় গো, তা' হ'লে ত দুটো গোপাল হ'ল গো? বলি, ব্রজে কি গোপাল দুটো নাকি গো?

দাসী। ওগো বাবা-ঠাকুর! এ ব্রজভূমি গোপালের লীলাভূমি গো! এ ভূমিতে যে ক'টা গোপাল আছে গো—দুটো কি পাঁচটা কি দশটা তা' ত' আমি বল্‌তে পারি না গো! তবে আমরা ত' দেখেছি---এখানে একটা বই দুটো গোপাল নাই গো!

কণ্ব। ওগো দাসি! তোমরা এখানে এক ভিন্ন অন্য গোপাল কখন দেখ নাই কি গো?

দাসী। না গো বাবা-ঠাকুর! তা একদিনও দেখিনি গো!

গীত।

সত্যকথা কই মুনিবর, মিথ্যা বলি নাই।
একটা গোপাল ভিন্ন অন্য ব্রজে দেখি নাই॥
যশোদার একটি গোপাল,
ব্রজবাসীর জীবন-গোপাল,
এক গোপাল সবার গোপাল,
গোপাল একের বেশি দেখি নাই॥
যখন যার যেখানে গোপাল,
তখন তার আপন গোপাল,
যে গোবিন্দ সেই ত গোপাল
দাস গোবিন্দের প্রাণ কানাই॥

কণ্ব। আচ্ছা গো মা, আমি আর একবার ভোগ রেঁধে দেখি, তা' হ'লেই কিসে কি হচ্ছে, বুঝ্‌তে পার্‌ব গো!

দাসী। হ্যাঁগো বাবা-ঠাকুর! তাই দেখ গো! আমি এখন যাই, কিন্তু বেশ ক'রে না দেখে-শুনে যেন চ'টে-মোটে শাপ-মন্যি দিয়ো না গো!

কণ্ব। ওগো দাসি! ব্রাহ্মণের মুখে এক বাক্য গো! তোমায় যখন অভয় দিয়েছি, তখন খেতে না পেলেও অভিশাপ দিব না গো! অভিশাপ দিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ভ্রষ্ট হয়, তা আমি জানি গো! তুমি যাও, কোন ভয় নাই গো!

গীত।

ক'রোনা ক'রোনা মনে ভয়।
দিলেম অভয়—হওগো নির্ভয়॥
যদি নাহি পাই খেতে,
তথাপি ক্রোধের বশেতে,
পারি না শাপ দিতে,
যে নিয়েছে পদাশ্রয়॥
বালকরূপে কে গোবিন্দ,
কোন্ গোবিন্দ, কার গোবিন্দ,
দাস গোবিন্দের শ্রীগোবিন্দ
মিটাবে কি সে সংশয়॥

[দাসীর প্রস্থান।

কণ্ব। কে এই বালক? সত্যই কি এই বালক ত্রিলোক-পালক—গোলোক-আলোক ব্রহ্মবালক? আচ্ছা, তাই যদি হয়, তবে এই

বালককে ব্রহ্মবালকের বেশে সাজিয়ে দেখি না কেন গো? তা লোকে যে, ঠাকুর সাজায়, কেউ সোনার সাজে সাজায়—কেউ ডাকের সাজে সাজায়—কেউ মাটীর সাজে সাজায়—কেউ বা মনের সাজে সাজায় গো! তা সোনার সাজে কে সাজায় গো! না, যে ধনী, যার সোনা আছে, সেই সোনার সাজে সাজায় গো! তা আমার ত সোনা নাই গো, কানে শোনা আছে যে, সোনা আছে, কিন্তু তার রং যে কেমন, তা চোখেও দেখ্‌লেম না গো! তা হ'লে সোনার সাজে আমার ঠাকুর সাজান হ'ল না গো! তার পর ডাকের সাজ? তা ডাকের সাজে সাজাতে পারে কে? না, যে ডাকার মতন ডাকৃতে জানে, সেই ডাকের সাজে ঠাকুর সাজাতে পারে গো! তা আমি ত তাঁকে ডাকৃতে জানি না, কাজেই আমার ডাকের সাজে ঠাকুর সাজান হ'ল না গো! তার পর মাটীর সাজে ঠাকুর সাজায় কে? না, যে মনকে মাটী কর্‌তে পেরেছে। তা আমার মন ত আমি মাটী কর্‌তে পারি নি, তা হ'লে মাটীর সাজেও আমার ঠাকুর সাজান হ'ল না গো! আমার মত কাঙ্গালকে তবে মনের সাজেই ঠাকুর সাজাতে হবে গো! আচ্ছা—যদি এই বালকের মাথায় চূড়া বেঁধে দেওয়া যায়, তা হ'লে কেমন মানায় গো! [নয়ন মুদিয়া] হাঁ, সেজেছে ত বটে গো! শ্যাম সুন্দরের মাথায় চূড়া দিলে যেমন শোভা হয়, এ বালকের মাথেও যে, চূড়া তেমনি শোভা ধরেছে গো! ঐ যেন বালক হস্তসঙ্কেতে আমায় বল্‌ছে—আমার মাথায় চূড়া বেঁধে দিলি, তা' রাধানাম লেখা ময়ূরপুচ্ছ কৈ গো? তা' চিন্তামণি গো! চিন্তা নাই; আমি যখন তোমাকে মনের সাজে সাজাচ্ছি, তখন সব সাজ দিব গো! আমার মন হবে ময়ূর, সে আশারূপ পুচ্ছ বিস্তার কর্‌বে, আর আমার অনুরাগ তাতে চন্দ্র-চিহ্ন হবে গো! আমি গুণরূপ লেখনী দিয়ে তোমার চূড়ায় রাধানাম লিখে দিব গো! তার পর কি কর্‌ব গো? এইবার নাসা সাজাতে হবে গো! তা' নাসা

সাজাতে হ'লে ত নোলকের প্রয়োজন গো? তা' মুক্তা অথবা মতির নলকই এখনকার চলন গো! তা আমার কাছে মুক্তাও নাই আর আমি মুক্তা প্রয়াসীও নই গো! তবে একটি মাত্র মতি আছে বটে, তাও নিতান্ত দুর্ম্মতি গো! তবে সাধুর মুখে শুনেছি—দুর্ম্মতিকে যদি শ্রীমতীর পতির নাসায় নলক-মতি ক'রে দিতে পারা যায়, সেও তখন সুমতি হ'য়ে যায় গো! তা আমি আমা দুর্ম্মতিকে ঐ শ্রীমতীর পতির নাসায় নলক-মতি ক'রে দিলেম গো! এইবার কণ্ঠ সাজাতে হবে, তা' কণ্ঠ সাজাতে হ'লে ত' হারের প্রয়োজন গো! তা' মুক্তাহার মতিহার সে সব ত আমার নাই গো, তবে আমাকে বনফুলহারে ঠাকুর সাজাতে হবে গো! যদি বল—বনফুলহার পাবে কোথায় গো? তা আমার জীবন হ'বে বন, প্রেম তাতে হবে বৃক্ষ, ভক্তি তাতে হবে লতা, আর অষ্টাঙ্গযোগ পুষ্পযোগ হবে গো, আমি মনোযোগ দিয়ে সেই অষ্টাঙ্গযোগের পুষ্পহার গড়িয়ে ঠাকুর সাজাব গো! সবই ত হ'ল গো, কিন্তু এখনও যে, ঐ বালকের ষড়-অঙ্গ সাজাতে হবে গো, তা' কি দিয়ে সাজাব গো? [চিন্তা] হাঁ, হয়েছে; আমার ষড়্‌রিপুকে আভরণ ক'রে ঐ বালকের ষড়্‌অঙ্গ সাজিয়ে দিব গো! তা' রিপুর মধ্যে প্রধান রিপু হ'চ্ছে ক্রোধ, তা মানুষের যখন ক্রোধ হয়, তখন তার সীমা থাকে না গো, তা' হ'লে তাকে অসীম বা অনন্ত ক্রোধও বলা যেতে পারে গো! তা' আমি আমার ক্রোধকে অনন্ত ক'রে ঐ বালকের বাহুমূলেই প্রদান কর্‌ব গো! তার পর লোভ—তা মানবের লোভ হয় কিসে গো? মুক্তা অথবা মণিতে। তা' আমি আমার লোভকে বলয় ক'রে ঐ বালকের মণিবন্ধেই প্রদান কর্‌ব গো! মদকে অঙ্গুরী ক'রে ঐ বালকের করে দিব গো! আর মোহহারীকে সাজাবার জন্ম মোহকে কটিতে কিঙ্কিণী ক'রে দিব গো! কেন না—যার কটি দেখ্‌লে নিষ্কাম মহাদেবেরও মোহ উপস্থিত হয়, তাঁর কটিতে মোহ-কিঙ্কিণী ভিন্ন সাজ বে

কেন গো ? বাকি থাকল—দুর্জ্জয় রিপু সেই কাম। তা কামকে আমি কোন্ অলঙ্কার ক'রে কোন্ অঙ্গ সাজিয়ে দিব গো ? [চিন্তা] হাঁ, হয়েছে, আমার কামকে নূপুর ক'রে ঐ বালকের চরণযুগলে অর্পণ করব গো! আমার কাম নূপুর হ'য়ে অকামা কামিনীকান্তের চরণতলে থেকে শব্দ করবে কি ? না—রুণু রুণু রুণু! তা' রুণু রুণু শব্দ করচে কেন ? না, লোকে যখন প্রেমে গদ্‌গদ হয়, তখন ত আর স্পষ্ট বুলি বলতে পারে না, আধ-আধ ভাষাতেই কথা ব'লে থাকে গো ? তা' আমার কাম-নূপুর হ'য়ে চরণতলে তরুণ অরুণ দেখবে, আর তারই অপভ্রংশে বলবে—রুণু রুণু রুণু! আর শব্দ করবে কি ? না, জিতং জিতং জিতং। তা' জিতং জিতং শব্দ করবে কেন ? না, আমার কাম-নূপুর হ'য়ে অন্যান্য রিপুকে সম্বোধন ক'রে বলবে—ওরে রিপুগণ! এ জগতে এসে আমারই জিত হয়েছে। কেন না—শ্রীনাথের কোন্ অঙ্গ লোকে প্রার্থনা করে গো ? না—শ্রীপতির শ্রীচরণ যুগলই লোকের বাঞ্ছনীয় গো! তা' আমি আজ বিনা সাধনায় শ্রীপতির সেই শ্রীচরণ যুগলে নূপুর হয়েছি, সুতরাং আমারই জিত হয়েছে গো! তাই বলছি মন! জগতে এসে যদি জয়লাভের বাসনা থাকে গো, তবে অসার বিভব-নেশায় মেতে না থেকে, ব্রহ্মচর্য্য পালন কর, প্রাণায়াম যোগ অভ্যাস কর গো! নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার দেখে মুক্তি-পথ পরিষ্কার কর গো!

গীত।

ওরে মন, চাহ যদি নিদান দিনে তরিতে।
তবে অহংজ্ঞান শূন্য কর ত্বরিতে॥
প্রাণারাম যোগের বলে,
ব্রহ্মচর্য্যের শরণ নিলে,

গুরু বস্ত্র মাস্তুলে মিলে, প্রেমের গুণ-দড়িতে—
হরিনামের বাদাম তুলে ওঠ পারের তরীতে ॥
আমার নাই প্রেম ভক্তিধন,
জানি না শ্রীহরির সাধন,
নিকট হ'ল নিধন সময়
হবে শমন-ভয়ে তরিতে ;—
এখন দাস গোবিন্দের প্রতি
হবে গোবিন্দের কৃপা বিতরিতে ॥

[পায়স প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্ববৎ নারায়ণায় নমঃ মন্ত্রে নিবেদন করিলে পুনরায় গোপাল আসিয়া ভোগ খাইলেন]

কণ্ব। ওগো ও যশোদে! ছুটে এস গো, ছুটে এস! আবার তোমার সেই হাউড়ে ছেলেটা কোত্থেকে হাওয়ার মত উড়ে এসে আমার ভোগের আগে প্রসাদ ক'রে দিচ্ছে দেখ গো! বাপ্‌রে কি চান্‌চাওয়া দুরন্ত ছেলে গো! এ ছেলে নেহাত পেটুক—গয়লার গুণ্ডা গো! বামুনের ভোগ নষ্ট ক'রে দেয়, পাপের কি শাপের ভয়ও করে না গো! আবার ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে মুখ চেয়ে দেখ্‌ছ কি গো? যখন সেবায় লেগেছ, তখন আশ মিটিয়ে সেবা নেও গো? আহা, উনিই যেন আমার নারায়ণ এসে বসেছেন গো! যশোদে—ওগো ও যশোদে!

শশব্যস্তে যশোদার প্রবেশ।

যশোদা। কেন বাবা! কেন বাবা! [দেখিয়া] একি! আবার গোপাল এসে আপনার ভোগ নষ্ট করেছে গো? হেঁই মা, কি ডাকাবুকো ছেলে গো! ওরে গোপাল? তোকে বুঝি আর বাঁচাতে পার্‌লেম না রে! এমন ক'রে বার বার ব্রাহ্মণের পরমান্ন ভোগ নষ্ট ক'রে দিচ্ছিস্, এখনই ব্রহ্মশাপে মর্‌বি যে রে বাবা?

গীত।

ওরে গোপাল, ভাঙ্গ্‌ল বুঝি এ পোড়া কপাল রে।
বারম্বার ব্রাহ্মণের মন্যি
মুনি ঋষির মন-ক্ষুণ্ণি,
কে তোরে বাঁচাতে পারে, কে আছে কৃপাল রে॥
মহা মুনিবর কণ্ব,
তাঁর সেবার পরমান্ন,
দু' দুবার করিলি পণ্ড, কুবুদ্ধি কে ঘটায় রে;—
ব্রাহ্মণের মনস্তাপে,
তোর তরে হৃদয় কাঁপে,
এখন কেবল অনুতাপে, করি হায় হায় রে॥

কণ্ব। ওগো যশোদে! ওকে ধর্‌লে কেন গো? ও আকালে ছেলেটাকে দমভ'র খেতে দেও গো, ও খেয়ে খেয়ে আলস্ত হ'য়ে পড়ুক গো! নৈলে বার বার আমার বাড়া ভাত এমনিধারা পণ্ড ক'রে দিবে গো! তুমি ওকে ছেড়ে দেও—ঐ খাক্ গো, আমার আর খেয়ে কাজ নেই, আমি চল্‌লেম গো!

যশোদা। ওগো মুনিবর গো! এ সময় ব্রাহ্মণ উপবাসী হ'য়ে ফিরে গেলে আমার সর্ব্বনাশ হবে গো, আমার গোপালকে বাঁচাতে পার্‌ব না গো! একটু দাঁড়ান্, আমি আবার সেবার আয়োজন ক'রে দিই গো!

কণ্ব। ওগো থাম থাম! আমি ত' তোমার রাঁধুনী বামুন নই গো, যে বার বার রান্না কর্‌ব গো? তোমাদের ত' ব্রাহ্মণে ভক্তি কত গো?—নৈলে একটা ছেলেকে আট্‌কে রাখ্‌তে পার না, বাছা? এ ত' ব্রাহ্মণ

সেবা নয় গো, ব্রাহ্মণ বধ করা! না, আর আমার সেবায় কাজ নেই গো! তোমার ঐ দামোদর ছেলেকে সেবা কর্‌তে দেও গো, ওর উদর ভর্‌লেই সবাই তুষ্ট হবে গো! আমিও হব গো!

যশোদা। দোহাই গো বাবা! আমার শিশুছেলের অপরাধ নিয়ো না গো! আমি তোমার পায়ে ধ'রে বিনয় ক'রে বল্‌ছি, আমায় দয়া কর গো, বাবা! [পদে পতন]

গীত।

দয়া কর দয়াময়, দুখিনীরে।
অতিথি বিমুখ হ'য়ে ভাসাইও না দুখ-নীরে॥
তোমাদের আশীর্ব্বাদ-বলে,
গোপালে পেয়েছি কোলে,
অতিথি বিমুখ হ'লে, ডুবাবে পাপে পাপিনীরে॥
ব্রাহ্মণের মন-ক্ষুণ্ণ,
পাছে বিপদ্ ঘটে অন্য,
বিপদ্-ভয়ে তাই বিষণ্ণ, রাখ পায় অভাগিনীরে॥

কণ্ব। ওগো যশোদে! তোমার ও কথা কেমন হচ্ছে জান গো? খেদাই নি, তোর উঠান চষি গো! আমায় বার বার রাঁধুনীর মত রাঁধাবে, আর তোমার গোপালের ভোগে লাগাবে? এ তোমার কেমন মত্‌লব গো বাছা? ঐ একরত্তি ছেলেটাকে কি তোমরা আট্‌কে রাখ্‌তে পার না গা? দামাল্ ছেলে, হামা দিয়ে আসে, তাকে ধ'রে সামাল্ দেওনা কেন গো? তোমাদের মনে নিশ্চয় বদ্ মত্‌লব আছে গো!

যশোদা। ওগো মুনিবর গো! আমি সত্য বল্‌ছি—একে আমি চোখে চোখে রেখেছিলেম গো, আমার কাছে বসেছিল, আমার যেমন

একটু তন্দ্রা এসেছে, অমনি টুকু ছ'য়ে এসে পড়েছে গো বাবা! এবার মাপ কর বাবা, আমি আবার তোমার সব যোগাড় ক'রে দিচ্ছি গো! এইবার হতভাগা ছেলেটাকে ঘরের মধ্যে ভ'রে—তালা বন্ধ ক'রে রাখ্‌ব গো! তুমি নিরাপদে ভোগ-সেবা নিও গো বাবা! ওগো দাসি! এবারেও বাবাঠাকুরের ভোগ নষ্ট হয়েছে গো, তুমি আবার যোগাড় এনে দেও গো বাছা!

[প্রস্থান।

কণ্ব। দুইবার ভোগ নিবেদন কর্‌বামাত্র উদ্দিষ্ট দেবতা এসে প্রসাদ রেখে গেলেন। এইবার আর একবার! তিনবার দেখ্‌লেই মনের সন্দ মিটে যাবে। দর্শনমাত্রেই সন্দেহ মিটেছে, চিনেছি—ইনিই সেই আরাধ্য দেবতা। কিন্তু ধরায় যে, তিনি গোপশিশুরূপে এসেছেন গো, সহসা তাঁকে স্তব-স্তুতি প্রণাম কর্‌তে গেলে নন্দ যশোমতী ক্ষুণ্ণ হবে, তাই ছলনাময়ের সঙ্গে ছল ক'রে চিন্‌তে চলেছি গো! সবই তাঁর লীলা! যখন মনের সাজে বালককে সাজিয়েছি, তখনই বুঝ্‌তে পেরেছি এ সেই ব্রহ্মবালক। হে ব্রহ্মসনাতন! নিত্য সত্য চিন্ময় পুরাণ পুরুষ! তোমার পদে ভক্তির সহিত প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা কর্‌ছি—যেন আমার এ ব্যবহারে অণুমাত্র রুষ্ট হ'য়ো না। প্রভু! তুমি বিরূপ হ'লে উপায নাই গো! স্বরূপে দেখা দিয়ে আমার প্রতি স্বরূপ হও গো, আমি তোমার রূপরাজ্যের মধ্যে ডুবে তলিয়ে যাই গো!

গীত।

কেন হে কেন আর বিরূপ।
আমি চিনেছি তোমার স্বরূপ,
অরূপ ছেড়ে স্বরূপ ধ'রে দৃশ্য অপরূপ ॥

হৃদয়ে তোমার রূপ,
চোখে তার অনুরূপ,
ও রূপে রূপ মিশাইয়ে, আমায় করহে অরূপ ॥
জানি না তোমার রূপ,
কখন ধর কিরূপ রূপ,
শুনি তুমি সর্ব্বরূপ বিশ্বরূপ—
যে রূপে আছে যেরূপ, সব রূপই তোমার রূপ ॥

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। বলি, ওগো বাবাঠাকুর! এবারে আবার কি হ'ল গো?

কণ্ব। ওগো দাসি! আবার সেই গোপাল এসে ভোগ নষ্ট ক'রে দিয়েছে গো!

দাসী। ওগো বাবাঠাকুর! গোপালই বুঝি তোমার নারায়ণ দেখ গো!

কণ্ব। ওগো দাসি! তা' হ'তেও পারে গো! আমি আমার ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে ভোগ নিবেদন কর্‌ছি, আর গোপাল যখন সেই মন্ত্রের টানে এসে ভোগ সেবা কর্‌ছে, তখন গোপালই হয় ত' নারায়ণ হবে গো! যাই হ'ক্—আর একবার দেখ্‌তে হ'বে। তুমি সব এনেছ ত গো?

দাসী। হাঁ গো বাবাঠাকুর! কাঠ, পাতা, চাল, গুড়, হাঁড়ি, দুধ সবই এনেছি, এই নেও গো! [প্রদান]

কণ্ব। সব রাখ গো! এবার আর কোন ভাবনা নেই, কেমন গো?

দাসী। না গো বাবাঠাকুর! এবার ত' রাণী-মা তাকে ঘরের ভেতর পূরে তালাবন্ধ ক'রে দিয়ে, দুয়োরে ব'সে পাহারা দিচ্ছেন গো, এবার আর সে আস্‌তে পার্‌বে না গো!

কণ্ব। হ্যাঁ গো দাসি, হ্যাঁ; যখন দুয়োরে তালাবন্ধ আছে, তখন আর বেরুতে পার্‌বে না গো!

দাসী। বলি, ওগো বাবাঠাকুর! যদি সে তোমার কথা মত ভগবান্ হয় গো, তা হ'লেও বেরুতে পার্‌বে না গো?

কণ্ব। ওগো দাসি! যদি মন্ত্রের টানে এবারেও সে এসে ভোগ সেবা করে গো, তবে ভগবান্ ব'লে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়্‌ব গো।

দাসী। আচ্ছা গো বাবাঠাকুর! তাই কর গো, আমাদের ধাঁধা মিটে যাক্ গো! গোপাল যদি সত্যিই ভগবান্ হয় গো, তা' হ'লে তার সেবায় আমাদের ইহকালও হবে—পরকালও হবে। ঠাকুর গো! তোমার সঙ্গলাভ হয়েছিল ব'লেই এতখানি বুঝ্‌তে পার্‌লেম গো! এই জন্যই কথায় বলে যে, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, আর অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ গো!

[প্রস্থান।

কণ্ব। [পরমান্ন রাঁধিয়া পায়স প্রস্তুত করিলেন] নমঃ নারায়ণায়—নমঃ নারায়ণায়—নমঃ নারায়ণায় নমঃ! [পূর্ব্ববৎ গোপাল আসিয়া ভোগ খাইলেন দেখিয়া] খাও, খাও, প্রভু! শান্তিতে সুস্থির হ'য়ে ভোগ খাও গো! তোমার জন্যই আমার এই সব আয়োজন গো! তুমি যে কে, তা' চিন্‌তে পেরেছি গো! এখন দয়া ক'রে আমায় প্রসাদ দেওগো! [প্রসাদ ভক্ষণ] এইবার একটু পদধূলি দেও গো! ভবপারের উপায় ক'রে নিই। [তথাকরণ] যশোদে! ওগো ও যশোদে!

যশোদার প্রবেশ।

যশোদা। ওমা! একি গো, কোন্ পথে চ'লে এল গো? ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ ক'রে আমি দাঁড়িয়ে আছি—তবে কোন্ ফাঁকে চ'লে এসে আবার ব্রাহ্মণ-সেবায় বাধা দিলে গো? হতচ্ছাড়া ছেলে কোথাকার! [কৃষ্ণকে ধরিতে অগ্রসর]

কণ্ব। ধ'রো না গো মা, ধ'রো না। তোমার ছেলেই আমার উপাস্য দেবতা গো, তাই বার বার আমার ভোগ সার্থক কর্‌তে এসেছেন গো মা! মা যশোমতী গো! এ বসুমতী বক্ষে তুমি পুণ্যবতী—ভাগ্যবতী, তাই এমন ছেলে কোলে পেয়েছ গো মা! আমি তোমার পুত্রের প্রসাদী পরমান্ন পেযে পরম পরিতৃপ্ত হয়েছি মা! এ প্রসাদ নয় মা, এ মহাপ্রসাদ গো! নেও মা, তোমরাও প্রসাদ নেও গো! দাসী কোথায় গেল? দাসি! ওগো ও দাসি।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। কেন গো বাবাঠাকুর! কি বল্‌ছ গো?

কণ্ব। দাসী গো! মহাপ্রসাদ পেয়েছি, নেবে কি গো বাছা?

দাসী। ওগো বাবাঠাকুর! মহাপ্রসাদ পেলে কে তা' ছেড়ে দেয় গো? দেও—দেও—মহাপ্রসাদ পেয়ে মহাপাপ ক্ষয় করি দেও গো!

কণ্ব। [প্রদান] ওমা যশোদে গো! আজ তোমার এস্থান জগন্নাথ-ক্ষেত্র গো! এখানে জাতি-ভেদ নাই গো, তোমার ছেলের প্রসাদ মহা-প্রসাদ গো! আজ এই মহাপ্রসাদ পাবার লোভেই তোমাদের বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলেম গো মা! [প্রসাদ ভোজন] হে বিষ্ণু! হে নারায়ণ! হে নরোত্তম! আমার নমস্কার নেও গো!

যশোদা। ওকি কর্‌লে—বাবা? গোপালের এঁটো তুমি খেলে? তাকে তুমি দণ্ডবৎ কর্‌লে, বাবা? বাছার যে, আমার অকল্যাণ হবে গো!

কণ্ব। ওমা যশোমতী গো, মতি স্থির কর, মা! তোমার নীলমণির কোন্ অকল্যাণ হবে না গো মা! তুমি কল্যাণময়ী যার জননী, নিজে যিনি কল্যাণময়, তাঁর অকল্যাণের ভয় ক'রো না গো মা! তোমাদের ছেলে—তোমরা ছেলের মত দেখ, আর আমরা ঈশ্বরের মত দেখি গো! মাগো। তোমাদের বহু পুণ্যের ফলে আমাদের ধ্যানের ধন—যোগীন্দ্রের

যোগের ধন—ব্রহ্মার বাঞ্ছিত ধন—শুক, নারদের ভাব্যধন তোমার ঘরে উদয় হয়েছেন, মা! আজ হ'তে আমাদের মত কত পতিত পাতকী তোমার বাড়ীতে এসে পাপমুক্ত হ'য়ে যাবে গো মা! মাগো! তোমার গর্ভকে নমস্কার যে, এমন রত্ন ধারণ ক'রেছিল গো! তোমার জন্ম সার্থক—কর্ম্ম সার্থক আর আমার উদ্দেশ্যও সার্থক গো!

গীত।

আজি ধন্য হ'লেম জীবনে।
আসি পুণ্যধাম শ্রীবৃন্দাবনে॥
নন্দের ভবনে ভুবন-পাবনে,
নিরখি যাইব নিত্য ভবনে,
ত্রাণ করিতে সাধু ও সজ্জনে
দুষ্কৃত-দলনে অবতার ভুবনে॥
গোলোকের ধন গোপের ভবনে,
ভ্রমে বৃন্দাবনে বনে—বনে—বনে,
যমুনা-পুলিনে, কেলি-কুঞ্জবনে,
ধর্ম্মস্থাপনে ভুবনে—ভবনে—বনে॥
জয় জয় নন্দ জয় যশোমতী,
তোমার পুণ্যে পূর্ণ বসুমতী,
দাস গোবিন্দে দেও মা সুমতি,
শ্রীগোবিন্দে মতি নিদান জীবনে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

অঙ্গন।

গোপালকে কোলে করিয়া যশোদার প্রবেশ।

যশোদা। শ্রীগৌরচন্দ্র।

হ্যাদে লো রোহিণী দিদি দেখ গো আসিয়া।
কানাই কাঁদে মোর চাঁদের লাগিয়া॥
সেঁজ হৈতে উঠি চাঁদ, চাঁদ বলি কাঁদে।
কত যে বুঝানু তবু থির নাহি বান্ধে॥
চাঁদ চাঁদ বলি শিশু ভূমে গড়ি যায়।
আমি চাঁদ কোথা পাইব একি হৈল দায়॥

তুকা।

উঠি ঘুমঘোরে, পালঙ্ক উপরে
ফুকারি কাঁদিছে বসি।
ছলে করি মায়া, কাঁদিছে যাদুয়া
মা মোরে আনি দেহ শশী॥
এ কথা শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
বলে মা, একি কথা।
রাণী কহে বাণী শোন নীলমণি
আমি চাঁদ পাব কোথা॥

কহে—নীলমণি শুনগো জননী
খেলাইব চাঁদ লৈয়া।
সে চাঁদ বিহনে, না রহে পরাণে,
বিদরিয়া যায় হিয়া॥

গীত।

কেন গো কাঁদিছে নীলমণি।
শুনে রোদন, বাড়ে বেদন
ভাসে জলে নয়ন-মণি॥
গোপাল-চাঁদ চাহিছে চাঁদ,
কেমনে পাই গগনের চাঁদ,
এ চাঁদের বদনছাঁদ, জিনি কোটি পূর্ণচাঁদ;
বাছার পদ-নখরে চাঁদ, তবু চাঁদ চায় এ মণি॥
গোকুলের আনন্দ-চাঁদ,
নন্দের কুলের চাঁদ,
আমার জঠরের চাঁদ, নবীন চাঁদ এ গোবিন্দচাঁদ;
তারে আর কি দিব চাঁদ, সে দাস গোবিন্দের নয়ন-মণি॥

রোহিণীর প্রবেশ।

রোহিণী। ওগো দিদি! রোহিণী রোহিণী ব'লে ডাক্‌ছ কেন গো?

যশোদা। ওগো রোহিণী-দিদি! গোপাল আজ আমার বড় গোঁ ধরেছে গো!

রোহিণী। ওগো দিদি! গোপাল তোমার সবে-ধন নীলমণি গো, তার গোঁ তুমি ভাঙাও গো!

যশোদা। ওগো রোহিণী-দিদি! এ যে অন্যায় গোঁ ধরেছে গো!

রোহিণী। ওগো দিদি! ছেলে কি ন্যায়-অন্যায় বোঝে গো! তার খোট্ ধরা স্বভাব, তাই সে গোঁ ধরেছে গো। তা দিদি গো! তুমি গোপালের গোঁ মিটাও গো!

যশোদা। ওগো রোহিণী-দিদি! গোপাল কেঁদে কেঁদে যে মাটি ভিজিযে ফেল্‌লে গো!

রোহিণী। ওগো দিদি! গোপাল কেন কাঁদে গো?

যশোদা। ওগো, গোপাল গোঁ ক'রে যা চাইছে, তা দিতে পারি নি ব'লে বাছা আমার অমন ধারা কাঁদ্‌ছে গো!

রোহিণী। কেন গো দিদি! গোপাল এমন কি চায় গো?

যশোদা। ওগো দিদি! গোপাল যে, আকাশের চাঁদ চায় গো!

রোহিণী। ওগো দিদি! গোপাল যদি চাঁদ চায় গো, তবে তাকে বুঝাও না গো, দিদি!

যশোদা। ওগো দিদি রোহিণি! গোপাল বড় অবুঝ গো, তাতে সে চাঁদ-চাওয়া ছেলে গো, চাঁদ না পেলে ওর কান্না থাম্‌বে না গো!

গোপাল। ওগো মা, আমি চাঁদ নেবো গো, আমায় চাঁদ দেও গো!

যশোদা। ও বাপ্ গোপাল রে! চাঁদ কেমনে দিব, রে বাপ্? চাঁদ কি ধরা যায়, রে মণি?

গোপাল। ওগো মা! আমি অত জানি না গো, আমায় চাঁদ দেও গো!

যশোদা। ও বাপ্ গোপাল রে! তুইই ত সোনার চাঁদ রে, তবে তোর আবার কি চাঁদ চাই রে, বাপ্?

গোপাল। ওগো মা গো! আমি আকাশের চাঁদ নিব গো!

যশোদা। ও বাপ্ গোপাল রে। আকাশের চাঁদ কি ধরা যায়, রে বাপ্? ও চাঁদ তোমার বদন-চাঁদ দেখে লাজে লুকিয়ে গেছে, রে বাপ্!

গোপাল। ওগো মা! আমি তা শুনব না গো; আমার চাঁদ চাই গো!

যশোদা। গোপাল রে! তোর পদ-নখে যে কত চাঁদ রয়েছে, রে বাপ্?

গোপাল। ওগো মা, ও চাঁদ আমি চাই নে গো!

যশোদা। ও বাপ্ গোপাল রে! তবে তুই কোন্ চাঁদ চাস্, রে বাপ্?

গোপাল। ওগো মা, কোন্ চাঁদ নিব শুন্‌বে গো? তবে বলি, শোন গো—

গীত।

ওমা, আমায় দেও আনি সেই চাঁদ।
গগনে থাকে যে চাঁদ, ধরায় আলো দেয় যে চাঁদ॥
পূর্ণিমার পূর্ণচাঁদ,
দেখ্‌তে কেমন মধুর ছাঁদ,
দে মা ত্বরা পেতে ফাঁদ, ধ'রে আমায় ওই গগন-চাঁদ॥
সোনার বরণ—চাঁদের গড়ন,
সেই চাঁদ আমি করব ধারণ,
কেন মা গো কর বারণ, ধ'রে দিতে সেই সোনার চাঁদ॥

যশোদা। পাগল ছেলে কোথাকার! আকাশের চাঁদ যায়, রে বাপ্?

গোপাল। ওগো মা, যেমন ক'রে পার, ধ'রে দেও গো!

যশোদা। যা ধরা দায়, তা কি কখন ধরা যায়, রে বাপ্ ?

গোপাল। ওগো মা, যদি আমাকে চাঁদ ধ'রে না দেও গো, তবে আমি এমনি ধারা কেঁদে কেঁদে মর্‌ব গো!

যশোদা। ষাট্ ষাট্ ষেটের বাছা, ষষ্ঠীর দাস! ও কথা কি বল্‌তে আছে, রে বাপ্ ?

গোপাল। ওগো মাগো! আমি চাঁদ না পেলে ঐ কথাই বল্‌ব গো!

যশোদা। ও বাপ্ গোপাল রে! একি বিপদ্ ঘটালি, বাছা? এমন ক'রে চাঁদ চাইতে ত কখন কারু ছেলেকে দেখি নি গো, তুই এমন চাঁদ-চাওয়া ছেলে কেন হ'লি রে বাবা গোপাল?

গোপাল। ওগো মা, তুমি চাঁদ না দিলে আমি কেবলই কাঁদ্‌ব গো!

যশোদা। ওগো রোহিণী-দিদি!

রোহিণী। কেন গো দিদি, কি বল্‌ছ গো?

যশোদা। ওগো, গোপাল যে, চাঁদ চায় গো? তার কি উপায় করি গো?

গীত।

বল গো রোহিণী-দিদি, কি করি উপায়,
অবুঝে বুঝাব বল কাহার কৃপায়।
বল ধরিলে কাহার পায়,
চাঁদ আমার চাঁদ পায়॥
এ অনুপায়ে কিবা উপায়,
শুধাই গো তোমায় সদুপায়,
এ অসম্ভব সম্ভব উপায়
কে করিবে অনুকম্পায়॥

যার পায় চাঁদ শোভা পায়,
সে, চাঁদ ধরিতে পাগল প্রায়,
কেঁদে কেঁদে ধরি পায় চাঁদ চায়,
গোবিন্দচাঁদ যে জন না পায়,
যমদূতে তায় হাতে পায়॥

রোহিণী। ওগো দিদি! এখন উপায় কি কর্‌বে গো! তোমার গোপালের গোঁ থামাতে পায়, এমন কেউ এখানে নেই গো!

যশোদা। ওগো রোহিণী-দিদি! এখানে যদি কেউ না থাকে গো, তবে যেখানে আছে, সেইখান থেকে তাকে ডাক গো!

রোহিণী। ওগো দিদি! কারে ডাক্‌ব বল গো?

যশোদা। ওগো রোহিণী-দিদি! যাঁর কৃপায় গোপালকে পেয়েছি, তাঁরই পায় আমার এ দায় উপায় হবে গো! তুমি তাঁকেই ডাক গো!

রোহিণী। ওগো দিদি! তুমি কারে ডাক্‌বার কথা বল্‌ছ গো?

যশোদা। ওগো রোহিণী-দিদি! মা পৌর্ণমাসীর কৃপায় গোপালকে পেয়েছি গো, তিনিই এ দায় রক্ষা কর্‌বেন গো, তুমি একবার বড়াই মাকে ডাক্ দেও গো!

রোহিণী। ওগো দিদি! তাই ডাকি গো!

গীত।

ওগো বড়াই মা, একবার আয় গো ত্বরায়।
গোপাল আজ চাঁদ চায়, তাই ডাকি গো উভরায়॥
নিরুপায় করিতে উপায়,
নিলেম শরণ তোমার শ্রী-পায়,
তার' দায় নিজের কৃপায়, নৈলে এ প্রাণ বাহিরায়॥

ধরিতে চায় গগন-চাঁদে,
ধূলায় প'ড়ে গোপাল কাঁদে,
দাস গোবিন্দের হৃদয়-চাঁদে গোবিন্দ চাঁদ ধরে ধরায় ॥

বড়াইয়ের প্রবেশ।

বড়াই। ওগো যশোমতি! আমায় ডাকাডাকি কর্‌ছ কেন গো, বাছা?

যশোদা। ওমা বড়াই গো! তোমায় প্রণাম হই গো! [প্রণাম]

রোহিণী। মাগো! আমিও তোমায় প্রণাম হই গো! [প্রণাম]

বড়াই। ওগো, তোমাদের মঙ্গল হবে গো!

যশোদা। ওগো বড়াই মা! আর মঙ্গল কি হবে গো? এখন যে, ঘোর অমঙ্গল দেখা দিয়েছে গো!

বড়াই। কেন গো যশোদে! কি অমঙ্গল দেখা দিয়েছে গো?

যশোদা। ওগো মা, তবে বলি শোন গো—

(সুরে) চাঁদ মোর চাঁদের লাগি কাঁদে।
যাদুয়া ফেলিল বিষম ফাঁদে ॥
না কাঁদ, না কাঁদ শিশু আর।
তুমি আমার চাঁদের পশার ॥
দশ চাঁদ তোমার পায়ের উপরে।
আর দশ চাঁদ তোর অঙ্গুলির 'পরে ॥
তুমি কাঁদ চাঁদের লাগিয়া।
চাঁদ মলিন ও মুখ চাহিয়া ॥
আর না কাঁদ—না কাঁদ নীলমণি।
চাঁদ ধরি দিব রে এখনি ॥

যত কথা বুঝায় জননী।
শুনিয়া না শোনে নীলমণি ॥
গোবিন্দদাসে কয় এই মত বাণী।
চাঁদ ধরি দেহ নন্দরাণী ॥

রোহিণী। ওরে বাপ্ গোপাল রে! যা ধরা যায় না, তা তোরে কেমনে এনে দিব রে? তুই বাছা, ক্ষীর সর ননী মাখন খেয়ে নেচে নেচে বেড়াবি, তা না হ'য়ে চাঁদ চাঁদ ক'রে খোট্ ধর্লি কেন রে বাপ্? আকাশের চাঁদ কি হাতে ধরা যায় রে চাঁদ?

গীত।

ওরে গোপাল-চাঁদ, আকাশের চাঁদ,
কেউ কভু কি পারে রে ধরিতে।
কখন শুনি নাই, কারেও দেখি নাই,
চাঁদ নিতে বাঞ্ছা করিতে ॥
গগনে রয় গগন-চাঁদ,
তোর দশনখরে দশ চাঁদ,
শিরে শিখী-পাখায় চাঁদ, তবু চাও চাঁদ ধরিতে—
গোপাল-চাঁদের কাছে ও চাঁদ মলিন হবে ত্বরিতে ॥

গোপাল। ওগো মা, আমি চাঁদ চাই গো, আমায় চাঁদ ধ'রে দেও গো!

যশোদা। ওমা বড়াই গো, আমি কি উপায় করি গো! এ খোটেল ছেলের খোট্ কেমনে থামাই গো মা!

বড়াই। ওমা যশোমতী গো! আমি যা বলি, যদি শোন গো, তবে তোমার ছেলের চাঁদ-চাওয়া রোগ কাটতে পারে গো!

গোপাল। ওমা, চাঁদ দেও গো!

যশোদা। (সুরে) শুনগো রোহিণী-দিদি, যাদু মোর কাঁদে
আর চাঁদ চায়।
নিবারিতে না পারি আমি কি করি উপায়॥

রোহিণী। (সুরে) ওরে গোপাল, খাওরে সুখে ক্ষীর সর নবনী।
আকাশের চাঁদ নিতে চাও, একি তোমার কাঁদনী॥

গোপাল। (সুরে) কিছু না খাইব মাগো, কিছু না খাইব।
পার যদি দেও চাঁদ তবে ননী ল'ব॥

যশোদা। বাপ্ গোপাল রে, আর চাঁদ চাঁদ ক'রে কেঁদো না, বাবা! তোর কান্না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে রে বাপ্! আমি তোরে চাঁদ দিব গো, তুই কাঁদিস্ নে, রে বাপ্!

গীত।

দিব রে চাঁদ গোপাল-চাঁদ
তোমারে ওই গগনের চাঁদ।
দিবার শেষে যামিনী এসে,
যখন উদয় হবে চাঁদ;—
তখন তোমায় ধ'রে দিব রে
ওরে আমার সোনার চাঁদ॥
কেঁদো না কেঁদো না নীলমণি,
জলে কাজলে ভ'রে গেছে নয়ন-মণি,
নীলমণি জলে ভাসে, দেখে দুঃখে বক্ষ ভাসে
আভাসে গোবিন্দ ভাষে
এনে দেখাও রাই-চাঁদ॥

গোপাল। ওগো মা! এখনই আমাকে চাঁদ দেও গো!

যশোদা। ও বাপ্ গোপাল রে! এখন কোথা চাঁদ পাব, বাবা? রাত না হ'লে কি আকাশে চাঁদ ওঠে, রে বাপ্? নিশাকালে নিশাপতি চাঁদ উঠ্‌লেই, ফাঁদ পেতে তোর হাতে গগন-চাঁদ পেড়ে দিব রে বাপ্! তখন তুই চাঁদ নিয়ে খেলা কর্‌বি, বাপ্! লক্ষ্মীচাঁদ আমার! এখন চাঁদ চাঁদ ক'রে চান্-চাওয়া হ'য়ো না গো!

তুক্কা।

নীলমণি তুমি নাহি কাঁদ আর।
চাঁদ ধরি দিব কহিনু সার॥
দিবা অবশেষে আইবে নিশি।
তখন উদয় হইবে শশী॥
আকাশের পথে পাতিয়া ফাঁদ।
ধরিয়া আনিব গগন-চাঁদ॥
চাঁদ ধরি আনি দিব তোমারে।
খেলিও লইয়া তখন চাঁদেরে॥
এবে ক্ষীর সর মাখন লহ।
সুস্থির হইয়া বসিয়া রহ॥

গোপাল। [ফুকারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে] ওমা—য়্যাঁ—চাঁদ—য়্যাঁ!

যশোদা। ও বাপ্ গোপাল—চুপ্ কর্, বাপ্! আমি তোরে কত খেল্‌না দিব! মাথায় চূড়া বেঁধে দিব! ননী খেতে দিব! তোরে কোলে ক'রে নাচাব আর হাততালি দিব! চাঁদের তরে অমন ক'রে খোট্ কর্‌তে নেই, বাপ্! তুইই ত আমার চাঁদ রে বাপ্! তোর চাঁদমুখে চুমু দিই! এ চাঁদ যার ঘরে, তার গগন-চাঁদে কি ক'রে? এ চাঁদের কাছে আমার সকল চাঁদই হারে॥

গীত।

ওরে গোপাল-চাঁদ—

তোর চাঁদমুখ হেরে, চাঁদ লাজে যায় স'রে।
তোর মত চাঁদের কাছে, অপর চাঁদ কি আস্‌তে পারে॥
আকাশে আছে চাঁদ, সে কলায় কলায় পূর্ণ হয়,
আমার হৃদ্‌গগনের কৃষ্ণচাঁদ কোন দিন অপূর্ণ নয়,
চাঁদে আছে সুধাধারা
গোপাল চাঁদে বাক্য-সুধারা,
এমন চাঁদ থাকিতে ঘরে, অপর চাঁদে কিবা করে॥

বড়াই। ওগো মা যশোমতী গো!

যশোদা। কেন গো মা পৌর্ণমাসি! কি বল্‌ছ গো?

বড়াই। ওগো মা! তোমার গোপাল-চাঁদ যে, চাঁদ চাঁদ ব'লে কাঁদ্‌ছে গো, তা তার খোট্ ভাঙাবার উপায় কি কর্‌ছ গো মা?

যশোদা। ওগো মা! আমি ত বাছার খোট্ ভাঙাবার কোন উপায় দেখ্‌ছি না গো! খোটেল ছেলে, যখন যা চায়, তা না পেলে অমনি ধারাই কাঁদে গো! তা কি কর্‌ব, বাছা? ছেলের যে অসম্ভব বায়না ধরা গো? আকাশের চাঁদ ধ'রে দিতে হবে, এমন বিদ্‌ঘুটি কথা কি কখন রাখা যায় গো? কোথায় এখন চাঁদ পাব যে, চাঁদ-চাওয়া ছেলেকে ভুলাব গো!

বড়াই। ওগো মা যশোমতি! তোমার ছেলে যখন চাঁদ চাঁদ ক'রে গোঁ ধরেছে গো, তখন ও চাঁদ না পেলে কিছুতেই শান্ত হবে না গো! ওগো মা! তুমি ওরে চাঁদ দিবার উপায় কর গো!

যশোদা। ওগো বড়াই মা! তুমি ত বেশ কথাই বল্‌লে গো, বলি —চাঁদ কি ক'রে ধর্‌ব গো? আকাশের চাঁদ আকাশেই থাকে, তাকে

কি আকাশ থেকে খসিয়ে নিতে পারা যায় নাকি গো? এ যে নিতান্ত অসম্ভব কথা গো মা!

গীত।

অসম্ভব কেমনে বল হবে গো সম্ভব।
গগন-চাঁদে পেড়ে আনা অতি অসম্ভব॥
চাঁদ থাকে আকাশের গায়,
তার আলোকে লোকে দেখিতে পায়,
চাঁদ কি কভু নামে ধরায়
সে যে শূন্য মাঝে সমুদ্ভব॥
শিবের ভালে আছে চাঁদ,
শিখীপুচ্ছে আঁকা চাঁদ,
সকল চাঁদের সেরাচাঁদ
আমার ঘরের গোপাল-চাঁদ—
দাস গোবিন্দ বলে খেদে,
চাঁদের তরে চাঁদ কাঁদে,
এনে দেও রাই-বদন-চাঁদে
কর্‌বে গগন-চাঁদে পরাভব॥

বড়াই। ওমা যশোমতী গো! এখন তোমায় তাই কর্‌তে হবে গো, রাই-চাঁদকে এনে তোমার শ্যাম-চাঁদকে দেখাও, তা হ'লেই ওর চান্‌-চাওয়া খোট্‌ ভেঙে যাবে গো!

যশোদা। ওমা বড়াই গো! তোমার কথা শুনে আশা হ'ল ব'টে গো, কিন্তু মাগো! এখন সেই রাই-চাঁদকে ডেকে আন্‌তে কে যাবে গো?

বড়াই। ওগো মা যশোদে! তোমার বাড়ীতে ত দাস-দাসীর অভাব নেই গো, তাদের মধ্যে একজনকে না হয় সেইখানে পাঠাও না গো!

যশোদা। ওগো বড়াই মা! তোমার কথা মত কাজ না কর্‌লে এখন আর উপায় কি গো? গোপাল যখন চাঁদ নৈলে থির মানূছে না গো, তখন ওকে চাঁদ দিতে হবেই গো! তা মা, আমি রাই-চাঁদকে ডাক্‌তে পাঠাই গো, দেখি যদি বাছা আমার রাই-বদন-চাঁদ দেখে থির মানে গো! দাসি! ওগো দাসি! কোথা গেলি গো বাছা? একবার এদিকে আয় ত গো মা!

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। ওগো রাণী-মা! তোমায় প্রণাম হই গো! [প্রণাম] ওগো বড়াই মা! তোমাকেও প্রণাম হই গো! [প্রণাম]

বড়াই। এস এস, মা দাসী, এস গো!

দাসী। এই ত মা, এলেম গো! এখন কেন ডাক্‌ছ, তাই বল গো?

যশোদা। আমি গোপালকে নিয়ে ত বড় বিপদে পড়্‌লেম গো!

দাসী। কেন গো রাণী-মা, আবার কি বিপদ্ হ'ল গো মা? একবার সেই কণ্ব মুনি এসে পরমান্ন নিয়ে কত কাণ্ড ক'রে গেল, আবার কি হয়েছে গো, মা?

যশোদা। ওগো মা! গোপাল যে আমার চাঁদ চায় গো? বাছা চাঁদ না পেয়ে কেঁদে কেঁদে চোখ লাল ক'রে ফেলেছে গো! এত ক'রেও বাছাকে বোঝাতে পার্‌ছি না, এখন চাঁদ এনে দিবার উপায় কি হবে গো?

দাসী। বলি, ওগো রাণী-মা! চাঁদ ত আর গাছের ফল নয় যে, পেড়ে এনে দিব গো? তোমার যেমন ছেলে, তার তেমনি খোট, তেমনি আব্দার—তেমনি বায়না গো! আকাশের চাঁদ পেড়ে দেওয়া কেমন ক'রে পারা যায় গো? কথা শুনে যে, হাসিও পায় আবার দুঃখও ধরে গো!

গীত।

কথা শুনে হাসি পায় মনে।
ওমা, আকাশের চাঁদ ধ'রে এনে দিব কেমনে॥
চাঁদ ত নয় গাছের ফল,
কিংবা নয় গো নদীর জল,
গগনে চাঁদ রয় কেবল,
তারে ধর্‌তে পারে কোন্ জনে।
যেমন ধরিতে সাধ করে গো যেমন ক্ষুদ্র বামনে॥

যশোদা। ওমা দাসী গো! তোকে সে চাঁদ এনে দিতে হবে না গো!

দাসী। ওগো রাণী-মা! তবে আবার কোন্ চাঁদ এনে দিব গো? চাঁদ কি আবার দু'টো আছে নাকি গো?

বড়াই। ওগো দাসি! চাঁদের অভাব কি গো? কত যায়গায় কত চাঁদ রয়েছে, শিবের ভালেও চাঁদ রয়েছে গো!

দসী। ওগো বড়াই মা! সে চাঁদ ত আধখানা চাঁদ গো. পূর্ণ চাঁদ ত নয়? তবে আধা চাঁদ নিয়ে কি হবে গো?

বড়াই। ওগো দাসি! শিখী-পাখায় চাঁদ রয়েছে গো!

দাসী। ওগো মা! সে চাঁদ ত আঁকা চাঁদ গো! সে কেবল থাকা সাজাবার চাঁদ গো! সে চাঁদের আলোও নেই—সুধাও নাই, সেটা কেবলমাত্র নামে চাঁদ গো! সে আঁকা চাঁদ নিয়ে কি হবে গো?

বড়াই। ওগো দাসি! গোপালের নখরে চাঁদ রয়েছে গো!

দাসী। ওগো, সে চাঁদ নয় গো চাঁদ নয়।

বড়াই। ওগো দাসি! চাঁদ নয় ত ও সব কি গো?

দাসী। ওগো, ও সব কি, বলি শোন—

গীত।

ও চাঁদ নয়কো সে চাঁদ,
যে চাঁদের নাম সুধাকর।
এক চাঁদ ওই জগৎ-জোড়া
যারে বলে লোকে নিশাকর॥
কলায় কলায় বাড়ে চাঁদ,
ষোল কলায় পূর্ণ—চাঁদ,
এ সব অনুরূপ চাঁদ
চাঁদের কাছে নকল চাঁদ ;—
আসল চাঁদ ওই গগনপটে
পাবে কোথা' তা শঙ্কর॥
শিবের শিরে অৰ্দ্ধ চাঁদ,
ময়ূর-পাখায় আঁকা চাঁদ,
জলে চাঁদের ছবি চাঁদ
সব গোবিন্দচাঁদের কিঙ্কর॥

বড়াই। ওগো দাসি! তা না হয় হ'ল গো! বলি, আর কি কোথাও চাঁদ নাই নাকি গো?

দাসী। ওগো বড়াই মা! আবার কোথায় চাঁদ আছে গো?

বড়াই। ওগো দাসি! যে মানুষের মুখ দেখ্‌তে খুব সুন্দর হয়, তাকে চাঁদ মুখ বলে কি-না গো?

দাসী। ওগো! সে চাঁদমুখ ত গোপালচাঁদের কাছেই আছে গো, তবে সে, চাঁদ চায় কেন গো?

বড়াই। যে নিজে চাঁদ হ'য়ে চাঁদ চায়, সে কোন্ চাঁদ পেলে সুখী হয়, তা জান কি গো বাছা?

দাসী। চান্-চাওয়া ছেলে কোন্ চাঁদ চায়, তা কেমনে জান্‌ব গো?

বড়াই। ওগো দাসি! এই যে, মেলা চাঁদের কথা বল্‌লে গো! আকাশের চাঁদ—শিবের চাঁদ—গোবিন্দের পদনখরে চাঁদ, শিখী পাখায় চাঁদ, এই ত অনেক চাঁদের কথাই বল্‌লে গো! কিন্তু বাছা, এ সব চাঁদে ত ছেলের গোঁ ভাঙে না গো, ছেলেকে চাঁদ দিতে হ'লে কোন্ চাঁদ দিতে হয়, জান কি গো?

দাসী। বলি মাগো! চাঁদ কি খেলার জিনিস নাকি গো; তাই চাঁদ ধ'রে দিতে হবে, তাই নিয়ে গোপাল খেলা কর্‌বে? চাঁদ যদি ধরা যেত, তা হ'লে আর ভাবনা কি ছিল গো? চাঁদ—ধরা ছাড়া, ধরাধর ছাড়া, সে অ-ধর, তাকে কে ধরে গো?

গীত।

কে ধরে সে শশধরে।
ধরা ছাড়া শূন্য ঘেরা
চাঁদ দেখ রয় অ-ধরে ॥
গগন-চাঁদ গগনে ভালো,
করে বটে জগৎ আলো,
গোকুল-চাঁদ ওই চিকণ কালো
তারে কেমনে দিই চাঁদ ধ'রে ॥

বড়াই। ওগো দাসি! তোমাকে অপর চাঁদ ধ'রে দিতে হবে না গো, এই ব্রজমাঝে যেমন যশোদার কোলে শ্যামচাঁদ আছেন, তেমনি আর একটি চাঁদ আছে গো!

দাসী। ওগো বড়াই মা! গোপাল-চাঁদ চাঁদ চায়, তেমন চাঁদ আছে কোথায়?

বড়াই। ওগো দাসি! এই ব্রজেই তেমন চাঁদ আছে গো!

দাসী। ওগো বড়াই মা! সে চাঁদ আবার কোন্ চাঁদ গো?

গীত।

এ ব্রজ মাঝারে, শত তারা ঘেরা
আছে গোপনে একটী চাঁদ।
বদন-মাধুরী, মুনি-মনোহারী
জিনি শরতের পূর্ণচাঁদ॥

দাসী। ওগো বড়াই মা, চাঁদ ত আকাশে থাকে গো তা সে চাঁদ কোন্ আকাশে আছে গো?

বড়াই। ওগো দাসি, তবে বলি, শোন গো—[গীতাংশ]

বিমল বিমানে উদিত চাঁদ,
বিকশি আপন রূপের ছাঁদ
পেতেছে ছড়ায়ে প্রেমের ফাঁদ,
হৃদি-গগন' পরে রাজে সে চাঁদ॥

দাসী। ওগো বড়াই মা! চাঁদে যে সুধা থাকে গো, তা সে চাঁদে কি সুধা আছে গো?

বড়াই। ওগো দাসি! গগনচাঁদে যে সুধা থাকে, তা কেবল চকোর জানে আর কবি জানে গো, তুমি আমি তার কিছুই জানি না গো! তেমনি এ চাঁদেও যে সুধা আছে, সে সুধার স্বাদ তুমি আমি জানি না গো! তেমনি এ চাঁদেও যে সুধা আছে, সে সুধার স্বাদ তুমি আমি জানি না গো, এ চাঁদের যে চকোর, সেই সে সুধার তার জানে গো!

[গীতাংশ]

চাঁদের মাঝে থাকে সুধা,
চকোর পিয়ে মিটায় ক্ষুধা,
জোছ্‌নায় নাচে বসুধা,
সেই সুধা ত বিলায় চাঁদ;—
হৃদয় 'পরে থাকে যে শশী,
তার সুধা ক্ষরে দিবানিশি,
নামটি তার রাই-রূপসী
চাঁদ জিনি তার বদন-ছাঁদ ॥

দাসী। ওগো বড়াই মা! রাই-চাঁদ এমন চাঁদ নাকি গো?

বড়াই। হ্যাঁগো দাসি! রাই-চাঁদ এমন চাঁদ গো! শ্যামচাঁদ যে চাঁদ চায়, তা অন্য চাঁদ নয় গো, সেই রাই-চাঁদ চায় গো! চাঁদ আবার চাঁদ চায়, এ কেমন মজার কথা বল ত গো?

[গীতাবশেষ]

কি সুধা ধরে গগন-চাঁদ,
সুধার সাগর রাই-চাঁদ,
চকোর হ'য়ে তাই শ্যামচাঁদ
পিতে চায় রাই বদন-চাঁদ;
গোবিন্দচাঁদ চায় যে চাঁদ,
সে চাঁদ চাঁদের উপর চাঁদ,
দাস গোবিন্দের হৃদয়-চাঁদ
চায় চাঁদের যুগল চরণ-চাঁদ ॥

যশোদা। ওগো মা দাসি! শুন্‌লে ত গো বাছা? এখন যাও মা, রাইচাঁদকে এনে আমার গোপাল-চাঁদের কান্না থামাও গো!

দাসী। ওগো রাণী-মা! মানুষের মুখ-চাঁদ পেলে যদি তোমার গোপাল-চাঁদ চাঁদ চাওয়ার খোট্ ভুলে যায় গো, তবে আমি রাই-চাঁদকে এনে দিচ্ছি গো! শুধু রাই কেন গো? রাই, বৃন্দে, বিশাখা, ললিতা, চিত্রা, যত সব চাঁদবদনী আছে, সব এনে হাজির কর্‌ব গো!

[প্রস্থান।

গোপাল। ওগো মা! আমায় চাঁদ দেও গো!

যশোদা। বাপ্ গোপাল! একবার চুপ্ কর্। তোকে চাঁদ দিব ব'লে দাসীকে চাঁদ আন্‌তে পাঠালেম রে সে এখনি চাঁদ এনে তোর হাতে দিবে রে! বাপ্ গোপাল! তুই চাঁদ নিয়ে মনের সাধে খেলা কর্‌বি, কেমন বাবা?

গোপাল। ওগো মা! দিব বল্‌লে হবে না গো, এখনই দেও গো!

যশোদা। বাপ্ গোপাল রে! এখনই কি চাঁদ পাওয়া যায় রে, বাবা? চাঁদ সে রাত্রি না হ'লে আকাশে ওঠে না, রে বাপ্? এখনও যে কত বেলা রয়েছে, বেলাটুকু ব'য়ে যাক্—সন্ধ্যে হ'ক্—চাঁদ উঠুক, তবে ত তোরে চাঁদ ধ'রে দিব, বাপ্? নৈলে চাঁদ কোথা—পাব রে?

গোপাল। ওগো মা, সে আমি শুন্‌ব না গো; আমায় যেমন ক'রে পার, এখনই চাঁদ এনে দেও গো!

যশোদা। বাবা! চাঁদের কথা বলি, শোন্—

গীত।

ওরে বাছা, তুই যে আমার সংসারের চাঁদ।
শ্যামচাঁদ গোকুল-চাঁদ গোপকুলের তুই রে চাঁদ॥

চাঁদ হ'য়ে তুই চাস্ রে চাঁদ,
দিব রে তোরে কোন্ চাঁদ,
দিবসে পাব কোথা চাঁদ,
কিনিতে ত মেলে না চাঁদ॥
আকাশে ধরিব যে চাঁদ,
নিশি বিনে উঠে না সে চাঁদ,
তাই গোবিন্দে দিতে চাঁদ,
আনিতে পাঠাই রাইচাঁদ॥
দাস গোবিন্দের নয়ন-চাঁদ,
চায় হেরিতে রাধা-গোবিন্দ-চাঁদ,
গোলোক-চাঁদ আজ ব্রজ-চাঁদ
তাই চাঁদে চাঁদে সব চাঁদ॥

বড়াই। ওমা যশোমতী গো! তোমার মুখে চাঁদের কথা শুনে, তোমার গোপাল-চাঁদ যে, বদন-চাঁদে হাঁসির ছাঁদ ফুটিয়েছে গো! ওগো যশোদে! তবে বুঝি ও চাঁদ সেই রাই-চাঁদই চায় গো!

যশোদা। ওগো বড়াই মা! যার মুখে কত চাঁদ—পদনখে যার চাঁদ,—সেই কিনা আজ চাঁদ চায়? চাঁদে যে চাঁদ চায়, তা আমি আর কখন শুনি নি গো!

বড়াই। ও মা যশোদে গো! শোন নাই—এখন দেখ গো! আর এ ত পড়নের কথা, মা! যেমন চোর হ'লেই চোরের সঙ্গ চায়, সাধু হ'লে সৎসঙ্গ চায়, তেমনি যে যেমন, সে তেমনিটি চায় গো! তোমার গোপাল নিজে চাঁদ, তাই চাঁদ চায় গো! তা সমানে সমানে না হ'লে কি মিলন হয় গো মা? চাঁদ যে, সে চাঁদই চাইবে, এ ত প্রকৃতির বাঁধা নিয়ম গো মা!

গীত।

ওমা যশোমতী, জেনো স্থির মতি
যে যেমন, সে তেমন পায়।
সমানে সমান, হইলে প্রমাণ
মিলন-আনন্দে মন না চায়॥
যেমন চোরের সাথী চোর,
নেশার সাথী খোর,
সাধুর সাথী সাধু হয়,
তেমনি চাঁদের সাথী চাঁদ,
প্রকৃতির বাঁধ—চাঁদে চাঁদ
কথা লঙ্ঘন না হয়;
এমন মিলন মধুর মিলন
সুখের মিলন কেবা না চায়॥

দাসী সহ রাধাদি সখীগণের প্রবেশ।

দাসী। ওগো রাণী-মা! এই নেও গো—রাই-চাঁদকে নিয়ে এসেছি গো! এখন তোমার চাঁদ-চাওয়া ছেলেকে চাঁদ দেও গো!

যশোদা। ওগো শ্রীমতি! যশোমতীর কথা শুন গো মা!

(সুরে)

গোপালে চাঁদ দিতে, কে এলে মা আচম্বিতে,
সঙ্গে করি সঙ্গিনী বালিকা।
তপ্ত কাঞ্চন আভা, প্রফুল্ল বদনশোভা,
যেন কত চাঁদের মালিকা॥

আইস মা, আইস, মুখখানি ঝাঁপি বৈস,
মুখ হেরি গোপাল কাঁদিবে।
তোমার মুখের শ্রেণী শরতের চন্দ্র জিনি,
তাহা দেখি যাদু চাঁদ চাহিবে॥
চাঁদ মোর চাঁদের লাগি কান্দে।
চাতুরী করিয়া কত, বুঝালেম শত শত,
তবু না গোপাল থির বান্ধে॥
অবোধ শিশুর মন, যদি হয় উচাটন,
তবে আর কিসে বা বুঝাবে।
কহিছে গোবিন্দ দাস, পূরিল মনের আশ
চাঁদ বলি আর না কাঁদিবে॥

রাধা। ওগো মা, তবে বলি শুন গো—

তুক্কা।

বলি শুন গো মা নন্দরাণী।
তোমার কোলে নীলমণি, কত শত চন্দ্র জিনি,
রাধামুখ তাহে কিসে গ'ণি॥
শরতের পূর্ণশশী, গোপালের পদে আসি,
দশ চাঁদ করেছে উদয়।
দশ চাঁদ দুই করে, কত চাঁদ মুখ 'পরে
রাধামুখ হেরি লাগে ভয়!
রাধা সম কুলবতী, কত শত যুবতী
গোপাল-চরণ ধ্যান করে।
গোবিন্দদাসে কয়, কেবা সে এমন হয়
চাঁদে চাঁদ ধ'রে দিতে পারে॥

যশোদা। ওমা রাই গো! মনে কিছু ক'রো না গো! তুমি আমার পাশে ব'সো গো মা! তোমায় দেখে আমার গোপাল খোট্ ভুলে গেছে, মা! তুমি আমার এমন চান্-চাওয়া ছেলের চাঁদের খোট্ মিটিয়েছ গো? এস গো মা, কাছে ব'সো। তুমি কাছ হ'তে চ'লে গেলে গোপাল আমার আবার হয় ত কাঁদ্‌বে গো!

রাধা। ওমা নন্দরাণি! তোমায় প্রণাম হই গো! [প্রণাম]

বড়াই। [স্বগত] মরি মরি! মা আদ্যাশক্তি আজ এসে যশোমতীকে প্রণাম কর্‌লেন কেন? না, জগজ্জীবকে দেখালেন যে, মন্দিরে বিগ্রহ থাকলে যেমন লোকে মন্দিরকেই প্রণাম করে, তেমনি যশোমতী আজ কৃষ্ণ-মন্দির কি না, তাই মা কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনী শ্রীমতী, যশোমতীকে প্রণাম কর্‌লেন! ধন্য মা, তুই-ই ধন্য, কৃষ্ণপ্রেম তুই-ই চিনেছিস্ গো মা!

যশোদা। ওমা রাই গো! তুমি আমার পাশে বসেছ দেখে, আমার গোপাল তোমায় বুঝি চাঁদ মনে ক'রে ধর্‌তে যাচ্ছে গো!

বড়াই। ওমা যশোমতি! তোমার গোপাল ত এখন থিরমতি হয়েছে গো? এইবার তুমি ওকে এইখানে নামিয়ে দিয়ে গৃহকর্ম্মে যাও গো!

যশোদা। মাগো! তোমাদের কাছে আমার গোপালকে রেখে চল্‌লেম গো!

দাসী। ওগো রাণী-মা! যাবে কোথা গো?

যশোদা। কেন গো দাসি! তুমি কি বল্‌ছ গো?

দাসী। বলি, রাণী-মা গো! ভাল মানুষের মেয়েকে এনে যে, তোমার চান্-চাওয়া ছেলেকে থির মানালেম, তার প্রতিফলে বুঝি এই রকম কেটো লৌকতা দেখাতে হয় গো?

যশোদা। কেন গো দাসি! কি হয়েছে গো মা?

দাসী। বলি—এই যে রাইচাঁদকে নিয়ে এলেম গো, এর একটু যত্ন-খাতির না ক'রেই চ'লে যাচ্ছ? যার জন্য এত কাণ্ড, তাই পণ্ড ক'রে দিতে চাও গো? এই জন্য বুঝি বলে যে, পার হ'লে পাটনীকে বুড়ো আঙুল দেখায়? তা মা, তুমি তা করতে পাবে না গো! যখন ওঁকে দেখে তোমার ছেলের চাঁদের খোট্ মিটেছে গো, তখন একটু যত্ন-খাতির ক'রে—গোপালের সঙ্গে এদের ননী মাখম খাইয়ে, তবে তুমি অন্য কাজে যাও গো। আর আমাকে কিছু বখ্‌শিস্ দিতে হবে গো!

যশোদা। ওগো দাসি! তুমি আবার কি বখ্‌শিস্ চাও গো?

দাসী। মা গো! আমি অন্য কিছু ধন-সম্পদ্ বখ্‌শিস্ চাই নে গো, আমি তোমার ঐ ছেলেটিকে কোলে পিঠে ক'রে বেড়াতে চাই গো! আমায় এই পুরস্কার দেও গো মা!

গীত।

ওমা নন্দরাণী, ব'লো না মন্দবাণী
আমি চাকরাণী চাই পুরস্কার।
চাই না টাকা-কড়ি, চাই না বাস্তু-বাড়ী,
দেও দয়া করি গোপালে অধিকার॥
তোমার ছেলের ভার দেও মা আমায়,
প্রাণপণে আমি দেখাব তোমায়,
অযতন হ'লে নিয়ো তোমার ছেলে
এমন ছেলে পেলে চাই না কিছু আর॥

যশোদা। আচ্ছা গো দাসি! আমার গোপাল তোমার হ'ল গো!

দাসী। ওগো রাণী-মা! তবে এই আমায় দেও গো—আমি এদের ক্ষীর সর নবনী খাইয়ে দিই গো!

যশোদা। আচ্ছা গো মা! তাই নেও গো! [প্রদান] দিদি রোহিণী গো, এস আমরা গৃহকর্ম্ম দেখিগে গো! [রোহিণী সহ প্রস্থান।

বড়াই। দাসী গো! একটা রঙ্গ দেখ গো—

(সুরে)

যখন রাধিকা রাণীর পাশে, প্রণাম করিয়া বসে,
তাহা হেরি হাসয়ে গোপাল।
জননীর কোল হৈতে, রাই-অঙ্গ পরশিতে,
এই ত সময় দেখি ভাল' ॥
জগত-ঈশ্বর হরি, জননীর ভয় করি,
ভাবনা করিছে মনে মনে।
বালকস্বভাব আছে, দোসর দেখিলে কাছে
হামাগুড়ি যায় তার স্থানে ॥
কহে দাসী রাধিকায়, গোপাল তোমা পানে চায়,
ডাক্ দিয়া লহ নিজ কাছে।
প্রসারিয়া দুই পাণি, ডাক্ দিয়া কহ বাণী,
এস এস বলি ডাক কাছে ॥
রাণী নিজ কাজে গেলা, আনন্দে করহ খেলা,
বালক-বালিকাগণ সনে।
যত কিছু ছিল আশ, পূরাল গোবিন্দদাস,
মধুর মিলন রসপানে ॥

দাসী। ওমা, গোপাল যে, হামাগুড়ি দিয়ে রাধার কাছে গেল গো!

বড়াই। ওগো দাসি! ভালই হ'ল গো! গোপাল বালক, রাধিকা বালিকা, বালক-বালিকা খেলা পেলেই ভালবাসে গো! ওরা আপন মনে খেলা করুক্, আমরা অন্য দিকে যাই চল গো!

দাসী। ওগো বড়াই মা! আমি বরং যাই, তুমি থাক গো! এতগুলি ছেলে থাক্‌বে, তুমি পাহারা দেও গো! আমি যাই। [প্রস্থান।

বড়াই। ও গোপাল! ও কি পেয়েছ গো?

গোপাল। ওগো! আমি চাঁদ পেয়েছি গো!

বড়াই। ওগো শ্রীমতি! গোপাল যে তোর বদন-চাঁদ দেখে চাঁদ পেয়েছি বলে গো? তবে আর কি? নে—নে, গোপালকে চাঁদের সুধা পান করা গো! এখানে আর কোন ভয় নেই গো! তুই গোপালকে কোলে নিয়ে ঐ চাঁদমুখে চুমু দে গো! আর আমি তোদের মুখে এই ক্ষীর সর নবনী তুলে দিই। [তথাকরণ]

গীত।

সুন্দর রূপ রাই কানু।
শুভ্র উষায় নবোদিত ভানু॥
চাঁদের পাশে, চাঁদ হাসে
জ্যোছ্‌নায় মেশে সমুদয়,
এমন মধুর মিলন-মাধুরী
পান কর হবে সুখোদয়;
জয় রাধা জয় কৃষ্ণ
জয় যশোমতী নন্দের জয়।
তোমাদের প্রেমে, এই ব্রজধামে
শুদ্ধ হইবে অণু-পরমাণু।
দেহি গোবিন্দ, পদারবিন্দ,
পুত কর দাস গোবিন্দ-তনু॥

সম্পূর্ণ।

ননীচুরি

গীতি-নাটিকা

চরিত্র।

পাত্র—কৃষ্ণ। নন্দ। নারদ। নলকূবর
বানরগণ।

পাত্রী—যশোদা। রোহিণী। বড়াইবুড়ী।
তড়াইবুড়ী। হড়াইবুড়ী। চড়াইবুড়ী।
দাসী।

শ্রীগৌরচন্দ্র

এক মুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীর বালা॥
লালে ঝর্‌ঝর্‌ মুখ দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুরঙ্গ অধর॥
অঙ্গদ বলয় শোভে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগড়া খাড়ু বাঘনখ গলে॥
সোনার শিকলি পিঠে, পাটের থোপ্‌না।
গোবিন্দদাসে কহে নিছনী আপনা॥

ননীচুরি

প্রথম অঙ্ক ।

প্রাঙ্গণ ।

বড়াইয়ের প্রবেশ ।

বড়াই ।—

(তুক্কা)

কিয়ে হাম পেখলম্ভু কনক-পুতলিয়া ।
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধূলি ধূসরিয়া ॥
চৌদিকে দিগম্বর বালক ঘেরিয়া ।
তার মাঝে নাচে গোরা হরিধ্বনি দিয়া ॥
রাতুল কমলপদে ধায় দ্বিজমণিয়া ।
জননী শুনয়ে ভাল নূপুর সু-ধ্বনিয়া ॥
গোবিন্দদাসে কহে শিশুরসে জানিয়া ।
ধন্য নদীয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া ॥

গীত ।

শচীর আঙ্গিনায় নাচে—নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রে ।
ফিরি ঘুরি হাসি হাসি, করে কত রঙ্গ তরঙ্গ রে

বদনে বসন দিয়া, রহে কভু লুকাইয়া
খঞ্জন গমনে যায় নাচিয়া নাচিয়া,
চরণে নূপুর ধ্বনি শুনিয়া,
নয়নে শিশুর খেলা দেখিয়া
গোবিন্দদাসের হিয়া নাচে রসরঙ্গে রে ॥

কৃষ্ণকে কোলে লইয়া যশোদার প্রবেশ।

যশোদা। ওমা বড়াই গো! প্রণাম হই, মা! [প্রণাম]

বড়াই। এস—এস, মা যশোমতি! এস গো! গোপাল তোমার কাঁদে কেন গো?

যশোদা। ওমা বড়াই গো! গোপাল আমার ননী দে—ননী দে ব'লে কাঁদে গো!

বড়াই। ওমা যশোদে! গোপাল তোমার বলে ননী দে— ননী দে— তা তুই মা, ননী দে!

যশোদা। ওমা বড়াই গো! ঘরে যত ননী ছিল, সবই দিয়েছি গো! এখন ঘোল না মইলে ননী পাওয়া যাবে না গো!

বড়াই। ওগো মা যশোমতি! যদি ঘোল না মইলে ননী তৈরি না হয় গো, তবে তাই কর গো! ঘোল ম'য়ে ননী তুলে গোপালকে দেও গো!

যশোদা। ওগো মা! গোপাল যে, কোল থেকে নাম্‌ছে না গো!

বড়াই। ওমা যশোদা গো! গোপাল যদি তোমার কোল থেকে নাম্‌তে না চায় গো, তবে আমার কোলে দেও-না কেন গো! আমি তোমার গোপালকে কোলে নিয়ে বেড়াতে যাই, আর তুমি ঘোল ম'য়ে ননী তুলে রাখ গো!

গীত

ওমা নন্দরাণী গো, আন মথনী—তোল নবনী।
নবীন গোপাল তোমার ভালবাসে মা, নবনী॥
তোমার ঘরে না পেলে নবনী,
ছেলে পরের ঘরে খাবে নবনী,
নবনী চুরি ক'রে হবে চোরা-নবনী,
শোন বাণী, আন রাণী, যেখানে পাও নবনী॥
যদি এখন না তোল নবনী,
ধার ক'রে আন নবনী,
নবনী-গড়া গোপালে দেও মা নবনী ;—
দাস গোবিন্দ, ভ্রমে অন্ধ, ভ্রমে ভ্র'মে অবনী।
নবনী-চোর হ'লে গোচর, শমনগোচর আর যাব নি॥

যশোদা। ও বাপ্ গোপাল রে! তুই একবার বড়াই-মার কোলে যা, বাবা! আমি তোর জন্য ননী তুলে রাখি।

কৃষ্ণ। না গো মা! আমি কারু কোলে যাব না গো! আমায় ননী দে গো!

যশোদা। ও মা গো! একি বিপদে পড়্লেম গো! দিদি রোহিণী গো! এ সময়ে তুমি কোথা গেলে গো? একবার এদিকে এস গো!

রোহিণীর প্রবেশ।

রোহিণী। কেন গো, দিদি! কি হয়েছে গো?

যশোদা। ওগো দিদি! গোপাল যে আমার কারু কোলে যেতে চায় না গো!

বড়াই। ওমা রোহিণী গো! তুমি একবার নীলমণিকে কোলে নেও ত বাছা! নৈলে যশোমতী ননী তুল্‌তে পার্‌ছেন না গো!

রোহিণী। বাপ্ গোপাল রে! একবার আমার কোলে আয়, বাপ্!

যশোদা। গোপাল রে! যা, বাবা! একবার রোহিণী দিদির কোলে যা।

কৃষ্ণ। না গো মা! আমি আমার মা'র কোল ছাড়া কারু কোলে যাব না গো!

যশোদা। ও বাপ্ গোপাল রে! রোহিণী দিদিও যে তোর মা রে!

কৃষ্ণ। ওগো মা! তুমি ত আমার মা গো! ও ত বলাই দাদার মা।

যশোদা। বলাইয়ের মা হ'লেই ত তোমারও মা হ'ল, বাবা!

কৃষ্ণ। না গো মা, আমি ও পরের মা'র কোলে যাব না গো! আমি নিজের মা'র কোলেই থাক্‌ব গো!

বড়াই। ওগো গোপাল! তুমি যদি বলাইয়ের মায়ের কোলে না যাও, তবে আমার কোলে এস গো! আমি ত কারু মা নই, আমি তোমারই মা হব গো!

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গা মা, ঐ বুড়ী আমার মা?

যশোদা। হ্যাঁ বাবা গোপাল! উনি এই বৃন্দাবনের সকলেরই মা। আমারও মা—তোমারও মা!

কৃষ্ণ। তবে ত ও মা সরকারী-মা। ওগো সরকারী-মা! তুমি আমায় কোলে নেও গো!

বড়াই। এস, গোপাল—এস। গোপাল! তুমি আজ সরকারী-মায়ের কোলে এসে সরকারী-ছেলে হয়েছ গো! তুমি শুধু যশোদারই ছেলে নয়—আমাদেরও ছেলে।

গীত।

ওরে গোপাল, নও রে তুমি, শুধু নন্দরাণীর ছেলে।
তুমি রোহিণীর ছেলে, ব্রজ-রমণীর ছেলে, আমারো ছেলে ॥
কত ভাগ্য করেছিলে,
পেলে তাই এ অমূল্য ছেলে,
যার কোলে যায় এই ছেলে,
তার কাছে ঘেঁসে না সূর্য্যির ছেলে ॥
এ ছেলে নয় সামান্য ছেলে,
আদির আগে এই ছেলে (ছিলে)
সবাই এই ছেলের ছেলে,
কিবা বাপ্ কিবা ছেলে ;—
বিশ্বের ছেলে যার ছেলে,
সেই তোমার কোলের ছেলে,
রাজা দশরথের ছেলে
কশ্যপের বামন ছেলে ॥
যখন ছিল না কোন ছেলে,
তখন ছিল এই ছেলে,
কখন্ বুড়ো কখন্ ছেলে
ছেলে হ'য়ে ছেলের ছেলে ;—
কখন্ বামুন, ঋষির ছেলে,
কভু রাজা, ক্ষেত্রির ছেলে,
গোকুলে গোয়ালার ছেলে,
নন্দের গোবিন্দ ছেলে ॥

ওমা যশোদে গো! তুমি ননী তোল, মা! আমি গোপালকে নিয়ে হুড়াই বুড়ীর বাড়ীতে গিয়ে তার ধান আগ্‌লাইগে—আর চড়াই পাখী তাড়াইগে। তার পর কড়াই ক'রে কড়াই সেদ্ধ ক'রে খেয়ে বড়াই ক'রে বেড়াইগে গো!

[প্রস্থান।

যশোদা। ওগো রোহিণী দিদি! গোপাল আজ সকালে উঠেই ননীর তরে কাঁদ্‌ছে গো! ঘরে যা ননী ছিল, তা খেয়ে বাছার আশ মেটেনি গো! তাড়াতাড়ি একটু বেশি ক'রে ননী তুলে দেও ত, দিদি!

রোহিণী। ওগো দিদি! তার জন্য অত কাকুতি কর্‌তে হবে কেন গো? মন্থন-দণ্ড ধ'রে চোঁ চোঁ ক'রে পাক-কতক ঘুরিয়ে দিই এস না গো!

যশোদা। ওগো দিদি! তাই করি এস গো! [ঘোল মন্থন]

গীত।

ওগো রোহিণী বহিনী শোন কাহিনী।
ননী না দিলে হাতে কাঁদ্‌বে আমার নীলমণি ॥
সকালে উঠে বাছনি,
মা ব'লে চাইলে ননী,
ননীর পুতুলের হাতে দিলাম ঘরের সব ননী,
তবু বলে দে মা ননী, তখন আর ঘরে ছিল না ননী ॥
ননীর গোপাল মাগ্‌লে ননী,
পেলে না'ক খেতে ননী,
দাস গোবিন্দের নয়ন-মণি, চুরি ক'রে খাবে ননী ॥

রোহিণী। ওগো দিদি! এই ত কত ননী হয়েছে গো! এইবার তোমার গোপালকে আশ মিটিয়ে ননী দিও গো! আমি যাই, বলাই কি

কর্‌ছে দেখিগে। যেমন তোমার কানাই দুরন্ত, তেমনি আমার বলাই। এতক্ষণ আমায় না দেখ্‌তে পেয়ে হয় ত তিলকে তাল ক'রে তুলেছে। তার তাল সাম্‌লাতে না পার্‌লে মাতালের মত ঢ'লে পড়ে।

গীত।

যাই দিদি ঘরে যাই, দেখি কি করে বলাই,
এতক্ষণ আমি নাই, তিলকে হয় ত কর্‌ছে তাল।
এমন দুরন্ত ছেলে, দেখি নাই কস্মিন্‌কালে,
হয় ত ধ'রে পরের ছেলে, তার পিঠেতে পাড়্‌ছে তাল॥
চাপ্‌লে ঘাড়ে রাগের তাল, কাঁপিয়ে তোলে আকাশ-পাতাল
রাগে চোখ হয় ঘোর লাল, দেখ্‌লে মনে হয় মাতাল॥
ধরে যদি কান্নার তাল, হার মেনে যায় খোল কর্‌তাল,
কত জনে করে পরতাল, তবু ধর্‌তে নারে বলার তাল॥
দেখে তার বেজায় তাল, ঘ'টে যায় আমার বেতাল,
সাম্‌লে নিতেম সকল তাল, সিদ্ধ হ'লে তাল-বেতাল॥
দাস গোবিন্দ মদে মাতাল, খুঁজ্‌ছে কেবল আকাশ-পাতাল,
চাই না ভাদ্রমাসের গাছ-পাকা-তাল,
পেলে শমন-দূতের শাসন-তাল॥

[প্রস্থান

যশোদা। ওগো বড়াই মা গো! গোপালকে নিয়ে এস গো! আর ঘরে ননীর অভাব নেই, আমরা দু'জনে অনেক ননী তুলেছি গো! আজ সাধ মিটিয়ে গোপালকে ননী খাওয়াব গো!

গীত।

ওমা বড়াই, এস গো ত্বরায় নিয়ে সে কানাই।
আর ভয় নাই, তোমায় জানাই, ঘরে ননীর অভাব নাই॥
একদিন ঘরে ননী নাই,
আর ছেলের সামাই নাই,
ননী দিয়ে প্রবোধ মানাই,
বাছা আর ত কিছু চায় নাই॥
যার ঘরে ছেলে নাই,
তার বলা সাজে এ নাই—তা নাই,
ছেলেকে যে দিয়েছে নাই,
তার সব চাই—চাই-না-নাই॥
দাস গোবিন্দের কেহ নাই,
সংসারে তার কিছুই নাই,
যাওয়া-আসায় পড়্‌লে নাই
শমনে শাসন মানাই॥

হড়াই বুড়ীর প্রবেশ।

হড়াই। [প্রবেশ পথ হইতে] ওগো যশোদে! ওগো রাজরাণি! ওগো বড় লোকের বেটি! আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লি কেন গো? এমন আকালে—হাউড়ে ছেলে তোমার ঘরে জন্মেছে, মা! হায় হায়, গরীব, দুঃখীর সর্ব্বনাশ কর্‌তে অমন ক'রে ছেলে ছেড়ে দিতে নেই গো, ঘরে কুলুপ দিয়ে আট্‌কে রাখ্‌তে হয়! ধর্‌তে পার্‌লে আজ তাকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে ছেড়ে দিতেম! এত লোক্‌সানী কি বরদাস্ত হয় গো! এমন

ছেলে থাকার চেয়ে নির্ব্বংশ হওয়াও ভাল গো! ওরে আমার পেঁপে রে—[রোদন]

যশোদা। ওগো দিদি! থাম—থাম, আর গাল দিয়ো না গো! আমার সবে-ধন ঐ একটি ছেলে, অমন ক'রে তাকে শেপো না গো! তোমার কি নষ্ট-লোকসান করেছে বল, আমি তোমার সে ক্ষতি পুষিয়ে দিব গো! তুমি আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমার দুধের গোপালকে অমন ক'রে গাল দিয়ো না গো!

হড়াই। নাগো, সাউখোরের বেটি! গাল দিব কেন গো, তোমার ছেলের মুখে কদ্‌মা ধ'রে দিব গো! আমার কি করেছে, একবার দেখ্‌বে চল গো! হায়, হায়, ওরে আমার পেঁপে রে! ওরে আমার ডাল্‌নার তরকারী রে! ওরে আমার কোষ্ঠসাফের জোলাপ রে! ওরে বিধবার রাতের জলপান রে! ওরে আমার বড় সাধের পেঁপে রে! [রোদন]

যশোদা। ওগো দিদি! গোপাল তোমার কি আপ্‌চ করেছে গো, তা না ব'লে কেবল পেঁপে-পেঁপে ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লে কেন গো? পেঁপে ব'লে তোমার কেউ আপনার লোক ছিল নাকি গো?

হড়াই। ওগো, আবাগীর বেটি! ছিল না ত এ খোয়ার কর্‌ছি কেন গো? আমার পেঁপে নিয়েই সব গো! পেঁপে আমার পেটের পুত—রোজগেরে ছেলে গো! তার রোজগার পেলে তবে আমার দিন চলে গো! হায় হায়, আমার সেই পেঁপে কে খেলে গো! ওরে আমার পেঁপে রে—ওরে আমার কোষ্ঠসাফের জোলাপ র!

যশোদা। বলি, হ্যাগা দিদি! পেঁপে তোমার রোজগেরে পুতের নাম? তাকে কে খেলে, দিদি? বুঝি—যমে খেয়েছে গো! আহা হা—

হড়াই। ওগো যশোদে! যমের অরুচি—সে পেঁপেতে যমেরও অরুচি গো! অরুচিরও ত আবার যম আছে গো! সেই যম দিয়ে—

তোমার বেটা ঠেঁটা কেষ্টা আমার পেঁপেগুলো খাওয়ালে গো! ওরে আমার পেঁপে রে—

গীত।

ওরে আমার পেঁপে রে ওরে আমার পেঁপে।
তোরে না দেখে চোখে, শোকে আমার বুকটা কাঁপে রে,
আমার বুকটা কাঁপে॥
কোষ্ঠসাফের জোলাপ পেঁপে,
রোজগারের পুত পেঁপে,
বিধবার জলখাবার পেঁপে,
সেই পেঁপে বিনে পেট্‌টা কাঁপে রে,
আমার পেট্‌টা কাঁপে॥

যশোদা। ওগো হড়াই দিদি! তুমি যে, কি বল্‌ছ, তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না গো! বলি, গোপাল কি তোমার পেঁপেকে মেরেছে নাকি গো?

হড়াই। ওগো না গো, না। আমার এক-গাছ পেঁপে ছিল, সেই পেঁপে বাজারে বেচে আমি পেট চালাতেম গো! সেই পেঁপে খেয়ে রাত কাটাতেম গো! কোষ্ঠ বদ্ধ হ'লে সেই পেঁপে খেয়ে কোষ্ঠ সাফ কর্‌তেম গো! পেঁপে আমার আহার ওষুধ, পুঁজি-পাটা সব ছিল গো! তোমার বেটা কেষ্টা নষ্টামি ক'রে সেই সব পেঁপে নষ্ট ক'রে দিয়েছে গো! ওরে আমার পেঁপে রে—

যশোদা। ওগো দিদি! মা বড়াই যে, গোপালকে কোলে ক'রে নিয়ে গেল গো! তবে সে কি ক'রে এমন কাণ্ড কর্‌লে গো?

হড়াই। ওগো, সেই বড়াই বুড়ীই ত যত নষ্টের ধাড়ী। গোপালকে কোলে নিয়ে সেই রাঁড়ী আমার বাড়ী গেল গো! আমার এক গড় ধান

ভানতে ছিল, সে সিঁকেল দিচ্ছিল, আর আমি পাড় দিচ্ছিলেম। সেই ফাঁকে তোমার বেটা এক পাল বাঁদর ডেকে, গাছের পেঁপে পাড়্ পাড়্ ব'লে তোলপাড় ক'রে তুল্লে গো! দেখ্তে দেখ্তে গাছকে-গাছ ফাঁক! হায় হায়, আমি খাব কি গো! হাটে বেচ্ব কি গো! কোষ্ঠ বদ্ধ হ'লে কিসে সাফ হবে গো! ওরে আমার পেঁপে রে!

যশোদা। ওগো হড়াই দিদি! পেঁপের জন্য আর অত কাঁদ্তে হবে না গো! আমি তোমার পেঁপের দাম দিব গো! গোপাল আমার অবুঝ ছেলে, না বুঝে একটা অন্যায় করেছে, তার জন্য দুঃখ ক'রো না গো!

হড়াই। ওগো! ঐ রোগেই ত ছেলে নাই পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছে। কথায় বলে—ছেলেকে নাই—বুড়োকে খই। ছেলেকে যদি অত নাই না দিয়ে এই সব কাজের জন্য শাসন কর্তে গো, তা হ'লে তার পিত্তেপ্ এত বাড়্ত না গো!

যশোদা। ওগো! এবারকার মত তুমি পেঁপের খেসারৎ ধ'রে নেও গো! তার পর কিছু কর্লে আমি তাকে শাসন কর্ব গো!

হড়াই। ওগো জানি গো, জানি! বুড়ো বয়সে কোলে ছেলে পেয়ে তুমি ত আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছ গো! তুমি আবার ছেলে শাসন কর্বে কি গো? ছেলেই ত তোমাকে পেয়ে বসেছে। নৈলে আমার এক-গাছ পেঁপে বাঁদরকে দিয়ে খাইয়ে দেয় গো! ওরে আমার পেঁপে রে—

যশোদা। ওগো হড়াই দিদি! সত্য বল্ছি গো, আমি আর তাকে নাই দিব না গো! দোষ কর্লেই তাকে শাসন কর্ক গো!

হড়াই। ওগো যশোদে! কি ক'রে তোমার সে ছেলেকে শাসন কর্বে গো? সে যে চান্‌চাওয়া ছেলে গো! হয় কে নয় করে—বারণ কর্লে দুনো করে গো!

যশোদা। ওগো দিদি! আমি তাকে ঘরে আট্‌কে রাখ্ব গো!

হড়াই। ওগো যশোদে! তবেই ত তোমার ছেলে শাসন হ'ল গো!

যশোদা। ওগো দিদি! তবে কি কর্‌লে ছেলে শাসন হয়, ব'লে দেও গো।

হড়াই। ওগো যশোদে! তবে বলি. শোন গো—

গীত।

ওগো যশোদে, ছেলেকে রাখ্‌বে যদি শাসনে।
চোখে তাজুনী, মুখে ভাঁজুনী, কথায় কথায় আপ্‌শানে॥
খাওয়াবে যতন ক'রে সাজাবে ভূষণে,
নাচাবে কোলে ক'রে মধুর হাসনে,
দেখ্‌বে বাহার নয়ন ভ'রে নূতন বসনে,
দোষ দেখ্‌লে তাড়িয়ে দেবে, রাখ্‌বে তারে অনশনে॥

যশোদা। ওগো দিদি! এবারকার মত তুমি মাপ ক'রে যাও গো! ফের সে যদি কিছু করে গো, তবে তাকে ঐ রকম ভাবেই শাসন কর্‌ব গো!

হড়াই। ওগো, রাজরাণি! কি কথাই বল্‌লে গো! আমি তোমায় মাপ ক'রে চ'লে যাব ত খাব কি গো? পেঁপের দাম দেবে বল্‌লে যে গো! বলি, তা কি মুখের কথাতেই দেওয়া হ'ল নাকি গো?

যশোদা। ওগো হড়াই দিদি গো! দিব ব'লে যখন কথা দিয়েছি গো, তখন তা দিব গো! তুমি পেঁপের দাম পাবে গো!

হড়াই। ওগো বড় লোকের বেটি! তুমি যেমন দেবে, আমি তেমনি পাব গো! দেবার হাত রাজরাজ্‌ড়ার ঘরে যে কত লম্বা-চওড়া, তা আমার জান্‌তে বাকি নেই গো, বাছা! আমার আজ আপ্‌চ হ'ল—খাব

কি তার ঠিক-ঠিকানা নেই, আর তুমি সাদালতি দেখিয়ে বল্‌লে—দো—পাবে! কবে দেবে আর কবে পাব গো? তোমার দিতে দিতে যে, আমায় উপোস খেয়ে চিতেয় শুতে হবে গো!

যশোদা। ওগো দিদি! তোমার যদি অচল হয়, তা হ'লে এখনই নিয়ে যাও গো!

হড়াই। ওগো হিসেবউলী রাণী-ঠাকুরাণি, আমার অচল কি সচল, তা কি আমার চলাচল শুনে বুঝ্‌ছ না গো! ঐ পেঁপেই আমার সব ছিল গো! সেই এক-গাছ পেঁপে আমার বাঁদর দিয়ে খাওয়ালে গো! ওরে আমার পেঁপে রে!

যশোদা। ওগো দিদি! আর কেঁদো না গো, আমি কান্না সইতে পারি না গো! এই তুমি একটা টাকা নিয়ে যাও গো!

হড়াই। ওগো, একটাকায় কি হবে গো! তিন দিন খেতেই যে, ফুঁকে যাবে গো! তার পর কি খাব গো? ঐ এক-গাছ পেঁপে আমার এক বছরের খোরাক যোগাত গো! ওরে আমার পেঁপে রে! ওরে আমার কোষ্ঠসাফের জোলাপ রে!

যশোদা। বল কি গো দিদি, ঐ এক-গাছ পেঁপেতে তোমার এক বছরের খোরাক হ'ত? এত পেঁপে তোমার গাছে ছিল গো?

হড়াই। ওগো ছিল গো, ছিল। গাছের গোড়া হ'তে পাতায় পাতায় পেঁপে ধরেছিল গো! সেই পেঁপেতে আমার বছরের খোরাক হ'ত, কাপড় হ'ত, নুন-তেল্ হ'ত গো! ওরে বাবা রে! ওরে আমার সাধের পেঁপে রে! ওরে বেওয়া-বিধবার খোরপোষ রে! তোরে যে অপচ করেছে, তার বুকশূল হ'ক্ রে!

যশোদা। ওগো দিদি! আর গাল দিয়ো না গো! তোমার এক-গাছ পেঁপের দাম কত হবে বল গো! আমি তাই দিব গো!

হড়াই। ওগো! তবে একটা হিসেব ধর না গো!

যশোদা। ওগো দিদি! কি হিসেব ধর্‌ব, তাই বল গো?

হড়াই। ওগো, এই ধর গো—এই একটা পেঁপে পাক্‌লে তার দাম পাঁচ পয়সা গো! এমন আট—দশ—পনের কুড়ি পেঁপে ছিল গো। তা হ'লে কত হ'ল গো! ওরে আমার পেঁপে রে—

যশোদা। ওগো দিদি! একটা পেঁপের দাম পাঁচ পয়সা হ'লে তোমার এক কুড়ি পেঁপের দাম কত গো?

হড়াই। ওগো! আমি কি অত হিসেব জানি গো? মোটামুটি যা বুঝি গো!

যশোদা। ওগো দিদি! মোটামুটি কি বোঝ গো?

হড়াই। ওগো, একটা পেঁপের দাম পাঁচ পয়সা হ'লে এককুড়ি পেঁপের দাম পাঁচ কুড়ি পয়সা গো!

যশোদা। ওগো দিদি! পাঁচকুড়ি পয়সায় কত হয় গো?

হড়াই। ওগো তা তুমি ধ'রে নেও গো!

যশোদা। ওগো হড়াই দিদি! হিসেবে পাঁচ কুড়িতে শ' পয়সা হয় গো!

হড়াই। ওগো! তবেই বুঝ্‌লেম—তোমার না দেবার গা! হায় রে পেঁপে!

যশোদা। না গো, হড়াই দিদি! না দিবার গা নয় গো—দেবার গা।

হড়াই। ওগো, তাই বুঝি হাতে পেয়ে হিসাবে চুরির বখ্‌রা বসাচ্ছ গো?

যশোদা। ওগো দিদি! চুরি কি গো! চুরি যে কাকে বলে, তা ত কখন জানি না গো! শুধু শুধু তুমি আমাকে আজ এমন অপবাদ কেন দিলে গো?

গীত।

ওগো দিদি, বিনা দোষে কেন দিলে চুরির অপবাদ।
কখন কি কারু করেছি চুরি, শুনেছ কি লোকের প্রবাদ ॥
তোমার সনে আছে সুবাদ,
হয় নি কোন বিসম্বাদ,
হিসাবে কিছু দিই নি বাদ,
শুনি তোমার দুঃসংবাদ ॥
পাঁচ কুড়িতে শ' প্রবাদ,
চিরকাল তা সপ্রবাদ,
প্রবাদ হয় না অপ্রবাদ
কেবল তোমার মনের ভ্রমবাদ ॥
যত্নে ফসল করলে আবাদ,
লোকসানী তার কি দিলে বাদ,
দাস গোবিন্দের এই প্রতিবাদ
নিদানে শমনের বাদ ॥

হড়াই। ওগো! আর তোমায় হিসেব করতে হবে না গো! হিসেব হাতে না পেতেই ফাঁকির চাল্ চেলে ব'সে আছ, বাছা! বলি, হ্যাঁগা! আমায় কি নেকা পেয়েছ—না বোকা ঠাউরেছ—না ক্ষেপা দেখেছ। আমি বুঝি হিসেব বুঝি না গো, তাই আমায় ঠকাবে?

যশোদা। ওগো দিদি, তোমায় ঠকাব কেন গো! তুমি হিসেব ক'রে পাই-পয়সা মিটিয়ে নিয়ে যাও গো!

হড়াই। ওগো! তবে আমার সাদাসিধে কথা শোন। এই পাঁচ

পয়সা একটার দাম হ'লে এক কুড়ির দাম পাঁচ কুড়ি পয়সা হয় গো। আর তুমি বল্‌ছ—শ' হয়। স পয়সা ত এক পয়সা আর সিকি পয়সা গো! তা আমার পেঁপের দাম তুমি সেই স পয়সা ঠাওরালে গা?

যশোদা। ওগো দিদি! সে শ' নয় গো, সে শ' নয়—এক শ'। এক শ' পয়সায় এক টাকা ন' আনা হয় গো!

হড়াই। ওঃ তাই বল গো! তাই বল। তা এককুড়ির দাম যদি এক টাকা ন' আনা হয় গো, তবে দশ-পনের কুড়ির দাম কত গো?

যশোদা। ওগো হড়াই দিদি! দশ—পনের কুড়ি বল্‌লে কি ক'রে হিসেব হবে গো? দশ কি পনের একটা বল গো?

হড়াই। ওগো! তুমি যা হয়, একটা ধ'রে নেও গো!

যশোদা। ওগো হড়াই দিদি! তবে তোমার দশকুড়ি পেঁপের দামই ধরি গো?

হড়াই। আচ্ছা গো, তাই ধর গো। কত দাম হয় বল ত গো?

যশোদা। ওগো দিদি! দশ কুড়ি পেঁপের দাম পনের টাকা দশ আনা হয় গো!

হড়াই। ওগো যশোদে! পনের টাকা দশ আনা—সে ক' কুড়ি ক' আনা গো?

যশোদা। ওগো দিদি! চার টাকা ছ' আনা কম, এক কুড়ি টাকা গো!

হড়াই। ওগো যশোদে গো! আমার এক-গাছ পেঁপের দাম এক কুড়ি হ'ল না গো! হায় হায়, কি লোকসানী গো! ওরে আমার পেঁপে রে! তোকে যে খেয়েছ, সে মরুক্ পেট ফেঁপে রে!

যশোদা। ওগো হড়াই দিদি গো! তুমি যদি এককুড়ি টাকা নিলেই খুসী হও গো, তাই নেও। আমার বাছারে আর মন্দ ব'লো নি গো! তোমায় বিনয় ক'রে ছ'টি করে ধ'রে বল্‌ছি গো!

গীত।

বিনয় করি করে ধরি, ওগো ব'লো না গোপালে মন্দ।
দুধের ছেলে সে যে আমার নাহি জানে ভাল-মন্দ ॥
ছেলেবুদ্ধি নয় গো মন্দ,
মন্দ ভেবে করে নি মন্দ,
তার আনন্দ—তোমার মন্দ
এ মন্দ নয় অ-মন্দ ॥
কিসে ভাল, কিসে মন্দ,
চেনে না সে মন্দামন্দ,
পরের নিত্য ক'রে মন্দ,
দাস গোবিন্দের ভাগ্য মন্দ ॥

হড়াই। ওগো, যশোদে দিদি! তুমি আমায় এককুড়ি টাকা দেও গো, তা হ'লে এ বুড়ী আর কড়ির জন্য ভাব্‌বে না গো! তোমার ছেলেকে মন্দ বল্‌ব না গো!

যশোদা। ওগো হড়াই দিদি! তোমায় আমি এক কুড়ি টাকা দিব গো!

হড়াই। ওগো! দিব বল্‌লে হবে না গো! এখনই দেও গো?

যশোদা। ওগো হড়াই দিদি! এখন আমার কাছে ঐ এক টাকার বেশি একটী কড়া নেই গো! এখন ঐ নিয়ে যাও, তার পর গোপরাজ বাড়ী এলে, তাঁকে ব'লে তোমায় এক কুড়ি টাকাই দিব গো!

হড়াই। ওগো যশোমতী গো! যদি আমায় পেঁপের দাম নগ্‌দা না দিবে গো, তা হ'লে তোমার গায়ে সুদের চাপ্‌ পড়্‌বে গো! দেখো যেন পেঁপের দাম আদায় দিতে সুদের সুদ তস্য সুদ দিতে না হয় গো!

যশোদা। না গো, দিদি! তোমার সে ভয় নেই গো! আমরা ঋণকে বড় ভয় করি গো! ঋণের মত মহাপাপ আর কিছুই নেই গো!

হড়াই। ওগো রাণী দিদি! ঋণ কি বড্ড পাপ নাকি গা?

যশোদা। ওগো হড়াই দিদি! ঋণের মত পাপ আর কিছুই নেই গো! যার ঘরে ঋণ-পাপ প্রবেশ করে, তাকে সর্ব্বস্বান্ত করে—ঋণের দায়ে বাস্তু-ভিটে ছাড়ে—জমি-জারাত বিক্রী করে, তবু ঋণ-পাপ দূর হয় না গো!

হড়াই। ওগো দিদি! ঋণের দায়ে এ সব কি কারু কিছু হয়েছে নাকি গো?

যশোদা। ওগো দিদি! কতজনের হয়েছে—এখনও হচ্ছে—এর পরেও হবে গো!

হড়াই। ওগো রাণী দিদি! ঋণের দায়ে কার কি হয়েছে, বল না গো শুনি।

যশোদা। ও গো দিদি, তবে বলি শোন—

গীত।

ওগো দিদি, মানুষের মহাপাপ ওই ঋণ।
কত রাজা ফকির হ'ল, সেধে নিয়ে পরের ঋণ॥
সত্যকালে হ'ল ঋণ,
রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঋণ,
দিতে বিশ্বামিত্রের ঋণ,
গাছতলা সার করায় ঋণ॥

ত্রেতায় শুধিতে বাপের ঋণ,
বনে রাম ধরে সোনার হরিণ,
অবশেষে পত্নীর ঋণ,
রাবণবধে হ'ল অঋণ ॥
কাশীর রাজা করে ঋণ
ভিক্ষার ঝুলি দিলে ঋণ,
দাস গোবিন্দের কর্ম্ম-ঋণ
নিদান দিনের পারের ঋণ ॥

হড়াই। ওগো, দিদি! তবে এমন ঋণ রেখো না গো, তাড়াতাড়ি শুধে দিয়ো গো।

যশোদা। ওগো হড়াই দিদি! আমার ছেলের ঋণ আমি আগে শুধে দিব গো! নৈলে ঋণের বিয়ান ছাড়্‌লে তা আর অঋণ হবে না গো!

হড়াই। বলি, ওগো দিদি! লোকে যে ঋণ করে, তা কিছু বন্ধক দিয়ে তবে ত ঋণ করে গো!

যশোদা। হ্যাঁ গো দিদি! বন্ধকী ঋণ—তমসুকের ঋণ—হাত চিটের ঋণ—ঋণ অনেক রকম হয় গো!

হড়াই। ওগো রাণী দিদি! তুমি যে, আমার কাছে পেঁপের টাকা ঋণ রইলে গো, তার দরুণ বন্ধকী কি দিবে গো?

যশোদা। ওগো হড়াই দিদি! তোমার কি বন্ধক রাখ্‌তে মন হয় গো?

হড়াই। ওগো দিদি! তোমার ঋণে তুমি বন্ধক দিবে, যা তোমার সুবিধে হয়, তাই দেও গো!

যশোদা। ওগো দিদি! তুমি আমার একখানা গহনা বন্ধক রাখ গো!

হড়াই। ওগো যশোদে দিদি! গয়না রেখে যদি চোরে চুরি করে, তখন কি করব গো? ও গয়না বন্ধকে আমার কাজ নেই।

যশোদা। ওগো হড়াই দিদি! খৎ বন্ধকী নেও গো!

হড়াই। ওগো দিদি! খৎ বন্ধকী নিলে শেষে টাকা আদায় নিতে নাকে কানে খৎ দিতে হবে গো! খতে আমার দরকার নেই গো!

যশোদা। হড়াই দিদি! তবে তুমি কি বাঁধা রাখ্‌তে চাও গো?

হড়াই। ওগো যশোদে! এ ঋণের দায়ে আমি তোমার ছেলেকে এক-গা গয়না শুদ্ধ বাঁধা রাখ্‌তে চাই গো, আমি জিনিস বাঁধা চাই না গো, মানুষ বাঁধা চাই।

গীত।

ওগো যশোদে, দিবি যদি
ঋণের দায়ে বাঁধা।
কাজ নেই তোর গয়না বাঁধা,
চাই না জমি-জায়গা বাঁধা ॥
যে তোমার স্নেহে বাঁধা,
যার প্রেমে এই ব্রজ বাঁধা,
বয় যে মাথে নন্দের বাধা
সেই ধন মোরে দেওগো বাঁধা ॥
যার বাঁশীতে গাই বাঁধা,
যার হাসিতে রাই বাঁধা,
দাস গোবিন্দের মায়ার বাঁধা
সেই বাধাহারীর পদে বাঁধা ॥

যশোদা। ওগো হড়াই দিদি! সামান্য অনিত্য ধনের জন্য আমি আমার পুত্রধনকে বাঁধা দিতে পার্‌ব নাগো! তুমি আর কি ধন চাও বল, আমি তোমায় তাই দিব গো! তবু প্রাণ ধ'রে প্রাণগোবিন্দ-ধনে বাঁধা দিতে পার্‌ব না গো!

গীত।

ওগো দিদি, ঋণের দায়ে
বাঁধা রাখ অন্য ধন।
অর্থধন, রাজ্যধন,
বিষয়-বৈভব-ধন ॥
গেছে তোমার গাছের ধন,
দিব বদলে অর্থ-ধন,
নারিব দিতে পুত্রধন,
দিতে তোমার ঋণের বন্ধন ॥
সংসারে যা' রত্নধন,
তার চেয়েও যা যত্ন-ধন,
প্রাণধন নন্দন-ধন,
সে ধন দিলে হব নির্ধন ॥
কত কষ্ট ক'রে সাধন,
ক'রে দেবতা আরাধন,
পেয়েছি সে গোবিন্দ-ধন,
দাস গোবিন্দের নিদানের ধন ॥

হড়াই। ওগো দিদি! তা যদি না দেও গো, তবে আমি আর কিছুই বাঁধা চাইনে গো! আমি আবাঁধাতেই ঋণ দিব গো!

যশোদা। ওগো হড়াই দিদি গো! আবাঁধায় যদি তুমি ঋণ দেও গো, তবে আমি আজীবন তোমার কাছে বাঁধা থাকৃব গো!

হড়াই। ওগো বাছা! তোমায় আমি বাঁধা রাখ্‌তে চাইনে গো!

যশোদা। কেন গো হড়াই দিদি! তা'তে দোষ কি গো?

হড়াই। ওগো রাণী দিদি! দোষ নেই বটে গো, কিন্তু ক্ষেতি আছে গো!

যশোদা। ওগো হড়াই দিদি! কি ক্ষতি আছে গো?

হড়াই। ওগো! এই ধর—তোমায় বাঁধা রাখ্‌লে খেতে-পর্‌তে দিতে হবে—সাধ-আহ্লাদ মেটাতে হবে, তবে ত বাঁধা রাখা চল্‌বে গো? তা হ'লেই ঢাকের দায়ে মন্‌সা বিকিয়ে যাবে। পেঁপের দাম আদায় কর্‌তে গিয়ে গাছটী শুদ্ধ বিকিয়ে যাবে যে গো? আমি দেনায় প'ড়ে যাব গো! তার চেয়ে তুমি মানে-মানে আমার এক কুড়ি টাকা দিয়ে দিও, আমি আর ও সব বাঁধাবাঁধির দিকে যাব না গো!

যশোদা। ওগো দিদি! তবে তাই দিব গো!

হড়াই। বেশ গো, দিদি! তবে আমি চল্‌লেম গো! দেখো দিদি! আশা দিয়ে ভুলিয়ে শেষে যেন নিরাশ ক'রো না গো!

যশোদা। না গো দিদি! আমার আশা দিয়ে নিরাশ করা অভ্যাস নাই গো! আমাদের মুখের কথাও যা—কাজেও তাই গো! হয় না হয়, কর্ত্তা এলে এসো—সব টের্‌ পাবে গো!

হড়াই। ওগো দিদি! তাই বেশ গো—তাই বেশ! কর্ত্তা এলে ঘরে দেখা যাবে শেষ। এখন দেখিগে—ছাগলে আবার শাকগুলো না খেলে বাঁচি! ওরে আমার পেঁপে রে, ওরে আমার পেঁপে! [প্রস্থান।

যশোদা। গোপাল আজ ঘরে ননী খেতে না পেয়ে মনের রাগে বানর ডাকিয়ে পেঁপে খাইয়েছে। মনে করেছে বুঝি আমাদেরি ফল, তাই সে এমন করেছে। আহা, বাছার আত্মপর ভেদাভেদ নাই। সবাই যেন তার আপনার। হা হতভাগা ছেলে! আমি তোর দৌরাত্ম্যি সই ব'লে পরে তা সইবে কেন, বাবা? গোপাল! তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি হবে না রে বাপ্? বড়াই মা তাকে নিয়ে গেল, তবু সে এমন উপদ্রব কর্‌লে গা? আজ তাকে একটু শাসন ক'রে দিতে হ'বে। নৈলে দুষ্ট ছেলের দুষ্টুমি যাবে না।

গীত।

বুঝিব গোপাল, তুই কত বড় দুষ্ট।
পরের অনিষ্ট করায় হয়েছি রে রুষ্ট,
ঘাট না মানায়ে তোরে (আজ) নাহি হব তুষ্ট॥
গাছ-পালা করিতে সৃষ্ট,
সইতে হয় গো কত কষ্ট,
এমনি অশিষ্ট তুই করিস্ সব নষ্ট;—
কত লোকে হ'য়ে অতিষ্ঠ, করে তোরে নিন্দা-তুষ্ট॥
শুনিতে পাই কানে স্পষ্ট,
হয়েছিস্ তুই বড় ধৃষ্ট,
গোবিন্দ দাসের দৃষ্ট, নিদান দিনে অদৃষ্ট তুষ্ট॥

চড়াই বুড়ীর প্রবেশ।

চড়াই। ওগো যশোদে! তোর বেটার উৎপাতে আমরা সব ভিটে-ছাড়া হ'ব নাকি গো? আমাদের যে, রেখে-থুয়ে খেতে দেয় না গো,—

যা পায়—তাই তচ্‌নচ্‌ ক'রে দেয় গো! আজ আমার যা করেছে, তার লোকসানী সার্‌তে আমার ছ'মাস যাবে গো! আমার এমন মাল-মশলা নষ্ট করেছে যে, ব্যবসার পুঁজিপাটা পর্য্যন্ত মাটী ক'রে দিয়েছে গো! এখন কি নিয়ে—কি দিয়ে কি কর্‌ব—খদ্দেরকে কি বোঝাব, তা ঠাউরে উঠ্‌তে পার্‌ছি নে গো! মনের রাগে—গায়ের জ্বালায় তোমার কাছে জানাতে এলেম গো! এখন এর যা হয় একটা পিতীকার কর—নয় ত বল গো, তোমাদের ব্রজ ছেড়ে অন্যদেশে উঠে যাই। তোমরা তোমাদের ছেলে নিয়ে শূন্যরাজ্যে প'ড়ে থাক গো! আমরা আর এদেশে বাস কর্‌ব না গো!

যশোদা। ওগো বাছা! কি হয়েছে গো? দেশে বাস কর্‌ব না বল্‌ছ কেন গো? কে তোমার কি লোকসান্‌ করেছে গো?

চড়াই। ওগো যশোদে! খেদের কথা আর বল্‌ব কি গো! তোমার সেই ফচ্‌কে ছেলেটা আমার ভাঁড়-ভেঙে পাত্তিল ফেলে দুধ—দই—ক্ষীর যা ছিল, সব খেয়ে নষ্ট ক'রে যাচ্ছে-তাই করেছে গো! দ'য়ের দম্বল কম ছিল ব'লে কাঁথা চাপা দিয়ে রেখেছিলেম, সেই কাঁথাখানা কি রকম দুধ দ'য়ে মাখামাখি করেছে, একবার দেখ্‌বে চল গো! এ লোকসান কি সামাই মানে গো? কেবল আমি ব'লে স'য়ে আছি, অপর কেউ হ'লে বুক চাপ্‌ড়ে মর্‌ত গো!

গীত।

ওমা যশোমতি কি কহিব তোর গোপালের কাণ্ড।
খেলে আমার মুণ্ড, ভেঙে দিয়ে দধি দুগ্ধের ভাণ্ড॥
ক্ষীর খেয়ে করেছে পণ্ড,
ছানা মাখম লণ্ডভণ্ড,
কেনা দামে আসল দণ্ড, লাভের মাথায় পড়্‌ল দণ্ড॥

এত যে করেছে কাণ্ড,
সময় লাগেনি একটি দণ্ড,
শিশু ছেলে অপোগণ্ড, লঙ্ঘিল প্রাচীর প্রকাণ্ড ॥
ছেলে নয় সে বিষম ষণ্ড,
ষণ্ড হ'তেও ঘোর পাষণ্ড,
পাবে না এমন ভণ্ড, ঘুরে দেখ এ ব্রহ্মাণ্ড ॥
মন্দ কাজের আছে দণ্ড,
জরিমানা কি জেলে দণ্ড,
গোবিন্দ দাসের দণ্ড, নিদান-কালের যমদণ্ড ॥

যশোদা। ওগো মা! গোপাল যদি তোমার এত ক্ষতিই ক'রে থাকে, তা হ'লে ত তোমার বড় লোকসান হয়েছে গো?

চড়াই। ওগো যশোমতি! আমার লোকসান হয়েছে, এ শান যে তোমার হয়েছে, তাই শুনে আমার মনের আপশান গেল বটে গো, কিন্তু লোকসান হ'লে পাষাণও সইতে পারে না গো! আমিই বা তা কেমনে সইব গো?

যশোদা। ওগো বাছা! তোমাকে এ লোকসান সইতে হবে না গো, আমি তোমার এ লোকসানের দায় নিব গো!

চড়াই। মা যশোদে গো! লোকসানের দায় নিলে কি হবে গো? আমার যে ব্যবসার পুঁজিপাটা উপে গেল গো, পাওনা পয়সা আদায় হবে কিসে গো?

যশোদা। ওমা চড়াই গো! আমি তোমাকে বড় ডরাই গো! তোমার ব্যবসার মূলধন পর্য্যন্ত আদায় দিব গো! নৈলে যে, গোপালকে নিয়ে ব্রজে বাস করা দায় হবে গো!

চড়াই। ওগো যশোদে! তোমার গোপাল নিয়ে তুমি থাক গো, আমরা আর এত উৎপাত সইতে পারিনে গো! আমরা তোমার রাজ্য ছেড়ে মথুরায় উঠে যাব গো! নৈলে কোন্‌দিন কি ক্ষতি হবে, কে জানে গো?

যশোদা। না গো মা, আর তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না গো! তোমরা বৃন্দাবনের বসতি তুলে যেয়ো না গো—আমি মিনতি ক'রে বল্‌ছি! গোপাল তোমার যা দুধ-দই নষ্ট করেছে, আমি তার উচিত মূল্য দিব গো!

চড়াই। ওগো যশোমতি! তুমি না হয় উচিত মূল্য দিলে গো! তাতে নয় মহাজনের উস্থল হবে গো, আর আমার লাভের উস্থল কিসে হবে গো!

যশোদা। আমি তোমার লাভের উস্থলও পুষিয়ে দিব গো!

চড়াই। ওগো বাছা, তা না হয় এইবার প্রথমবার দিলে গো! আর্‌বার যদি তোমার বারফট্টকা ছেলে আমার কার্‌বার মাটী করে, তখন কি হবে গো? তুমি ক'বার আমার লোকসানী পুষিয়ে দিবে গো?

যশোদা। ওগো মা! গোপাল যখন যার যে কোন অনিষ্ট কর্‌বে, আমি শোন্‌বামাত্র—তখনি তার সে ক্ষতি পূরণ কর্‌ব গো!

চড়াই। ওগো, বড় মজার কথাই বল্‌লে গো! সে লোকের বাড়ী উৎপাত কর্‌বে, আর তুমি টাকা দিয়ে তার লোকসানী সার্‌বে গো? তবু ছেলেকে শাসন কর্‌তে পার্‌বে না? যে দেশে রাজার ছেলে অশাসনে থাকে, সে দেশে কি বাস চলে গো?

গীত।

অনুচিত বাস সেই দেশে।
যে দেশে রাজা প্রজায় দ্বেষে,
কাজ কি তেমন বিদ্বেষে
বাস উঠাইব বিদেশে॥

রাজার দোষে এই দেশে,
রাজার ছেলের আদেশে,
প্রজা কষ্ট পায় দশে,
তবু বড় ঘরে নাহি দোষে,
নির্দ্দোষে স্বদেশে বাসে
রাজার ভয়ে নিরুদ্দেশে ॥
তোমার ছেলের উদ্দেশে,
কত কথা শুনি দেশে,
পরনারীর অনুদ্দেশে
বাঁশী বাজায় বনদেশে ;—
গোবিন্দ ছিল স্বদেশে,
এসেছে অচিন দেশে,
বিদেশে বিদ্বেষে দশে
রইতে নারি পরের দেশে ॥

যশোদা। ওগো বাছা, সে দেশে বাস চলে না কেন গো ?

চড়াই। ওগো যশোদে ! কেন তবে বলি শোন গো !

যশোদা। ওগো বাছা ! গোপাল আমার ছেলে মানুষ, তার কোন বোধাবোধ নাই। অজ্ঞান অবোধ ছেলে যদি না বুঝে কোন দোষ ক'রে থাকে গো, তবে তাকে বক্‌লে কি মার্‌লে, কি তা আর ফিরে পাওয়া যাবে গো ? এখন তোমার লোক্‌সান সামাই দিই, তার পর ছেলেকে শাসন কর্‌ব গো !

চড়াই। ওগো বাছা, তুমি যা ছেলে শাসন কর্‌বে, তা মা গঙ্গাই জানে গো! দেশে আকাল হ'লে যেমন চালের আদর বাড়ে, তেমনি অসময়ে বয়সকালে ছেলে হয়, সে ছেলে আদুরে ছেলেই হয়! তোমার ও আদুরে গোপাল—তাকে শাসন করা তোমার ক্ষেমতায় কুলোবে না গো! ও কথা বাজে কথা, আমাদের বোঝাবার জন্য বল্‌ছ গো! তা যা কর, তা কর—বাছা! ছেলেকে একটু ঘরবশ ক'রো। অমনধারা পরের ঘরে গিয়ে উপদ্রব কর্‌লে লোকে তা সইবে কেন গো? তোমার ছেলের দোষ পরের কাছে, আর তোমার কাছে সব গুণ গো! তুমি কি বাছা, ও ছেলেকে শাসন করতে পার গো? ছেলেকে কেমন ক'রে শাসন কর্‌তে হয়, তা জানই না ত শাসন কর্‌বে কি? আর ত কখন ছেলের মা হও নি, বাছা?

যশোদা। না গো মা, আমি যা বল্‌ছি—ঠিক তাই কর্‌ব গো! দেখো, ছেলে শাসন কর্‌তে পারি কি না গো?

চড়াই। বলি, ওগো যশোদে! ছেলেকে কি ক'রে শাসন কর্‌বে গো?

যশোদা। মাগো! যদি তাকে পরের বাড়ী গিয়ে উপদ্রব করা বন্ধ কর্‌তে না পারি গো, তবে আমি তাকে ঘরের মধ্যে পূরে কুলুপ দিয়ে আট্‌কে রাখ্‌ব গো!

চড়াই। ওগো যশোদে! তোমার ও ছেলে কুলুপে আটক্ মান্‌বে না গো! সে ছেলে তোমার একটু ফাঁক্ পেলেই জানালা দিয়ে বেড়াল-গলি দিয়ে গ'লে বেরিয়ে আস্‌বে গো! ঘরে পূরে রেখে তাকে আট্‌কাতে পার্‌বে না গো!

যশোদা। ওমা চড়াই গো! তবে তাকে কি ক'রে শাসন মানাই গো?

চড়াই। ওগো যশোদে, তবে বলি, শোন গো—

গীত।

শাসনে রাখিবে যদি গোপালে, ওগো যশোদে।
মেরো না—ধ'রো না—ক'রো শুধু তাড়না,
রেখো তার হাতে-পায়ে শিক্‌লী বেঁধে ॥
সে এমন ছেলে, একটু ফাঁক্ পেলে,
ফুক্ ক'রে পরের ঘরে গিয়েছে চ'লে,
কার্য্য পণ্ড লণ্ডভণ্ড করেছে ছলে একপলে,
পালালে কে তারে রোধে ॥
যদি পেয়েছে সাড়া, কি খেয়েছে তাড়া,
অমনি দিয়েছে দৌড় পা ক'রে খাড়া,
সে না দিলে ধরা, তারে যায় না ধরা
দাস গোবিন্দের ধারা, নাহি বোধে-অবোধে ॥

যশোদা। ওমা চড়াই গো! আমি বড়াই ক'রে বল্‌ছি—বড়াই বুড়ী আমার গোপালকে নিয়ে ফিরে এলে, আমি তার হাতে পায়ে দড়ি বেঁধে ফেলে রাখ্‌ব গো! আর সে কোথাও যেতে পার্‌বে না গো!

চড়াই। ওগো বাছা, তা যা কর্‌তে হয়, তুমি ক'রো গো! তোমার ছেলেকে তুমি যা-খুসী তাই কর্‌তে পার গো! এখন আমার যে লোকসান্ করেছে, সেজন্য আমায় খুসী কর গো, বাছা!

যশোদা। ওগো মা! তোমার দুধ দ'য়ের লোকসানী কি সে সার্‌বে গো? কি পেলে—কি নিলে তুমি খুসী হবে গো?

চড়াই। ওগো যশোদে! যাতে আমার দু'দিক্ বজায় থাকে, তেমনি

উপায় কর্‌তে পারলে আমি খুব খুসী হই গো! দু'হাত তুলে হাসিমুখে তোর ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করি গো!

যশোদা। ওগো মা, দু'দিক্ বজায় কি বল্‌ছ গো?

চড়াই। ওগো যশোদে গো! আমার দুধের যোগান আছে গো! ছোট ছোট ছেলেদের তরে আমি নিজ্জলা দুধ যোগাই গো? আর হরিশ ঘোষের বাড়ীর বামুন ভোজনের জন্তে /৫ পাচ সের ক্ষীর আর /৭ সাত সের দই ছিল গো, যাতে ছেলের মা পোয়াতিরা আমাকে গাল না দেয়, আর বামুনরা সেবা করতে এসে যাতে আমাকে শাপ-শাপান্ত না করে গো, তাই কর্‌তে পারলে আমি খুব খুসী হই গো!

যশোদা। ওগো মা চড়াই গো! যদি ছেলেদের যোগানে দুধ দিতে হয় গো, তবে আমার ঘর থেকে নিজ্জলা দুধ নিয়ে গিয়ে যোগান যুগিয়ে এস গো! আর /৫ পাচ সের ক্ষীর আর /৭ সাত সের দই বাজার হ'তে কিনে এনে হরিশ ঘোষের বাড়ীতে দিয়ে এস গো! তার যা দাম লাগে, আমি তা দিব গো!

চড়াই। ওগো মা নন্দরাণি! আমি তা হ'লে খুব খুসী হই গো মা! আর যদি রোজ তোমার গোপাল আমার ঘরে ঢুকে এমনিধারা জিনিস আপ্‌চ করে গো, আর তুমি যদি রোজ এমনিধারা পুষিয়ে দেও গো, তবে তোমার গোপালকে কিছু বল্‌ব নাগো! আদর ক'রে ডেকে খাওয়াব গো!

যশোদা। মাগো! আমার গোপালকে তোমরা সবাই আদর ক'রে ডেকে ডেকে খাইও গো! তা'তে তোমাদের যা' খরচ হবে, আমি তা দিয়ে দিব গো! সে কেবল আমারই ছেলে নয় মা, গোপাল তোমাদেরও ছেলে। বড়াই মা'র দয়ায় আর তোমাদের আশীর্ব্বাদে গোপালকে আমি কোলে পেয়েছি গো! সে আমার ছেলে হ'লেও তোমরা তাকে পর না ভেবে, আপনার মত দেখো গো, এই আমার নিবেদন গো।

গীত।

আমার গোপালে কেউ ভেবো না গো পর,
জেনো তারে তোমাদের বড় আপন।
ঘরে খাবার যার যা র'বে
তার কাছে ক'রো না গোপন॥
আগে তারে খেতে দিবে,
পরে তা' তুলে রাখিবে,
যেমন দিবে সে তেমনি দিবে,
হাতে হাতে হবে নিরূপণ॥
যে যা রাখ্‌বে আপন ঘরে,
পর ভেবে তারে ভয় ক'রে,
সে জান্‌তে পেরে নেবে হ'রে,
রাখ্‌বে জোরে আপন পণ॥
দাস গোবিন্দ করযোড়ে,
তোর ছেলের পায়ে পড়ে
এমন ক'রে এ ভাঙা ঘরে,
সে আর কত দেখাবে স্বপন॥

চড়াই। নাগো মা যশোমতি! তোর ছেলেকে আমি কখন পর ভাবি না, বাছা! তাকে আমি বুকের 'পর রাখ্‌তে ভালবাসি গো! নৈলে সে আমার যা আপ্‌চ করেছে, তাকে পর ভাবি নে, বাছা! তবে হ'লে কি হবে গো মা! তোর ছেলে বড় চানচাওয়া ছেলে—অমন একগুঁয়ে ছেলে দুনিয়ায় দেখি নি গো!

যশোদা। ওগো দাসি! কোথা গেলি গো? একবার এইদিকে আয় ত গো বাছা! বড় দরকার পড়েছে গো!

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। পেন্নাম হই গো রাণী-মা! [প্রণাম] দাসীকে ডাক্‌ছ কেন গো মা?

যশোদা। ওগো বাছা, এই চড়াই মাসীকে ওর দরকার মত দুধ দেও গো। আর পাঁচ সের ক্ষীর সাত সের দ'য়ের দাম দেওগে গো!

দাসী। কেন গো রাণী-মা! বাড়ীতে কি কোন যজ্ঞি-টজ্ঞি হবে নাকি গো?

যশোদা। না গো মা, যজ্ঞি হবে না!

দাসী। তবে কি এ সব চড়াই বুড়ীকে খয়রাৎ দেওয়া হবে নাকি গো?

চড়াই। না গো দাসি! খয়রাৎ দেবে কেনে গো, খেসারৎ দেবে গো!

দাসী। ওগো চড়াই বুড়ী! কিসের খেসারৎ দিতে হবে গো?

চড়াই। ওগো দাসি! তোমাদের রাণীর বেটা কেষ্টা আমার দুধ দই ক্ষীর নষ্ট ক'রে দিয়েছে গো, এ সব তারই খেসারৎ গো!

দাসী। ওগো রাণী-মা! তুমি এ দিয়ো না গো!

চড়াই। আঃ মর্ মাগি! চাক্‌রাণীর মুখে আস্পদ্ধার কথা শোন গো! উনি এসে রাজরাণীর হুকুমের ওপর হুকুম চালাচ্ছেন? মর্ মর্!

দাসী। ওগো বুড়ী! মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্ গো! আমি চাক্‌-রাণী আছি, আমার মনিবের ঘরে আছি; তোর ঘরের ত চাক্‌রাণী নয়? তুই আমার কথায় কথা দিবি কেন গো?

চড়াই। তুই আমার পাওনা গণ্ডায় হন্তারক হ'বি কেন গো?

দাসী। কিসের তোর পাওনা গণ্ডা লো! ঘরের কবাট আল্‌গা রেখে-ছিলি, কুকুর বিড়ালে দই দুধ নষ্ট করেছে, অমনি রাজার ছেলের নামে দোষ দিয়ে, খেসারৎ ধ'রে নিয়ে পুষিয়ে নেবার মত্‌লব করেছিস্ নয়? রাণী মা'ও আমার তেমনি গো! বিচার নেই—বিবেচনা নেই—যে বল্‌বে তোমার ছেলে আমার অমুক জিনিষটা নষ্ট করেছে, অমনি উনি চতুর্গুণ খেসারৎ ধ'রে দিয়ে বস্‌বেন। ওগো চড়াইবুড়ী! তোর তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনও ফাঁকির মত্‌লব? যা-যা, কিছুই পাবি নে। তুই ঘরের দরজা বন্ধ রাখিস্ নি কেন?

চড়াই। ওলো আমার বাড়ীতে আমার ঘরের দরজা উদুম থাক্‌বে লো!

দাসী। তবে আমাদেরও উদমমাঁড় গোপাল গিয়ে তোর ঘর ওলট-পালট কর্‌বে গো!

চড়াই। তবে কি আমার খেসারৎ দিবি না নাকি গো?

দাসী। কিসের খেসারৎ? পাবি নে গো, যা—

চড়াই। ওলো দাসি! কিসের খেসারৎ, তবে বলি শোন গো!

গীত।

শোন্ লো চাক্‌রাণী, রাণী দিতে চায় কিসের খেসারৎ।
ওর ছেলে মোর ঘর ঢুকে কর্‌লে চুরি গুজরৎ॥
সেই ক্ষতি কর্‌ছে পূরণ,
তুই কেন তা কর্‌বি বারণ,
রাণীর দয়া প্রজার কারণ,
মাথা ব্যথা তোর অকারণ,
প্রজার নিয়ে, প্রজার পেয়ে, রাজার ঘরে ইমারৎ॥

যশোদা। ওগো দাসি! আর বাদাবাদি করিস্ নে গো, তোকে যা' বল্‌লেম, তুই চড়াই মাসীকে দিগে যা গো!

দাসী। কথায় বলে চাঁদ সহায় থাক্‌লে তারায় কি কর্‌তে পারে গো! আমি টেনে-ক'সে কত রাখ্‌ব গো, যার ধন সে যে দশহাতে বিলাচ্ছে গো! হায় হায়, রাজ্যিটা পাঁচজনে লুটে পুটে নেবে গো! [প্রকাশ্যে] বলি, ওগো বাছা! রাণীর হুকুম চাকরাণীকে রাখ্‌তেই হবে। এস—তোমার খেসারৎ কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেবে এস গো!

চড়াই। ওগো চল গো চল। কেমন থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়েছে?

দাসী। ওগো! আমি যদি রাণী হ'তেম, দেখ্‌তে পালা উল্‌টে দিতেম গো!

চড়াই। ওগো রাণী যে, সে রাণী। যে চাকরাণী—সে চাক্‌রাণী। চাকরাণী হ'লে রাণী, সোনার পাথর বাটীর গল্প শুনি!

দাসী। ওগো থাম্ থাম্! এখন আপনার কাম সেরে নিয়ে ঘরে যা, আর অমন চিপ্‌টেন কেটে কথা বল্‌তে হবে না গো!

চড়াই। ওগো! আমিও তোর মুখ বেঁকাবার ধার ধারি নে গো! এখন ভালমানুষের মত খেসারৎ দিয়ে দেও, আমিও ঘরে গিয়ে ঘুমুই গে!

দাসী। এস গো, এস, খেসারৎ নিবে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

যশোদা। ওমা পৌর্ণমাসি গো! গোপালের আমার সুমতি দেও গো আমার ঘরে নানা সামগ্রী থাকৃতে সে কেন পরের ঘরে গিয়ে উপদ্রব করে গো! রাজার ছেলে ব'লে ভয়ে লোকে কিছু বল্‌তে পারে না। কিন্তু নিত্যি নিত্যি এমন ধারা পরের ক্ষতি কর্‌লে, তারা পর হ'য়ে কত সইবে গো? বাছার কল্যাণের জন্য রবি-মন্দিরে গিয়ে

রবিবারে রবিপূজা করি। বাবা সূর্য্যদেব! আজ তোমার পূজার জন্য ননী তুলে রেখে দিলেম; বাবা আমার গোপালের সুমতি দেও গো!

গীত।

একান্ত মিনতি, করি হে দিনপতি,
গোপালে সম্প্রতি, দেও গো সুমতি।
কেন এমতি মতি, পরের অহিতে মতি,
কে দিলে এ দুর্ম্মতি, বোঝে না তা মায়ের মতি॥
নিতান্ত শিশুমতি, ঘরে খেয়ে অতৃপ্ত মতি,
পরের ঘরে চুরির মতি, সইতে নারে এ যশোমতী;—
ভোজনে তুষিতে মতি, রাঁধেন কত সে শ্রীমতী,
অন্নপূর্ণা মা যেমতি, তোষেন বিশ্বনাথের মতি॥
চায় না যে সে মুক্তা-মতি, চুরি ক'রে খেতে মতি,
হয় না আশা প্রশমতি, খেয়ে এই বসুমতী;—
দাস গোবিন্দের পাপমতি, চেনে না গোবিন্দের মতি,
কামনায় মত্ত মতি, হর শ্রীমতী এ কুমতি॥

তড়াইয়ের প্রবেশ।

তড়াই। [প্রবেশ পথ হইতে] ওগো নন্দরাণী গো! তোমার ছেলে কোথা গেল গো, বাছা!

যশোদা। কেন গো তড়াই! তুমি এমন ক'রে দড়ি নিয়ে তাকে খুঁজছ কেন গো? তোমায় দেখে যে, আমার ভয় হচ্ছে গো! বাছা কি তোমার কাছে কোন দোষ করেছে নাকি গো?

তড়াই। ওগো যশোদে! সে কথা পরে বল্‌ব গো! এখন বল—

গোপাল কোথা গেল? আগে তাকে দড়ি দিয়ে পিছ্‌মোড়া ক'রে বাঁধি, তার পর তোমার সাম্‌নে কাঁচা কঞ্চি নিয়ে সপাসপ্‌ মার্‌ব আর দোষ ঘাট সব শোনাব গো! এখন একবার দেখ্‌তে পেলে হয়, ধর্‌ব আর দড়ি দিয়ে বাঁধ্‌ব।

যশোদা। ওমা তড়াই গো! আমার গোপালকে তুমি বেঁধো না গো, সে কি করেছে বল গো, আমি তাকে বুঝিয়ে বারণ ক'রে দিব গো!

তড়াই। ওগো যশোমতি! তোমার সে ছেলে বারণ মানে না গো! তাকে যত বিনয় দেখালেম—বারণ কর্‌লেম—সাধ্যি-সাধনা কর্‌লেম, তা সে কি শোন্‌বার ছেলে গো? আমার চোখে ধূলো দিয়ে আমার সর্ব্বনাশ ক'রে দিয়ে এল গো! এখন একবার দেখ্‌তে পেলে হয়, ধর্‌ব আর এই দড়ি দিয়ে বাঁধ্‌ব।

যশোদা। ওগো! গোপালের ওপর তুমি বড় খাপ্পা হয়েছ গো, তাকে পেলে তুমি নির্দ্দয়ভাবে বাঁধ্‌বে গো! সে যে আমার কচি ছেলে গো! দুধের গোপাল কি দড়ির বাঁধন সইতে পার্‌বে গো?

তড়াই। ওগো যশোদে! তা না সইলে চল্‌বে কেন গো? লোকের ঘর ঢুকে সর্ব্বনাশ কর্‌তে পারে, আর বাঁধন-জ্বালা সইতে পার্‌বে না গো? দেখ্‌ব আজ তাকে বাঁধ্‌তে পারি কি না? একবার দেখ্‌তে পেলে হয়—ধর্‌ব আর এই দড়ি দিয়ে বাঁধ্‌ব গো!

যশোদা। ওগো মা তড়াই! বাছা আমার কি দোষ করেছে গো, যে তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধ্‌বে গো?

তড়াই। কি দোষ করেছে, তবে বলি শোন গো!

গীত।

তোমার ছেলে পরের ছেলে ঢুকেছিল আমার ঘরে।
যা পেয়েছে, তাই খেয়েছে, আমার অগোচরে॥

গিয়েছিলাম পুকুর ঘাটে,
গোপাল তোমার ছিল মাঠে,
ফাঁক্ পেয়ে এল ছুটে,
নিল আমার সব লুঠে,
ভাঁড় ভেঙেছে, দই খেয়েছে, মুখ মুছেছে কাপড়ে ॥
একরত্তি দুধের ছেলে,
পলকে সব খেয়ে নিলে,
ছুট্‌লেম তারে ধর্‌ব ব'লে, সে পালিয়ে এল এক দৌড়ে ॥
নন্দরাজার ন'লাখ গাই,
তার দুধ খেয়েছে কানাই,
ছুটে কি তার নাগাল পাই, পড়্‌লেম শেষে ফাঁপরে ॥

যশোদা। ওগো মা তড়াই! কি শুনালে গো মা? সে তোমার ঘরে ঢুকে দই ক্ষীর ননী মাখন চুরি ক'রে খেয়েছে গো! তার বাখড়ে কি আজ আগুন জ্বলেছে নাকি গো? ঘরে যত ননী ছিল, সব খেয়েছে—চড়াইয়ের বাড়ীর একগাছ পেঁপে নিজে খেয়েছে, আবার বাঁদর দিয়ে খাইয়েছে—হড়াইয়ের বাড়ীর যোগানের দুধ—বায়নার দই ক্ষীর সব লুঠে খেয়েছে, আবার তোমার বাড়ীতেও গিয়ে দই—ক্ষীর—ননী চুরি ক'রে খেয়েছে! এমন খাইঢিলে ছেলে নিয়ে ত আমার বড় জ্বালা হ'ল গো বাছা!

তড়াই। ওমা যশোদে গো! তোমার আর কি জ্বালা গো! আমায় যে সে কি জ্বালায় জ্বালিয়ে এসেছে, তা' তুমি কি বুঝ্‌বে গো? গরীব বেওয়া আমি ননী জ্বালিয়ে ঘি ক'রে বাজারে বিক্রি করি, তাতেই আমার পেট চলে গো! সে কি না আমার সেই ননী চুরি ক'রে খেলে গা? আবার ভাঁড়গুলোও সব ভেঙেছে গো! এত লোক্‌সান আর সইতে

পারি নে, মা! একদিন নয়—দু'দিন নয়—দিন দিন এমন ধারা ননী চুরি কর্‌লে আমাদের চলে কি ক'রে গো? এখন একবার তাকে দেখ্‌তে পেলে হয়, ধর্‌ব আর এই দড়ি দিয়ে বাঁধ্‌ব গো!

যশোদা। ওমা তড়াই গো! তোমার কথা শুনে আমারও তার ওপর রাগ হয়েছে গো, তুমি আমায় ঐ দড়ি দেও গো, আজ আমিই তাকে বাঁধ্‌ব গো! তার পরের ঘরে ননী চুরি করা ছাড়াতে পারি কি না দেখি গো!

গীত।

আজ দেখিব বুঝিব গোপালে।
পরের ঘরে ননী চুরির ফলে,
তার প্রহার আছে কপালে॥
ছেড়েছি সকল কর্ম্ম,
গোপাল-সেবা মোর কর্ম্ম,
তার তরে ভুলেছি ধর্ম্ম,
তবু সে মর্ম্ম জ্বালালে॥
আমার ঘরে কিসের অভাব,
তবু কেন তার চুরি স্বভাব,
দেখে তার এ বিপরীত ভাব,
চোরে কি কেউ হবে কৃপালে॥
হাতে পায়ে বাঁধ্‌ব দড়ি,
ভাঙ্‌ব মেরে পাঁচন বাড়ি,
দাসগোবিন্দ করযুড়ি
বাঁধ্‌তে নারে সে রাখালে॥

বড়াই। [নেপথ্য হইতে] ওমা যশোমতি গো! তোমার গোপাল কি কর্‌ছে, একবার এসে দেখে যাও গো!

যশোদা। ওমা তড়াই গো! ঐ বড়াই মা কি বল্‌ছে, শোন গো! গোপাল আমার ঐদিকে আছে, তাকে ধ'রে এনে শাসন করি এস ত গো, মা!

তড়াই। চল গো মা, চল। একবার তাকে বাগে-যোগে দেখ্‌তে পেলে হয়, ধর্‌ব আর এই দড়ি দিয়ে বাঁধ্‌ব।

যশোদা। মাগো! তুমি একটু এগিয়ে চল গো! আমি রবিপূজার ননী মাখমগুলি সিকেয় তুলি গো। নৈলে এদিকে যদি এসে পড়ে গো, তা' হ'লে হয় ত ঠাকুরের ভোগের জিনিষগুলোও খেয়ে ফেল্‌বে গো! আজ তার খাবার খেয়াল ছাড়িয়ে তবে আমার কাজ গো! এস মা, এইবার এস গো!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্রুতপদে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। উঃ! আমাকে আর ধর্‌তে হয় না গো! বৃন্দাবনের সব লোক এক হ'লেও আমাকে ধর্‌বার যো নেই। আজ ভারি মজা করেছি। মা যেমন আমায় সকালে ননীর জন্যে কাঁদিয়েছিল, তেমনি শোধ তুলে নিয়েছি। এ নগরে যার ঘরে যত ননী মাখম ছানা, দই দুধ ক্ষীর ছিল, সব নিজে খেয়েছি আর বাঁদর পিঁপ্‌ড়ে কাক চিলকে খাইয়েছি। এখন ঐ মাগীর সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি ক'রে আমার ক্ষিধে পেয়েছে। কিছু খেতে পার্‌লে হ'ত। মা এ সময় এখানে নেই—এই ফাঁকে কোথাও কিছু পাব না? দেখি না খোঁজ ক'রে কিছু পাই কি না? [সিকেয় দেখিয়া] ঐ নয় সিকের ওপরে ভাঁড়ে ক'রে কি তোলা রয়েছে! তাই ত বাঁদর-বাচ্চাগুলো এ সময় কোথা গেল গো! তারা থাক্‌লে কাঁধাকাঁধি ক'রে ঐ

গুলো নিতেম। ঐ যে বল্‌তে না-বল্‌তে বাঁদর-পাল হাজির হয়েছে গো! আয় আয় সব ছুটে আয়, এখানে কত খাবার আছে খাবি আয়।

বানরগণের প্রবেশ।

বানরগণ।—

গীত।

জয় নন্দ-তুলাল কানু যশোদা-তুলাল।
দয়া কর দীন দাসে পরম দয়াল॥
মোরা অতি হীনজাতি,
ব্রজেতে করি বসতি,
তোমার গুণে হে শ্রীপতি, সুখে কাটাই কাল॥
চায় করিতে ব্রজে বাস,
দীনহীন গোবিন্দ দাস
হ'লে শ্রীগোবিন্দের দাস নিদানে ছোঁবে না কাল॥

কৃষ্ণ। ওরে ভাই সব! তোরা এসেছিস্? আয় আয়—দেখ্ দেখ্, আমার মা কত ননী মাখন ভাঁড়ে ভ'রে সিকেয় তুলে রেখে গেছে দেখ্। ঐ গুলো সব পেড়ে নিয়ে চুরি ক'রে খাই আয়, ভাই!

বানর। ও ভাই গোপাল! আমরা তোকে কাঁধে করি, আর তুই ঐ সব ভাঁড়গুলো পেড়ে নে, ভাই!

কৃষ্ণ। বেশ—বেশ—তাই কর্। খুব তাড়াতাড়ি চুরি ক'রে চম্পট দিতে হবে, নৈলে মা এসে যদি দেখ্‌তে পায়, তাহ'লে মুস্কিল হ'য়ে যাবে।

[সকলে কৃষ্ণকে কাঁধাকাঁধি করিয়া তুলিল, কৃষ্ণ সিকে হইতে ননী পাড়িয়া লইলেন।]

ওরে যা—যা, তোরা সব খানিক খানিক নিয়ে যা। (বাঁদর ননী মাখন লইয়া প্রস্থান করিল।) এইবার জীব জন্তু পশু পক্ষী সবাইকে দিই। (ছড়াইয়া দিলেন) এইবার আমি খাই। [ননী খাইতে খাইতে]

গীত।

আমি ননী খেতে বড় ভালবাসি গো,
ননী খেতে বড় ভালবাসি।
চন্দ্রাননী রাই ধনী, আমি তাই ননীর প্রয়াসী ॥
মা যশোদা যোগায় ননী,
চুরি ক'রে খাই ননী,
ব্রজের যত পদ্মাননী, জোগায় রাইসুধাননী ॥
শুভাননী নিভাননী,
বিভাননী প্রভাননী,
আমার তরে নিয়ে ননী, বলে ননীচোরা খাওরে ননী ॥

বড়াইয়ের প্রবেশ।

বড়াই। ওমা যশোদে গো! এইদিকে এস গো! দেখ গো তোমার গোপাল এখানে ব'সে ব'সে ননী খাচ্ছে গো!

তড়াই ও যশোদার প্রবেশ।

যশোদা। কৈ গো বড়াই মা! গোপাল আমার কৈ গো?

তড়াই। ওগো নন্দরাণি! দেখ্‌তে পাচ্ছ না নাকি গো? ঐ যে গো—তোমার সুয্যি পূজোর ননী মাখমগুলো সিকে হ'তে পেড়ে নিয়ে সেবা কর্‌ছে গো! এমন পেট-কাঙ্গালে ছেলে কখন দেখি নি গো! পরের ঘরেও চুরি করে, আবার নিজের ঘরেও চুরি ক'রে খায় গো!

যশোদা। হাঁরে গোপাল! তোর কি বাঁচ্‌বার সাধ নেই রে? তুই দেবতা—বামুনের ভোগ মানিস্ না রে! যা পাস্ তাই খেয়ে নিস্, কেন রে? হায় হায়, তোকে বুঝি দেবতার রোষে বাঁচাতে পার্‌লেম না, রে!

তড়াই। ওগো যশোদে, ও সব ঠাট্ রাখ গো! এখন ছেলেকে জব্দ কর্‌বে কি না, তাই বল। আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছ, এখন মাথা থেকে না নামালে চল্‌বে না গো! অমন ক'রে ঘরে পরে এখন থেকে ননী চুরি ক'রে শেষে একটা পাকা চোর হবে গো!

গীত।

ওমা যশোদে, জব্দ ক'রে দে, ছেলেকে তোর।
নৈলে ঘরে-পরে চুরি ক'রে, হবে মস্ত পাকা চোর॥
এমনি ওটা ছিচ্‌কে চোর,
যার যা থাকে অগোচর,
ও চোরের গোচর, হয় গো গোচর, চরাচরের অগোচর॥
মনচোর প্রাণচোর,
বসনচোর ননীচোর
চরাচর—ভূচর খেচর ওই চোরের সবাই চর;—
এমন পাকা সিঁদেল চোর,
দাস গোবিন্দের ঘরচোর
নিজের ধনে নিজে চোর, নিদান শাসন যমের গোচর॥

যশোদা। ওগো তরাই! দড়িটা দে ত, বাছা! আমার ছেলে হ'য়ে যার-তার ঘরে ঢুকে ননী চুরি ক'রে খাওয়া কেন রে? আজ

তোকে বাঁধ্‌ব রে গোপাল! তোর হাতে পায়ে এক ক'রে বেঁধে উপুড় ক'রে দুপুর রোদে শুইয়ে রাখ্‌ব রে! দেখি, তোর চুরি করা ছাড়াতে পারি কি না রে!

বড়াই। ওমা যশোমতী গো! ছেলের ক্ষিধে হয়েছে—খেয়েছে, তাতে অত রাগ কর্‌তে আছে, মা?

যশোদা। না গো মা, তুমি জান না; ও ছেলের ব্রহ্মাণ্ড জোড়া ক্ষিধে! অভরন্ত পেট! অত খাইটিলে ছেলে বাঁচ্‌তে আসে নি গো! আমারে ছল্‌তে এসেছে গো, মা!

বড়াই। মাগো! তাই যদি জান যে, তোমার ছেলে তোমায় ছল্‌তে এসেছে, তবে এই যে তোমার ঠাকুরের ননী খেয়েছে, এটাও তোমায় ছল্‌তে এসেছে ভাব না? ব্রহ্মাণ্ডজোড়া ক্ষিধে—অভরন্ত পেট —এত যার—তার হয় না মা! যার হয়, সে ত দামোদর গো! তা দামোদর কি যা-তা জিনিস গো? নারায়ণশিলা—স্বয়ং নারায়ণ। তা মা গো! তোমার ছেলে না হয় সেই দামোদরই হবে।

যশোদা। না গো মা, আমি কারু মানা শুন্‌ব না, আমি আজ গোপালকে বাঁধ্‌বই বাঁধ্‌ব।

বড়াই। ওগো যশোদে! গোপালের মা হয়েছ, আর গোপাল বাঁধ্‌তে শেখ নাই গো? এ গোপালকে বাঁধ্‌তে হ'লে রাগে হয় না মা, অনুরাগ চাই।

তড়াই। না গো মা, তুমি বড়াই বুড়ীর কথা শুন না গো! ঐ মাগীই যত নষ্টের ধাড়ী। ঐ ত তোমার গোপালকে চুরি করা শিখিয়েছে গো! ওর কথা শুন না, মা! ও চোরের সাক্ষী গাঁট-কাটা। তুমি রাগের সঙ্গে অণু মিশিও না গো! অণু মানে ছোট। তা রাগ ছোট হ'লে তুমি গোপাল বাঁধ্‌তে পার্‌বে না, গো মা!

বড়াই। ওগো তরাই! গোপাল বাঁধা অমনি মুখের কথা নয় গো! অনেক কাট-খড় পোড়াতে হয়, তবে গোপাল বাঁধা যায় গো!

তড়াই। ওগো বড়াই! তোর কথায় কি আমি ডরাই? এই দড়ি দিয়ে এমন দশটা গোপাল বাঁধা যায় গো!

বড়াই। ওগো তড়াই! তোর বড় বড়াই! কিন্তু খোলা বল্‌লে এই বড়াই—যে-সে বাঁধনে গোপাল বাঁধা যায় না গো! তোর ও দড়িতে দশটা কি, একটা গোপালও বাঁধ্‌তে পার্‌বি নে গো! গোপাল বাঁধনের আলাদা দড়ি আছে গো! আর গোপালকে কেউ রাগে বাঁধ্‌তে পারে না গো! ওকে বাঁধ্‌তে হ'লে অনুরাগে নয় বিরাগে বাঁধ্‌তে হয় গো!

গীত।

কৃষ্ণধন হয় না বন্ধন কখন রাগে।
বাঁধা ত দূরের কথা চাই ধরা আগে॥
যে জন যোগে অনুরাগে,
অজপার জপে বিরাগে,
ভক্তি-প্রেম-রাগে;—
সে ধর্‌তে পারে—বাঁধ্‌তে পারে—
তর্‌তে পারে ভব-তড়াগে॥
তারে ধর্‌তে গেলে রাগে,
সে দেখে তারে অমনি রাগে,
সুরাগে—কুরাগে;—
দাস গোবিন্দ মোহের রাগে,
পড়েছে শমনের রাগে॥

তড়াই। ওগো বড়াই! তোর ত কেবল মুখেই বড়াই। আমি যদি দেখিয়ে দিতে পারি যে, রাগে কতজন কতজনকে বেঁধেছে গো?

বড়াই। কৈ গো, দেখাও দেখি?

তড়াই। শোন, তবে বলি—

গীত।

পূরো রাগ না হ'লে কি,
কেউ বাঁধা পড়ে অনুরাগে।
রাগে 'অনু' কি 'বি' মিশিলে
গিয়ে পড়ে সে হীনরাগে॥
হিরণ্যকশিপুর রাগে,
প্রহ্লাদ মিশায় অনুরাগে,
তাই নরসিংহ মনের রাগে
রাবণ-রামে বাঁধে রাগে॥
বলিরে ছলিতে আগে,
বামনবেশে বিরাগে,
গোবিন্দের গোপন রাগে
পুত্‌না ম'ল আপন রাগে॥

বড়াই। ওগো তড়াই! এ আর রাগে বাঁধা হ'ল কৈ গো? সবই ত বাঁধা প'ড়ে গেল গো!

কৃষ্ণ। মাগো! তুমি ঐ মাগীর কথায় আমায় বাঁধ্‌বে কেন গো?

যশোদা। ওরে গোপাল! তোর বেজায় দুষ্টুমি বেড়েছে, তাই তোকে বেঁধে রেখে জব্দ কর্‌ব।

কৃষ্ণ। ওগো মা! তুমি কি দিয়ে আমায় বাঁধ্‌বে গো?

যশোদা। ওরে গোপাল! তোরে এই দড়ি দিয়ে বাঁধ্‌ব রে!

কৃষ্ণ। ওগো মা, ও কিসের দড়ি গো?

যশোদা। ওমা তড়াই! এ কিসের দড়ি বল ত' মা?

তড়াই। ওগো যশোদে! এটা শোণের দড়ি গো!

কৃষ্ণ। ওগো! এটা কোন্ সনের দড়ি গো? এ সনের না আর সনের গো?

তড়াই। ওগো! এটা এ সনেরও নয়—আর সনেরও নয়, ও শোণের। আমার বাড়ীর পাশে একটা পুকুর ধারে শোণ গাছ হয়েছিল, আমার দেওর ভূষণ আর বসন সেই শোণ পাচিয়ে কেচে দড়ি পাকিয়ে দিয়েছে গো! এ তিন সনের দড়ি গো!

কৃষ্ণ। ওগো মা! তুমি আমাকে ও সনের দড়ি দিয়ে বেঁধো না গো! ও তিন সনের দড়ি—পচা দড়ি গো!

যশোদা। হ্যাঁগা তড়াই! গোপাল যা বল্‌ছে, তাকি সত্য, বাছা? তোমার ও তিন সনের দড়ি—পচা দড়ি নাকি গো?

তড়াই। না গো মা, পচা দড়ি কেন হবে গো? এ খুব শক্ত দড়ি গো! আমি ওকে মাঝে মাঝে জলে ভিজিয়ে যত্ন ক'রে রেখেছি গো!

কৃষ্ণ। ওগো মা! ঐ শোন গো—জলে ভিজে এ দড়ি প'চে গেছে গো!

তড়াই। না গো মা! ওর কথা শুন না গো! তা' হ'লে তুমি গোপাল বাঁধ্‌তে পার্‌বে না, বাছা!

যশোদা। ওগো তড়াই! গোপাল যে বল্‌ছে—জলে ভিজে তোমার দড়ি প'চে গেছে। পচা দড়িতে বাঁধ্‌তে গিয়ে শেষে লজ্জায় পড়্‌ব গো!

তড়াই। ওগো যশোদে! বলি, সব দড়ি কি জলে ভিজে প'চে যায় নাকি গো? জাহাজের কাছি যে, জলে ভিজে থাকে, সে কি পচে নাকি গো? তোমার ছেলের ও চালাকি শুন না গো!

গীত।

শুনো না—শুনো না রাণী ছেলের ছলনা।
তোমার ছেলে ভারি চালাক, ছলনায় ভুলায় ললনা॥
তিন সনের পাকান দড়ি,
আঁটা পাকের শক্ত দড়ি,
টেনে দেখ পরখ্ করি,
তার পর কথা বল না॥
এ দড়ির শক্ত বাঁধন,
ছেলে তোমার পাবে বেদন,
কর্তে হবে তখন রোদন,
সেই ভয়ে এ চাল চালনা॥

যশোদা। ওরে গোপাল! তোর কথা শুন্তে চাই নে, এই দড়ি দিয়েই তোকে বাঁধ্ব। [বাঁধিতে উদ্যত]

বড়াই। [বাধা দিয়া] ওগো যশোমতি! মতি স্থির কর, মা! তড়াইয়ের কথায়, ও দড়ি দিয়ে মনের রাগে গোপাল বাঁধ্তে যেয়ো না, মা! শেষে ছেলের কাছে লজ্জা পাবে। ওগো! ও দড়িতে তোমার গোপাল বাঁধা পড়্বে না।

তড়াই। না—পড়্বে না ত কি? ভারি ত একটা গোপাল!

বড়াই। একটা গোপাল নয়, তড়াই! এ কালো গোপাল

একটা কালো গোপাল বাঁধ্‌তেই পার্‌বে না, তা কটা গোপাল বাঁধ্‌বে কিগো! এ গোপাল যখন কটা গোপাল হবে, তখন আর বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাক্‌বে না গো!

যশোদা। ওগো বড়াই মা! তুমি আর বাধা দিয়ো না গো, বাছা! আমি গোপালকে এই দড়িতেই বাঁধ্‌ব গো।

বড়াই। ওমা যশোদে গো! এখন আমার কথা শুন্‌ছ না, শেষে কিন্তু পস্তাতে হবে গো, বাছা!

যশোদা। কেন গো মা, পস্তাতে হবে কেন গো?

বড়াই। ওগো মা! তবে বলি, শোন গো—

গীত।

ও ধনে যায় না বাঁধা অন্য বাঁধনে।
সদানন্দ বাঁধ্‌তে নারে সদা সাধনে ॥
যোগীর ধ্যানের ধ্যানে,
বিরাগীর সাধনের ধনে,
ব্রহ্মার পূজিত ধনে
বাঁধে ভক্তির মূলধনে ॥
শোণের দড়ির বাঁধনে,
বাড়াবে মনোবেদনে,
গোবিন্দ-মধুসূদনে
বেঁধো না অনিত্য বাঁধনে ॥

যশোদা। না গো, মা! আমি একবার বেঁধে দেখ্‌ব গো! [বাঁধিতে গিয়া] ওমা, একি হ'ল গো!

তড়াই। কেন গো, কি হ'ল গো রাণী মা?

যশোদা। ওগো তড়াই! মা বড়াই যা বল্‌লে, তাই হ'ল গো, বাছা!

বড়াই। ওগো মা যশোমতি! কি হ'ল গো, মা? গোপাল বাঁধ্‌তে পার্‌লে না, মা?

যশোদা। না গো মা, গোপাল ত বাঁধা পড়্‌ল না গো! এ দড়িতে যে, আমার গোপালের হাতের বেড়্ কুলোল না গো, মা! এ যে দু আঙুল ফাঁক প'ড়ে গেল গো! তবে এ দড়িতে কেমন ক'রে বাঁধ্‌ব গো?

তড়াই। ওগো রাণী মা! ফাঁক পড়ে ত দড়ি যোগান দিয়ে নেও গো, মা! এই নেও গো—আমার কাছে কত দড়ি আছে গো! [প্রদান]

যশোদা। [লইয়া বাঁধিতে গিয়া] ওমা তড়াই গো! এ যোগ দিয়ে জড়িয়েও যে দু আঙুল কম হ'ল গো!

তড়াই। আচ্ছা গো, আবার নেও গো! [পুনঃ পুনঃ প্রদান]

যশোদা। [পুনঃ পুনঃ বন্ধন করিতে হতাশ হইয়া] ওগো তড়াই! তবুও সেই দু আঙুল কম হচ্ছে গো!

তড়াই। বলি, ওগো রাণী মা! তবে কি তোমার ছেলের হাত চড়্‌চড়িয়ে মোটা হচ্ছে নাকি গো, নৈলে অত দড়িতেও কুলায় না গা?

কৃষ্ণ। ওগো! সমস্ত বৃন্দাবনের দড়ি জুগিয়ে দিলেও আমায় বাঁধ্‌তে পার্‌বে না গো!

তড়াই। আচ্ছা গো, তা দেখাচ্ছি গো! তোমায় বাঁধ্‌তে পারি কি না, তা দেখাচ্ছি গো! আজ পাড়ায় পাড়ায় দড়ি মেগে আন্‌ব গো!

[প্রস্থান।

বড়াই। ওমা যশোদে গো! নিতান্তই কি তুমি গোপালে বাঁধ্‌বে গো, মা?

যশোদা। হ্যাঁ গো মা, আজ আমি নিশ্চয় গোপালকে বাঁধ্‌ব গো!

বড়াই। ওমা যশোমতী গো! গোপাল তোমার ঘরের ছেলে, তা ঘরের ছেলে বাঁধ্‌বে, তাতে পরের দড়ি দিয়ে কেন বাঁধ্‌বে গো, মা?

যশোদা। ওগো মা, আমি ঘরের দড়ি দিয়েই বাঁধ্‌ব গো!

বহু দড়ী লইয়া তড়াইয়ের প্রবেশ।

তড়াই। এই নেও গো মা, নেও—কত দড়ি নেবে নেও। এবার আর বাছাধন বাঁধা না প'ড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না গো! [দড়ী প্রদান]

যশোদা। ওগো তড়াই! এত দড়ি কোথা হ'তে আন্‌লে গো?

তড়াই। ওগো মা! সে কত বল্‌ব গো? নন্দ-উপানন্দ, আনন্দ সদানন্দ, রামানন্দ, আয়ান, পয়ান নয়ান, ভিয়ান, বয়ান ঘোষ যার বাড়ীতে যত দড়ি পেয়েছি, দড়োদড়ি ক'রে সেইখান থেকেই এনেছি গো! এখন নেও—গোপালে বাঁধন দেও গো!

কৃষ্ণ। ওগো মা! এখুনি যে তুমি বল্‌লে—ঘরের দড়ি দিয়ে বাঁধ্‌ব, তবে আবার পরের দড়ি নেবে কেন গো?

যশোদা। ওগো তড়াই! পরের বাড়ীর দড়ি দিয়ো না গো, আমাদের ঘরের দড়ি দেও।

তড়াই। ওগো মা! তাই নেও গো! [প্রদান]

যশোদা। [লইয়া] ওগো তড়াই! এ কার বাড়ীর দড়ি গো?

তড়াই। ওগো মা, এ আনন্দ ঘোষের বাথানের দড়ি গো!

কৃষ্ণ। ওগো মা, আমাকে কাকার দড়ি দিয়ে বেঁধো না গো! তা হ'লে কাকা হয় ত কত রাগ কর্‌বে গো!

তড়াই। ওগো! তবে এই নন্দঘোষের দড়িতে বাঁধা পড় গো!

যশোদা। ও বাপ্‌ গোপাল রে! এ দড়ি ত আমাদের ঘরের দড়ি, তবে এই দড়িতেই তোমায় বন্ধন করি?

কৃষ্ণ। ওগো মা! বাবার দড়ি দিয়ে তুমি আমায় বেঁধো না গো, তা হ'লে বাবা তোমায় কত বক্‌বেন গো!

যশোদা। ওগো তড়াই! তবে কি দড়ি দিয়ে বাঁধ্‌ব গো!

তড়াই। ওমা! তবে এই আয়ান ঘোষের বাড়ীর দড়ি নেও গো, সে ত তোমার পর নয়—ঘর-কথা গো!

যশোদা। ওগো তড়াই! তবে ত্বরায় তাই দেও গো!

কৃষ্ণ। [স্বগত] মামার বাড়ীর দড়ি মাকে ছুঁতে দেওয়া হবে না। সে দড়ি শ্রীমতি স্পর্শ করেছে, সে প্রেম-দড়ি মাকে ছুঁতে দিব না।

যশোদা। ওরে গোপাল! ভাব্‌ছিস্‌ কি? এইবার আয়ান দাদার বাড়ীর দড়িতে তোমাকে বাঁধা পড়্‌তে হবে গো! দেও ত মা, তড়াই! দড়ি দেও ত গো?

কৃষ্ণ। ওগো মা! মামার বাড়ীর দড়ি দিয়ে আমাকে বেঁধো না গো, তা হ'লে আমি এখনই ম'রে যাব গো!

যশোদা। গোপাল! তবে তুমি কোন্‌ দড়িতে বাঁধা পড়্‌বে বল ত বাপ্‌?

কৃষ্ণ। মাগো! তুমি আমায় বাঁধ্‌বে, আমি তোমার দড়িতেই বাঁধা পড়্‌ব গো! আর কারু দড়িতে আমি বাঁধা পড়্‌ব না গো!

যশোদা। তবে এই দড়িতে বাঁধা পড়। [বাঁধিতে চেষ্টা] কৈ, বাঁধা পড়্‌লে না যে? সেই দু আঙুল ফাঁকই ত থেকে গেল গো!

নারদের প্রবেশ।

নারদ। ওমা যশোমতী গো! গোপালকে বাঁধ্‌তে পার্‌ছ না, মা?

যশোদা। না বাবা, গোপালকে ত বাঁধ্‌তে পার্‌ছি নে, বাবা!

নারদ। ওগো মা! তোমার গোপাল কি যে সে বাঁধনে বাঁধা পড়ে গো? গোপাল বাঁধ্‌বার মন্ত্র আছে, মা! সেই মন্ত্রবলে গোপালে বাঁধ্‌তে

গেলে, তবে সে বাঁধা পড়ে গো, নৈলে শত চেষ্টাতে বাঁধ্‌তে পার্‌বে না, মা! যতই চেষ্টা কর না মা. কেবল কষ্ট করা হবে। মন্ত্র না বল্‌লে ঐ দুই আঙ্গুল ফাঁকই থেকে যাবে, মা! তাই বলি মা, গোপাল বাঁধা গায়ের বলে হবে না—রাগের বলে হবে না। হবে মনের বলে—ভক্তির বলে—আর মন্ত্রের বলে গো!

গীত।

বল গোপালে বাঁধিতে কেবা পারে বলে।
যে বলে বাঁধা যায় বলে, লোকে তারে পাগল বলে॥
গোপাল বাঁধা যায় যে বলে,
শোন মা শাস্ত্রে বলে,
যোগবলে জপবলে তপোবলে ভক্তিবলে,—
প্রেম-বলে—স্নেহ-বলে—কায়মনোবাক্য-বলে॥
দড়িতে যে বাঁধিতে বলে,
তারা কেবল মুখে বলে,
কাজ ক'রে কেবা বলে
দুর্ব্বলে—সবলে;—
দাস গোবিন্দ সদাই বলে,
বাঁধা গোপাল নামের বলে,
যে মুখে গোবিন্দ বলে
সেই বাঁধে গোপালে দৈববলে॥

যশোদা। ওগো ঠাকুর! তুমি বল গো—কি কর্‌লে গোপাল বাঁধ্‌তে পারি গো?

নারদ। ওগো, মা যশোমতি! তোমার হাতে দড়ি আছে, ওর সঙ্গে মনের স্নেহ মিশিয়ে দেও—আর আমার ভক্তি মিশিয়ে নেও গো, তা হ'লেই তোমার গোপাল বাঁধা পড়্বে, মা! তবে গোপালকে উদ্‌খল দণ্ড দিয়ে বেধে—ঐ যে যমলার্জ্জুন গাছ আছে, সেই গাছে আট্‌কে রাখ গে গো মা, তা হ'লেই আর কোন দুষ্টুমী থাক্‌বে না গো! তুমি উদ্‌খল দণ্ড নিয়ে এস—আমি ততক্ষণ তোমার ছেলেকে পাহারা দিই গো!

[যশোদার প্রস্থান।

কৃষ্ণ। ওগো ঠাকুর! তুমি ত বড় নিষ্ঠুর গো!

নারদ। বল কি গো, আমি কি তোমার চেয়েও নিষ্ঠুর নাকি গো?

কৃষ্ণ। কেন গো ঠাকুর, আমি নিষ্ঠুর কিসে গো?

নারদ। তুমি নিষ্ঠুর নও? জীবকে নিয়ে আর অদৃষ্টের ফেরে ফেলে দিয়ে কেমন হাসাচ্ছ কাঁদাচ্ছ, নাচাচ্ছ খেলাচ্ছ, আবার পলকে সব শেষ ক'রে দিচ্ছ। নিষ্ঠুর না হ'লে এমন কি কেউ পারে গো?

কৃষ্ণ। ওগো ঠাকুর! তুমি আমায় বন্ধন-যাতনা দিবে গো?

নারদ। কি কর্‌ব বল গো, তুমি যখন আমাদিগে জন্মে জন্মে মায়ার বাঁধনে বেঁধে যাতনা দেও, তখন ত দয়া কর না গো! তাই তোমাকে বেঁধে জানাব—বাঁধনের যাতনা কেমন যাতনা গো!

জান না জান না, কত যে বেদনা
বন্ধন-যাতনায়।
আজি বাঁধিয়া দুটি করে, বোঝাব তোমারে
বন্ধনে জীব জগৎ কত ব্যথা পায়॥

ভবের বাঁধন তোমার করে,
তাই জীবগণে বাঁধ করে-করে,
আজি বেঁধে বাঁধাহারীর করে
জানাব বন্ধন-ব্যথায় ॥
মায়ার দড়ির বাঁধন প'রে,
দাস গোবিন্দ রয়েছে প'ড়ে,
শ্রীগোবিন্দ পাঠাইও পারে,
তরাও হে নিদানের দায় ॥

কৃষ্ণ। ঠাকুর গো! তুমি যখন এসেছ, তখন আমাকে বাঁধা পড়্‌তেই হবে গো!

নারদ। কি কর্‌ব বল গো! তোমায় না বাঁধ্‌লে যে, দু'টি জীবের বন্ধন-যাতনা যায় না গো! তাই তোমারে বাঁধ্‌তে আমারও এত মাথা ব্যথা পড়েছে গো! [স্বগত] আমার শাপে যক্ষপুত্র নলকুবর বৃন্দাবনে যমলার্জ্জুন বৃক্ষ হ'য়ে আছে, আজ তাদের উদ্ধার কর্‌বার জন্যই ভগবানের এ ননীচুরি আর নন্দরাণীর এ গোপাল বাঁধ্‌বার প্রয়াস! সবই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, আমরা কেবল উপলক্ষ্য মাত্র।

কৃষ্ণ। ওগো ঠাকুর! ভাব্‌ছ কি গো?

নারদ। বলি, কি ভাব্‌ছি, তা তুমি জান না গো? ভাব্‌ছি, ভবের ভাবনা—ভাব্‌ছি, ভব-ভয়ের ভাবনা—ভাব্‌ছি, ভক্তের ভাবনা। যে ভাবনা দিয়ে তুমি এ ভব-ভবনে পাঠিয়েছ, তাতে কি আর ভাবনার অন্ত হ'তে পারে গো? তবে তোমার ভাবনা তুমি যদি কেড়ে নেও, তা হ'লে এ ভাবনা নির্ভাবনা হয় গো!

গীত।

কত যে ভাবনা ভাবি, দিয়েছ যত ভাবনা।
জানি তোমার দেওয়া ভাবনা, তুমি তাই কিছু ভাব না॥
আছে প্রাণে কত ভাবনা,
জীবনে স্থখের ভাবনা,
ইহকালের যত ভাবনা
পরকালে তোমার ভাবনা॥
বদ্ধ জীবের বাড়ে ভাবনা,
শমন-ভয় ভীষণ ভাবনা,
দাস গোবিন্দের ভাবনা
ভবধরের পদ-ভাবনা॥

যশোদার পুনঃ প্রবেশ।

যশোদা। ওগো ঠাকুর গো! এই উদ্‌খল দণ্ড নিয়ে এসেছি গো!

নারদ। ওগো মা নন্দরাণি! ওটাকে ঐখানে রেখে এইদিকে এস গো!

যশোদা। [তথাকরণ] ওগো বাবা, এই ত এসেছি গো!

নারদ। মাগো! এইবার এই দড়ি তুলে নেও গো!

যশোদা। ওগো ঠাকুর! তাই নিলেম গো!

নারদ। মাগো! এইবার গোপালের হাত দু'টী ধ'রে বল—বাবা গোপাল! বাঁধা পড়—মায়ের মান রাখ—দোহাই দোহাই!

যশোদা। [গোপালের হাত ধরিয়া] বাপ্ গোপাল! বাঁধা পড়, বাবা! তোমার মায়ের মান রাখ, বাবা! দোহাই দোহাই, বাবা!

নারদ। ওগো মা! এইবার ঐ দড়ি আমার হাতে দেও গো! এইবার দু'জনে মিলে গোপালকে বাঁধি গে চল গো! তোমার স্নেহ আর আমার ভক্তি, তার সঙ্গে তড়াইয়ের আসক্তি, এই তিন দড়ি এক শক্তি হ'য়ে গোপালকে বাঁধ্‌বে। এক দড়িতে এ ছেলে বাঁধা পড়ে না, মা! একে বাঁধ্‌তে হ'লে সত্ত্ব—রজঃ—তমঃ এই তিন গুণের দড়ি চাই গো! তা তোমার দড়ি সত্ত্বগুণের দড়ি—আমার রজঃগুণের দড়ি—আর ঐ গোপিনীর তমোগুণের দড়ি। এই তিনগুণের দড়িতে তোমার গোপাল বাঁধা পড়্‌বে গো! মাগো! বল—জয় নারায়ণ—জয় নারায়ণ!

যশোদা। জয় নারায়ণ—জয় নারায়ণ! [গোপালকে বন্ধন]

কৃষ্ণ। উ হু হু মাগো! আমার বড় লাগ্‌ছে গো!

নারদ। লাগ্‌ছে ত গো—লাগ্‌ছে ত? এইবার বাঁধনের বেদনা বুঝ্‌তে পার্‌ছ ত গো? বোঝ বোঝ—হাড়ে হাড়ে বোঝ—ভাল ক'রে বোঝ গো! নিজের বোঝা থাক্‌লে অপরকে বাঁধন দেবার বেলায় বুঝে দিতে হবে গো!

গীত।

বন্ধন-যাতনা, কেমন যাতনা
বোঝ হে বোঝ, শ্রীপতি।
যারে—তারে বাঁধিতে জোরে
দয়াহীন তোমার মতি॥
শুনি তুমি জগৎপতি,
অগতির তুমিই গতি,
তবু জীবের এ দুর্গতি
কেন দেও হে বিশ্বপতি॥

যে তোমারে ভাবে পতি,
তারে ঘটাও কত বিপত্তি,
শ্মশানে বসে পশুপতি
পদে পতিত সুরপতি ॥
কুলবতী ত্য'জে পতি,
ভজে যেমন উপপতি,
তেমনি ভাবে গ্রহপতি
ভাবে ভোলা বাচস্পতি ॥
শ্রীমতীর তুমিই পতি,
গো-পতি, গোপপতি,
গোবিন্দ গোলোকপতি,
ভূলোকে ব্রজে ব্রজপতি ॥

যশোদা। ওগো ঠাকুর! এইবার ত আমার গোপাল বাঁধা হয়েছে গো!

নারদ। ওগো মা যশোমতি! গোপালকে এইবার উদ্‌খল দণ্ড দিয়ে যমলার্জ্জুন গাছে বেঁধে রাখ গে গো!

বড়াই। ওমা যশোমতি গো! তোমার গোপাল বাঁধা প'ড়ে বড় কাঁদ্‌ছে গো!

নারদ। তা কাঁদ্‌তে হবে বৈ কি গো! উনি যেমন এখন বাঁধা প'ড়ে কাঁদ্‌ছেন, তেমনি বাগ্‌ পেলে উনিও কতজনকে বেঁধে রেখে কাঁদান্‌ গো! কাঁদালে কাঁদ্‌তে হয়, এ ত চিরকেলে কথা গো!

গীত।

কাঁদালে কাঁদ্‌তে হবে এ কথা আছে চিরকাল'।
আজ কাঁদাবে পরকে বেঁধে, নিজে বাঁধায় কাঁদ্‌বে কাল॥
সকাল সন্ধ্যে দুপুর বিকাল,
কাঁদে লোকে অষ্টকাল,
কাউকে কাঁদায় হ'য়ে আকাল'
কাউকে কাঁদায় হ'য়ে কাল'॥
সকল কালের কর্ত্তা কালো,
কালের উপর ওই ত কাল'
দাস গোবিন্দের নিদান কাল'
শাসে শমন মহাকাল॥

যশোদা। ওগো ঠাকুর! এইবার গোপালের উদরের সঙ্গে উদ্‌খল দণ্ড দিয়ে বেঁধে রাখি গে গো!

নারদ। হ্যাঁ গো মা, তাই বাঁধ। উদরের জন্য ননী চুরি ক'রে বাঁধা পড়েছে ব'লে ওর উদরে উদ্‌খল বাঁধ গো! তা' হ'লে তোমার ছেলের আজ হ'তে আর একটি নূতন নাম হবে গো!

তড়াই। ওগো ঠাকুর! আর মেলা নামে কাজ নেই গো! মানুষের একটা ডাক-নাম—একটা রাস-নাম থাকে গো, তার উপরও একটা আদুরে নাম থাকৃতে পারে। আর এ ছেলের কি নামের সংখ্যা নেই গো? এত নামের ওপর আর নাম দিয়ে কাজ নেই গো! তার চেয়ে আমায় দুটো নাম দেও ত ভাল হয় গো!

নারদ। ওগো! তোমার ক'টা নাম আছে গো!

তড়াই। ঠাকুর গো! আমার নাম ঐ একটা। ঐ একটা নামকেই লোকে দুটো ক'রে নিয়েছে গো!

নারদ। সে আবার কি রকম গো?

তড়াই। ওগো ঠাকুর! আমার নাম শ্রীমতী তড়াইমণি দাসী। লোকে ভাই তড়াইও বলে আবার তড়িও বলে গো!

নারদ। আচ্ছা গো, আমি তোমাকে আর একটি নাম দিচ্ছি গো! তোমার নাম দিলাম তরুবালা, কেমন খুব খুসী হয়েছ ত গো?

তড়াই। আহা ঠাকুর! তুমি আমায় বড় ভালবাস গো! আমার এমন মিঠা নাম কেউ দেয় নি গো!

নারদ। তোমার নাম হ'ল তরুবালা, আর যশোমতীর ছেলের নাম হ'ল—দামোদর।

তড়াই। ওগো ঠাকুর! ওর এত নাম হ'ল যে, গ'ণে সংখ্যা করা যাবে না গো!

নারদ। ওগো ওঁর অসংখ্য নাম, তাই নামের সংখ্যা গণনায় হয় না গো!

তড়াই। ওগো ঠাকুর! আমরা তবে নামের ঠিক রাখ্‌ব কেমন ক'রে গো?

নারদ। ওগো নামের সংখ্যা গণনা না ক'রে কেবল নাম ব'লে যাবে, তাতেই তোমাদের কাজ হবে। আচ্ছা তরুবালা! তুমি এ ছেলের কি কি নাম জান, গো বাছা?

তড়াই। ওগো ঠাকুর! কি কি নাম জানি বলি শুন্‌বে? তবে শোন—

গীত।

যশোদার নীলমণি ও গোপাল কানাই নাম।
কৃষ্ণ বিষ্ণু, যাদব মাধব, হরি ঘনশ্যাম ॥
কেউ বলে ওর নাম নটবর,
কেউ বা বলে রসেরসরোবর,
রসিক নাগর আর ননীচোর,
ত্রিভঙ্গিম বাঁকা ঠাম ॥
কেউ বলে তায় পীতবসন,
কেউ বলে তায় পাপ-শোষণ,
কেউ বা বলে জীবন-তোষণ,
মুরারি মুকুন্দ নাম ;—
কেউ কয় সে নন্দলাল,
কেউ বলে যশোদা-দুলাল,
অম্বুজলাল গোবিন্দলাল,
দাস গোবিন্দের ইষ্টনাম ॥

নারদ। ওগো তরুবালা! তুমি ত অনেক নাম শিখেছ গো!

তড়াই। ওগো ঠাকুর! এ আর শিখ্‌তে হবে কেন গো, এ সব ত সেই ভগবানের নাম গো! ঐ যে, তুমি দামোদর বল্‌লে, ও-ও ত সেই ভগবানের নাম গো!

নারদ। ওগো তরুবালা! ঐ সব নাম যদি ভগবানের নাম হয় গো, তা' হ'লে যার ঐ সব নাম আছে সেই ত ভগবান্ গো!

তড়াই। ওগো ঠাকুর! তা পাকে-প্রকারে হচ্ছে বৈ কি গো!

নারদ। তবে আর কি গো, ভগবান্‌কে আজ তোমরা বেঁধে ফেলেছ, আর তোমাদের ভাবনা কি গো?

তড়াই। ওগো ঠাকুর! এ ত নকল ভগবান্‌কে বাঁধা হ'ল গো! যদি আসল ভগবান্‌কে এই রকম বাঁধ্‌তে পারি গো, তবে ত পরকালের কাজ হয় গো! তা ঠাকুর গো! এ তেমন বরাত নয়, আঁস্তাকুড়ের পাত যেমন স্বর্গে যায় না, এ গোয়ালিনীর বরাতেও তেমনি ভগবান্ বাঁধা হয় না।

নারদ। ওগো, মনে কর না কেন—যখন ভগবানের নামের সঙ্গে গোপালের নামের মিল আছে, তখন ঐ গোপালই ভগবান্ গো!

তড়াই। ওগো ঠাকুর! ভগবান্ বল্‌লেই কি বিশ্বাস হয় গো? ভগবানের মত নাম হ'লেও ভগবান্ ব'লে বিশ্বাস হয় না গো!

নারদ। ওগো! তবে কি হ'লে বিশ্বাস হয় বল দেখি শুনি?

তড়াই। ঠাকুর গো! যদি ভগবানের মত কাজ দেখি, তবে বিশ্বাস হয় গো!

নারদ। আচ্ছা—আমি যদি এ ছেলের ভগবানের মত কাজ দেখিয়ে দিতে পারি, তা' হ'লে কি হবে গো?

তড়াই। ওগো ঠাকুর! তা' হ'লে আমি গোপালকে ভগবান্ ব'লে মান্‌ব গো!

নারদ। ওগো! মনে কর—সেই সূতিকাগারে যেদিন রাক্ষসী পুত্‌না স্তনে বিষ মাখিয়ে ঐ ছেলেকে মার্‌তে এসেছিল, সেদিন কি রকমভাবে ঐ ছেলে তাকে মেরে ফেল্‌লে দেখেছ ত গো!

তড়াই। ওগো! সেটা বৃন্দাবনে ঐ মা বড়াই দেবীর দয়ায় আর সূর্য্য দেবের কৃপায় হয়েছে গো! নৈলে ছোট ছেলে কি কখন রাক্ষসী মার্‌তে পারে গো!

নারদ। কে পারে বলি, শোন গো—

গীত।

বালক হয় গো যদি গোলোক-আলোক।
অসম্ভব করে সম্ভব সে ব্রহ্ম বালক ॥
চরাচরের যিনি চালক,
চর-অচরের তিনিই পালক,
গোলোক ভূলোক সর্ব্বলোক
মানে তারে সত্য-লোক ॥
যাকে দেখে হয় পুলক,
পড়ে না হেরে চ'খে পলক,
বালকবেশে বিশ্বপালক
ভগবান্ এসেছেন ভূলোক ;—
চর্ম্মচক্ষে দেখ্‌বে বালক,
জ্ঞানের চক্ষে দিব্য-আলোক,
এরে দেখ্‌তে জানে যে সব লোক,
তারা পায় গো অন্তে নিত্যলোক ॥
দেখিবারে এই বালক,
দেবতা ছাড়ে দেবলোক,
যোগী ছাড়েন তপোলোক,
ব্রহ্মা ছাড়েন ব্রহ্মলোক ;—
যায় না তারা কেন গোলোক,
ঘুরে ঘুরে আসে ভূলোক,
গোবিন্দ গোপকুল-তিলক
ধন্য করেন এ নরলোক ॥

তড়াই। ওগো ঠাকুর! তা হয় না। সেদিন যে যশোদার পেটে হ'ল, তাকে কি ভগবান্ ভাবা যায় গো? এ কি কখনো হ'তে পারে, না হয়েছে? সত্যিকারের হ'লেও হয় না! তবে তোমরা জোর ক'রে বল্‌লে হবে কেন গো?

নারদ। আচ্ছা—লোকে যে ভগবান্ চেনে, তারা কি ক'রে চেনে বল্‌তে পার?

তড়াই। ওগো ঠাকুর! শুনেছি—গুরুর কৃপা হ'লে ভগবান্ চেনে গো!

নারদ। ওগো! সে গুরু কে গো?

তড়াই। সে গুরু আর কে গো? জগতগুরু ত ব্রাহ্মণ গো! আমরা ব্রাহ্মণকেই গুরু ব'লে মানি গো!

নারদ। ওগো! ব্রাহ্মণকে যদি গুরু ব'লে মান গো, তবে আমাকে তোমার কি বোধ হয় গো?

তড়াই। ওগো ঠাকুর! তোমাকে আবার কি মনে হবে গো? তুমি বামুন—তোমাকে বামুন ব'লেই বোধ হয় গো!

নারদ। ওগো, বামুন ব'লে বোধ হয় আর গুরু ব'লে কি বোধ হয় না গো?

তড়াই। ওগো ঠাকুর! তা হয় গো। তোমার এত চুল—এত দাড়ি—এত বয়স, তোমাকে গুরু ভাব্‌ব না ত কি লঘু ভাব্‌ব নাকি গো? তুমি গুরু বট গো!

নারদ। আমাকে যদি তোমার গুরু ব'লেই বোধ হয়, তবে গুরুবাক্য তোমার বিশ্বাস করা উচিত কিনা গো?

তড়াই। হ্যাঁ, ঠাকুর! তা উচিত গো!

নারদ। ওগো, তবে আমার কথায় বিশ্বাস কর—ঐ গোপালই ভগবান্ গো।

গীত।

সংশয় এনো না মনে, জেনো গোপালই ভগবান্।
সে যাহারে হয় কৃপাবান্, ভবে সে বড় ভাগ্যবান্॥
নন্দে করিতে পুত্রবান্,
দয়াবান্ হ'ল ভগবান্,
যেমন বর্ষার বান, সাগরে মিশে বেগবান্॥
নরাকারে হেরে ভগবান্,
হয় সবে সংশয়বান্
গুরুবাক্য যার ব্রহ্মবাণ, সে ব্রহ্ম চিনে লয় নির্ব্বাণ॥

তড়াই। ওগো ঠাকুর! ভগবান্ গোপাল হবে কি দুঃখে গো?

নারদ। কেন গো, গোপাল ভগবান্ হ'তে পারে না কেন গো?

তড়াই। ওগো ঠাকুর! যে ভগবান্ হবে, সে আবার মানুষের পেটে জন্ম নেবে কেন গো?

নারদ। ওগো তরুবালা! ভগবান্‌কেও মানুষ হ'তে হয় গো!

তড়াই। ওগো ঠাকুর! এ কথা এদ্দিন ত শুনি নেই গো! ভগবান্ কি আবার কখন মানুষ হয় গা? এ যেন আজগুবি কথা! বলি, হ্যাঁগা ঠাকুর! আজ তোমার কি গাঁজায় কিছু দোক্তা কম হয়েছে নাকি গা?

নারদ। না গো গোপিনি! দোক্তা কম হয় নি গো! আমি যা বলি, শোন। ভগবান্ কখন্ মানুষ হ'য়ে ধরায় জন্ম নেন্ জান কি? শাস্ত্রে বলে —পরিত্রাণায়ঃ সাধুনাং বিনাশয়চ দুষ্কৃতাম্, ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ অর্থাৎ সাধুগণের পরিত্রাণ—দুষ্কৃত দলন ও ধরায় ধর্ম্মস্থাপনের জন্ত ভগবান্ যুগে যুগে অবতার হ'ন্। এখন ধরায় ধার্ম্মিকের পীড়ন হচ্ছে

—দুষ্কৃত অসুরগণ বলবান্ হয়েছে—ধরায় ধর্ম্ম ক্ষীণ হয়েছে; তাই ধর্ম্মাধার হরি নররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

তড়াই। ওগো ঠাকুর! তোমার মতে তা হ'লে গোপালই অবতার, কেমন গো?

নারদ। হ্যাঁগো, গোপিনি! গোপালই সেই ভগবান্, আবার গোপালই সেই অবতার!

গীত

পরিচয় কি দেবো তার।
জনক বসুদেব তার,
মান হরে সে দেবতার
হ'য়ে নিজে ব্রহ্ম-অবতার॥

তড়াই। ওগো ঠাকুর! গোপাল যদি ভগবান্ হবে, তা হ'লে যার-তার বাড়ী ননী চুরি ক'রে খেতে যাবে কেন গো? ভগবানের কি খাবার অভাব আছে নাকি গো?

[গীতাংশ]

খাবার অভাব নাইক তার,
চুরি করা স্বভাব তার,
মুক্ত যার বিশ্বভাণ্ডার,
খাবার আবার কি অভাব তার॥

তড়াই। ওগো ঠাকুর! তোমার গোপাল যখন সে দোষ ছাড়া নয় গো, তখন সে কখনই ভগবান্ হ'তে পারে না গো!

নারদ। ওগো গোয়ালিনি! ভগবান্‌কে চেনা সকলের ভাগ্যে হয় না গো!

[গীতাংশ]

ভক্তের সনে করিতে বিহার,
অসুরগণে করিতে সংহার,
ব্রজলীলা তার চমৎকার,
নিতে গোবিন্দের পায়ের ভার॥

তড়াই। ওগো ঠাকুর! তুমি যতই বল বাপু, গোপালকে আমরা কখন ভগবান্ ভাব্‌তে পার্‌ব না গো! তা'তে আমাদের ভাগ্যে যাই থাক্ গো!

নারদ। আচ্ছা গো, আচ্ছা! তোমরা তোমাদের মনে যা বোঝ, তাই বুঝে যেয়ো গো! আমরা কিন্তু গোপালকে ভগবান্ ব'লেই ভাব্‌ব গো!

তড়াই। ওগো ঠাকুর! ভগবান্ কি এমনিধারা বাঁধা পড়ে নাকি গো?

নারদ। ওগো! সে একযুগও নয় গো, ভগবান্ যুগে যুগে বাঁধা পড়ে গো! শোন, তবে বলি—

গীত।

ভক্তিতে বাঁধা পড়েন ভগবান্।
প্রহ্লাদের ভক্তিবলে, বাঁধা হরি কুতূহলে,
রাখে তার বিপৎকালে, পর্ব্বতে অনলে জলে,
ভক্তের বাধ্য ভক্তাধীন, চিরকাল আছে প্রমাণ॥
ধ্রুব পেলে ভক্তি দিয়ে, বিশ্বাস মনে জাগাইয়ে,
গহন বনে প্রবেশিয়ে, এক প্রাণে ভক্তি মিশিয়ে,
বিনিময়ে দয়াল হরি দিলেন ধ্রুবলোকে স্থান॥

ভক্তজনে রক্ষার কারণ, করেন জন্মধারণ,
নরাকারে ধরাবতরণ যুগে যুগে ঘটে কারণ,
দাস গোবিন্দের মরণবারণ ত্রাণ করেন ভব-নিদান ॥

তড়াই। ওগো ঠাকুর! তোমার ভগবানের এইবার ভিরকুটি ভেঙে যাবে গো! কেমন বাঁধা পড়েছে দেখ না গো!

নারদ। ওগো গোপিনি! ও ভগবানের বাঁধা নয় গো, তোমাদের চোখের ধাঁধা আর একটা বাধা। রাধা নামে যার বাঁশী সাধা, তাকে বাঁধা অমনি সহজ কথা কিনা গো! এতক্ষণ ত বাঁধ্‌বার কত চেষ্টা করে-ছিলে—কত দড়ি যুগিয়ে দিয়েছিলে, তবু দুই আঙুল দড়ি কম হচ্ছিল কেন গো? যেমন মায়ের স্নেহ-ডোর আর আমার ভক্তি-ডোর যোগ হয়েছে, অমনি ভগবান্ বাঁধা পড়েছেন। স্নেহ-ভক্তির-ডোর নইলে কেউ কি কখন ভগবান্‌কে বাঁধ্‌তে পারে গো?

তড়াই। ওগো ঠাকুর! যে ডোরেই হ'ক্ না কেন গো, বাঁধা পড়েছে ত গো! যেমন আমার ঘরে ঢুকে ননীর ভাঁড় ভেঙে ক্ষীর ননী, মাখম ছানা চুরি করেছিল, তেমনি হাতে বাঁধন পরিয়েছি। এখন কোথায় সেই যমলার্জ্জুন গাছ আছে, সেইখানে নিয়ে চল গো!

নারদ। ওগো গোপিনি! ঐ ত যমলার্জ্জুন গাছ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে গো! ঐ গাছে নিয়ে গিয়ে বাঁধি গে চল গো।

তড়াই। ওগো ঠাকুর! তাই নিয়ে চল গো!

নারদ। ওমা যশোমতি! তোমার গোপাল বাঁধ্‌তে বড় পরিশ্রম হয়েছে, মা! তুমি একটু বিশ্রাম কর গে। আমরা তোমার গোপালকে ঐ যমলার্জ্জুন গাছে বেঁধে রাখ গে। তোমার কাজ-কর্ম্ম শেষ হ'লে একে নিয়ে যেয়ো গো!

যশোদা। ওগো ঠাকুর! গোপালকে বেঁধে আমার মন কেমন করছে গো! আহা, বাছার কচি হাতে বড় লাগ্‌ছে গো!

নারদ। ওগো মা যশোমতি! তোমার গোপাল পাথুরে গোপাল গো! ওর হাত-পা পাথরের মত শক্ত গো! ওর মনটাও পাথরের মত কঠিন গো, মা! পাথরে বাঁধন দিলে বাঁধনেরই কষ্ট হয়, পাথরের কিছুই হয় না, গো! তুমি ওর মায়ায় ভুলো না, মা! ও ভারি ছলনা জানে গো!

গীত

মা তোর গোপাল অনেক ছলা জানে।
ছলে নয়ন ছল ছল, ছলনা ওর মনে প্রাণে॥
নামটি ওর চিকণকালা,
নামে কালা—কানে কালা,
চুরি ক'রে বাড়ায় জ্বালা, যত কুলবালার স্থানে॥
শুনেছি গো বাজায় বাঁশী,
মজায় যত ব্রজবাসী,
ছুটে এসে হয় গো দাসী বনের মাঝখানে;—
করিয়ে কত রকম ছলনা,
ভুলায় গো ব্রজ-ললনা,
গোবিন্দের কথা তুলো না, মেলে না তুলনা ভুবনে॥

যশোদা। ওগো ঠাকুর গো! জানি না, কার ইচ্ছায় গোপালকে এমন ক'রে শক্ত ডোরে বাঁধ্‌লেম গো! কেন আমার এমন কুমতি হ'ল গো? মা হ'য়ে ছেলের হাতে বেঁধেছি শুন্‌লে লোকে কি বল্‌বে গো! হায় হায়! এই পাপে হয় ত গোপাল আমায় মনস্তাপে তাপিত কর্‌বে গো!

বড়াই। ওমা, নন্দরাণী গো! মা হ'য়ে তুমি সন্তানকে বন্ধন-যাতনা দিয়ে ভাল কর নি, মা! যে নন্দন হ'তে মা-বাপের ভববন্ধন দূর হয়, সেই বন্ধনহারী নন্দনকে বন্ধন করা ভাল হয় নি, মা! মাগো! এ ছেলে তোমার সামান্য ছেলে নয় গো!

গীত

নয় মা তোর সামান্য ছেলে,
কার আছে মা এমন ছেলে,
দেখ্‌তে কালো তোর ছেলে
নয়ন আলো-করা ছেলে॥
কে পেয়েছে এমন ছেলে,
তুমি যেমন পেলে ছেলে,
এ ছেলে তোর ঘরের ছেলে
বাঁধ্‌লি যেমন পরের ছেলে॥
মা হ'য়ে চিন্‌লি না ছেলে,
ভুল্‌লি পরের কথার ছলে,
দাস গোবিন্দ মরণকালে
নেবে কোলে তোমার ছেলে॥

যশোদা। ওমা বড়াই গো! তুমি বল, আমি এখন উপায় কি করি গো?

বড়াই। ওগো মা! পাড়ার লোকের কথায় তুমি তোমার গোপালকে এমন ক'রে বেঁধেছ, মা? প্রজার মন রাখ্‌তে রাজরাণী হ'য়ে এ কাজ তোমার মন্দ হ'লেও ভাল হয়েছে, মা? যখন বেঁধেছ, তখন তাদের মনের

মত কাজ কর, মা! ঐ যমলার্জ্জুন গাছে তোমার গোপাল বেঁধে এস গে, তার পর বাঁধন খুলে ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে যেয়ো, মা!

নারদ। ওমা যশোমতি গো! তোমার গোপালের জন্য কোন চিন্তা নেই, মা! আমি যখন এসে তোমায় গোপাল-বাঁধার মন্ত্র ব'লে দিয়েছি, তখন আমিই আবার ওর বাঁধন খোল্‌বার উপায় ক'রে দেবো গো. মা! তুমি ভেবো না গো—নিজ কাজে মতি দেও গো! আমি এখনই তোমার ছেলেকে তোমার কাছে এনে দিব গো!

যশোদা। ওগো ঠাকুর গো! যা কর্‌লে ভাল হয়, তাই কর গো। আমার নিবেদন এই—যেন গোপাল রুষ্ট হ'য়ে আমায় মনকষ্ট না দেয় গো!

কৃষ্ণ। মাগো! ওমা! তুমি আমায় বাঁধ্‌লে কেন গো, মা?

নারদ। বলি, ও আবার কি কথা হচ্ছে গো? তোমার মা তোমায় বাঁধ্‌লেন না, তুমি নিজেই বাঁধা পড়্‌লে গো?

কৃষ্ণ। ওগো ঠাকুর! তোমরা সবাই মিলে আমায় বাঁধা পড়ালে গো?

নারদ। তা' বেশ হয়েছে, বাঁধা যখন পড়েছ, তখন বাঁধার যাতনা একটু অনুভব কর গো! এখনও বাঁধার শেষ হয় নি, যমলার্জ্জুন গাছে তোমাকে না বেঁধে ছাড়্‌ছি না। এস, তোমায় যমলার্জ্জুন তলায় নিয়ে যাই। মা যশোমতি! তুমিও সঙ্গে এস গো!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

যমলার্জ্জুন-বৃক্ষতল।

গোপালকে লইয়া যশোদা, তড়াই, বড়াই
ও নারদের প্রবেশ।

নারদ। ওমা যশোমতী গো! এই ত যমলার্জ্জুন গাছতলায় এসেছি গো! এইবার গোপালকে ঐ গাছের সঙ্গে আট্‌কে রেখে গৃহকর্ম্মে মন দেও গে গো, মা!

যশোদা। আয়, গোপাল! তোকে আজ এই গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে যাই। [তথাকরণ]

কৃষ্ণ। ওগো মাগো! আমাকে গাছের সঙ্গে বাঁধ্‌লে কেন গো?

যশোদা। কি কর্‌ব, বাবা, যেমন তুমি পরের ঘরে চুরি কর, তার সাজা দিতে তোমাকে বাঁধ্‌তে হয়েছে গো!

কৃষ্ণ। ওগো মাগো! যদি গাছ ভেঙ্গে যায়, তা হ'লে যে, গাছ চাপা পড়্‌ব গো!

নারদ। ওগো নন্দরাণি! ছেলের কথায় কান দিয়ো না, গো! তুমি গৃহে যাও, মা! ও গাছ ভাঙ্‌বার গাছ নয় গো! গোপাল তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে মা, তুমি ও কথা শুনো না গো! গৃহে যাও মা, গৃহে যাও।

যশোদা। ওমা তড়াই গো! আমি একা যেতে বড় ডরাই গো! তুই আমার সঙ্গে আয় গো, বাছা!

তড়াই। চল গো মা, যাই চল। ঠাকুর গো! তুমি এইখানে থাক, আর গোপালকে পাহারা দেও, যেন বাঁধন খুলে আবার কারু ঘরে ঢুকে না পড়ে, তা' দেখো গো! এস মা, আমরা যাই। [যশোদা সহ প্রস্থান।

নারদ। এতক্ষণে কার্য্যোদ্ধারের উপায় হয়েছে। যক্ষপুত্র নল-কূবর আমার শাপে বৃক্ষরূপ ধারণ ক'রে আছে, তাদের উদ্ধারের জন্য আজ এখানে গোপালকে এনে বেঁধেছি। এখন নলকূবর মুক্ত হ'য়ে যক্ষপুরে গেলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হয়। যা হবার তা' হবেই হবে। ঐ ইচ্ছা-ময়ের ইচ্ছায় এই জগতের সবই হচ্ছে। আজও যমলার্জ্জুন ভঞ্জন হবে, তাও ঐ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই হবে। হরি হে! তোমার হাতে দড়ি দিয়ে বন্ধন করেছি, এর জন্য অপরাধী ক'রো না। তুমি নিজে বন্ধন মোচন কর ব'লে আজ যক্ষপুত্রদের বন্ধন মোচন করতে তোমাকে বন্ধন করেছি। হে নন্দ-নন্দন! হে জগদ্বন্দন! অপরাধী ব্রহ্মা-নন্দন নারদকে ক্ষমা ক'রো গো! হে নীরদবরণ! দীন নারদ তোমার চরণে শরণাগত।

গীত।

হে নীরদবরণ।
নারদ-বন্দিত, অমর-আনন্দিত,
ব্রহ্মাবাঞ্ছিত তব রাতুল চরণ॥
ঘুচাও তুমি ভবের বন্ধন,
তোমারে করেছি বন্ধন,
বন্ধনগ্রস্ত যক্ষ-নন্দন,
কর মোচন তাদের বন্ধন,
তব পরশে মুক্তির কারণ
বৃক্ষদেহ করেছে ধারণ॥

পতিতের ত্রাণের কারণ,
হরি তোমার ভূভার হরণ,
তাই নিয়েছি মোরা শরণ,
শ্রীহরির যুগল চরণ,
দাস গোবিন্দের নিদান-বারণ
গোবিন্দ শমন-নিবারণ ॥

কৃষ্ণ। ওগো ঠাকুর! তুমি ত বড় তোষামুদে গো!

নারদ। কেন গো, আমি কার কি তোষামোদ করলেম গো?

কৃষ্ণ। ওগো ঠাকুর! অত কথা ব'লে কা'কে ডাক্‌ছ গো?

নারদ। ওগো! আমি যাকে ডাক্‌ছি, তাকেই ডাক্‌ছি, তাতে তোমার কি গো?

কৃষ্ণ। বলি, কা'কে তুমি ডাক্‌ছ, তাকি তুমি জান না নাকি গো?

নারদ। ওগো ঠাকুর! তা' জানি বৈকি গো!

কৃষ্ণ। আচ্ছা, ঠাকুর! তুমি কা'কে ডাক্‌ছ বল দেখি গো?

নারদ। বলি, আমি তোমাকেই ত ডাক্‌ছি গো!

কৃষ্ণ। ওগো! তা'তেই ত আমি তোমাকে তোষামুদে বল্‌ছি গো?

নারদ। কেন গো, কিসে আমি তোষামুদে হ'লেম গো?

কৃষ্ণ। ওগো ঠাকুর! তুমি তোষামুদে নও?

নারদ। ওগো, কিসে তোষামুদে বল্‌ছ গো?

কৃষ্ণ। কেন তোষামুদে বল্‌ছি, শোন—

গীত।

এখনি যাহার করে দিয়েছ তুমি বন্ধন।
আবার তাহারে কেন কর স্তুতি-বন্দন ॥

শুনি তুমি ব্রহ্মার নন্দন,
বন্ধন কর নন্দের নন্দন,
হয় নি কভু তোমার নন্দন,
তাই পরের নন্দন কর বন্ধন ॥
যাহারে করিলে বন্ধন,
কেন তারে কর বন্দন,
কে শুনিবে এ ক্রন্দন,
বিনে গোবিন্দ গোপ-নন্দন ॥

নারদ। ওগো! তোষামোদ না কর্‌লে আজ-কাল কেউ বশ হয় না গো! যাকে বশ কর্‌তে হয়, তাকে আগে বন্ধন ক'রে তবে শেষে তোষামোদ কর্‌তে হয় গো!

কৃষ্ণ। ওগো ঠাকুর! বন্ধন ক'রে পরে তোষামোদে কা'কে বাধ্য করা যায় গো?

নারদ। ওগো যে বেশি বলবান্, তাকে বশ করতে হ'লে আগে বন্ধন ক'রে, পরে তোষামোদে তাকে বশ কর্‌তে হয় গো!

কৃষ্ণ। মুখে বল্‌লেই ত হবে না, তার প্রমাণ দেখাতে হবে গো!

নারদ। ওগো, প্রমাণের অভাব কি গো? এই ধর—বলবান্ জন্তু হাতী। তা হাতীকে বশে আন্‌তে হ'লে, আগে তাকে বন্ধন ক'রে এনে, পরে কত তোষামোদ ক'রে তাকে বশ কর্‌তে হয় গো! কেমন, এ কথা মান কি না গো? তা ছাড়া দেবতাকেও বশ কর্‌তে হ'লে তোষামোদের দরকার হয় গো! নৈবেদ্য, ফুল, চন্দন, জল, মন্ত্র, ভক্তি, প্রণাম এ সব কি তোষামোদের চিহ্ন নয় নাকি গো? তাই বল্‌ছি, এ জগতে সবাই তোষামোদের বাধ্য গো!

গীত।

তোষামোদে জগৎ বাধ্য, দেবগণও হয় বাধ্য।
অবাধ্য বনের পশু সেও তোষামোদে বাধ্য ॥
দেবতারে করিতে বাধ্য,
দেও ফুল, চন্দন, নৈবেদ্য,
ভক্তি তোষামোদে বাধ্য ভগবান্‌ও হয় বদ্ধ—
মায়ের ডোরে তুমি বদ্ধ, গোবিন্দের মানস-বাধ্য ॥

কৃষ্ণ। ওগো ঠাকুর! আর তোমায় কথা কাটাকাটি কর্‌তে হবে না গো! এখন আসল কথা কি তাই বল। তোমার পাল্লায় প'ড়ে আজ আমার সব মাটী হ'ল গো!

নারদ। ওগো ঠাকুর! এখনও ছলনা ছাড়্‌ছ না? ভাঙ্‌বে তবু মচ্‌কাবে না! বলি, তোমাকে কি ব'লে জানাতে হবে নাকি গো? তুমি যে, আজ কেন বাঁধা পড়েছ, তাকি তুমি জান না গো? জান সব, তবে আমাকে উপলক্ষ ক'রে কাজ কর্‌বে। তা বেশ—তাই কর গো, আমাকে দিয়েই সব কাজ সেরে নেও গো!

কৃষ্ণ। ওগো ঠাকুর! কি কর্‌তে হবে, তাই বল না গো?

নারদ। ওগো দয়াময় গো! দয়া ক'রে যদি এখান পর্য্যন্ত এসেছ গো, তবে পতিত পাতকীজনে দয়া কর গো!

কৃষ্ণ। ওগো ঠাকুর! কা'কে দয়া কর্‌তে হবে গো?

নারদ। দয়াময় গো! আমার শাপে যক্ষপুত্র নলকূবর এই ব্রজধামে এই যমলার্জ্জুন বৃক্ষ হ'য়ে রয়েছে গো! তোমার পাদস্পর্শে তারা মুক্তিলাভ কর্‌বে গো! তোমার মা যখন তোমাকে এনে এই যোড়াগাছে বেঁধে রেখে গেছেন, তখন আর বেশি কষ্ট কর্‌তে হবে না গো! নিজে একবার একটু

মনোযোগ ক'রে ঐ গাছের গায়ে পদ-সংযোগ কর, তা হ'লেই নলকূবরের মুক্তিযোগ উপস্থিত হবে গো! হে যোগারাধ্য! হে যোগাতীত! হে জ্যোতির্ম্ময়! তোমার যুগল চরণে নারদের এইমাত্র নিবেদন গো!

গীত।

নিলাম শরণ, বিপদবারণ, তব চরণে
শোন দাসের একটি নিবেদন।
শাপে বদ্ধ যক্ষপুত্র,
কর তাদের উদ্ধার সাধন—
বিপদে কে রাখে পদে
বিনা তুমি শ্রীমধুসূদন॥
না বুঝে দিয়েছি শাপ, বেড়েছে তাই মনস্তাপ,
বিনাশ কর এ অনুতাপ, ঘুচাও হে মনোবেদন॥
তুমি হরি করিলে দয়া, দেও যদি ওই পদ-ছায়া,
তবে দাস গোবিন্দের কায়া যাবে না শমন-সদন॥

কৃষ্ণ। ওগো ঠাকুর! আর তোমাকে কিছু বল্‌তে হবে না গো, এইবার আমার সব কথা মনে পড়েছে গো!

নারদ। মনোময় গো! যদি কথা মনে প'ড়ে থাকে, তবে আর কেন বিলম্ব কর্‌ছ গো! পদ্মহস্ত আর রাতুল চরণের স্পর্শ দিয়ে যক্ষদের বৃক্ষত্ব মোচন ক'রে দেও গো! হায় হে! এ বিপদে তুমিই মাত্র ভরসা গো!

গীত।

কেবল ভরসা হরি, তুমি বিপদে।
শরণাগত সন্তানে রাখ হে রাখ নিজপদে॥

যে যখন থাকে সম্পদে, কেউ ভাবে না হরিপদে,
বিপদে আপদে সাধে তোমার ঐ যুগল পদে ॥
আমি তোমার ধরি পদে, রক্ষ যক্ষে নিরাপদে,
ত্রাণ কর ঘোর বিপদে, কহি গোবিন্দ পদে পদে ॥

কৃষ্ণ। ওগো ঠাকুর! আর তোমাকে অত কাকুতি-মিনতি কর্‌তে হবে না গো! আমি ব্রাহ্মণের জন্য সব কর্‌তে পারি গো! ব্রাহ্মণের মান রাখ্‌তে আমি ভৃগুপদ বক্ষে ধরেছি গো! ব্রাহ্মণকে আমি বড় ভালবাসি গো! ব্রাহ্মণের অনুরোধ আমার কাছে রোধ হয় না গো! আমি ব্রাহ্মণের তরে সব পারি গো!

গীত।

ক'রো না—ক'রো না আমায় আর অনুরোধ।
মিনতি জানাতে গিয়ে হ'ল তোমার কণ্ঠরোধ ॥
না বুঝে করেছ কর্ম্ম,
অনুতাপে তাপিত মর্ম্ম,
যক্ষদের মুক্তির জন্য
মনে তোমার ঘট্‌ল বিরোধ ॥
একে ব্রাহ্মণ মাথার মণি,
তাহে তুমি বৃদ্ধ মুনি,
দাস গোবিন্দের হৃদয়মণি
কর শমনবাধা অবরোধ ॥

নারদ। প্রভু! তবে আর দেরি ক'রো না গো! ঐ দেখ গগনের মাঝে ভানু প্রখর তনু ধারণ করেছেন। বেলা অনুমান দুপুর হবে গো!

কৃষ্ণ। ওগো মুনিঠাকুর গো! এই আমি গাছের গায়ে পা ছোঁয়ালেম গো! ওহে বৃক্ষ! তোমরা মুক্ত হও গো—মুক্ত হও।

সহসা বৃক্ষদ্বয় ভাঙ্গিয়া গেল ও তন্মধ্য হইতে নলকূবর আবির্ভূত হইল।

নলকূবর।—

গীত।

নমো নমো নারায়ণঃ।
নররূপে হরি, গোলোকবিহারী
ভূলোকে নর-নারায়ণঃ॥
পতিত-পাবন ভুবন-জীবন,
ভূতভাবন ভক্ত-পরায়ণ°।
দেহি স্থান পদারবিন্দে,
দীন হীন দাস গোবিন্দে,
যেন গোবিন্দ-পদ বন্দে
অন্তে করে মহাশয়ন॥

নন্দ, যশোদা প্রভৃতির প্রবেশ।

যশোদা। [প্রবেশ পথ হইতে] হায় হায়, কি হ'ল গো! ওগো, আমার সর্ব্বনাশ হ'ল গো! গোপাল যে, আমার ঐ যমলার্জ্জুন গাছে বাঁধা ছিল গো! গাছ যে ভেঙে পড়েছে গো! আমার গোপাল কৈ গো? গোপাল! গোপাল কোথা গেলি, বাবা? একবার মা ব'লে কোলে আয়, বাছাধন!

নন্দ। হায় হায়, আমার গোপালের তবে কি বিপদ্ ঘটেছে গো? ওগো তোমরা কে গো? আমার গোপাল কেমন আছে বল গো? একবার গোপালকে আমার কোলে দেও গো! হায় মন্দভাগ্য নন্দ! আজ বুঝি তুই পেয়ে নিধি হারা হ'লি!

গীত।

হায় মন্দভাগ্য নন্দ আজ হারালি নন্দনে।
বৃন্দাবনে বল্‌বে না কেউ নন্দনে কোলে নন্দ নে॥
দেব-দেবীর আরাধনে, কত ব্রত সাধনে,
পেয়েছিলাম গোপালধনে, এই সংসার-নন্দনে॥
চাই না ছার রাজ্য ধনে, নন্দন ধনের নিধনে,
গোবিন্দের গোবিন্দ ধনে পাব কি আর ক্রন্দনে॥

নারদ। ওহে গোপরাজ! ওগো মা যশোমতি! কেন অত ব্যাকুলামতি হচ্ছ গো! তোমার নন্দন গোপালধন নিরাপদেই আছে গো! এখানে গাছ ভেঙেছে সত্য, কিন্তু মাগো! তোমার গোপাল সেই গাছের ভিতর থেকে দু'টী যক্ষের দেহ বার্ করেছেন! গাছ হ'তে যে মানুষ হয়, তা এই প্রথম দেখ্‌লেম গো, মা! একদিন তোমাকে বদনে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়েছিল, আজ আবার যমলার্জ্জুন ভঞ্জন ক'রে এক আশ্চর্য্য দেখালেন! আরও দিন দিন কত কি দেখ্‌বে তার ঠিক কি গো! এখন গোপালের বাঁধন খুলে দিয়ে—তাকে কোলে নিয়ে—ঘরে গিয়ে ননী মাখম খেতে দেও গে গো! আজ ননীচুরি কর্‌তে গিয়ে তোমার ছেলের ননীচোরা নাম হ'ল, মা! আর উদ্‌খল দণ্ড দিয়ে উদরের সঙ্গে গাছে বেঁধেছিলে ব'লে একটী নাম দামোদর হ'ল গো! সকলে বল—জয় ননীচোরার জয়! জয় দামোদরের জয়!!

সকলে। জয় ননীচোরার জয়! জয় দামোদরের জয়!!

যশোদা। আয় বাপ্ দামোদর! তোর বাঁধন খুলে দিই আয়। [বন্ধন খুলিয়া কোলে লইলেন] বাবা! ননীচোরা হয়েছিলে ব'লে আজ তোমাকে বেঁধে বড় কষ্ট দিয়েছি গো। মায়ের দোষ নিও নি, বাবা! এখন এই ননী এনেছি, মনের সাধে খাও ত, বাবা!

গীত

ননীচোরা রে—
মায়ের কোলে মনের সাধে ননী খাও রে।
ননী খেয়ে, ধেয়ে ধেয়ে, নেচে ঘরে যাও রে ॥
একি সাধ ওরে কুমার,
ননীচুরি কেন তোমার,
ঘরে ননী থাক্‌তে আমার,
কেন পরের ধনে চাও রে ॥
ননীচুরির কি আনন্দ,
জানেন তাহা শ্রীগোবিন্দ,
দাস গোবিন্দ অজ্ঞান-অন্ধ
গোবিন্দ-গুণ গাও রে ॥

সম্পূর্ণ।

কালিয়-দমন

গীতি-নাটিকা

পাত্র— কৃষ্ণ। বলরাম। নন্দ। উপানন্দ। কালিয়। সুবল, মধুমঙ্গল, শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম প্রভৃতি রাখালগণ।

পাত্রী— রাধা। যশোদা। রোহিণী। কালিয়-পত্নী। বৃন্দা, বিশাখা, ললিতা প্রভৃতি সখীগণ।

কালিয়-দমন।

প্রথম অঙ্ক।

রাধা-কুঞ্জ।

বৃন্দার প্রবেশ।

বৃন্দা।— তুকা।

একদিন মনোরঙ্গে, মিলিয়া রাখাল সঙ্গে
গোচারণে গেলা কালশশী।
ভ্রমিয়া কানন-পথে, কাতর হ'য়ে পিপাসাতে,
জল পানে ছোটে দশ দিশি॥
নিকটে যে দহ ছিল, রাখালেরা তথা গেল,
জল পান করিল সকলে।
গাভী, বৎস, ধেনুগণ আনন্দে হইয়া মগন,
দহের জল খাইল কুতূহলে॥
মূর্চ্ছা গেল রাখালেরা, গাভী সব শব পারা
মুখে ফেনা উঠে ঘন ঘন।
সঙ্গে ছিল বলরাম, গাহিল গোবিন্দ নাম,
নাম শুনে গোবিন্দ আইল।
দেখিয়া সবার দশা, পূর্ণ করি মনো আশা
কালিদহের জলে ডুবিল।

গীত।

হে ত্রিভঙ্গ তব রঙ্গ বোঝে সাধ্য কার।
ব্রজ মাঝে ব্রজরাজের লীলা চমৎকার ॥
কে পেয়েছে তোমার অন্ত.
কি ভাবে কারে কর শান্ত,
অনন্ত পায় না অন্ত,
অচিন্ত্য তোমার ॥
শত্রু ভাবে রাবণ পায়,
মিত্র হ'য়ে রাখ পায়,
গুহককে নিজ কৃপায়
কর হে উদ্ধার ॥
শ্রীগোবিন্দ দাসে কয়,
কর লীলা হে লীলাময়,
গোবিন্দের নিদান সময়
ভবার্ণবে ক'রো পার ॥

রাধার প্রবেশ।

রাধা। বৃন্দে গো! আমার শ্যামসখা এখনও কেন এল না গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতী রাজনন্দিনি! প্রণাম হই গো! [প্রণাম] তোমার সখা যে কেন এখনও দেখা দিলে না, তা ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না গো!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! বোধ হয়, আজও তিনি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যামিনী যাপন কর্‌ছেন গো!

রাধা। ওগো বিশাখা! এখনও আমার প্রাণসখা চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যায় নাকি গো?

বিশাখা। ওগো ঠাকুরাণি! সেটা আর অসম্ভব কিসে গো?

রাধা। ওগো বিশাখা, তাই কি সম্ভব হবে গো? আমার সখা কি আবার চন্দ্রাবলীর কাছে যেতে পারে গো?

বিশাখা। ওগো ঠাকুরাণি! লোকে অনুরোধে ঢেঁকি গেলে গো, আর তোমার শ্যামনাগর অনুরোধে চন্দ্রার কুটিরে যেতে পারেন না গো? যখন এত বিলম্ব হচ্ছে, তখন ঠিক সেইখানে গেছেন গো!

গীত

ওগো রাই জান না সে কালার স্বভাব।
যখন যার কাছে রয় তখনি ধরে তারি স্ব-ভাব ॥
যখন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যায়,
রাধাকে তখন নাহি চায়,
আবার যখন রাধায় পায়
হয় তখন চন্দ্রার অভাব ॥
ব্রজে কৃষ্ণ গোপীনাথ,
কতজন আছে অনাথ,
গোপীনাথ অনাথনাথ,
গোবিন্দদাসের প্রাণনাথ,
ক'রো কৃপাদৃষ্টিপাত
জানাই তোমায় মনোভাব ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! শুনছ গো!

বৃন্দা। কেন গো শ্রীমতি! কি বলছ গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! একি শুনছি গো?

বৃন্দা। কেন গো রাজনন্দিনি! কি শুনছ গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! কি শুনছি, বলি শোন গো—

(সুরে)

সখি রে কেমনে কহিব সে বারতা।
বল প্রাণ সই, কই সখা কই,
শ্যামশশী গেল কোথা॥
আমি তার তরে, অতি সকাতরে
কুঞ্জ-কাননে পশি।
আশা-পথ চেয়ে, রয়েছি জাগিয়ে
বিরহিণী সারা নিশি॥
আমার বঁধুয়া মোরে ফাঁকি দিয়া
আন ঘরে করে বাস।
কানুর পিরীতি এই মত রীতি,
কহয়ে গোবিন্দদাস॥

গীত।

সই কই আমার শ্যাম নটবর।
সে যে আমার বর, ত্যজে আমার ঘর,
কোন্ রমণীর হ'ল আবার বর॥
সে যে আমার প্রেমের সরোবর;

আমার বুকে আঁকা তার কলেবর,
তারে পেলে চাই না আমি নরবর,
আয়ান-বর নয় ত বর, আমার বর সেই পীতাম্বর॥
এনে দে গো সখী বৃন্দে,
এনে দে আমার প্রাণ গোবিন্দে,
গোবিন্দের শ্রীপদারবিন্দে
দাস গোবিন্দে যাচে বর॥

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! শ্যাম কি তোমার একার বর নাকি গো? সে যে ব্রজের অনেক গোপীর বর গো, তুমি তাকে একার ক'রে রাখ্তে চাও নাকি গো? সে যে সাধারণের ধন গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে যদি সাধারণের ধন গো, তবে আবার তাকে অসাধারণে পায় কেন গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! কাকে তুমি অসাধারণ বল গো? চন্দ্রাও সাধারণ নয় কি গো? এই ধর—লোকে যে, পুকুর প্রতিষ্ঠা করে, সাধারণের জল পানের জন্য; কিন্তু তাতে অসাধারণ কেউ কি জল পান কর্তে যায় না নাকি গো? যে সাধারণের ধন, তাকে লোকে এজ্মালী সম্পত্তি বলে যে গো, শ্যাম তোমার সেই এজ্মালীর ধন গো! সে তোমার একার ত নয় গো! তাকে একা ভোগ কর্ব ব'লে আশা কর্লে মাঝে মাঝে এমনই হতাশা হ'তে হবে গো! শোন নাই কি গো ঠাকুরাণি! অধিক আশার পরিণাম অধিক নিরাশা।

রাধা। হ্যাঁ গো বৃন্দে! তা ত শোনা আছে গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! আরও বোধ হয় শুনেছ গো, এজ্মালীর ধন একা দখল কর্লে, তার নামে মাম্লা চলে—সে সাজা পায় গো!

রাধা। হ্যাঁ গো বৃন্দে! তাও ত শুনেছি বটে গো!

বৃন্দা। ওগো বাছা, তবে জেনে-শুনে তুমি এমন অন্যায় কর্‌তে চাও কেন গো? যে ধনে সাধারণের অধিকার, সে ধন একার ক'রে ভোগ কর্‌তে চাও কেন গো? তার যখন সেখানে যাবার দরকার, সে ঠিক যাবে গো! আর যে তাকে ভোগ কর্‌বে, তারও তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত গো! তা নৈলে যে অল্পে তুষ্ট হ'তে জানে না, তার শান্তি কোথাও নেই গো! *

গীত।

ও রাই চাও যদি তুমি শান্তি।
তবে অতিশয় আশা ক'রো না তার,
শেষে দুরাশায় পাবে অশান্তি॥
কার কিসে হয় শান্তি,
জানে তা, যে দেয় শান্তি,
যোগে যোগের শান্তি
আরোগ্য রোগের শান্তি,
অশান্তিই হয় শান্তি, দিলে শান্তিদাতা শান্তি॥
জলে হয় পিপাসার শান্তি,
মিলনে বিরহের শান্তি,
বাতাসে হয় তাপ শান্তি,
বিনয়ে হয় ক্রোধ শান্তি,
গোবিন্দ দাসের শান্তি, শান্তিময় গোবিন্দের শান্তি॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি যে আজ তাকে দিনান্তেও একবার দেখ্‌তে পাই নি গো, তার যখন খুসী, একবার এসে দেখা দিলেই ত পারে গো! সারা দিন তার চিন্তা করতে কেটে গেল, সন্ধ্যাকালে কুঞ্জে এলেম, শ্যামকে দেখে কত সুখী হব ব'লে আশা কর্‌লেম, কিন্তু নিশি দ্বিপ্রহর হ'য়ে গেল, তবু সে এখনও এল না গো! এতে প্রাণ অস্থির হয় না কি গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি, অস্থির মতিকে এখন স্থির মতি কর্‌তে হবে। তা নৈলে লোকে যে তোমায় দুর্ম্মতি বল্‌বে গো! যখন গোপনে পর-পুরুষের পায় প্রাণ স'পেছ গো, তখন অনেক সইতে হবে যে গো! আরও একটা প্রবাদ কথা আছে—"কুলবতী হ'য়ে, কুলেতে থাকিয়ে, যে ধনী পিরীতি করে। তুষের অনল, যেন কলঙ্কিনী সাজায়ে পুড়িয়ে মরে॥" তা ঠাকুরাণী গো! গোপনে পিরীত কর্‌লে তার রীত এমনি ধারা বিপরীতই হ'য়ে দাঁড়ায় গো!

গীত।

গোপন পিরীতে ঘটায় কুরীতি।
রীতি তার বিপরীতই, রয় না মনে সুরীতি,
সব রীতি-নীতি ছাড়া করে পর-পুরুষের পিরীতি॥
সংশয়ে ভরা গুপ্ত পিরীতি,
যদি না হয় সম্‌পিরীতি,
পিরীতি হয় অপ্রীতি
দাস গোবিন্দের এই ভারতী॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! এ সময় আর তোমার ও সব কথা ভাল লাগে না গো! এখন প্রাণ-সখার দেখা পাবার উপায় কর গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তোমার প্রাণসখা ত গাছের ফল কি

যমুনার জল নয় গো, যে নিয়ে এসে তোমায় দিব গো? এখানে আসা না আসা সেটা তার খুসী গো! কখন তিনি কোথায় কার কাছে কি কাজে থাকেন, তার ঠিক কি গো? আমি এখন টো টো ক'রে তাকে কোথায় খুঁজি বল দেখি গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি এখন তবে কি কর্‌ব গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! কি কর্‌বে গো? করাটা ত তোমার ইচ্ছা নয় গো, সেটা সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা গো! সেই ইচ্ছাময়ই তোমার বাঁকা সখা, সে যখন তোমার প্রতি বাঁকা, তখন তোমার বেঁচে থাকাই এখন বিড়ম্বনা গো!

রাধা। হ্যাঁগো বৃন্দে! সত্যই এখন আমার জীবন বিড়ম্বনার গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! শুধু তোমার জীবনই বিড়ম্বনার নয় গো, এমনি ধারা অনেকগুলির জীবন বিড়ম্বনার গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার মত অভাগী আর কে আছে গো যে, তাকেও জীবনে বিড়ম্বনা সইতে হয় গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! জগতে কার কার জীবন বিড়ম্বনার, বলি শোন গো—

গীত।

শোন বাণী, রাধারাণী, কেন মিছে ভাবনার।
কুরূপা হইলে বেশ্যা, তার জীবন বিড়ম্বনার॥
কুলবতী হ'লে অসতী,
সবাই তার করে অখ্যাতি,
তপস্বীর ধনে আসক্তি, ভাগ্যহীনের ভোজন শক্তি—
আর গৃহস্থ নিঃস্ব হ'লে তার জীবন হয় বিড়ম্বনার॥

দাসত্বে যার অতি ভক্তি,
মুক্তিকে যে বলে অযুক্তি,
বিশ্বাস করে না যেন মুক্তার মাতা শুক্তি ;—
দাস গোবিন্দের আনুরক্তি-বিহীন জীবন বিড়ম্বনার ॥

রাধা। ওগো দূতি! আমার মত তা হ'লে আরও অনেকে আছে গো ?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তা আছে বৈ কি গো! যে যেমন, তার দুঃখও তেমন গো! দেখ—কেউ নর্দ্দমার ভাত কুড়িয়ে খায়, তার মনে কোন ঘৃণা নেই—বিকার নেই—বেশ খেয়ে হজম কর্‌ছে ; আবার কেউ সোনার থালে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়ে খেয়েও বদ্ হজ্‌মির চোঁয়া ঢেকুরে অস্থির হ'য়ে পড়্‌ছে! এদের মধ্যে তুমি কাকে দুঃখী বল গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! এদের মধ্যে দু'জনাই দুঃখী গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! এইখানে ভুল বুঝেছ, বাছা! এরা দু'জনেই দুঃখী নয় গো, দুঃখী একজন গো! যার ভাল খেয়েও হজম হয় না, সেই দুঃখী গো! কেন না—তার মনের বিকার যায় নি, সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে, তাই সে দুঃখ পায় গো! আর যে নর্দ্দমা হ'তে পাতের ভাত কুড়িয়ে খাচ্ছে, তার কোন বিচার নেই, কাজেই তার কাছে নর্দ্দমাও পবিত্র, তাই তার মনও পবিত্র—তাই সে নিয়তই সুখী গো! জগতে সুখ আর শান্তি ত সবাই চায় গো, কিন্তু তা পায় কে গো? যে নিজে নিজে সেটা বুঝে নিতে পারে, সেই সুখী, সেই শান্তিতে আছে গো! নৈলে যার দিকে চাইবে, সেই অসুখী— সেই অশান্তির মাঝখানে ডুবে আছে গো!

গীত।

সুখী হ'তে হ'লে, আগে পরকে সুখী কর্‌তে হয়।
পরের ভাল না কর্‌লে কি কারু কভু ভাল হয়॥
মনে যার শান্তি সুখ,
থাকে কি তার অশান্তি, অসুখ,
তার প্রমাণ সনক শুক,
শারী সুখের সুখোদয়॥
রাবণের মন ছিল যেমন,
ফলটিও তার পেলে তেমন,
বিভীষণের বিশুদ্ধ মন
তাই পেলে রামের পদাশ্রয়॥
রাই তোমার যেমন মন,
পাবে তুমি তেমনি ধন,
দাস গোবিন্দের রত্ন-ধন
শ্রীগোবিন্দের পদদ্বয়॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! মনের সুখে কি সবাই সুখী হ'তে পারে গো? আমার মনের সুখ হয় সেই মনমোহন শ্যামচাঁদের দেখা পেলে গো! তার বিরহে আমার অশান্তি গো! বৃন্দে গো! আমার সুখ-শান্তি সবই সেই কালাচাঁদ গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তা হ'লে তুমি নিষ্কাম প্রেমের সাধনা কর গো! আচ্ছা, ঠাকুরাণি! একটা কথা বলি— শুন্‌বে কি গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তোমার কথা শুন্‌তে হবে বৈকি গো! বল গো বৃন্দে! তুমি কি বল্‌তে চাও গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তুমি শ্যামের জন্য ভাবনা কর কি গো?

রাধা। হ্যাঁগো বৃন্দে! আমি দিবারাত্র কেবল তারই ভাবনা করি গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! ভাবনা যে কর গো, তা ভাবের সঙ্গে ভাবনা কর ত গো বাছা?

রাধা। হ্যাঁগো বৃন্দে! আমি ভাবের সহিত তার ভাবনা করি গো।

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! ভাবের সহিত যার ভাবনা কর, সে ত তোমার ভাব্যধন হয় গো?

রাধা। হ্যাঁগো বৃন্দে! শ্যাম-সখাই ত আমার ভাব্যধন গো! শুধু তাই নয় গো, সে আমার ভাব্যধন—ভাবনার ধন—ভজনার ধন—সাধনার ধন—আমার অমূল্য ধন—দুর্ল্লভ ধন গো!

গীত।

আমার সবে-ধন সেই শ্রীমধুসূদন
ধন-ভাণ্ডারের ধন ॥
সাধনার ধন—ভাবনার ধন
সে যে আমার পতিধন ॥
যশোদার জঠরের ধন,
নন্দ-রাজার আনন্দের ধন,
ব্রজবাসীর সাধের ধন
দাস গোবিন্দের আরাধন ॥

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! সে যদি তোমার সাধনার ধন, তবে তোমার মন এত উচাটন কেন গো? মন স্থির হ'লে ত সাধন গো? তা

মন স্থির ক'রে সাধন কর্‌তে হ'লে তাঁর নাম স্মরণ কর্‌তে হবে, তুমি ত তা কর্‌ছ না গো, বাছা!

রাধা। ওগো বৃন্দে! এখন যে তার ভাবনা কর্‌ছি গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! যদি তার ভাবনাই কর্‌ছ গো, তবে ভাব না কেন গো! ভাবনার ভাব না পেলে আস্‌বে কেন গো?

রাধা। ওগো দূতি! তবে এখন আমি কি কর্‌ব গো?

বৃন্দা। ঠাকুরাণী গো! তুমি ঐ বিছানায় শুয়ে মনে মনে তাঁর ভাবনা কর গো, তা হ'লেই তোমার ভাবনার ধন আপনি এসে হাজির হবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! ভাব ভাল—না ভাবনা ভাল—না ভাব্য ভাল গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণী গো, আগে ভাব—মাঝে ভাবনা—শেষে ত ভাব্য গো! তা মূল ধ'রেই টান্ দেওয়া ভাল গো বাছা!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে তুমি আমাকে ভাব শিখাও গো, আমি ভাব নিয়েই ভজ্‌ব গো!

বৃন্দা। ওগো ভাবময়ি! আমি তোমাকে ভাব শিক্ষা দিই, সে প্রভাব আমার অভাব গো, তুমি স্ব-ভাবে আপন স্বভাবে সে ভাব অনুভব কর গো, পরস্ব ভাবে—পর-স্বভাবে সে ভাব বোঝা যায় না গো!

গীত।

ওগো ভাবময়ী রাই,
আমি তোমায় কি শিখাব ভাব।
তোমার ভাবে রমণীর ভাব,
আমাতে সে ভাবের অভাব ॥

তোমার ভাব আদির ভাব,
আমাদের ভাব আদি ভাব,
আদির ভাব অনাদি ভাব
সে ভাব যে গো মধুর ভাব॥
ব্রজলীলায় যত ভাব,
সে ভাবের কাছে কি ভাব,
দাস্যভাব, সখ্যভাব, শান্তভাব, মধুরভাব—
তার সঙ্গে বাৎসল্য ভাব,
এই পাঁচভাবে এ ভাব আবির্ভাব॥
উপাসকের পঞ্চভাব,
সূর্য্য গণেশ বিষ্ণু ভাব,
পঞ্চভাবে প্রপঞ্চ ভাব, পঞ্চ ভূতের সমান ভাব ;—
মানবদেহে ভূতের ভাব,
পঞ্চভাবে পঞ্চত্ব লাভ,
দাস গোবিন্দের মন্দ স্বভাব, ভাবে না ভাবময়ের ভাব॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! যদি আমি তোমার কথামত বিছানায় শুয়ে ভাব নিয়ে তাঁকে ভাবি গো, তা' হ'লে ত ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌ব গো! সে সময় যদি রসময় আসেন, তখন তোমরা আমায় জাগিয়ে দেবে ত গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! সেটা ক্ষেত্র বুঝে কর্ম্ম গো!

রাধা। না গো বৃন্দে! তবে আমি শ্যামছাড়া শয্যায় যাব না গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! শয্যায় না যাও, এইখানে ব'সেই তাঁকে ভাব

না গো, তা হ'লেও ভাবের টানে ভাবের ধন না এসে থাক্‌তে পারবে না গো!

রাধা। ওগো দূতি! আমি তা হ'লে কি করব ব'লে দেও গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! স্থির মতি হ'য়ে এইখানে ব'স গো!

রাধা। আচ্ছা গো বৃন্দে, তাই বস্‌লেম গো!

বৃন্দা। ওগো, এইবার হাত দুটীকে যোড় কর গো!

রাধা। আচ্ছা গো বৃন্দে! আমি যোড় হাতই কর্‌লেম গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! এইবার মনে মনে তোমার শ্যাম-সখার রূপ চিন্তা কর গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! ঐটাই ত পারৃছি নে কেন গো?

বৃন্দা। কেন গো কমলিনি! এটা পারছ না কেন গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তাঁকে আমার ঘটে পটে দেখ্‌তে সাধ হয় না গো, সাক্ষাৎ দেখ্‌তে সাধ হয় গো!

বৃন্দা। বল কি গো ঠাকুরাণি! যে সর্ব্ব ঘটে—সর্ব্ব পটে অকপটে বিরাজ করে, শিব ব্রহ্মা যারে হৃদয়-পটে রেখে ভাবনা করেন, ঘটে পটে যার পূজা হয়, তাকে তুমি ঘটে পটে দেখতে চাও না গো?

রাধা। না গো বৃন্দে! ঘটে পটে তাকে দেখে আমি সুখ পাই নে গো, তাই সাক্ষাৎ দেখ্‌তে সাধ হয় গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! সাক্ষাৎ দেখ্‌তে হ'লেই যে, আগে ঘটে পটে দেখা অভ্যাস্ কর্‌তে হয় গো! যদি ঘটে সে না ঘটে, পটে সে না পটে, তবে তার সাক্ষাৎও দুর্ল্লভ ঘটে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! এ আবার কি হেঁয়ালীর কথা বল্‌ছ গো?

বৃন্দা। ওগো কমলিনি! কি বল্‌ছি, তবে শোন গো!

গীত।

ঘটে সকল ঘটে, সকল ঘটনায় ঘটে
সুঘটে কুঘটে ঘটে।
ছিদ্র ঘটে যেই ঘটে, অছিদ্র ঘটে সেই ত ঘটে,
রয় অঘটে দুর্ঘটে ॥
বিশ্বপটে, দৃশ্যপটে, চিত্তপটে যে ঘট ঘটে,
তার কি দুর্ব্বুদ্ধি ঘটে যে সুবুদ্ধি দেয় ঘটে ঘটে,
যেখানে যখন যত অঘটন ঘটনা ঘটে
সে ঘটনে অঘটনে ঘটে, সম্পদে বিপদে ঘটে ॥
ইচ্ছায় যার সৃষ্টি ঘটে, পলকে যার লয় সংঘটে,
পূজা হয় যার মাটীর ঘটে, সে মূর্ত্তি তোর হৃদয়-ঘটে,
ধর্ম্মে ঘটে, কর্ম্মে ঘটে, না ঘটে ত অধর্ম্ম ঘটে ;
দাস গোবিন্দের দেহ-ঘটে ধর্ম্ম ঘটে কর্ম্ম ঘটে ॥

[নেপথ্যে বংশীধ্বনি হইল]

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! বুঝি তোমার ঘটের ধন ঘাটে এসে হাজির হয়েছেন গো! ঐ শোন গো—বাঁশীতে সাধা বুলি রাধা—রাধা—রাধা!

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। (সুরে) জয় রাধে, রাসেশ্বরী, রসময়ী, হ্লাদিনী, কমলিনী, গরবিণী, ভাবময়ী, প্রেমময়ী, মানময়ী রাধে গো!

রাধা। (সুরে) জয় শ্রীকৃষ্ণ কিশোর, কালাচাঁদ, রাসেশ্বর, রসময় পরম দয়াল, পীতাম্বর, নটবর, নব জলধর, ভাবময় প্রেমময় শ্যাম হে—

কৃষ্ণ। (সুরে) জয় রাধে ব্রজেশ্বরী রাই কিশোরী, বৃন্দাবন-বিহারিণী, বৃষভানুনন্দিনী রাধে গো—

রাধা। (সুরে) জয় গোপাল, গোবিন্দ, কৃপাময়, কালশশী, কেশব, মাধব, যাদব, মম ধব, ধব ধব শ্যাম হে—

কৃষ্ণ। (সুরে) জয় রাধে, আদ্যে, পরমাবিদ্যে, মহাবিদ্যে স্বরূপিণী, রাস-রস উন্মাদিনী, পরমা প্রকৃতি, পরাৎপরে রাধে গো!

রাধা। (সুরে) জয় রাধিকা-রমণ, গোপী-মনমোহন, মুরলীধর মুরহর শ্যাম হে! [যুগল মিলন]

বৃন্দা। যুগলের প্রীতে সকলে একবার হরি হরি বল গো।

ললিতা বিশাখাদি সখী সকলের প্রবেশ।

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরি হরি বোল!

গীত।

পূর্ণ মনস্কাম—

আজি নেহারি যুগলে, কিশোর কিশোরী পূর্ণ মনস্কাম।
চাঁদে চাঁদে কিবা সুধা ঢল ঢল,
চকোর-চকোরী-চিত্ত-আরাম ॥
দেখ গোপিনীগণের কিবা সাধ্য,
সাধিতে পারে এ কেমন অসাধ্য,
জগৎ যাহার বাধ্য, রাই-পাশে সেই বাধ্য
অবাধ্য হইবে বাধ্য কাম হবে নিষ্কাম ॥

বৃন্দা। ওগো ললিতে! বিশাখা! চিত্রা! দেখ্‌তে দেখ্‌তে যুগলে যোগনিদ্রায় ঢ'লে পড়্‌ল যে গো! আয় গো, তবে আমরাও একটু ঘুমাই আয় গো!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! আমরা ঘুমালে যদি কোন বিপদ্ ঘটে গো?

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! শ্যাম সখা বিপদবারী থাক্‌তে, এ কুঞ্জে কোন বিপদ্ আস্‌তে পার্‌বে না গো!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! বিপদ্ না আস্‌তে পারে, কিন্তু যদি সম্পদ্ এসে শেষে বিপদ্ ঘটায়, তা হ'লে কি হবে গো?

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! সম্পদে যদি বিপদ্ ঘটে, সে ত সুখের বিপদ্ গো!

ললিতা। ওগো বৃন্দে! বিপদ্ কি আবার কখন সুখের হয় নাকি গো?

বৃন্দা। কেন গো ললিতে! বিপদ্ কি সুখের হয় না নাকি গো?

ললিতা। আচ্ছা গো বৃন্দে! কোন্ বিপদ্ সুখের হয়, তা বল্‌তে পার গো?

বৃন্দা। ওগো ললিতে! তবে বলি শোন গো! এই যখন রাজা দশরথের ওপর ব্রহ্মশাপ হয়েছিল যে, পুত্রশোকে তোমার মরণ হবে, তখন, রাজার সে বিপদ্ কি সুখের হয় নাই গো?

ললিতা। আচ্ছা গো বৃন্দে! আর কারু বিপদ্ এমন ধারা সুখের হয়েছিল কি গো?

বৃন্দা। ওগো ললিতে! ব্রহ্মা যখন কামান্ধ হ'য়ে নিজের কন্যাকে ধর্‌তে গিয়েছিল, সেই সময় শিব এসে তাঁর মাথাটা কেটে ফেলেছিল গো! বলি, ব্রহ্মার তখনকার সেই মাথাকাটার বিপদ্‌টা কি সুখের হয় নি গো? তাই বল্‌ছি—বিপদ্ সম্পদ্ সব যার পদে সম্ভব, তার জন্য আবার বিপদের ভয় কি গো, নির্ভয়ে সবাই ঘুমাই আয় গো! নয় তোরা ঘুমো, আমি জেগে থাকি গো!

গীত।

বিপদবারীর সহচরী ভয় কি তাদের বিপদে।
বিপদে সম্পদে সাধে, জগৎ এই যুগলের পদে ॥
গগনের চাঁদ যাঁদের পদে,
ডরে কি তারা বিপদে,
সুরধুনী যাঁর শ্রীপদে
সম্পদ্ তাঁর প্রতি পদে ॥
বামন হ'য়ে গিয়ে দ্বিপদে,
বলিরে ছলি ত্রিপদে,
চেপে গয়াসুরে একপদে
দেবে যে রাখে বিপদে—
যে দৈত্য বধে পদে পদে;
তাঁরে কে ফেলে বিপদে,
যে পড়্বে গিয়ে বি-পদে
সে সম্পদে যাবে যম-পদে ;—
গোবিন্দ দাসের বিপদে
পায় যেন গোবিন্দের পদে ॥

কৃষ্ণ। [সহসা জাগিয়া] ওগো বৃন্দে! বৃন্দে গো!

বৃন্দা। কেন গো ঠাকুর! আবার চঞ্চল হ'য়ে উঠ্লে কেন গো?

কৃষ্ণ। [বৃন্দার নিকটে গিয়া] ওগো বৃন্দে! বড় মন্দ স্বপ্ন দেখ্লেম গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! কি মন্দ স্বপ্ন দেখ্লে গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! দেখ্‌লেম একটা খুব বড় অজগর সাপ গো—

বৃন্দা। তার পর, ঠাকুর—তার পর?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! সে যেন আমায় গিলে ফেল্‌লে গো!

বৃন্দা। তা ঠাকুর! ও ত আর আশ্চর্য্য কিছু নয় গো! দৈত্য এসে কত রকম মায়া ধ'রে তোমায় মার্‌তে চায় গো! কেউ বক হ'য়ে তোমায় উড়িয়ে নিয়ে যায়, আবার হয় ত সাপ হ'য়ে কেউ আস্‌বে গো, তাই এমন স্বপ্ন দেখেছ গো! ওতে ভয় কি, তুমি নির্ভাবনায় ঘুমোও গো!

কৃষ্ণ। নাগো বৃন্দে! আর ঘুমাব না গো! একটা কথা মনে পড়েছে গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! রাত-দুপুরে আবার কি কথা মনে পড়্‌ল গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! আমি এক রাজাকে সাপ হ'তে দেখেছি গো, এ সাপটা সেই সাপ গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! সে কোন্ রাজা গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! সেই একদিন গোলোকে নারদ, যে রাজাকে তার রোগেব ওষুধ দিয়েছিল, সেই রাজা গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! গোলোকের কথা এ লোকে কেন, এ যে ভূলোক গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! সে সাপ হ'য়ে যে, এই ভূলোকেই আছে গো!

বৃন্দা। ঠাকুর গো! ভূলোকে কোথা সে সাপ আছে গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! এই বৃন্দাবনেই সেই সাপ আছে গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! ব্যাপারখানা কি খুলে বল না গো শুনি?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! নারদ যে, সেই রাজাকে বলেছিল যে, তুমি অমুক গাছের কাছে গিয়ে ব'স গে, সেখানে কোন মহাপুরুষ আছেন।

আমায় পাদোদক দেও বল্‌লেই গাছের কোটর হ'তে একখানি কুঠে পা বেরিয়ে রাজাকে পাদোদক দিলে, রাজা সেটা ঘৃণায় খেতে না পেরে মাথায় রাখ্‌লে—অমনি অভিশাপ হ'ল—পাদোদকে অশ্রদ্ধা? তোর খল-যোনিতে জন্ম হ'ক্।

বৃন্দা। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ; মনে পড়েছে, ঠাকুর! সেই রাজা তখন কালিয় সর্পরূপ ধারণ করেছিল বটে গো, তা সে ত তোমারই শাপে গো? তুমিই ত সেই গাছের কোটর হ'তে পা বাড়িয়ে দিয়েছিলে গো!

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গো বৃন্দে! তাই বটে গো! তা সেই সাপটা যেন আমাকে গ্রাস কর্‌লে দেখ্‌লেম গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! সে তোমার পাদোদক মাথায় রেখেছিল ব'লে তুমিই ত আবার তার মাথায় পা দিয়ে তাকে খলযোনি হ'তে উদ্ধার কর্‌বে বলেছ গো!

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গো বৃন্দে, তা বলেছিলেম গো! এখন যে তাকে উদ্ধার কর্‌তে হবে গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! কি ক'রে তাকে উদ্ধার কর্‌বে গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! সে কথা এখন বল্‌ব না গো! কাল কি ক'রে কালিয়কে উদ্ধার করি, তা দেখ্‌তে পাবে গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! সে কালিয় কোথায় আছে গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! সে কালিয় ঐ কালিদহে বাস কর্‌ছে গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! বল কি গো? সেই কালিয় ঐ কালিদহে আছে? তা হ'লে ত কালিদহের জল বিষময় হ'য়ে গেছে গো! ও জল খেলে ত কেউ বাঁচ্‌বে না গো! ওগো ঠাকুর! তুমি শীঘ্র কালিয়কে উদ্ধার ক'রে কালিদহের জল ভাল ক'রে দেও গো, বিষজল রেখো না, তা হ'লে ব্রজের কত লোকের সর্ব্বনাশ হবে গো!

গীত।

মিনতি শোন হে কালিয়।
কালিদহে দমন কর কালিয় ॥
কালিদহের জল তরল,
তরল জলে ভরা গরল,
একবার তুমি হ'য়ে সরল
অমৃত কর পানীয়।
যে জলে বিষ রয়,
সে জল খেলে মরণ হয়,
কর হরি বিষের ক্ষয়
আজই কি কালিও ॥

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! রাত্রি শেষ হয়েছে গো, তুমি শ্রীমতীকে জাগিয়ে দেও, আমি বিদায় হ'লেম গো!

বৃন্দা। ঠাকুর গো! প্রণাম হই। [প্রণাম] আমরা কাল কালিয়-দমন দেখ্‌তে যাব গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! যাবে যেয়ো গো, কিন্তু কাউকে যেন গুপ্ত কথা ভেঙে দিয়ো না গো! [প্রস্থান।

বৃন্দা। । ওগো শ্রীমতি! আর রাতি নাই গো; পূর্ব্ব আকাশে প্রভাতী তারা উঠেছে—তোমার প্রাণ-সখাও বিদায় নিয়েছেন গো। এখন তুমিও গৃহমাঝে গমন কর গো!

গীত।

জাগ জাগ রাইধনি, নাহি আর যামিনী।
যামিনী গতে কুঞ্জকাননে কেন গো কামিনী ॥

বহিছে শীতল বায়,
শুক শারী প্রভাতী গায়,
পাখী সব উড়ে যায়, দেখিতে নব উষায় ;
ঘুম কি আর সাজে তোমার ওগো কুলকামিনী ॥
রয়েছে কলঙ্কের ভয়,
তাই মনে হয় ভয়,
যদি লোকে মন্দ কয়, মরমে মরণ হয়,
গোবিন্দের ভবভয় হর' গোবিন্দ-ভামিনী ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার প্রাণেশ্বর কৈ গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! যামিনী নাই দেখে কামিনী-বল্লভ কামিনী ছেড়ে চ'লে গেছেন গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! গেল—গেল তা আমায় একবার ব'লে গেল না গো? আবার যে আজ সারাদিন তার দেখা পাব না গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! এখনই ত তোমাদের বাড়ীর ধার দিয়ে গোষ্ঠে গোচারণে যাবেন গো, তখন একবার দেখে নিও গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে সময়ে যদি গুরুজন কাছে থাকে, চাইব কেমনে গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! না চাইতে পার, মনে মনে তায় ভেবো গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার সব ভাবনাই ত সেই গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তোমার সব ভাবনাই যদি সেই হয় গো, তবে আর তোমার ভাবনাই বা কিসের গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার যে ভাব নাই, সেই ভাবনাই যে বেশি হয় গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! ভাব নাই ত ভাবনাই বা এলো কোত্থেকে গো? আগে ভাব, তার পর ভাবনা। তোমার ভাব আছে বৈ কি গো, তবে তুমি অনুভব কর্‌তে পার না গো! তুমি ভাবের খনি, তোমার মত ভাব এ জগতে আর কারু নেই গো! তুমি যে সকল ভাবের ভাবময়ী গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তুমি কিসে বুঝ্‌লে আমাতে ভাব আছে গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! কিসে তোমার ভাব অনুভব করেছি, শুন্‌বে? তবে বলি, শোন গো!

গীত।

তুমি আপন ভাবে ভাব মিশায়ে হয়েছ ভাবময়ী।
স্বভাবে সুভাবে তুমি আদিভাবে ভাবজয়ী॥
তোমার ভাবে না হ'য়ে ভাবী,
জগজ্জীব সবাই অভাবী,
স্বভাবী না হ'লে ভাবী
ভাবের ভাবী হয় কই॥
জগতের নারীর ভাব,
তোমারি ভাবের ভাব,
শক্তির যার আছে অভাব,
সে কি বোঝে সুভাব-কুভাব;—
অভাবে যার যায় না স্বভাব,
স্ব-ভাব থেকে যায় অ-ভাব,
দাস গোবিন্দের মনের ভাব,
যেন অভাবে স্ব-ভাবে রই॥

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! আর ভাব ভাব ক'রে ভাবের ঘোরে মেতে থাকৃতে হবে না, ভাই! এখন ভাবের কথা কইবার সময়াভাব। যদি সৎ স্বভাবে থাকৃতে হয়, তবে এখনই ভবনের দিকে চল গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! আমরা তোমায় প্রণাম হই গো! [প্রণাম] এখন আমরা সবাই বিদায় হ'লেম, সখি!

রাধা। আজ আমার মন কেন এমন অশান্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে? প্রাণ-কান্তের কোন অমঙ্গল হবে না ত গো? মা কালী! আমার প্রাণবল্লভকে কুশলে রেখো গো!

গীত।

কুশলে রেখো মা কুশলময়ে।
ভাল থাকে যেন কালা সকল সময়ে॥
কেউ আর নাই আমার,
চরণ সার শ্যাম-শ্যামার,
গোবিন্দদাসের আশার
সুসার ক'রে শেষ সময়ে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

গোষ্ঠ-ভূমি।

গীতকণ্ঠে রাখালগণ সহ বলরামের প্রবেশ।

রাখালগণ।—

গীত।

নেচে নেচে যাই তালে তালে গাই
আয় ভাই সবে গোঠে যাই।
পাঁচনী লইয়ে হারে রে বলিয়ে
হাসিয়ে খেলিয়ে ধবলী চরাই ॥
আয় রে ভাই জীবনকানু,
বাজা রে তোর মোহন বেণু,
বেণু শুনে যত ধেনু হবে সবে ধীর তনু,
গগনে উঠেছে ভানু, তবু কেন দেখা নাই ॥
শ্যামলী ধবলী ডাকে,
হাম্বা হাম্বা রবে হাঁকে,
তুই ভাই গেলি কোথাকে, আছিস্ কোন্ ফাঁকে ;—
তোরে নাহি দেখে মাঠে ঊর্দ্ধমুখে রয়েছে গাই ॥

শ্রীদাম। ও ভাই সুবল! কানাইয়ের আজ আস্‌তে এত বিলম্ব হচ্ছে কেন, ভাই?

সুবল। ও ভাই শ্রীদাম! মা যশোদা হয় ত আজ তাকে গোষ্ঠে পাঠাবে না রে!

সুদাম। সে কি রে সুবল! কৃষ্ণকে গোষ্ঠে পাঠাবে না কি রে ভাই? কৃষ্ণ গোষ্ঠে না এলে আমাদের যে কষ্ট হবে রে ভাই!

মধু। ওরে সুদাম! শুধু কি কষ্টই হবে রে? রুষ্ট হ'য়ে কোন দুষ্ট দৈত্য এসে অনিষ্ট কর্‌লে তখন তাকে বিনষ্ট কর্‌বে কে রে ভাই?

দাম। ওগো বলাই দাদা! কানাই এল না কেন, জান কি গো?

বল। ও ভাই দাম রে! কানাই এল ব'লে রে ভাই! একসঙ্গে বাড়ী হ'তে বেরিয়েছি, পথে আস্‌তে দেরী হচ্ছে রে!

শ্রীদাম। ঐ দেখ্, ভাই! ঐ আমাদের প্রাণকানাই এসে দেখা দিয়েছে রে!

সকলে। কৈ রে কৈ?

শ্রীদাম। ঐ যে রে ঐ—

গীত।

ওই যে ওই মেঘের মত
আস্‌ছে ছুটে প্রাণকানাই।
গোষ্ঠে মোদের পাঠিয়ে দিয়ে
তার কি আর জ্ঞান নাই॥
আস্‌বে না ত যাবে কোথা,
এমন মজা পাবে কোথা,
খেলায় কত রঙ্গের কথা
আর ত কোথাও শুনি নাই॥

আজ খেল্‌ব বনে লুকোচুরি,
তাতে আমোদ পাব ভারি,
শ্রীগোবিন্দের লুকোচুরি
দাস গোবিন্দের দেখ্‌তে নাই ॥

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! প্রণাম হই গো! [বলরামকে প্রণাম]

বল। ওরে ভাই কানাই! তুই আমায় প্রণাম কর্‌ছিস্, ভাই? বেশ—বেশ! বেঁচে থাক্ ভাই, সকল গুণের গুণমণি হ'য়ে বেঁচে থাক্!

কৃষ্ণ। দাদা গো! আজ গোষ্ঠে কি খেলা হবে গো, দাদা?

বল। ও ভাই কৃষ্ণ! সকলের যা ইচ্ছা হবে, সেই খেলাই খেল্‌তে হবে রে ভাই!

কৃষ্ণ। ও ভাই শ্রীদাম! কি খেলা খেল্‌তে সাধ হয়, ভাই?

শ্রীদাম। ও ভাই কানাই! আমি ঐ কাঁধে করা খেলাটা বড় ভালবাসি, ভাই! তা'তে হার-জিৎ দু'দিক্ দিয়েই লাভ আছে গো!

কৃষ্ণ। ভাই সুদাম! তুমি কি খেল্‌তে চাও, ভাই?

সুদাম। ভাই কানাই! আমি চোখ-টেপাটিপি খেল্‌তে ভালবাসি, ভাই!

কৃষ্ণ। ওগো সুবল! তুমি কি খেল্‌বে বল গো?

সুবল। ও ভাই কানাই! আমি হাডুডুডু—কপাটী খেল্‌ব, ভাই!

কৃষ্ণ। ভাই মধুমঙ্গল! তুমি কি খেল্‌তে চাও, ভাই?

মধু। ও ভাই কানাই! আমিও কপাটী খেলা খেল্‌তে চাই গো!

সকলে। বেশ—বেশ—সেই ভাল, কপাটী খেলাই ভাল গো!

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! তুমি তবে সব দল ভাগ ক'রে দেও গো! কে কার ভাগে খেল্‌বে, তুমি ব'লে দেও গো! ভাগাভাগির ভার তোমার ওপর দিলেম গো!

গীত।

ওগো দাদা, সমানে সমানে কর ভাগ।
সমান সমান খেলুড়ে দিয়ে কর গো দ্বিভাগ ॥
এমন ভাবে কর্‌বে ভাগ,
হারাতে কেউ পাবে না বাগ,
হেরে গেলেও কর্‌বে না রাগ,
রাখ্‌বে মনে অনুরাগ ॥
তুমি আমি দুই দিকে ভাগ,
তার সঙ্গে আর কর ভাগ,
যে নেবে যেমন ভাগ
তার ভাগ তেমন ভাগ ॥

বল। ও ভাই! তোমরা কে কার ভাগে যাবে বল গো?

সকলে। ওগো, আমরা সব কানাইয়ের ভাগে যাব গো!

বল। বলি, সবাই যদি কানাইয়ের ভাগে যাও, আমি কি তবে কানা নিয়ে খেল্‌ব না কি গো?

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! তুমি ঠিক মত সব ভাগ ক'রে নেও গো?

বল। তবে শ্রীদাম সুদাম দাম! তোমরা আমার ভাগে এস গো! আর সুবল মধুমঙ্গল বসুদাম! তোমরা কানাইয়ের ভাগে থাক গো!

সকলে। বেশ ভাগ—বলাই দাদা বেশ ভাগ করেছে গো!

মধু। বলাই দাদার গুণও যেমন, ভাগও তেমনি গো!

বল। কেন, ভাই মধুমঙ্গল! আমার ভাগ করার কি কোন দোষ হ'ল না কি গো?

মধু। না গো দাদা, তা বলি নাই। বল্‌ছি—তুমি গুণ কর্‌তেও যেমন, ভাগ কর্‌তেও তেমন, বেশ ভাগাভাগি ক'রে দিয়েছ গো!

বল। ও ভাই মধুমঙ্গল! শুধু গুণ ভাগ কেন গো? যোগ বিয়োগ, গুণ ভাগ সবই কর্‌তে পারি গো!

মধু। ওগো দাদা! তবে এখন যোগে যোগে দুই ভাগে দাঁড়িয়ে কপাটী খেলা সুরু করি এস গো!

সুবল। ও ভাই! কপাটী খেলা ত হবে, ক'পাটী কপাটী খেল্‌বে গো?

কৃষ্ণ। কপাটী ক' পাটী কি গো, যার য' পাটী খুসী, সে ত' পাটী।

সুবল। আমি পাঁচ পাটী খেল্‌ব গো!

সুদাম। আমি আটপাটী খেল্‌ব গো!

বসু। আমার দশপাটী খেল্‌তে পেলেই হবে গো!

দাম। আমি বিশপাটী খেল্‌ব, ভাই!

মধু। রামকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা হ'লে য' পাটী পার্‌ব, ত' পাটী খেল্‌ব।

শ্রীদাম। আমি সারাদিন খেল্‌ব, তাতে য' পাটী হয় হবে গো!

বল। তা হবে না, ভাই! শেষ পর্য্যন্ত সবাইকে খেল্‌তে হবে গো!

মধু। একটা কিছু বাজী রেখে খেল্‌লে হয় না গো?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ ভাই মধু! বাজী রাখ্‌তে হবে বৈ কি গো, নৈলে খেলায় মজা হবে কেন গো?

বল। আচ্ছা ভাই, তবে কি বাজী থাক্‌বে বল গো?

শ্রীদাম। যে হার্‌বে, সে জিত্‌বে যে, তাকে কাঁধে কর্‌বে গো!

কৃষ্ণ। এই কথা? তা হ'লে ত তোমরা আমাদের দুই ভাইকেই কাঁধে কর্‌তে কর্‌তে কেঁদে ফেল্‌বে গো!

শ্রীদাম। আচ্ছা গো, দেখা যাবে কে কাকে কাঁদায় গো!

গীত।

কপাটী—কপাটী—কপাটী।
ই টি টি নিকুটি—চু কাটী চু কাটী॥
হাডু ডু ডু ডু ডু ডু,—
সুবল মেরেছিস্ ঢু,
চু কিটী কিটী, মার চটপটি
ঝাপ্টী মেরে ঘাপ্টী গেড়ে,
ক'রে দে উলটি—পালটি॥

কৃষ্ণ। ও ভাই সুবল!

সুবল। কেন ভাই, কানাই?

কৃষ্ণ। ভাই! আমার আর খেল্‌তে মন নেই, ভাই!

সুবল। কেন ভাই কানাই! খেল্‌তে মন নেই কেন গো?

কৃষ্ণ। আজ ভাই আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে রে!

সুবল। কেন ভাই! মা যশোদার কাছে আজ কি ননী মাখম কিছু খাও নাই, ভাই?

কৃষ্ণ। ও ভাই সুবল! সে ননী মাখম খেয়ে আমার পেট ভরে নি গো!

শ্রীদাম। ভাই কানাই! এখন এখানে তবে কি খাবে, ভাই?

কৃষ্ণ। ও ভাই! তোমাদের কারু কাছে কি কিছু নাই গো? তোমরা কি আজ আমার জন্য কেউ কিছু আন নাই গো?

সুদাম। ও ভাই! আমি তোর জন্য পাঁচটা পিয়ারা এনেছি, ভাই!

কৃষ্ণ। ভাই সুদাম! পিয়ারা আমার বড় পিয়ারা, আমায় দেও, ভাই! ওগো! আর তোমরা কে কি এনেছ গো?

বসু। আমি তোমার জন্য তিন রকমের মেওয়া ফল এনেছি, ভাই!

শ্রীদাম। আমি তোমাদের খাওয়াব ব'লে দু'টী কামরাঙ্গা এনেছি গো!

মধু। আমি নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে একটা পাকা আম পেয়েছিলেম, এক কামড় খেয়ে দেখি—সেটা ভারি মিষ্টি; অমনি কোঁচড়ে ভ'রে এনেছিলেম; আমি তোমাকে খাওয়াব ব'লে সেই ফলটা নিয়ে এসেছি, ভাই!

কৃষ্ণ। ও ভাই মধুমঙ্গল! তোমার ঐ এঁটো ফলটী আমায় আগে দেও গো, আমি সেইটী আগে খাই গো!

সুদাম। ও ভাই কানাই! আমাদের কাছে সব এমন গাছ-পাকা টাট্‌কা ফল থাকতে, তুই ঐ মধুমঙ্গলের এঁটো ফলটা আগে খাবি কেন, ভাই?

কৃষ্ণ। ভাই রে! মধুমঙ্গল যে মধু ফল এনেছে, সে ফল যে সকল ফলের শ্রেষ্ঠ ফল, তাতে আবার সে ফল ব্রাহ্মণের প্রসাদী ফল, তাই সেই প্রসাদী ফল আগে নিব, ভাই!

শ্রীদাম। ও ভাই কানাই! আগে যার ফল নিতে হয়, তাকে ত আবার শেষে ফল দিতে হয় গো? তা ভাই কানাই! এ মধু ফল নিয়ে তুমি মধুমঙ্গলকে কি ফল দিবে, ভাই?

কৃষ্ণ। ভাই শ্রীদাম! মধুমঙ্গলকে যেদিন ফল দিব গো, সেদিন বুঝ্‌তে পার্‌বে, এখন তা বল্‌ব কেন, ভাই? সান্দীপনি মুনির ছেলে মধুমঙ্গল আমার মঙ্গলের জন্য আজ প্রসাদী ফল এনে দিয়েছে গো, ব্রাহ্মণের প্রসাদ আমি বড় ভালবাসি তাই মধুমঙ্গলের এঁটো করা মধু ফল আগে খেতে চাইছি গো!

গীত।

এ ফল নয় সামান্য ফল।
এ যে মধুমঙ্গলের মঙ্গল ফল,

ফলের শ্রেষ্ঠ এই মধুফল,
এ ফল দিলে ফলে ফল ॥
পেলে দ্বিজের প্রসাদী ফল,
কাটে কৃষ্ণের সকল কুফল,
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদী ফল,
পেলে ফলে গো মোক্ষফল ॥

সুদাম। আচ্ছা ভাই, আমি যে পাঁচটা গাছ-পাকা পেয়ারা এনেছি, তা আমাকে কি দিবি, ভাই ?

কৃষ্ণ।— [গীতাংশ]

যে দিবে আমায় পাঁচ পিয়ারা,
আমি এ ভবে তার প্রাণ-পিয়ারা,
পাঁচটী দিলে হবে প্যাঁচটি ছাড়া
ফল্‌বে তাতে শুভফল ;—
যদি গ্রহফলে কুফল ফলে,
সে ফল কর্‌বে কুফল বিফল ॥

বসু। আমি যে, তোমার জন্য তিন রকমের তিনটি মেওয়া এনেছি, আমায় তা হ'লে শেষে কি ফল দিবে গো ?

[গীতাংশ]

দিলে আমায় তিন মেওয়া ফল,
তিন গুণে দিই তিন মেওয়া ফল,

সত্ত্ব রজ তমঃ গুণের ফল
সাধন ফল ত্রিবর্গ ফল ;—
এ সকল ফল না হয় নিষ্ফল,
ফলে যার যেমন রয় কর্ম্মফল ॥

শ্রীদাম। আমি যে, তোমার জন্য দু'টী পাকা কামরাঙা এনেছি, ভাই আমাকে শেষ ফল কি দিবে, ভাই ?

কৃষ্ণ।— [গীতাংশ]

আমায় দিবে দু'টী কাম রাঙা,
পাবে সকাম নিষ্কাম দু'টী কাম রাঙা,
পাকা কামে হবে রাঙা,
পাবে আমার রংয়ে রংফল ;—
পরিণামে পাবে সুফল,
ফল্‌বে ভাগ্যে যেমন ফলাফল ॥

সুবল। আর আমি যে, দশ গণ্ডা পানিফল এনেছি, আমার ভাগ্যে কি ফল ফল্‌বে গো ?

কৃষ্ণ।— [গীতাবশেষ]

দিলে দশগণ্ডা পানিফল,
আমি নিজ পাণিতে দানি ফল,
রাধাতত্ত্বের রসাল ফল
দিয়েছি ত মহাফল ;—
দাস গোবিন্দের নাই কর্ম্মফল
দিতে গোবিন্দের পদে ফল ॥

শ্রীদাম। আচ্ছা ভাই, আগে তুমি মধুমঙ্গলের এঁটো ফলটাই খেয়ে নেও গো, কি জানি—যদি দৈত্য-দানব এসে উৎপাত করে, আর বামুনের প্রসাদী ফল খেলে যদি কুফল কেটে সুফল ঘটে গো, তবে ঐ ফলটাই আগে খাও গো!

কৃষ্ণ। ও ভাই মধুমঙ্গল! আমায় ফল খাইয়ে দেও, ভাই!

মধু। আয় ভাই, আমি মনের আহ্লাদে ফল খাওয়াই গো!

গীত।

এই পাকা ফল খাও রে কানু,
এ ফল মিষ্টি যেন চিনি।
বুনো নয় জাত গাছের আম,
এরে ফজ্‌লী ব'লেই চিনি॥
এ ফলের নাই তুলনা,
এমন ফল প্রায় মেলে না,
খাও পাকা ফল কালোসোনা,
দাস গোবিন্দের ভণি॥

বল। ও ভাই মধুমঙ্গল! কৃষ্ণকে আর খেতে দিস্ নে, ভাই! এইবার আমাকেও একটু খেতে দে, ভাই! [মধুমঙ্গলের হাত হইতে ফল কাড়িয়া লইয়া খাইতে উদ্যত]

কৃষ্ণ। [বাধা দিয়া] দাদা! কর কি গো? আমার এঁটো ফল তুমি খেলে যে, আমার কুফল ফল্‌বে গো!

বল। না রে কৃষ্ণ! তা ফল্‌বে না। ব্রাহ্মণের প্রসাদ ছিল, এখন পরম ব্রহ্মের প্রসাদ হ'ল, এই প্রসাদ এখন বলরামের পাওয়া উচিত। [ভক্ষণ]

কৃষ্ণ। দাদা! কর্‌লে কি গো! আমার এঁটো ফল কেন খেলে গো? নিশ্চয় আজ আমার কোন অমঙ্গল হবে গো, দাদা!

বল। মধুমঙ্গলের দেওয়া ফলে যদি অমঙ্গল ফলে, তবে মঙ্গল ফলে আবার কোন্ ফলে গো?

গীত।

এ যে মধুমঙ্গলের মঙ্গল ফল।
এ ফলে ফলে না কোন অমঙ্গল ফল॥
এ ফল আগেতে ছিল প্রসাদ,
তার পর হ'ল মহাপ্রসাদ,
সেই মহাপ্রসাদের প্রসাদ
পেয়েছি, কি করেছি কুফল॥

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! এইবার সকলে একসঙ্গে ব'সে ফল খাই এস গো!

বল। বেশ গো, আমিও ত তাই চাই গো!

সুবল। তোমরা দু'ভাই কিন্তু নিজের হাতে কেউ খেতে পাবে না গো!

শ্রীদাম। আমরা আজ নিজের হাতে তোমাদিগে ফল খাইয়ে দিব গো!

বল। তা'তে বেশী কম হ'লে ভাল হবে না ভাই, তা বল্‌ছি।

সুদাম। না গো বলাই দাদা! আমরা তোমাদের দু'ভাইকে সমান ভাবে খাইয়ে দিব গো!

সুবল। ওরে সুদাম! কি ক'রে তা খাওয়াবি রে? তোর যে পাঁচটা ফল, সমান সমান ভাগ কর্‌বি কি ক'রে রে?

সুদাম। তাই ত বটে—তাই ত বটে!

বল। ওর আর তাই ত বটে কি? দুটো দুটো খাইয়ে দিয়ে,

একটার আধখানা কৃষ্ণের মুখে ধর্‌বি, ও দাঁতে ক'রে কেটে নেবে, তার পর আমায় আধখানা খাইয়ে দিবি ?

কৃষ্ণ। ওগো দাদা ! তার চেয়ে যেটা ভাগে মিল্‌বে না গো, সেটা আমাকেই খেতে দেও না গো ! আমি ত তোমার ছোট ভাই গো, না হয় একটা ফল বেশীই খেলেম গো !

বল। বুঝেছি, আমায় এঁটো দিতে কিন্তু হচ্ছে ? আচ্ছা, তা তাই-ই হবে, বেশীটা তুই-ই খাবি !

সুবল। একসঙ্গে সবাই খাব, বনের মাঝে আজ বন-ভোজন হবে গো !

গীত।

ভাই রে, আজ আমাদের বন-ভোজন।
এক পাতে প্রেমে মেতে কর্‌ব সবে ফল ভোজন ॥
খাওয়াব নিজে খাব,
সে খাওয়ায় কি মজা পাব,
একলা খেতে কেনে যাব, থাক্‌তে এমন বন্ধুজন ॥
ওরে কানাই, ওরে বলাই,
ফল খেয়ে পেট ভর্‌ল কি ভাই,
না হয় বল আরও আনাই
যত ফলের প্রয়োজন ;—
ফল খেয়ে সুখে রাম গোবিন্দ,
গোষ্ঠ খেলায় কর আনন্দ,
দাস গোবিন্দের নয়ন অন্ধ,
নয় মনের সন্ধ বিসর্জ্জন ॥

কৃষ্ণ। ভাই সব! মনের সাধে ফল খাওয়া হ'ল, এখন জল না খেলে ত প্রাণ বাঁচে না, ভাই!

বল। তাই ত, ভাই কানাই! এখানে ত জল নাই, ভাই!

সুবল। ওগো বলাই দাদা! এখানে জল না থাকলেও কাছে ত জলাশয় আছে গো, আমরা সেই জলাশয় হ'তে জল এনে কানাইকে খেতে দিব গো!

শ্রীদাম। ও ভাই সুবল! সেই বোলই ভাল বোল গো—সেখানে গিয়ে আমরাও জল খাব, আর কানাইয়ের জন্যে পাতার ঠোঙায় ক'রে জল নিয়ে আস্‌ব।

সুদাম। ও ভাই শ্রীদাম! সেই সঙ্গে সঙ্গে গরু বাছুরগুলোকেও জল খাইয়ে আনা হবে গো! জলের ভাবনা কি গো! বলি ব্রজে কি জলের অভাব আছে নাকি গো? যাব আর জল নিয়ে ফিরে আস্‌ব গো!

বল। সেই ভাল কথা গো! ভাই কানাই! আমিও যাই—ধেনু বৎসগুলোকে জল খাইয়ে আনি গে, তাদেরও তৃষ্ণা পেয়েছে।

কৃষ্ণ। ওগো দাদা, তাই শীঘ্র যাও গো! তোমরাও জল খেয়ে এস—গরুগুলোকেও জল খাইয়ে আন—আর আমার জন্য খানিকটা খাবার জল নিয়ে এস গো! আমি ততক্ষণ এইখানে ব'সে থাকি গো!

সুবল। ও ভাই কানাই! তাই তুমি একটু সবুর কর, ভাই! আমরা তোমায় জল এনে খাওয়াচ্ছি গো!

দাম। এখানে কোন্ জলাশয় কাছে হবে, ভাই সুবল?

সুবল। ওগো দাম! যে জলাশয় সাম্‌নে পাব, সেইখানেই জল খাব আর কানাইয়ের জন্য জল আন্‌ব গো! ব্রজে জলের ভাবনা কি গো? ব্রজভূমিতে কত জল? যমুনার জল—কূয়ার জল—পুকুরের জল—দহের জল—কুণ্ডের জল, এখানে জলে জলে সব জলময় গো!

গীত।

এ ব্রজে যত জল, কোথা আছে তত জল।
যমুনার জল, কুণ্ডের জল, অতি সুশীতল কূপের জল ॥
ঝরণা হ'তে ঝরে যে জল,
সে জল মন্দাকিনীর জল,
দহের জল অমৃত জল
সকল জলের সেরা জল ॥
জলে গিয়ে খাব জল,
গাভীকে খাওয়াব জল,
শ্রীগোবিন্দের খাবার জল
যত্নে আন্‌ব ফটিক জল ॥

[কৃষ্ণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। আজ আমার ভক্ত কালিয় ভুজঙ্গের উদ্ধারের দিন, তাই এ বনে এসে আমার জল পিপাসা পেয়েছে! সকলে জল অন্বেষণে গিয়েছে, নিকটে ত অন্য কোন জলাশয় নাই—সম্মুখেই কালিদহ রয়েছে। এরা সকলেই সেই কালিদহে জলপান কর্‌তে যাবে। সে জল কালিয় নাগের বিষে বিষময় হ'য়ে আছে, যেমন সে জল খাবে, অমনি সকলে অচেতন হ'য়ে পড়্‌বে। আমিও সেই সময় কালিয়কে দোষী ক'রে তাকে দমন কর্‌ব গো! আমার শাপেই সে কালিয়-মূর্ত্তি ধারণ করেছে, তাকে উদ্ধার করা আমারই উচিত গো! একটু আগিয়ে গিয়ে দেখি এরা সব কতদূরে গেল গো!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

কালিদহ।

রাখালগণ সহ গাভীগণের প্রবেশ।

শ্রীদাম। ও ভাই সুবল! ঐ দেখ ভাই, কালিদহে কেমন কাল জল গো!

দাম। ও ভাই শ্রীদাম! আমরা ঐ কালিদহে গিয়েই জল খাই গে চল গো!

বসু। হ্যাঁ ভাই, সাম্‌নে জল থাক্‌তে আর এদিক্ ওদিক্ কর্‌তে হবে না গো! তেষ্টা পেয়েছে—জলও পেয়েছি, এখন খেতে পেলেই বাঁচি গো!

সুবল। বলাই দাদা পেছিয়ে পড়েছে, ততক্ষণ আমরা জল খাই গে এস গো! [সকলের গমন ও জলপান] উঃ হুঃ হুঃ—এ কি জল! গা কেমন কেমন কর্‌ছে গো!

সুদাম। ও ভাই! আমারও দেহটা যেন কেমন ঝিমিয়ে আস্‌ছে গো!

বসু। ও ভাই! আমার চোখে যেন ঢুল্ আস্‌ছে গো!

শ্রীদাম। ও ভাই! এ কি জল খেলেম? এ জল না হলাহল গো?

গীত।

ওরে সুবল, বল্ রে বল্, একি হ'ল বল্।
এ জল নয় ভাই, কাল-হলাহল,
বিষের জ্বালা হয় প্রবল॥

পিপাসায় প্রাণ জ্বলে,
সে জ্বালা যায় খেলে জলে,
এ জলে যে জীবন জ্বলে
যাচ্ছি ভুলে বুদ্ধিবল ॥
জল খেলে হয় হীনবল,
তা ত আজ এই দেখি কেবল,
দাস গোবিন্দের সকল বল
শ্রীগোবিন্দের কৃপাবল ॥

[সকলে অচেতন]

বলরামের প্রবেশ।

বল। একি হ'ল! রাখালেরা সব এমনধারা চেতন হারা হ'য়ে ধূলার উপর প'ড়ে কেন? গাভীগণও ত সব মড়ার মত শুয়ে পড়েছে। তবে কি এখানে এসে কোন বিপদ্ হয়েছে নাকি? ডেকে দেখি—ও রে ও শ্রীদাম! সুদাম! দাম! মধুমঙ্গল! সুবল! না—কারু যে সাড়া নাই—সবাই যে জ্ঞানহারা হ'য়ে প'ড়ে আছে। তবে কি এরা রোদে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হ'য়ে এসেই জল খেয়েছে ব'লে এমনধারা চেতনহারা হয়েছে? না এই জলে কোন হিংসুক জলজন্তু ছিল, সেই এদের দংশন করেছে? না কি, এই কালিদহের জল, জল নয় হলাহল? তাই ত, কিছুই ত বোঝা যায় না! এ সময় কৃষ্ণও ত এখানে নাই! আমিই বা এ অবস্থায় এদের ফেলে রেখে কি ক'রে যাই গো? সেখানে কৃষ্ণও যে পিপাসায় কাতর হ'য়ে একা আছে গো! তার আবার কোন বিপদ্ ঘটবে না ত? তাই ত, আমি যে এখন উভয়-সঙ্কট বিপদে পড়্‌লেম গো! কি করি—কি উপায়ে কৃষ্ণের কাছে এ সংবাদ জানাই গো!

গীত।

হায় হায় হায় কি করি উপায়।
কি হ'তে কি হ'ল সবার, বুঝে ওঠা দায় ॥
কালিদহে বিষ ছিল,
সেই বিষ কি খেয়েছিল,
তাই এরা চেতন হারা'ল, অকালে সবায় ॥
কালিদহের কালো জল,
জল নয় সে কাল গরল,
গরল খেয়ে রাখাল সকল চেতনা হারায়—
ধেনুগণের নাইক রব,
অচেতনে তারাও নীরব,
গোবিন্দদাসের রব
কাট্‌বে বিপদ্ গোবিন্দ-কৃপায় ॥

বল। [উচ্চৈঃস্বরে] কানাই! কানাই! শীঘ্র আয়, ভাই! ওরে, দেখে যা—আজ আমাদের কি সর্ব্বনাশ ঘটেছে রে!

শশব্যস্তে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। কেন গো দাদা! কি বিপদ্ ঘট্‌ল গো?

বল। ও ভাই কানাই! এই দেখ্ ভাই, রাখালেরা সব চেতনহীন—গাভী-বৎস সব মড়ার মত প'ড়ে আছে! হঠাৎ এ কি বিপদ্ হ'ল, ভাই?

কৃষ্ণ। দাদা গো! এদের এমন দশা কে কর্‌লে গো?

বল। ভাই কৃষ্ণ রে! কে আর কর্‌বে ভাই, ওদের বুদ্ধিদোষে এই বিপদ্ ঘটেছে গো!

কৃষ্ণ। কেন গো দাদা! ওরা সব কি দোষ করেছে গো?

বল। ভাই কানাই! ওরা কোন দোষ করে নাই, ওদের ভাগ্য-দোষেই আজ এই বিপদ্ ঘটেছে গো!

কৃষ্ণ। কেন গো দাদা! ওদের এমন কি ভাগ্যদোষ ছিল গো?

বল। কি ভাগ্যদোষে এ দশা ঘটেছে, তবে বলি শোন গো—

গীত।

ভাই রে, পিপাসায় জল খেতে এসে এই কালিদহে।
জল খেয়ে সব গায়ের জ্বালায়, দহের তীরে প্রাণ দহে॥
প্রাণ আছে সকল দেহে,
চেতনা নাই কোন দেহে,
জল ব'লে নিঃসন্দেহে
বিষ খেয়ে অসুস্থ দেহে॥
এসেছিল সুস্থ দেহে,
এখন লুপ্ত জ্ঞান সবার দেহে,
সহে না সহে না দেহে,
দশা দেখে জীবন দহে॥

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! এ কালিদহের জল যে, বিষে বিষে নীল হয়েছে গো! ওরা যদি এ জল খেয়ে থাকে, তা' হ'লে ত বাঁচ্‌বে না গো!

বল। কেন ভাই কৃষ্ণ! বিষ জল খেলে কি প্রাণে বাঁচে না, ভাই?

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! এ ত বিষ জল নয় গো, এ যে আশীবিষ—কালকূট বিষ গো!

বল। ও ভাই কৃষ্ণ! এমন ফটিক জলে বিষ কে ঢাল্‌লে, ভাই?

কৃষ্ণ। দাদা গো! এই কালিদহের জলে কোন বিষধর ভুজঙ্গ আছে গো! সেই বিষ ঢেলে এর জলকে বিষিয়ে রেখেছে গো!

বল। ভাই কৃষ্ণ রে! ব্রজের জীবন গাভী-বৎস আর রাখালগণ যদি জীবনে না বাঁচে, তবে আমার এ জীবনে কাজ কি, ভাই? আমিও ঐ কালিদহের জীবনে জীবন ত্যাগ কর্‌ব গো!

কৃষ্ণ। দাদা! ক্ষান্ত হও, আমায় একটা উপায় ভাব্‌তে দেও গো!

বল। কি উপায় ভাব্‌বে ভাই, আর এখন কি উপায় আছে গো?

কৃষ্ণ। দাদা গো! যদি বাঁচাবার অপর কোন উপায় না থাকে, তবে আমি জল হ'তে সেই বিষধরকে তুলে এনে এদের দেহ হ'তে বিষ তুলিয়ে নেওয়াব। দেখি সে কত বড় ভুজঙ্গ!

গীত।

অতি ক্রোধে কাঁপে আমার অঙ্গ।
ভুজঙ্গে হ'ল মম বৈরঙ্গ—
রাখালগণের সুস্থ অঙ্গ, বিষ ঢেলে করেছে ভঙ্গ,
দেখিব কেমন সেই কালিয় ভুজঙ্গ॥
বুঝিবে আমার কাছে করে কত রঙ্গ,
অহঙ্কার ঘুচাইব করি তার বিষদাঁত ভঙ্গ,
সকলের অঙ্গবিষ পাবে ভুজঙ্গ সঙ্গ॥
পতঙ্গ মাতঙ্গ সবে করে আতঙ্গ,
সামান্য ভুজঙ্গ নাহি ডরে ত্রিভঙ্গ,
আমার অন্তরঙ্গ, রাখালেরা ছত্রভঙ্গ,
ভুজঙ্গ না শাসিলে হবে শান্তিভঙ্গ॥

বল। ও ভাই কানাই! কালিয় ভুজঙ্গকে কি ক'রে শাসন করবি, ভাই?

কৃষ্ণ। দাদা গো! পতঙ্গ মাতঙ্গ ভুজঙ্গ বিহঙ্গ অন্তরঙ্গ বৈরঙ্গ যাকে যেমন ক'রে শাসন করতে হয়, তা আমি জানি। আমি ভুজঙ্গ দমনের কি কৌশল করি দেখ গো!

বল। কি কৌশল করবি, ভাই কৃষ্ণ? সে জলের ভিতরে আছে, তুই তাকে কেমনে দমন করবি, ভাই?

কৃষ্ণ। দাদা গো! সে জলের ভিতর থাকলেও আমার কৌশলে এখনই আপনি উঠে এসে ফণা তুলে দাঁড়াবে গো!

বল। ও ভাই কৃষ্ণ! তাকে কেমন ক'রে ড্যাঙায় তুলে আনবি, ভাই?

কৃষ্ণ। দাদা গো! সাপে যদি কারু ছায়া দেখতে পায়, তা হ'লে সে সেই ছায়া লক্ষ্য ক'রে ছোবল্ মারে গো!

বল। সে জলের ভেতর থেকে ছায়া দেখবে কেমনে, ভাই?

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! যাতে সে ছায়া দেখতে পায়, আমি তার ব্যবস্থা করছি গো!

বল। ভাই কৃষ্ণ! কি সে ব্যবস্থা করবি, ভাই?

কৃষ্ণ। দাদা গো! ঐ যে দহের উপর কদম গাছ রয়েছে, আমি ঐ গাছের উপর উঠে নাচব আর বাঁশী বাজাব গো! তা' হ'লেই সে ভুজঙ্গ ফণা তুলে জলের উপর ভেসে উঠবে, আর সেই সময়ে আমি গাছ হ'তে লাফ দিয়ে তার মাথায় উঠে দাঁড়াব গো!

বল। না ভাই কৃষ্ণ! সেই ভুজঙ্গ যদি তোকে মাথায় পেয়ে ঐ বিষ-জলে ডুব দেয়, তা' হ'লে তোকেও হারিয়ে বসব। তাই বলি ভাই, তায় আর কাজ নাই গো!

গীত।

ওরে ভাই কানাই এমন কাজে কাজ নাই।
তুই যদি ডুবিবি জলে আমি কেমনে রহিব ভাই ॥
জলে আছে বিষধর,
বিষে ভরা তার অধর,
ও ভাই বংশীধর—
তোরে যদি করে দংশন,
তখনি হারাবি জীবন,
ওরে জীবনের জীবন—
তাই করি বারণ, কালোবরণ, চল ঘরে ফিরে যাই ॥

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! তুমি বল কি গো? আমার অন্তরঙ্গ রাখালেরা সব গাভী-বৎস নিয়ে এইখানে এমনি ভাবে প্রাণ হারাবে, আর আমি ঘরে ফিরে যাব গো? না গো দাদা, তা পার্‌ব না গো! হয় এদের সকলকে বাচিয়ে দিব, নয় ত আমিও ওদের সঙ্গের সঙ্গী হব গো! তুমি এখানে থেকে মজা দেখ গো। আর আমি কি ক'রে সেই ভুজঙ্গ দমন করি, তাও দেখ গো!

বল। ভাই কৃষ্ণ রে! আমার বড় ভয় হচ্ছে, ভাই!

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! সামান্ত ভুজঙ্গকে ভয় কি গো? কত বড় বড় দৈত্য শেষ ক'রে দিলেম, তাতে ভয় হ'ল না, আর একটা সাপকে দেখে ভয় কর্‌ব গো? না গো দাদা, আমি নির্ভয় হ'য়ে কালিদহের সর্পভয় নিবারণ ক'রে যাব গো! এই আমি কদম গাছের ডালে উঠে বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে নাচি গে, তাহ'লেই সে সর্পও নেচে নেচে জলের উপর ভেসে উঠ্‌বে গো! [বৃক্ষে আরোহণ ও নৃত্য]

বল। কানাই! কানাই! ও ভাই! করিস্ কি ভাই? গাছ হ'তে নেমে আয়, ভাই! কালিদহের জলে নেমেই কাজ নেই গো!

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! আমি আজ কালিদহের জলকে নির্ব্বিষ ক'রে তবে যাব গো!

বল। ভাই রে! এমন কথা কেমনে বলিস্ রে? এ কথা যখন পিতা নন্দ কি মা যশোদা শুন্বেন, তখন কি তাঁরা আর স্থির থাকৃতে পার্‌বেন? ব্রজবাসী গোপ গোপীগণ সকলেই যে তোর অদর্শনে কাতর হ'য়ে পড়্বে, ভাই! তাই বলি, ভাই কানাই! আর এমন কাজ ক'রো না, ভাই!

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! ঐ কালিদহের জল তোল্‌পাড় হ'চ্ছে দেখ গো! ঐ দেখ ভুজঙ্গ আমার বাঁশী শুন্‌তে পেয়ে মুখ তুল্‌ছে গো! বোধ হয়, জলের উপর আমার ছায়া দেখে দংশন কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে, তাই জল এমন তোল্‌পাড়্ হ'চ্ছে গো!

বল। ও ভাই কানাই! দেখ্ দেখ্, ভাই! একটা প্রকাণ্ড অজগর জলের ওপর ভেসে উঠে, তোর ছায়াতে ছোবল মার্‌ছে গো!

কৃষ্ণ। দাদা গো! এই আমিও ওর মাথার ওপর লাফিয়ে পড়ি গো!

বল। না রে কানাই! খল সর্পের মাথায় পা দিস্ নে, রে ভাই! ওর দেহ বিষে ভরা, তুই ছুঁস্ নে, ভাই! তা হ'লে তুই বিষে জেরে যাবি রে!

কৃষ্ণ। না গো দাদা, সাপের পরশ শীতল পরশ, সে পরশ আমি বড় ভালবাসি গো! সাপের বিছানা নৈলে আমার ঘুম হয় না, সাপে আমার কোন অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না গো!

গীত।

সাপের পরশে আমার হবে না অনিষ্ট।
সাপের শয্যায় শুয়ে আমার মন বড় হয় হৃষ্ট ॥

সাপ যদি হ'য়ে রুষ্ট,
করে আমার কোন অনিষ্ট,
থাক্‌বে যত তার ঘনিষ্ট
সবংশে সব কর্‌ব পিষ্ট ॥
খল জাতি যেমন দুষ্ট,
তেমনি তারে কর্‌ব শিষ্ট,
কৃষ্ণ হ'তে সর্প ধৃষ্ট,
থাক্‌বে না আর অশিষ্ট ;—
পাপিষ্ঠ হয়েছে দৃষ্ট
কর্‌ব ওর জীবন বিনষ্ট ॥

বল। না, ভাই কৃষ্ণ! খলের সঙ্গে খলতা ক'রে কাজ নেই, ভাই! সামান্য সর্পের প্রতি এতখানি রুষ্ট হওয়ায় কৃষ্ণের কি ইষ্ট হবে, ভাই ?

কৃষ্ণ। দাদা গো! আমার খেলার সাথী রাখাল ও গাভী বৎসগণ ঐ দুষ্টের বিষে বিনষ্ট হয়েছে, আমি তার ওপর রুষ্ট হব না কি গো! তার দুষ্টপণা বিনষ্ট ক'রে তবে কৃষ্ণ ক্ষান্ত হবে গো!

বল। হায় হায়, আজ কি অমঙ্গলের দিন গো! রাখালেরা গেল—গাভী বৎস গেল—আবার কৃষ্ণকেও হারাতে বসেছি গো! ওরে কৃষ্ণ রে! তোর মনে কি এই ছিল, ভাই ?

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! দেখ গো দেখ—পাপিষ্ঠ সাপ কেমন অহঙ্কারে ফুলে উঠে আমার দিকে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে দেখ গো!

বল। ও ভাই কৃষ্ণ রে! তুই নেমে আয় রে, নৈলে এখনই তোকে ধ'রে ফেল্‌বে, রে ভাই!

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! বিষধরে আমায় ধরে, এত সাধ্য সে কি ধরে? তত তেজ নাই তার ধড়ে!

গীত।

ওগো দাদা, এত শক্তি নাহি ধরে ওই বিষধরে।
ছল ক'রে জল থেকে এসে,
সাধ্য কি ওর আমায় ধরে ॥
আমার হস্ত বংশী ধরে,
আমি শয়ন করি বিষধরে,
আমায় বিষধরে ধরে
সে শক্তি নাই বিষধরের ধড়ে ॥
আমি বেড়াই ধরাধরে,
উদরে রাখি ভূধরে,
শিশুকালে স্তন ধ'রে
পুতনারে বধি অধরে ;—
বায়ুরূপ অসুরে ধরে,
রাখ্‌তে নারে আমায় ধ'রে,
মারে দৈত্য-বংশধরে
নন্দের এই বংশধরে ॥

বল। ও ভাই কৃষ্ণ রে! আমার ইচ্ছা হচ্ছে না যে, তোকে ঐ বিষধরের কাছে যেতে দিই রে!

কৃষ্ণ। দাদা গো! তুমি না যেতে দিলেও আমাকে যে যেতে হবে গো!

বল। কেন ভাই কানাই! তুমি ওর কাছে নাই বা গেলে, ভাই!

কৃষ্ণ। দাদা গো! আমি যদি না যাই, তা' হ'লে যে রাখাল আর ধেনু বৎস সব হারা হ'য়ে যাই গো!

বল। কালিয় দমন কর্‌লে কি তারা প্রাণ পাবে রে কানাই?

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! ওদের প্রাণ ফিরিয়ে পাবার জন্যই ত আমি কালিয় দমন করতে স্থির করেছি গো!

বল। কৃষ্ণ রে! কি ক'রে তুই ওরে দমন কর্‌বি, ভাই?

কৃষ্ণ। দাদা গো! মায়াবী অসুরগুলোকে যেমন ছলে কৌশলে দমন করি, আজ কালিয়কেও এ কালয়ি তেমনি ধারা দমন ক'রে, এই কালি-দহের কালকূট ভরা জল সুধা ক'রে রেখে যাব গো! তা না হ'লে এই জলে আর কত লোকের জীবন নষ্ট হবে গো!

গীত।

হবে গো হবে গো দাদা, জলের বিষ নাশিতে।
আশীবিষে জর জর, রাখালেরা মর মর,
সে বিষ তুলিতে, হবে বিষধরে আসিতে॥
যে বিষে গিয়েছে দেহের জীবন, সেই বিষ ওই দহের জীবন,
জীবন পানে গেল জীবন, হলাহল রাশিতে॥
কালিয়ের যত বিষ, সব কালো মিশ্‌ মিশ্‌,
বিষে গা ইস্‌পিস্‌ হবে বিষ শোষিতে;——
যার বিষ নিবে সেই, বলিবে আর বিষ নেই,
সবাই জীবন পাবে যেই, যাব হাসিতে হাসিতে॥
সাপের এই অহঙ্কার, কর্‌তে হবে চূরমার,
নৈলে বেঁচে র'বে না আর কেউ ব্রজবাসীতে;—

ব্রজের মঙ্গল তরে, গোবিন্দ কালিয় মারে,
দেখে সবাই শিহরে কালিয় নাগে শাসিতে॥

বল। ভাই কানাই রে! এত ক'রে বল্লেম, তবু শুন্লি না, ভাই?

কৃষ্ণ। না গো, দাদা! আর শোন্বার সময় নেই গো!

বল। ঐ দেখ্ ভাই কানাই! সাপটা লম্বা গলায় ফণা তুলে তোকে দংশন কর্তে যাচ্ছে রে!

কৃষ্ণ। না গো দাদা, ও দংশন কর্তে আস্ছে না, গ্রাস কর্তে আস্ছে গো!

বল। ও ভাই কানাই! আমার বড় ভয় হচ্ছে, ভাই!

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! কোন ভয় নেই গো! বকাসুর একদিন আমায় গ্রাস করেছিল নয়? সেদিনও তুমি এমনি ভয় পেয়েছিলে গো! আজও তেমনি ঘটনা ঘটেছে গো! এতে ভয় কি গো দাদা? এমন ঘটনা ত রোজ রোজ মাঠে এসে কত ঘটে গো, তাতে কি হয়েছে, দাদা?

বল। ভাই রে! এখানে আর যে কেউ নাই রে! যদি কোন বিপদ্ ঘটে, তখন আমি একা কি কর্ব, ভাই?

কৃষ্ণ। দাদা গো! তুমি ব্রজের সকলের কাছে সংবাদ দেও গে গো যে, কৃষ্ণ কালিদহের জলে ঝাঁপ্ দিয়ে ডুবে তলিয়ে গেছে। তা' হ'লে সবাই এইখানে আস্বে গো! তখন যা কর্তে হয় সকলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে করবে গো! এখন তার জন্য ভাবনা কিসের, দাদা?

গীত।

ওগো দাদা, ত্যজ এই অলীক ভাবনা।
আমার ভাবনায় তোমার কেন এই ভাবনা॥

কার ভাবনা কেবা ভাবে,
যা হবার তাই ত হবে,
ভবের ভাবনা যে জন ভাবে,
সেই ভাবে সব ভাবনা॥
এই ভাব আমার ভাব'না,
এ ভাবনা ব্রজের ভাব না,
কত জনার কত ভাবনা
শ্রীগোবিন্দের নাই ভাবনা॥

বল। ভাই কৃষ্ণ রে! তোর কোন ভাবনা না থাকলেও আমরা ভাবনা ছাড়ি কেমনে, ভাই? তোকে সাপের মুখে পাঠিয়ে দিয়ে কি আমি নির্ভাবনায় থাকৃতে পারি, ভাই? কৃষ্ণ রে! তোর অভাব হ'লে যে আমার কত ভাবনা হয়, তা আর কি বল্‌ব? আমার ভাবনায় যদিও তোর কোন উপকার হবে না, তবুও ত না ভেঁবে থাকৃতে পারি না, ভাই! তুই ত জলে নেমে সাপ শাসনের ভাবনা ভাব্‌ছিস্,কিন্তু আমি কি ভাব্‌ছি শুন্‌বি?

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! তুমি কি ভাব্‌ছ গো?

বল। ভাই কৃষ্ণ রে! আমি ভাব্‌ছি—যদি তুই জলে ডুবে গিয়ে আর না উঠিস্, তখন আমাদের দশা কি হবে, ভাই? মাতা যশোমতী—পিতা নন্দের দশাই বা কি হবে গো? কৃষ্ণগতপ্রাণ ব্রজবাসীদের অবস্থাই বা কি হবে গো? তারা সকলে মিলে যখন তোর জন্যে কাঁদ্‌বে, তখন আমি তাদের কি ব'লে বোঝাব, ভাই? কৃষ্ণ রে! তাই বার বার বল্‌ছি—আমার কথা শোন্, ভাই! কালিয় শাসনে কাজ নাই, গাছ হ'তে নেমে আয়, ভাই! অন্য উপায়ে এদের বাঁচাবার ব্যবস্থা করি আয়। ঝাড় ফুঁক্ দেবার জন্য রোজা ডেকে আনি, তুই নেমে আয়, ভাই!

গীত।

ও ভাই কালীয় শোন্ আমার কথা শোন্।
ত্যাগ কর্ এই বাসন, কি হবে কালিয় করি শাসন ॥
তুই ব্রজের জীবন-তোষণ,
তুই সকলের প্রাণ-পোষণ,
করিতে কালিয় শাসন, করিবি কালকূট শোষণ,
কেমনে এমন হবে, ওরে নন্দের হৃদয়-ভূষণ ॥
যারা করে তোর উপাসন,
হয় যদি তোর অদর্শন,
ধরিবে ব্রত অনশন,
করিবে প্রায়োপবেশন,
শোন্ শোন্ রে পীতবসন, নীলবসনের কথা শোন্ ॥

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! আর তোমার কথা শোন্‌বার সময় নাই গো। আর দেরি কর্‌লে সর্প আমায় গ্রাস কর্‌বে গো! এইবার আমায় লাফ দিয়ে ওর মাথায় প'ড়ে দাঁড়াতে হবে গো! [তথাকরণ]

বল। হায় হায়, একি হ'ল গো! কৃষ্ণ যে, কালিয় সাপের মাথায় উঠে বাঁশী বাজিয়ে নাচ্‌ছে গো! ঐ যে পীতবসনকে নিয়ে ভুজঙ্গ কালিদহের জলে ডুবে গেল গো! হায় হায়, আর ত কিছুই দেখা যায় না গো! উঃ! তবে বুঝি কৃষ্ণধনেও হারা হ'লেম! কৃষ্ণ আজ আমাদের ফাঁকি দিয়ে কালিদহের জলে ঝাঁপিয়ে অতলতলে ডুবে গেছে। ওগো ব্রজবাসি! তোমরা কে কোথায় আছ গো, একবার এসে দেখে যাও গো, আমরা কৃষ্ণহারা হ'লেম! হায় হায়, কালিয় নাগের কালকূটে আর সে উঠে আস্‌তে পার্‌বে না গো!

গীত।

হায় হায় একি হ'ল কাঁপিতেছে অঙ্গ।
কেন ব্রজের খেলা সাঙ্গ ক'রে গেলি রে ত্রিভঙ্গ ॥
জানি না তোর এ কি রঙ্গ,
শাসিতে গেলি ভুজঙ্গ,
দংশনে জারিবে অঙ্গ,
প্রাণে সদা সেই আতঙ্গ,
সাপের বিষে সময় দোষে পাছে জীবন হয় সাঙ্গ ॥

উপানন্দের প্রবেশ।

উপা। ওরে কানাই বলাই! তোরা সব গরু বাছুর নিয়ে কোথায় গেলি রে? আমি যে, বনে বনে তোদের কত খুঁজ্‌ছি রে! কোথাও ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না রে! এখানে হায় হায় ক'রে কাঁদ্‌ছে কে রে? এ কি? বলাই নয়? বলাই! বলাই! কাঁদ্‌ছিস্ কেন রে বাপ্? কি হয়েছে রে, কি হয়েছে?

গীত।

বল্ বল্ ওরে বলাই সত্বরে।
কেন চোখে জল ঝরে, কান্না কেন কাতরে ॥
কোথা গেল শ্রীদাম সুদাম,
কোথায় রে দাম বসুদাম,
ব্রজের শোভা কোথায় শ্যাম
কোথায় গোধন বিহরে ॥

বল। ওগো উপানন্দ কাকা! আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে গো!

উপা। সে কি রে, বলাই! সর্ব্বনাশ কি রে? কানাই কোথা গেল রে?

বল। ওগো কাকা, কানাই আমাদের নাই গো!

উপা। ওরে বলাই! কানাই নাই কি রে? তার কি হয়েছে রে?

বল। ওগো কাকা গো! কানাই আমাদের জন্মের মত ফাঁকি দিয়েছে গো!

উপা। বলাই রে! তোর কথা যে, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না রে?

বল। ওগো কাকা! তবে সব খুলে বলি শোন গো!

উপা। বল্ বাবা বলাই! কি হয়েছে বল্ শুনি!

বল। কাকা গো! আমরা গোচারণে এসে খেলা কর্‌তে কর্‌তে এইদিকে এসেছি গো! সকলের পিপাসা হয়েছিল ব'লে তারা এই কালি-দহের জল খেয়ে ঐ দেখ চেতনহারা হ'য়ে প'ড়ে আছে গো! গাভী বৎসগণও ঐ জল খেয়ে অজ্ঞান হয়েছে গো! আমাদের প্রাণ কানাই তাই দেখে রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ঐ কালিদহের জলে ঝাঁপ্ দিয়েছে গো!

উপা। কেন কেন, রে বলাই! গোপাল জলে ঝাঁপ্ দিলে কেন রে, বাপ্?

বল। ওগো কাকা! এই জলে কালিয় নামে একটা ভয়ানক সাপ আছে গো। সেই সাপের বিষে কালিদহের জল্ বিষময় হয়েছিল গো! সেই জল খেয়ে সকলের এই দশা হয়েছে দেখে কানাই সেই কালিয় সাপটাকে দমন কর্‌তে জলে ডুবেছে গো!

উপা। ওরে বলাই! এখানে যে সাপ আছে, তা দেখ্‌লি কেমনে রে?

বল। ওগো কাকা! কানাই সেই সাপটাকে শাসন কর্‌বে ব'লে ঐ কদমগাছের ডালে উঠে বাঁশী বাজাতে বাজাতে নাচ্‌তে লাগ্‌ল গো! সাপটা জলের ওপর কানাইয়ের ছায়া দেখ্‌তে পেয়ে রাগে ফোঁস্ ফোঁস্

কর্‌তে কর্‌তে জলের ওপর ফণা তুলে দাঁড়াল, কানাই অমনি গাছের ডাল থেকে ঝপ্‌ ক'রে লাফ দিয়ে প'ড়ে তার মাথায় চ'ড়ে দাঁড়াল গো! সাপটাও দেখ্‌তে দেখ্‌তে জলের তলে ডুবে গেল—অনেকক্ষণ হ'ল আর উঠ্‌ল না গো! কাকা গো! বোধ হয়, সেই সাপটা আমাদের কানাইকে খেয়ে ফেলেছে গো! তাই বল্‌ছি, কাকা গো! কানাই বুঝি আমাদের এতক্ষণ আর বেঁচে নাই গো! সে বেঁচে থাক্‌লে নিশ্চয় এতক্ষণ জল থেকে উঠে আস্‌ত। এখনও যখন সে উঠ্‌ল না গো, তখন বোঝা যাচ্ছে, কানাই আমাদের প্রাণে বেঁচে নাই গো!

গীত।

আর বুঝি বেঁচে নাই প্রাণ কানাই।
সে সাপের বিষে প্রাণ ছেড়েছে, তোমারে জানাই॥
কালিদহের অতল জলে,
ডুব দিয়ে লুকাল জলে,
কালিয় নাগ ছিল জলে,
গ্রাস করেছে তাই॥
বিষের জ্বালায় নীলমণি,
হারায়েছে জীবন-মণি,
গেল ব্রজের নয়নমণি
এখন সার কেবল কান্নাই॥

উপা। ওরে বাপ্‌ বলাই রে! একি কথা শুনালি, রে বাপ্‌? আমার কানাই নাই কি রে?

বল। হ্যাঁ গো কাকা! সত্যিই কানাই নাই গো!

উপা। ওরে বাপ্‌ বলাই! কানাই যদি নাই রে, তবে আমরা

এখনও রয়েছি কেন রে বাপ্? ব্রজভূমি এখনও কেন রয়েছে রে? নন্দ যশোদা এখনও মরে নাই কেন রে? ব্রজের রাখালেরা নাই—নবলক্ষ গোপাল নাই—আমাদের বংশ-দুলাল গোপাল নাই, আর আমরা আছি রে? না না আমরাও থাক্‌ব না রে—আমরাও যাব। যে পথে আমার গোপাল গেছে, আমরাও সেই পথে যাব রে! ওরে বাপ্ বলাই রে! তুই একটু দাঁড়া, আমি ব্রজে গিয়ে সকলকে ব'লে আসি, প্রাণ কানাই নাই, তার পর সকলে মিলে এসে এই কালিদহের জলে ডুবে মর্‌ব গো!

গীত।

ও বাপ্ বলাই রে, কি কাজ আর এই ছার জীবনে।
কানাই ডুবিল জীবনে, কেমনে রব ভবনে
ধরি এ জীবনে॥

কালিদহে কালা গেছে,
আমরাও যাব পাছে,
থাক্‌ব গিয়ে কালার কাছে
কালিদহের জীবনে॥
কোথা' নন্দ-যশোমতী,
কোথা' রাধিকা-শ্রীমতী,
তোমাদের কণ্ঠমতি,
বেঁচে নাই জীবনে;—
সে জীবন দিলে জীবনে,
এ জীবন দিব জীবনে,
না হেরে জীবের জীবনে,
দাস গোবিন্দ মরে জীবনে॥

বল। ওগো উপানন্দ কাকা গো! তুমি এই সর্ব্বনাশের সংবাদ ব্রজপুরে জানাওগে যাও গো! যদি ব্রজবাসিগণ এসে গোবিন্দের জীবন রক্ষার কোন উপায় কর্‌তে পারে, তবেই ত মঙ্গল গো! নৈলে ব্রজের আলো এইবার নিবে যাবে গো!

উপ। ওরে বলাই! আমি সকলকে বলিগে যাই, তুই এইখানে থাক্‌। কানাই যদি উঠে আসে, তাকে ধ'রে জল হ'তে তুলে নিবি, আর আমাদের কাছে নিয়ে যাবি রে বাপ্‌! আর যদি সে সেই সাপটাকে মেরে আসে রে, তবে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাচাবি। আর যদি তাকে না পাওয়া যায় রে, তবে তখন সবাই এক সঙ্গে ঐ কালিদহে ঝাঁপ্‌ দিয়ে ডুবে মর্‌ব। কানাই যদি যায়, তবে আর কি সুখে ব্রজে বসবাস কর্‌ব রে, বাপ্‌ বলাই!

গীত।

আর কি আশায় কর্‌ব ব্রজে বাস।
যদি জীবনে জীবন ত্যজে পীতবাস—
উঠ্‌বে মোদের ব্রজের বাস—ভাঙ্গব সব আবাস॥
ক'রে কত সাধ্য সাধন,
পেয়েছি রে গোবিন্দ ধন,
হ'লে সে ধনের নিধন সাধন,
ছাড়িবে প্রাণ দেহবাস॥
কোলে পেয়ে শ্রীগোবিন্দ,
আনন্দ পায় যশোদা-নন্দ,
উপানন্দ নিরানন্দ
বিনে গোবিন্দ শ্রীনিবাস॥

[প্রস্থান।

বল। উপানন্দ কাকা পাগলের মত ছুটে গেল। সেখানে গিয়ে কোন অঘটন না ঘটালে বাঁচি। ব্রজের সকলের যে কৃষ্ণগত প্রাণ, সেই কৃষ্ণ যদি গতপ্রাণ হয়, তা হ'লে কি কেউ প্রাণে বাঁচ্‌বে গো? কৃষ্ণশোকে নন্দ মর্‌বে—উপানন্দ মর্‌বে—যশোদা মর্‌বে—গোপগোপী পশু পক্ষী সবাই মর্‌বে। এক কৃষ্ণ যে, এই বিশ্বজীবের জীবন, তার জীবন জীবনে নষ্ট হ'লে কি সুখে সব জীবন ধ'রে ভবন মাঝে বাস কর্‌বে? গোবিন্দ বিনে কেউ বাঁচ্‌বে না।

গীত।

আর ব্রজের কেউ বাঁচিবে না জীবনে।
প্রাণকৃষ্ণের অদর্শনে কেমনে রহিব ভবনে
যোগী সেজে গৃহ ত্যজে যাইব রে বনে॥
মরিবে নন্দ, গোপাল বিনে মরিবে যশোমতী,
মরিবে যত গোপ গোপী মরিবে শ্রীমতী,
(ব্রজ আঁধার হবে এক কৃষ্ণধনের অদর্শনে)
(এমন আলোক-পুরী ব্রজ-পুরী আজ আঁধার হ'ল)
আর উঠ্‌বে না গোকুল-চাঁদ গোকুলের ভাগ্য-গগনে॥
দৈত্য দানব আসিয়া, ব্রজমাঝে প্রবেশিয়া,
করিত কত অত্যাচার যাইত কৃষ্ণ শাসিয়া;
কংসচরে বিনাশিয়া বাঁচায় গোকুলবাসিগণে॥
(তাদের আর জীবনের আশা নাই রে)
(এইবার দৈত্য এলেই মরিবে প্রাণে, আশা নাই রে)

তারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে, কাঁদিবে ব্যাকুলে
জীবন ত্যজিবে সবে কালিদহের জলে,
হায় কৃষ্ণ রে এই কি ছিল তোর মনে ॥

[সবিষাদে উপবেশন]

উন্মাদিনীর মত যশোদাকে ধরিয়া রোহিণীর প্রবেশ।

যশোদা। ওগো রোহিণি! আমায় ছেড়ে দেও, ভগিনি! আমি আর এ পাপ-জীবন রাখ্‌ব না গো!

রোহিণী। ওগো দিদি! এমন অধীর হ'চ্ছ কেন গো? গোপাল তোমার জলে ডুবেছে, আবার এখনই উঠে আস্‌বে গো! সে ছেলেকে কেউ মার্‌তে পার্‌বে না, গো দিদি! যে ছেলেবেলায় পুতনা বধ করেছে, অঘাসুর, বকাসুর, তৃণাবর্ত্ত দৈত্যকে বধ কর্‌লে, সে কৃষ্ণ কি কখন সামান্য কালিয়-বিষে জীবন হারায় গো? ওগো দিদি! গোপালের জন্য এত চিন্তা কর্‌বার কারণ কিছুই নাই গো!

যশোদা। ওগো রোহিণী দিদি! তোমার এ প্রবোধ কথায় মায়ের মন যে বোঝে না গো! মনে হচ্ছে, জলে ডুবে আমার নীলমণিকে খুঁজে তুলে নিয়ে আসি গো! আর যদি বাছার কোন অমঙ্গল ঘটে, তবে আমারও যেন সেই দশা ঘটে গো!

রোহিণী। ওগো দিদি! মায়ের প্রাণে সব সয় গো! পুত্র দিয়ে কেড়ে নিয়ে ভগবান্ যদি সুখী হন্, তাতে তোমার আমার কি হাত আছে গো? দিদি গো! যাঁর কৃপায় গোপালকে কোলে পেয়েছ, তাঁর পায় গোপালের সব বিপদ্ চাপিয়ে দেও গো, তোমার গোপাল কালিয় দমন ক'রে মা মা ব'লে তোমার কোলে উঠে আস্‌বে গো! গোপালের জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই গো!

গীত।

যশোমতি, চিন্তা কেন তোর গোপালের জন্য।
গোপাল ত নয় সামান্য, অসামান্য মান্য গণ্য ॥
গোপাল হ'তে দানব-দলন,
গোপাল হ'তে গোধন-পালন,
করিবে গোপাল কালিয় দমন,
হবে না এ কথা অন্য ॥
কতবার দেখেছ তুমি,
বাঁচায় গোপাল ব্রজভূমি,
তুমি চেন না, চিনি আমি
সে যে গুণে অগ্রগণ্য ॥
যে জন জানে গোবিন্দের গুণ,
নিবে যায় তার মনের আগুন,
গোবিন্দ দাস গোবিন্দে বিগুণ
তাই নির্গুণের মতিচ্ছন্ন ॥

নন্দের প্রবেশ।

নন্দ। কৈ রে গোপাল! কোথা বাপ্ বংশ-দুলাল! নন্দলাল, কোথা' তুই জলে ডুবেছিস্, বাপ্?

যশোদা। ওগো ভগিনী রোহিণি! তুমি আমায় ছেড়ে দেও গো! আমি তোমার কথার ভাবে বুঝেছি, গোপাল সামান্য নয় গো! আমি একদিন তার মুখের ভেতর ব্রহ্মাণ্ড দেখেছিলেম গো! আমি প্রবোধ মান্‌ছি, কিন্তু মহারাজ যে, পাগলের মত হয়েছেন গো! ওঁকে ধরি গো! [তথাকরণ]

নন্দ। আমায় ধর্‌লে কে গো? কেন আমায় ধর্‌লে গো? আমার বংশ-দুলাল গোপাল কৈ গো, তাকে কি আর দেখ্‌তে পাব না গো?

যশোদা। ওগো গোপরাজ! আমরা কেউ গোপালকে দেখি নাই গো! ঐ যে বলাই ব'সে রয়েছে গো! গোপরাজ গো! তুমি বলাইকে জিজ্ঞাসা কর—কানাই আমার কোথায় গেল গো?

নন্দ। ও বাবা বলাই রে! আমার কানাইকে কোথায় রেখে এলি রে বাপ? আহা, এই যে রাখালেরা সব মড়ার মত ধূলোয় প'ড়ে রয়েছে গো! ঐ যে আমার নবলক্ষ গো-পাল, গোপালের সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হ'য়ে গিয়েছে গো! হা গোপাল! তোর মনে কি এই ছিল, রে বাবা! বিধি রে! কি পাপ করেছিলেম যে, দিয়ে নিধি কেড়ে নিলে গো! [রোদন ও সবিষাদে উপবেশন]

বল। গোপরাজ গো! উপানন্দ কাকার মুখে সবই ত শুনেছ গো, তবে আর কেন শুধাচ্ছ গো?

যশোদা। না রে বাপ্ বলাইচাঁদ! তুই একবার বল্—গোপালের জলে ডোব্‌বার কারণ কি রে? কি দুঃখে সে জলে ডুবেছে রে?

বল। মা যশোমতী গো! গোপাল কোন দুঃখে জলে ডোবে নাই গো! এই কালিদহে কালিয় ভুজঙ্গ আছে, তাই এই দহের জল খেয়ে রাখালেরা অচেতন, ধেনু-বৎসগণ মৃতপ্রায় হ'য়ে প'ড়ে আছে, তাই গোপাল কালিয় দমন কর্‌তে জলে ডুবেছে গো! কিন্তু মাগো! সেই কালিয় যে রকম ভয়ানক গো, তাতে গোপালের আর বাঁচ্‌বার আশা নাই গো!

নন্দ। কি বল্‌লি, বাপ্ বলাই! গোপালের বাঁচ্‌বার আশা নাই? তবে আমিই বা আর বাঁচ্‌বার আশা করি কেন? যশোদে—যশোদে! আমায় একটা মুগুর এনে দেও গো, আমি মুগুর মাথায় মেরে গোপাল-হারা প্রাণ ত্যাগ করি গো!

যশোদা। ওগো গোপরাজ! গোপাল যদি আমার ফিরে এসে মা ব'লে না ডাকে, তবে মুগুর মেরে কেন মর্‌ব গো, বরং যে জলে আমার গোপাল ডুবেছে, আমরাও সেই বিষজলে ডুবে মর্‌ব গো!

নন্দ। ওগো যশোদে! মর্‌ব কেন গো, মরি গে এস গো!

রোহিণী। ওগো গোপরাজ! বিষজলে মর্‌লেই ত হ'ল গো, সে ত আর বেশি কষ্টের কথা নয় গো? এখন যে জন্য মর্‌তে চাও, তার কি হয় দেখে যাও গো! বিপদ্‌কালে অত অধীর হ'লে কি চলে গো, বিপদে যে ধৈর্য্য ধর্‌তে হয় গো!

গীত।

ওহে গোপরাজ, কি কহিব আজ,
বলিতে পাই লাজ, আমি যে নারী।
হ'লে বিপদ্-কাল ঘটে বিষম নাকাল,
এ প্রবাদ চিরকাল জানে নর-নারী॥
কোন কাজের শেষ না করিয়া লক্ষ্য,
দুঃখ করে যেবা সেই মহামূর্খ,
দেখে স্থূল চক্ষে, নাহি দৃষ্টি সূক্ষ্ম,
বিপদে বিষাদ বাধায় আপনারি॥
সুখে অধীর না হও, দুঃখে না হও কাতর'
পরিণাম ভেবে তবে কার্য্য কর'
চঞ্চল হইলে বিফল সব তোমার'
নারী হ'য়ে আমি বোঝাতে নারি॥

নন্দ। ওগো রোহিণি! তোমার কথাটা মন্দ নয় গো গোবিন্দ

আমাদের কত বিপদে উদ্ধার হ'য়ে আমাদের আনন্দ দিয়েছে গো! এ বিপদে সে আবার আসে কি না, তা না দেখে আমরা আর চঞ্চল হব না গো! ভগবানের মনে যা আছে তাই হ'ক্, আমরা কেবল ভাগ্যের দিকে চেয়ে ব'সে থাকি গো!

রোহিণী। হ্যাঁ গো গোপরাজ! এই কথাই ঠিক গো! কথায় বলে না—রাখে ভগবান্ মারে কে, আর মারে ভগবান্ রাখে কে? যাতে মানুষের কিছু কর্‌বার উপায় নেই, তাতে ধড়্ফড়্ কর্‌তে গিয়ে হিতে বিপরীত ঘ'টে যায় গো, শেষে আবার আপন দোষে আপনাকে পস্তাতে হয় গো!

গীত।

পরিণাম ভেবে কাজ যে করে, সেই ত বুদ্ধিমান্।
হঠাৎ শুনে জ্ঞান হারায় যে, তার নাইক কাণ্ডজ্ঞান॥
দেখ্‌তে হবে কিবা ঘটে,
কি বা ঘটে ভাগ্য-ঘটে,
চিত্রপটে চিত্তপটে, ঘটে শুধু অনুমান॥
অনুমানের সব নয় ত ঠিক,
হয় ত ঠিক, নয় ত বেঠিক,
কর্‌বে যা, তা' বুঝ্‌বে সঠিক,
দাস গোবিন্দের এই প্রমাণ॥

অদূরে বৃন্দার প্রবেশ।

বৃন্দা। বাহবা কি বাহবা! এই যে, এখানে লোকে লোকে হাট ব'সে গেছে গো! কালাচাঁদ তা' হ'লে আজ ফাঁদ পেতেছেন! আমাদের

রাজনন্দিনী শুনে ত গলায় দড়ি দিতে যায়—যমুনায় ডুবে মর্‌তে যায়। জটিলে কুটিলে ত কালাচাঁদকে নিদ্দম মেরে ফেলে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে মেতে বেড়াচ্ছে! শ্রীমতীকে ত কোন রকমে বুঝিয়ে, একবার দেখ্‌তে এলেম—রঙ্গময় আজ কালিদহে কি রঙ্গ করেছেন। ওহে ত্রিভঙ্গ! তোমার লীলারঙ্গ বুঝ্‌তে আমার সাধ্য নাই গো, তবে নিজগুণে পায়ে রাখ—সব জানাও, তাই জানি গো! নৈলে তোমায় জান্‌তেও পার্‌লেম না আর চিন্‌তেও পার্‌লেম না!

গীত।

হরি, কে তোমারে পারে চিনিতে,
তুমি চেনাও যারে সেই পারে চিনিতে।
নৈলে বলদের আস্বাদ বোঝা,
পিঠের বোঝা চিনিতে॥
তুমি যারে জানাও সব,
সে সব জান্‌তে পারে কেশব,
তোমার দয়া পায় না যে সব,
সে সব জেনেও জীয়ন্তে শব,
দাস গোবিন্দ চায় না এ সব,
চায় গোবিন্দ চিনিতে॥

যশোদা। এই যে বৃন্দে আস্‌ছে। ওগো বৃন্দে, এস গো বাছা! এস! আমার ত আজ বড় বিপদ্ গো মা! গোপাল ত আজ আবার সাপের মাথায় উঠে জলে ডুবেছে গো!

বৃন্দা। ওগো মা নন্দরাণি। তাতে তোমার ভয় কি গো? তোমার

গোপালের জলে ডোবা—জলে ভাসাও অভ্যাস আছে, আবার সাপের ওপর চড়াও অভ্যাস আছে। এই সব কাজ ত তোমার গোপালেই সাজে গো মা! গোপাল যেমন অসাধ্য সাধন কর্‌তে পারে, তেমনি আবার অবধ্য কি অবাধ্যকে শাসনও কর্‌তে পারে গো!

যশোদা। ওগো বৃন্দে! ও আবার তুমি কি বল্‌ছ গো? গোপাল আবার আমার কখন্ জলে ডোবে—জলে ভাসে গো? আর সাপে চ'ড়েই বা বেড়ায় কখন্ গো?

বৃন্দা। ওমা নন্দরাণি! তবে বলি, শোন—

(সুরে)

প্রলয় পয়োধি জলে ডুবে থাকে ধরা।
জলে জলে ভাসে গোপাল বটপত্র ধরা॥
কভু ডোবে কভু ভাসে মীনরূপ ধরা।
বেদ উদ্ধারিতে সে যে অতলে অ-ধরা॥
অনন্ত শয়নে যবে থাকে নিদ্রাঘেরা।
সাপের শীতল অঙ্গে রহে সেঁজ বেড়া॥

গীত।

ওমা নন্দরাণি, গোপাল যা করে তাই ত করে।
নূতন ক'রে না কিছু করে, যা করেছে তাই করে॥
যত কর্ম্ম তার করে, তত কর্ম্ম কার করে;—
কটাক্ষে সৃষ্টি করে, পলকে দেয় লয় ক'রে॥
সে যা করে তাই করে, সবার কর্ম্ম একা করে,
কভু সাপে চড়ে, কভু ঝড়ে ওড়ে, কভু দৈত্য মারে—
কভু জলে প'ড়ে যত সব অসম্ভব সম্ভব করে॥

জীবন-মরণ তার করে, জীবে তারই কর্ম্ম করে,
কর্ম্মশেষে যে বিনয় ক'রে ফল দেয় সে করে করে ॥
শুভকর্ম্ম যে জন করে, শুভফল সে পায় করে,
মন্দ কর্ম্মে যেবা ফেরে, তার করে বাঁধে যম-কিঙ্করে ॥

যশোদা। ওগো বৃন্দে ! এ সব আমি চোখে দেখি নি গো, যা চোখে দেখি নি, তা বিশ্বাস হয় না যে গো !

বৃন্দা। ওমা নন্দরাণি ! কি দেখ নাই গো ?

যশোদা। ওগো বৃন্দে ! গোপাল কি করে-না-করে, তা ত আমি কখন দেখি নাই গো !

বৃন্দা। সে কি গো মা নন্দরাণি ! তোমার নীলমণির মুখে তুমি একদিন ব্রহ্মাণ্ড দেখেছিলে নয় গো ?

যশোদা। হাঁ গো বৃন্দে ! তা দেখেছিলেম গো !

বৃন্দা। ওগো মা নন্দরাণি ! তাতে কি এ সব দেখ নি গো ?

যশোদা। না গো বৃন্দে ! সে কত কি দেখে আমি তখন কেমন হ'য়ে গিয়েছিলেম গো ! ঠিক বুঝ্‌তে পারি নি, বাছা !

বৃন্দা। আচ্ছা মা গো ! যে দিন পুত্‌না স্তনে বিষ মাখিয়ে তোমার গোপালের মুখে ধরেছিল গো, সেদিনকার ঘটনা সব দেখেছ ত গো বাছা ?

যশোদা। হাঁ গো বৃন্দে, তাও দেখেছি বটে গো, কিন্তু প্রত্যয় হয় না বাছা ! মনে হয়, সেটা কোন দৈববলে হয়েছে গো !

বৃন্দা। ওগো মা নন্দরাণি ! যেদিন তৃণাবর্ত্ত অসুর গোপালকে ঘূর্ণী-বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায়, সেদিনও কি কিছু বুঝ্‌তে পার নি গো মা ?

যশোদা। না গো বৃন্দে ! আমি সে সব কিছুই অনুভব করতে পারি নি গো !

বৃন্দা। বুঝেছি গো মা! সে সব বোঝ্‌বার ক্ষমতাও তোমার নাই গো!

যশোদা। কেন গো বৃন্দে, ক্ষমতা নাই কেন গো?

বৃন্দা। ওগো মা, কেন তা বল্‌ছি, শোন গো—

গীত।

(ওমা) অপত্য-স্নেহে তোমার চোখ দুটো ঢাকা।
কৃষ্ণকে তাই দৃষ্ট' তোমার কোলের খোকা।
কৃষ্ণ যে গো জগদীষ্ট,
তোমার চোখে তা হয় না দৃষ্ট,
মা তোমার ভাল অদৃষ্ট
গোবিন্দে কোলে রাখা॥

যশোদা। ওগো বৃন্দে! গোপাল যে আমার এ সব করেছে, সে কেবল বড়াই মা'র দয়ায় গো! নৈলে সে ছেলেমানুষ হ'য়ে কি এই সব কাজ কর্‌তে পারে গো?

বৃন্দা। ওমা যশোমতী গো! গোপাল তোমার ছেলেমানুষ হ'লেও, সে সামান্য ছেলে নয় গো মা! তার জন্য তুমি মিছামিছি ভাবনা ক'রো না গো! কালিয় সাপের বিষে রাখালেরা সব চেতনা হারিয়েছে, তাই তোমার গোপাল কালিয় দমন কর্‌তে কালিদহের জলে নেমেছে গো! আবার এখনই উঠে আস্‌বে মা, তার জন্য ভাবনা কি গো?

যশোদা। ওগো বৃন্দে! তোমার কথায় আমি প্রবোধ মান্‌লেম; কিন্তু গোপরাজ যে কিছুতেই বুঝ্‌তে চাচ্ছেন না গো?

বৃন্দা। ওগো মা যশোমতি! পুরুষ মানুষ সহজে বোঝে না গো! গোপরাজকে বোঝাবার ভার আমার গো! গোপাল তোমার কি কাণ্ড

করে, তুমি স্থির হ'য়ে ব'সে ব'সে দেখ গো মা! কৈ—গোপরাজ কোথায় গো?

নন্দ। কে গো? বৃন্দে নাকি গো?

বৃন্দা। হাঁ গো গোপরাজ! আমি বৃন্দে দাসী, প্রণাম হই গো!

নন্দ ওগো বৃন্দে! এস গো, এ সময়ে তোমাকে দেখে অনেকটা ভরসা হ'ল গো!

বৃন্দা। কেন গো গোপরাজ! কি হয়েছে গো?

নন্দ। ওগো বৃন্দে! আমার আজ বড় বিপদ্ গো!

বৃন্দা। ওগো গোপরাজ! কৃষ্ণের বাবা হ'তে পেরেছ, আর এই সব সামান্য বিপদে অধীর না হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌ছ না, গো?

নন্দ। ওগো বৃন্দে! কেমনে থাক্‌ব গো? গোপাল যে আমার সর্ব্বস্ব গো! সেই ধনে হারা হ'য়ে কি সুস্থির থাকা যায় গো?

বৃন্দা। ওগো গোপরাজ! বিপদ্ হ'লে মানুষকে তখন স্থির হ'তে হয় গো! অস্থির হ'লে কি বিপদের হাত এড়াতে পারা যায় গো?

গীত।

শোন স্থির, বলি স্থির, বিপদে হও স্থির।
সুস্থির না হ'লে বিপদে থাকে না গো মনঃস্থির॥
তুমি যদি হও অস্থির,
কে তবে রহিবে স্থির,
বিপদ্-কালের উপায় যত থাকে গো অ-স্থির;
মতি হ'লে স্থির, তা হয় স্থির, অস্থির হ'লে হয় না স্থির॥
(জানি সে সার ধন তোমার বুকের অস্থির)

নন্দ। ওগো বৃন্দে গো! আমি যে গোপালের বিপদে কিছুতেই মনঃস্থির কর্‌তে পার্‌ছি না গো! গোপাল যে, আমায় অস্থির ক'রে রেখেছে গো!

বৃন্দা। ওগো গোপরাজ! গোপাল তোমাকে অস্থির ক'রে রাখে নি গো, যে যাকে যেমন রাখে, তা স্থির ক'রেই রাখে গো, অ-স্থির ক'রে কেউ রাখে না গো! তবে যে অস্থির হয়, তাকে সুস্থির করা সহজ হয় না গো! মানুষ নিজে ভেবেই অস্থির হয়, কিন্তু ভাবে না যে, যা হবার, তা একজন স্থির ক'রে রেখেছে।

নন্দ। ওগো বৃন্দে! এযে তোমার তত্ত্বকথা গো, এ ত যোগী ঋষির কথা গো, গৃহস্থ লোকের ত এ প্রথা নয় গো!

বৃন্দা। কেন গো গোপরাজ! নয় কেন গো? নয় বল্‌লে সাপের বিষ থাকে না; যা' হয়, তা সবার পক্ষেই হয় গো! তবে যার না দরকার হয় গো, তার কাছে নয়। যা' নয়, তা' কারু নয়; আর যা' হয়, তা সকলেরই হয় গো!

নন্দ। ওগো বৃন্দে! তা কি ক'রে হবে গো?

বৃন্দা। ওগো গোপরাজ! এই যে, কত লোকের ছেলে হয় না গো, তারা সব কি করে গো?

নন্দ। ওগো বৃন্দে! যাদের হয় না, তারা আর কি কর্‌বে গো? ছেলের জন্য ঠাকুর দেবতার মানৎ করে—ব্রত করে—ওষুধ আনে, এই সব করে গো!

বৃন্দা। ওগো গোপরাজ! এত ক'রেও যাদের ছেলে হয় না, তারা কি করে গো?

নন্দ। ওগো বৃন্দে! তাদের আর কর্‌বার কি আছে গো! তারা ভাবে—ভগবান্ আমাদের বরাতে ছেলে দেন্ নাই।

বৃন্দা। ওগো গোপরাজ! যাদের যোগ্য ছেলে ম'রে যায়, তারা কি করে গো?

নন্দ। তারা আর কি করবে গো বৃন্দে! তারা বলে—যেমন বরাতে ছিল, তেমনি হয়েছে।

বৃন্দা। ওগো গোপরাজ! তুমিও তেমনি বরাত ধ'রে থাক না গো! গোপাল ত তোমার কত বিপদে রক্ষা পেয়েছে, সে সব কার কৃপায় হয়েছে গো?

নন্দ। বৃন্দে গো! সে সব ভগবানের কৃপায় হয়েছে গো! আর বৃন্দাবনের বড়াই-মা দয়া ক'রে গোপালকে বিপদে বাঁচিয়েছেন গো!

বৃন্দা। ওগো গোপরাজ! যদি ভগবানের কৃপায় আর বড়াই মা'র কৃপায় গোপাল সে সকল ভয়ানক বিপদে রক্ষা পেয়ে থাকে, তবে আজ এই বিপদেও গোপাল তাঁদের দয়াতেই রক্ষা পাবে গো! তুমি নিজে না আকুল হ'য়ে তাঁদের উপরে গোপালের সব ভার দেও গো!

নন্দ। ওগো বৃন্দে! ঐ দেখ গো—কালিদহের জলের ভেতর আমার গোপাল যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে গো!

বৃন্দা। ওগো নন্দরাজ গো! তোমার গোপালের বাঁশী জলে স্থলে শূন্যে বনে ভবনে সকল জায়গাতেই যে বাজে গো! এখন এস, আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে গোপালের রঙ্গ দেখিগে চল গো!

নন্দ। ওগো বৃন্দে! ঐ—ঐ দেখ গো—গোপাল একটা সাপের মাথায় লাথি মারতে মারতে সাপটাকে আধমরা ক'রে ফেলেছে গো!

বৃন্দা। ওগো গোপরাজ! ঐ সেই কালিয় সাপ গো! গোপাল তোমার আজ ঐ কালিয় দমন করতে কালিদহে নেমেছে গো! এস আমরা এগিয়ে গিয়ে সব দেখিগে গো!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

কালিদহের তলদেশ।

কৃষ্ণকে মস্তকে লইয়া কালিয়ের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ওহে কালিয়!

কালিয়। কেন গো ঠাকুর?

কৃষ্ণ। এইবার তোমার অহঙ্কার গিয়েছে ত গো?

কালিয়। হাঁ গো ঠাকুর! তুমি যে দর্পহারী গো, তোমার কাছে আর আমার দর্প থাকে গো! আমি তোমার কাছে হার মেনেছি গো!

কৃষ্ণ। ওহে কালিয়! আর তুমি এখানে থেকে কোন উৎপাত কর্‌তে পার্‌বে না, গো!

কালিয়। ওগো ঠাকুর! এখান হ'তে আমি কোথা যাব গো?

কৃষ্ণ। ওগো কালিয়! যেখানে তোমার খুসী হয়, তুমি সেইখানে যেতে পার গো!

কালিয়। না গো ঠাকুর! আমি আর কোথাও গিয়ে থাক্‌তে পার্‌ব না গো!

কৃষ্ণ। কেন গো কালিয়! থাক্‌তে পার্‌বে না কেন গো?

কালিয়। ওগো ঠাকুর! তোমার বাহন গরুড় যে, আমায় খেয়ে ফেল্‌বে গো!

কৃষ্ণ। ওগো কালিয়! গরুড় তোমার কোন অনিষ্ট কর্‌বে না গো! তা যদি কর্‌ত, তবে এখানে এসেও কর্‌তে পার্‌ত গো!

কালিয়। না গো ঠাকুর! মুনির শাপে তার এখানে আস্‌বার উপায় ছিল না গো!

কৃষ্ণ। ওগো কালিয়! আমি বল্‌ছি—এখন তুমি যেখানেই থাক গো, গরুড় তোমায় কিছুই বল্‌বে না গো!

কালিয়। ওগো ঠাকুর! সাপ যে, তার খাদ্য গো, খাদ্য পেলে সে কি ছেড়ে দিবে গো!

কৃষ্ণ। ওগো কালিয়! আমি যে, তোমার মাথায় পা দিয়ে দাঁড়িয়েছি গো, এই পায়ের দাগ তোমার মাথায় থাক্‌লে, গরুড় তোমায় কিছু বল্‌বে না গো; বরং তোমাকে দেখ্‌লে সে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবে গো।

কালিয়। ওগো ঠাকুর! তুমি আমায় দয়া ক'রে প্রাণে বাঁচিয়ে খলযোনি হ'তে উদ্ধারের উপায় করেছ গো, তোমার কথা ত আমি ঠেল্‌তে পারি না গো! ওগো প্রভু গো! তোমার কাছে মিনতি ক'রে বল্‌ছি, এখান হ'তে যেতে অনুমতি ক'রো না গো!

গীত।

মিনতি করি চরণে ওহে কালবরণ।
ব'লো না ব্রজ ছেড়ে করিতে গমন,
ব্রজে বাস ছিল ব'লে পেয়েছি তোমার চরণ ॥
বাসস্থান ছেড়ে হেথায়,
অন্য স্থানে যাব কোথায়,
দিয়েছ যদি পদ মাথায়
কর আমার তাপ বারণ ॥

কালিদয়ে রবে কালিয়,
দেখ্‌তে পাবে তোমায় কালিয়,
আমার ইহকালীয় পরকালীয়
কালীয় ভয় কর হরণ ॥
তুমি হরি বিষহরি'
সবার জীবন দেও হরি,
মা মনসা বিষহরি
কর গো স্মরণ ;—
গোবিন্দ ডাকিলে তারে,
আসিবে কালিয় তীরে,
বাঁচাতে রাখাল সখারে
গোবিন্দের এই আচরণ ॥

কৃষ্ণ। ওহে কালিয়! তুমি যদি এখান হ'তে চ'লে না যাও গো, তবে আমি তোমার মাথা হ'তে নাম্‌ব না গো! বিশ্বম্ভর হ'য়ে তোমাকে মেরে ফেল্‌ব গো!

কালিয়। ওগো ঠাকুর! তুমি যদি মেরে ফেল, আমি মর্‌ব গো, তবু এখান হ'তে আর কোথাও যাব না গো!

কৃষ্ণ। কালিয়! তুই এখনও আমার কথা শুন্‌লি না? তবে দেখ্‌ তোকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিই।

কালিয়। ওগো হরি! ওগো দর্পহারি! আমায় দয়া কর গো, আর আমায় পীড়ন ক'রো না গো, আমি তোমার ভারে অতি কাতর হয়েছি গো—আমার মিনতি শোন গো!

গীত।

মিনতি শোন হে শ্রীপতি।
তোমার পদভরে মর-মর, কাতর হয়েছি অতি ॥
মার যদি প্রাণে মার,
তুমিই ত হে রাখ মার,
রাখ—মার, যা ইচ্ছা তোমার,
ব্রজবাসে দেও অনুমতি ॥
ব্রজ ছেড়ে যাওয়া চেয়ে মরণ হওয়া ভাল,
ব্রজে বাস ছিল ব'লে হরির দয়া হ'ল ;
(ব্রজবাস ছাড়্‌ব না হে)
(রাখ মার যা ইচ্ছা কর, ব্রজবাস ছাড়্‌ব না হে)
করেছিলেম ব্রজে বাস,
তাই পেলেম পীতবাস,
চাই না আবাস চাই না নিবাস,
পেয়েছি যখন শ্রীনিবাস ;
পূর্ণাও আশ শ্রীগোবিন্দ দাস
ব্রজে করুক্ বসতি ॥

কৃষ্ণ। ওরে কালিয়! তোর কোন কথা শুনব না রে! তোকে যেমন ক'রেই হোক্, এই কালিদহের বিষ তুলে নিয়ে এখান থেকে যেতেই হবে রে!

কালিয়। ওগো প্রভু! প্রাণ ধ'রে তা কেমনে পারি গো?

কৃষ্ণ। প্রাণ ধ'রে যেতে না পারিস্, প্রাণ ছেড়ে যা। [নর্ত্তন]

কালিয়-পত্নীগণের প্রবেশ

সকলে।—

গীত।

ওহে কালোরূপ, চিনেছি স্বরূপ,
ভুবন-ভোলা রূপ ও রূপ লুকান না যায়।
অরূপ কি স্বরূপ বামন কি বালকরূপ
যেরূপ সেরূপ রূপ তোমার রূপ নয়॥
তুমি বিশ্বরূপ, তুমি দৃশ্যরূপ,
তুমি গুরুরূপ তুমি শিষ্যরূপ,
তুমি বিহঙ্গরূপ পতঙ্গরূপ
মাতঙ্গরূপ ভুজঙ্গরূপময়॥
এ কালিয় তোমার রূপ,
তুমিও কালিয়-রূপ,
কালিয়ে কালীয় বিরূপ
এ কি রূপ অপরূপ;—
কালিয়ে হইয়ে স্বরূপ,
দাস গোবিন্দে কেন বিরূপ,
গোবিন্দরূপ শেষ সময়॥

কৃষ্ণ। ওগো কামিনীগণ! তোমরা সব কে গো?
১ম পত্নী। আমরা শত জন কালিয়ের পত্নী গো ঠাকুর!
কৃষ্ণ। ওগো কামিনীগণ! তোমরা সব আমায় কি বল্‌ছ গো?
১ম পত্নী। ওগো প্রভু! আমাদের স্বামীকে দয়া কর্‌তে বল্‌ছি গো!

কৃষ্ণ। ওগো, তোমাদের স্বামী এই কালিয় বড় খল গো, ওকে দয়া করতে ব'লো না গো, আমি ওকে বধ করব গো!

১ম পত্নী। কেন গো প্রভু! আমাদের স্বামী এমন কি দোষ করেছে গো যে, তাকে তুমি বধ করবে গো?

কৃষ্ণ। ওগো কামিনীগণ! তোমাদের স্বামী কি দোষ করেছে শুনবে গো? তবে শোন, বলি—

গীত।

বিষ ঢেলে কালিদ'র জল করেছে গো বিষময়।
সেই বিষজল খেয়ে রাখাল, গাভীর জীবন সংশয়॥
আমি নেমেছি কালিদহে,
ব্রজবাসী শোকে দহে,
জ্ঞান নাই তাদের দেহে, আছে অচেতন সমুদয়॥
বিষজল করিয়ে সুধা,
সকলকে খাওয়াব সুধা,
আমার এ সঞ্জীবন সুধা সকল বিষ করিবে লয়;—
কালিয়ে খেদাব দূরে,
না হয় ফেলিব মেরে,
রাখিব না তারে ব্রজপুরে শ্রীগোবিন্দ দাসে কয়॥

১ম পত্নী। ওগো ঠাকুর গো, আমরা তোমার চরণে ধ'রে বিনয় ক'রে বলছি গো, আমাদের স্বামীকে বধ ক'রো না গো!

কৃষ্ণ। ওগো! ওযে আমার কথা শোনে না গো, ওযে বড় বদ্ গো!

কালিয়। ওগো প্রভু! যদি আমি বদ্ হই গো, তবে আমায় তুমি

বধ কর গো! আমি তোমার পায়ের তলায় বধ হ'য়ে, বদ্ হ'তে সদ্ হ'য়ে উদ্ধার হই গো!

১ম পত্নী। ওগো প্রাণনাথ গো! আমাদের ছেড়ে তুমি কোথা যাবে গো?

কালিয়। কেন গো? তোমরা সব এসেছ বুঝি গো?

১ম পত্নী। হ্যাঁ গো! এসেছি বৈকি গো! না এলে যে, তুমি প্রাণে বাঁচ্‌তে না গো!

কালিয়। ওগো! তোমরা আমাকে এমন মরণে বাঁচাতে এসেছ কেন গো? জগতের ঠাকুর ভগবান্ হরি আমার মাথায় পা দিয়ে মেরে ফেল্‌লে, আমার এ সর্পদেহের যে উদ্ধার হ'য়ে যেত গো!

গীত।

হায় কি করিলে, কেন বা করিলে,
কেন নিবারিলে হরি ভগবানে।
আমায় শ্রীহরি মারিলে, পদ প্রহারিলে,
যেতেম হেলায় চ'লে মুক্ত হ'য়ে প্রাণে॥
কত ভাগ্য আমার ছিল যে সঞ্চয়,
তারি ফলে পেলেম হরিপদদ্বয়,
এমন মরণ আমার কর্‌লে অপচয়
কেন মায়াময়ের মায়া-আবরণে॥

১ম পত্নী। ওগো স্বামি! ওকি বল্‌ছ গো? তুমি আমাদের মায়া কাটিয়ে কোথা যাবে গো? ওগো, ভগবান্ তোমায় দয়া করেছেন, তোমার মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে গো? যাঁর পদ পাবার জন্য শিব ব্রহ্মা কত তপস্যা করেন, সেই পদ তোমার মাথায় পেয়েছ গো! ওগো

ও-পদ আর ছেড়ো না গো! ঐ পদের চিহ্ন তোমার মাথায় আঁকা থাকলে কেউ তোমায় কিছু বল্‌বে না গো! এখন চল গো, আমরা সবাই এখান থেকে চ'লে যাই গো!

কালিয়। ওগো, যেখানে থেকে ভগবানের চরণ পাওয়া যায়, সেখান ছেড়ে কি কোথাও যেতে মন হয় গো?

কৃষ্ণ। ওহে কালিয়! আমি তোমাকে বল্‌ছি, তুমি এখান হ'তে যাও গো! এই দহের বিষজল ভাল ক'রে দিয়ে তুমি যাও, এখানে তোমার কিছুতেই থাকা হবে না গো!

১ম পত্নী। ওগো ভগবানের কথা ঠেলো না গো! এখান হ'তে চ'লে যাই চল গো!

গীত।

চল যাই, এখান থেকে অন্যখানে।
ভগবান্ কর্‌ছে মানা কাজ কি থেকে এখানে ॥
হরিপদ-চিহ্ন নিয়ে,
যেখানে থাকিবে গিয়ে,
বিপদ্ যাবে পালিয়ে ;—
দেখে হরিপদ-চিহ্ন তোমার মাথার মাঝখানে ॥
গরুড়কে ভয় করি না,
কাউকে আর ডরি না,
দাস গোবিন্দ যেন ছাড়িস্ না, গোবিন্দের পদ যেখানে ॥

কালিয়। ওগো প্রভু! তবে আমি বিদায় হই গো!

কৃষ্ণ। ওহে কালিয়! এমনি বিদায় হ'লে চল্‌বে না গো, তোমায় একটি কাজ ক'রে যেতে হবে গো!

কালিয়। ওগো প্রভু! আমায় কি কাজ ক'রে যেতে হবে বল গো?

কৃষ্ণ। ওহে কালিয়! তোমার বিষে এই কালিদহের জল বিষ হ'য়ে রয়েছে গো! ঐ বিষজল খেয়ে আমার সখারা সব চেতনা হারিয়ে প'ড়ে আছে গো! তাদের বাঁচাবার উপায় ক'রে দিয়ে যাও গো!

কালিয়। ওগো ঠাকুর! আমার সামান্য বিষে তারা অচেতন ব'লে এত ভাব্‌ছ কেন গো? এর উপায় ত তোমার কাছেই আছে গো!

কৃষ্ণ। ওহে কালিয়! আমার কাছে কি উপায় আছে গো?

কালিয়। ওগো ঠাকুর! উপায় তোমার ঐ পায় গো! কৃপায় যে পায় আমার খলতা দূর ক'রে দিয়েছ গো, সেই পায় তাদের জীবন বাঁচার উপায় আছে গো!

কৃষ্ণ। ওহে কালিয়! সে হবে না গো!

কালিয়। ওগো প্রভু! তবে কি হবে গো?

কৃষ্ণ। ওগো, তোমাকে এর উপায় ক'রে যেতে হবে গো!

কালিয়। ওগো প্রভু! তবে এক কাজ কর গো!

কৃষ্ণ। ওহে কালিয়! কি কর্‌ব বল গো?

কালিয়। ওগো ঠাকুর! আমার বিষে জল বিষ হয়েছে, আমি তাতে আরও বিষ দিই গো, তা' হ'লে বিষে বিষে সুধা হবে গো! সেই সুধা নিয়ে গিয়ে তুমি তাদের প্রাণ বাঁচাও গে গো! আমি সব বিষজলকে অমৃত জল ক'রে দিয়ে যাই গো!

কৃষ্ণ। ওগো কালিয়! বিষে বিষে বিষক্ষয় না হ'য়ে যদি বিষের তেজ আরও বাড়ে গো?

কালিয়। ওগো ঠাকুর! তাতে তোমার ক্ষতি কি গো? তুমি যে, নিজেই হরি গো, জগতের বিষ হরণ করাই ত তোমার কাজ গো! যদি বিষে বিষে বিষক্ষয় না হয়, তখন তুমিই সেই বিষ হরণ ক'রে নিবে গো!

গীত।

বিষহরি তুমি হরি,
ল'বে আমার বিষ হরি'।
বিষ না হরিলে হরি,
হরিবে বিষ বিষহরি ॥
মা মনসা বিষহরি,
সে ত তোমার আজ্ঞাকারী,
সকল বিষ মা নেবে হরি'
বিষে তোমার ভয় কি হরি ॥
সাগর মথে উঠিল বিষ,
শিব খেলে সে কালকূট বিষ,
তোমার নামে শিবের বিষ,
সুধা হ'ল শুনি হরি,—
যার নামে লয় বিষ হরি,
তার বিষে কি ভয় হরি,
ভয়হারী কৃষ্ণ হরি,
লও গোবিন্দের পাপ-বিষ হরি' ॥

কৃষ্ণ। ওগো কালিয়! এইবার তবে তুমি আমাকে মাথায় ক'রে ওপরে তুলে দিয়ে তুমি চ'লে যাও গো! [অবতরণ]

কালিয়। ওগো প্রভু! তাই যাব গো, প্রণাম হই! [প্রণাম]

পত্নীগণ। ওগো জগৎ-গোঁসাই! আমরাও তোমাকে প্রণাম হই গো! [প্রণাম]

কৃষ্ণ। ওগো! তোমাদের আর কোন ভয় নাই গো, এখন যেখানে খুসী হয়, সেইখানে গিয়ে সুখে বাস করগে গো!

১ম পত্নী। ওগো নাথ! আর ভয় কি গো? অভয়দাতা ভয়ে অভয় দিয়েছেন গো! এখন তুমি ঐ ভবভয়হারীকে মাথায় ক'রে জলের উপরে তুলে দেও গো!

কালিয়। এস গো প্রভু! তোমায় মাথায় ক'রে জলের উপর তুলে দিইগে গো! [তথাকরণ]

বৃন্দা। ওগো গোপরাজ! ও মা যশোমতি! দেখ গো দেখ, তোমার গোপালের রঙ্গ দেখ গো! ভুজঙ্গ কেমন মনোরঙ্গে ত্রিভঙ্গকে মাথায় ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আস্‌ছে দেখ গো! তাই ত বলি, এমন ছেলেকে কে মারে গো, কে মারে?

গীত।

ওগো নন্দরাণী গো, তোর ছেলেকে কে মারে।
তোর ছেলে যে ত্রিজগতের জীবকে মারে ॥
যে দৈত্য মারে, পুতনা মারে,
সাপে কি তাকে মারে,
সে যে নিজে সাপ মারে—
লাফ মারে, তোমারে মারে, আমারে মারে ॥

যশোদা। ওগো বৃন্দে! কৈ গো, গোপাল আমার কৈ গো?

বৃন্দা। ওগো মা! ঐ যে তোমার গোপাল গো!

যশোদা। গোপাল! গোপাল!

কৃষ্ণ। মা! মা! আমায় কোলে কর, মা! [যশোদার ক্রোড়ে উত্থান]

নন্দ। ওরে গোবিন্দ! নন্দের মনে নিরানন্দ দিয়ে এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে বাপ্? আয়, একবার আমার কোলে আয়! [কৃষ্ণকে ক্রোড়ে গ্রহণ]

কৃষ্ণ। ওগো বাবা! আমি কালিয় দমন কর্ছিলেম গো!

নন্দ। বাপ্ গোপাল রে! তোর গুণের সীমা নাই রে! ব্রজবাসী-দিগকে কত বিপদে রক্ষা করেছিস্ বাপ্! তোর ধার শোধ হয় না রে!

কৃষ্ণ। ওগো বাবা! অমন কথাটি ব'লো না গো! আমার আবার কি ধার গো? আমিই যে, তোমাদের ধার শোধ কর্তে এই ব্রজপুরে রয়েছি গো! এখন আমায় একবার নামিয়ে দেও, রাখালদের বাঁচিয়ে দিই গো!

বৃন্দা। হ্যাঁগো! কালিয় দমন হ'ল, এইবার রাখাল আর গোপাল বাঁচিয়ে দেও গো, তার পর আরও কত বাঁচাতে হবে গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! এই কালিদহের জলে সবাই বাঁচ্বে গো, এই দেখ [জল লইয়া নিক্ষেপ ও রাখাল, গো-পালগণের চৈতন্য লাভ]

রাখালগণ। কৃষ্ণ রে! তোকে প্রণাম হই, ভাই! [প্রণাম]

শ্রীদাম। ও ভাই কৃষ্ণ রে! তোর গুণে আজ আমরা প্রাণ পেলেম ভাই! আয়, তোকে একবার কাঁধে তুলে নিয়ে নাচি আয়, ভাই! [তথাকরণ]

বল। কৃষ্ণ রে! কত রঙ্গই জানিস্, ভাই! ওরে ত্রিভঙ্গ! তোর রঙ্গ বোঝা কারও সাধ্য নয় রে!

গীত।

হরি, কে বোঝে ভবে তোমার রঙ্গ।
তুমি কভু হও অন্তরঙ্গ, আবার তখনি হও বৈরঙ্গ॥

কালিদহে দলিলে ভুজঙ্গ,
এ রঙ্গ সু-রঙ্গ তোমার ত্রিভঙ্গ,
যারা করে কু-রঙ্গ, তাদের তুমি দেখাও রঙ্গ ;—
এ বিশ্বের যত রঙ্গ সবই তোমার আপন রঙ্গ ॥
বনে বাস করে কুরঙ্গ,
ধনীর ঘরে রয় তুরঙ্গ,
নাই কুরঙ্গ নাই তুরঙ্গ রঙ্গলালের অন্তরঙ্গ,
দাস গোবিন্দের মনোরঙ্গ, সুখে সাঙ্গ হক্ এ ভবরঙ্গ ॥

বৃন্দা। ওগো মা যশোমতি! গোপালকে তুমি কোলে নেও আর বলাইচাঁদকে রোহিণী দেবীর কোলে দেও গো, আর তোমরা দু'জনে একবার যুগল হ'য়ে দাঁড়াও গো! আমরা তোমাদের কোলে রামকৃষ্ণের যুগল দেখ্‌তে বড় সাধ করি গো!

যশোদা। ওগো বৃন্দে! সে সাধ তোমরা পূর্ণ কর গো! আয় বাপ্ গোপাল! আমার কোলে আয়। [কোলে ধারণ]

রোহিণী। আয় বাপ্ বলাইচাঁদ! তুই আমার কোলে আয়! [কোলে ধারণ]

বৃন্দা। ওমা! এইবার তোমরা দুই বোনে যুগলে দাঁড়াও গো! মায়েদের যুগলের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের যুগল কোলে রামকৃষ্ণের যুগল দেখ্‌ব গো! [যশোদা ও রোহিণীর তথাকরণ] ওগো মা যশোমতি! ওগো দেবী রোহিণি! এইবার তোমাদের চরণে প্রণাম হই গো মা! [প্রণাম] আর ভক্তিভরে রামকৃষ্ণের চরণে প্রণাম হই গো! [প্রণাম] প্রার্থনা করি, যেন তোমাদের ছেলেরা আমাদের চরণ ছাড়া করে না গো!

কৃষ্ণ। ওগো মা! আমায় নামিয়ে দেও গো! আমার এখনও কাজ বাকি রয়েছে গো!

যশোদা। ও বাপ্ গোপাল! আবার কি কাজ বাকি আছে রে?

কৃষ্ণ। ওগো মা! ঐ দেখ গো—কত ব্রজবাসী ব্রজবাসিনী আমার শোকে অচেতন রয়েছে গো! ওদের চেতন দিয়ে ঘরে নিয়ে যাই গো! তোমরা চল, আমি এখনই যাচ্ছি গো! ওগো বৃন্দে! তুমি আমার সঙ্গে এস গো! [গমন]

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! এমন না হ'লে তোমায় অন্তর্যামী বল্‌বে কেন গো? চল, তুমিও চল—আমরাও চলি। [গমন]

[নন্দাদি সকলের প্রস্থান।

[কিয়দ্দূর গিয়া] ওগো ঠাকুর! তোমার অদর্শনে শ্রীমতী মূর্চ্ছা হ'য়ে আছে এই দেখ গো! এর চৈতন্য দেও গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তুমি ঐ কালিদহের জল এনে এদের গায়ে দেও গো, তা' হ'লেই সবাই চেতন পাবে গো!

বৃন্দা। ওগো কৃষ্ণবিরহিণি! কৃষ্ণনামের ধ্বনি শুনে গা তোল গো! [জল নিক্ষেপ] চেয়ে দেখ—কৃষ্ণ এসেছেন গো!

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীমতি! আমি এই যে, এসেছি গো! ওগো ধনি! তোমার ভয় কি গো?

রাধা। কৈ গো, তুমি কৈ? এস একবার বক্ষে এস গো! [বক্ষে ধারণ]

বৃন্দা। আহা, কর কি—কর কি, লোকে দেখ্‌লে বল্‌বে কি গো! ছাড় ছাড়—দূরে দূরে যুগল মিলন হ'ক্, কাছে যেয়ো না গো! ওগো সকলে রাধাকৃষ্ণের নামে জয় দেও গো!

সকলে। জয় রাধাকৃষ্ণের জয়!

গীত।

রাধা কৃষ্ণের জয় দিয়ে হরি হরি বল।
রাধাকৃষ্ণ নামের জোরে কালিয় দমন হ'ল॥
রাধা কৃষ্ণ—কৃষ্ণ রাধা
হরে যত বিপদ্—বাধা,
রাধাকৃষ্ণে যার মন বাঁধা,
তার ভবের বাধা গেল—
রাধা গোবিন্দে, দাস গোবিন্দ
চিনিতে নারিল॥

সম্পূর্ণ।

গোষ্ঠ-বিহার

গীতি-নাটিকা

পাত্র—শ্রীকৃষ্ণ। বলরাম। সুবল, শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম প্রভৃতি রাখালগণ।

পাত্রী—রাধা। বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ। যশোদা। জটিলা। কুটিলা।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ বয়ানে।
ধবলী শ্যামলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়।
শিঙায় শব্দ করি বদন বাজায় ॥
নিতাইচাঁদের মুখে শিঙার নিশান।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে আগোয়ান ॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম।
ভাইয়ারে ভাইয়ারে বলি ধায় অভিরাম ॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ প্রেমের আবেশ।
শিরে চূড়া শিখীপাখা নটবর বেশ ॥
চরণে নূপুর বাজে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
বংশীবদনে কহে চল গোবর্দ্ধন ॥

গোষ্ঠ-বিহার

প্রথম অঙ্ক।

নন্দালয়।

শ্রীকৃষ্ণ আসীন।

শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, দাম ও বসুদাম প্রভৃতি
রাখালগণের প্রবেশ।

সুবল।-

তুক্কা।

আজি গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল।
ধবলী শ্যামলী বলি সঘনে ডাকিল॥
শিঙা বেণু মুরলীতে করি জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ বলিয়া গোরা ফিরায় পাঁচনী॥
রামাই সুন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ।
গৌরীদাস অভিরাম সবার আনন্দ॥
বাহু তুলি গোরাচাঁদ করে হরিধ্বনি।
আনন্দে বিভোর হৈল নদীয়া-রমণী॥
শ্রীগোবিন্দ দাস কহে মনের হরিষে।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ আনন্দে প্রকাশে।

গীত।

জাগিল গৌরাঙ্গের মনে গোষ্ঠলীলার ভাব।
ধরিল রাখাল বেশ ব্রজের স্বভাব॥
জয় জয় করি বাজায় মুরলী বেণু,
শ্রীদাম সুদামে ল'য়ে গোষ্ঠে চলে কানু,
বেণু-রবে ধায় নেচে যত আছে ধেনু;
গোষ্ঠ-লীলা করিবারে এই ত নবভাব॥

শ্রীদাম। ও ভাই কানাই! প্রণাম হই গো! [প্রণাম]

সুবল। ও ভাই কানাই, আমরাও সবাই প্রণাম হই গো! [প্রণাম]

শ্রীকৃষ্ণ। কে গো, শ্রীদাম, সুদাম, সুবলাদি সখাগণ এসেছ নাকি গো?

সুবল। হ্যাঁ গো কানাই! তোমার ব্যাভার দেখে আস্‌তে হ'ল গো!

কৃষ্ণ। কেন গো সুবল, আমার কি ব্যাভার দেখ্‌লে গো?

সুবল। ওগো, নীলমণি! বলি, এখন বেলা কত হয়েছে, তা দেখেছ কি?

কৃষ্ণ। ওগো সুবল! চারিদণ্ড বেলা হয়েছে গো!

সুবল। ওগো, বেলা ত চারিদণ্ড হ'ল, তা আমাদের এত দণ্ড দিচ্ছ কেন গো?

কৃষ্ণ। ও ভাই সুবল! তোমাদের কি দণ্ড দিলেম গো?

সুবল। ওগো কানাই! আমাদের কি দণ্ড দিচ্ছ শুন্‌বে গো! তবে বলি, শোন—

গীত।

ও ভাই কানাই তোমায় জানাই
পেলেম যে দণ্ড।
গোষ্ঠে যেতে এসেছি সেজে
যখন রাত্রি শেষ দণ্ড॥
তোমার দেওয়া এমন দণ্ড,
এ দণ্ড বড় গুরু দণ্ড,
রাখালের গোচারণ বন্ধ,
এ দণ্ড তোমার দেওয়া দণ্ড॥
মুখেতে দেখাও ব্রহ্মাণ্ড,
দৈত্য মার' কত প্রকাণ্ড,
তুমিই জান তোমার কাণ্ড,
কাণ্ড দেখে পাই দণ্ড।
যদি ঘুচাবে এই দণ্ড,
ক'রো না দেরি এক দণ্ড,
দাস গোবিন্দের কর্ম্ম-দণ্ড
নিদান দিনে শমন-দণ্ড॥

কৃষ্ণ। ওগো সুবল! এতে আমার কোন দোষ নেই গো।

সুবল। ওগো কানাই, দোষ যদি নাই গো, তবে এমন ক'রে ব'সে রয়েছ কেন গো?

কৃষ্ণ। ওগো সুবল! কোন কাজ নাই, কি কর্‌ব? তাই ব'সে আছি গো!

সুবল। সে কি গো, কাজ নাই কি গো? তুমি কি অকাজের লোক নাকি গো?

কৃষ্ণ। হাঁ৷ গো সুবল, আমি অকাজের লোকই বটে গো!

সুবল। না গো কানাই, আমরা জানি—তুমি খুব কাজের লোক গো!

কৃষ্ণ। ওগো সুবল! কি জন্য তোমরা আমায় কাজের লোক বল্‌ছ গো? আমি এমন কি কাজ করি গো?

সুবল। ওগো কানাই! তোমার কাজের তুলনা নাই গো!

কৃষ্ণ। ওগো সুবল! আমি ত কোন কাজই দেখি না গো!

সুবল। ওগো কানাই! কাজ দেখ না ত কি দেখ গো?

কৃষ্ণ। কি দেখি বলি, শোন গো!

গীত।

আমি দেখি সকল কাজে।
বাজে কাজে, নকল কাজে,
অকাজে সুকাজে কাজে॥
যে আমায় দেখে গো কাজে,
গোচারণে দেখে গো-কাজে,
যারা দেখে আমায় অকাজে,
তাদের অকাজ দেখাই কাজে কাজে॥
যারা রয় মোর নিন্দার কাজে,
তাদের কাছে রই মন্দ কাজে,
রাধা ব'লে বাঁশী বাজে,
কেবল ব্রজে যোগের কাজে॥

নিত্য অনিত্য কাজে,
দাস গোবিন্দ রয় গো ম'জে,
কত অকাজে সুকাজে কাজে,
সময় নাই তার আসল কাজে॥

শ্রীদাম। ওগো কালাচাঁদ! তুমি সকল কাজেই আছ, তা আমরা জানি গো!

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো শ্রীদাম সখা! আমি যে, সকল কাজেই আছি গো?

শ্রীদাম। ওগো কালাচাঁদ! তা আছ বটে গো, তবে মাঝে মাঝে কাজ ভুলে যাও, তাই তোমার দোষ গো!

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীদাম সখা! আমি কি কাজ ভুলি গো?

শ্রীদাম। ওগো কানাই! তোমারই কাজ, তুমিই ভুলে যাও গো!

কৃষ্ণ। কেন গো শ্রীদাম! আমি কোন্ কাজ করি নি গো?

সুবল। ওগো কানাই! আজ কি কাজ ভুলে আছ গো, তা কি তুমি বুঝ্‌ছ না গো?

কৃষ্ণ। ওগো সুবল! তুমি আমায় বুঝিয়ে দেও গো!

সুবল। বলি, ওগো কানাই! রোজ সকালে কি কাজে যাও গো?

কৃষ্ণ। ওগো সুবল! সকালে ননী মাখম খাবার কাজে থাকি গো!

সুবল। ওগো কানাই! ননী মাখম খাওয়া ছাড়া আর কি কোন কাজে যাও না নাকি গো?

কৃষ্ণ। ওগো সুবল! আর ধড়া-চূড়া বাঁধার কাজে যাই গো!

সুবল। ওগো! ধড়া-চূড়া বাঁধার কাজ ছাড়া আর কি কাজে যাও গো?

কৃষ্ণ। ওগো সুবল! এই ত দুটো কাজের কথা বল্‌লেম গো!

সুবল। বলি, কানাই গো! সে কাজ এতক্ষণ সার নাই কেন গো?

কৃষ্ণ। ওগো! আমি তা কেমনে কর্‌ব গো?

শ্রীদাম। কেন গো, মা যশোদা কই গো?

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীদাম! মা এখনও আসে নাই গো!

শ্রীদাম। ও ভাই কানাই! তবে ত তুমি বড় বিপদে ফেল্‌লে দেখ্‌ছি গো!

কৃষ্ণ। কেন গো শ্রীদাম! আমি আর তোমাকে কি বিপদে ফেল্‌লেম গো?

শ্রীদাম। ও ভাই কানাই! তুমি আমাদের কি বিপদে ফেলেছ বলি, শোন গো!

গীত।

শোন বলি প্রাণ কানাই ফেলেছ কি বিপদে।
গোষ্ঠে যাবার বেলা হ'ল, তুমি আছ নিরাপদে॥
আমরা খুঁজি পদে পদে,
তুমি পদ ঘ'স পদে পদে,
সম্পদে বিপদে আপদে
প্রতি পদে যাই তোমার পদে॥
না হেরে তোমার পদে,
দাঁড়ায়ে ধেনু শিথিল পদে,
চলে না গোষ্ঠে যেতে পদে,
ডাকে হাম্বা হাম্বা পদে পদে॥

দাস গোবিন্দ গোবিন্দ-পদে
প্রণাম ক'রে পড়ে পদে,
নিদানে শমন আপদে,
পাই যেন গোবিন্দের পদে ॥

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো শ্রীদাম! তাতে তোমাদের বিপদ্ কি গো?

শ্রীদাম। ওগো কানাই! বিপদ্ নয় ত সম্পদ্ নাকি গো?

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীদাম সখা! তোমাদের কাছে আপদ্-বিপদ্ সবই ত সম্পদ্ গো!

শ্রীদাম। ওগো কানাই! সে তুমি সঙ্গে থাক্‌লে বটে গো! তোমার সঙ্গ ছাড়া হ'লে, আমরা যে পদে পদে বিপদ্ দেখি গো!

কৃষ্ণ। ওগো, তোমাদের সে বিপদ্ স্থায়ী বিপদ্ নয় গো!

শ্রীদাম। ও কানাই! বিপদ্ আবার স্থায়ী-অস্থায়ী আছে নাকি গো।

কৃষ্ণ। হাঁগো শ্রীদাম সখা, তা আছে বৈকি গো!

শ্রীদাম। ও ভাই কানাই! স্থায়ী বিপদ্ কা'কে বল গো?

কৃষ্ণ। ওগো, যে চিরকাল রোগ ভোগ ক'রে চিররুগী, তাদের বিপদ্ স্থায়ী বিপদ্ গো!

শ্রীদাম। আচ্ছা ভাই কানাই! অস্থায়ী বিপদ্ কি গো?

কৃষ্ণ। ওগো, যে বিপদ্ আসে আর চ'লে যায়, তাকে বলে অস্থায়ী বিপদ্ গো!

শ্রীদাম। ওগো, তবে আমাদের এ বিপদ্ অস্থায়ী বিপদ্ গো!

কৃষ্ণ। ওগো! তোমরা কি বিপদে পড়েছ বল গো?

শ্রীদাম। ও ভাই কানাই! আমাদের বিপদের কথা তোমাকে বল্‌ছি, শোন গো!

গীত।

আজি প্রভাতে গোষ্ঠে যেতে
বিপদ্ হ'ল ভারি।
গো-পাল সব গোঠে গেল,
গোপাল রইল বাড়ী॥
আমরা সব যত রাখাল,
ডাক্‌ছি গোঠে আয় রে গোপাল,
শুনে তার বাঁশরী॥
কত বেলা হ'ল গগনে,
এখনো তুমি আছ অঙ্গনে,
সঙ্গে নিয়ে রাখালগণে,
গোষ্ঠে চল গোষ্ঠ-বিহারী;—
বিনে গোবিন্দের বেণু,
স্থির হ'তে চায় না ধেনু,
দাস গোবিন্দ পদরেণু
যাচে ভিক্ষা করি॥

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীদাম সখা! তাতে আমি কি কর্‌ব গো?

সুবোল। কেন গো, তুমি গোচারণে চল গো, আবার কি কর্‌বে গো?

কৃষ্ণ। ওগো সুবল! আমি কেমনে গোঠে যাব গো?

শ্রীদাম। কেন গো, তোমার কি হ'ল গো?

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো, আমার যে ধড়া-চূড়া বাঁধা হয় নি গো?

শ্রীদাম। ওগো, এতক্ষণ ধড়া-চূড়া পর নাই কেন গো ?

কৃষ্ণ। ভাই শ্রীদাম! আমি নিজে কেমনে ধড়া-চূড়া পর্‌ব গো ?

সুবল। ওগো, নিজে না পার, মা যশোদাকে ডাক না গো ?

কৃষ্ণ। ওগো সুবল! মা যে, আস্‌ছে না গো, তাই ত এত দেরি হচ্ছে গো!

শ্রীদাম। ওগো কানাই! আমরা মা যশোদাকে ডেকে দিই গো, তিনি এসে তোমায় ধড়া-চূড়া পরিয়ে দিন্ গো!

কৃষ্ণ। ওগো, শুধু ধড়া-চূড়া পর্‌লে কি হবে গো ?

সুবল। কেন গো, আবার কি কর্‌তে হবে গো ?

কৃষ্ণ। ওগো, অলকা-তিলকা কাট্‌তে হবে গো!

সুবল। ওগো, মা যশোদাই অলকা-তিলকা এঁকে দিবেন গো!

কৃষ্ণ। ওগো সুবল, আরও কাজ বাকি আছে গো!

সুবল। কেন গো কানাই! আবার কি কাজ বাকি আছে গো ?

কৃষ্ণ। ওগো সুবল! এখনও যে, ননী মাখম খাওয়া হয় নি গো!

সুবল। ও ভাই কানাই! মা যশোদাই ননী মাখম তোমায় খাওয়াবেন গো!

কৃষ্ণ। ওগো, মা যে, এখনও আস্‌ছে না গো!

শ্রীদাম। ওগো কানাই! তুমি এর উপায় কর গো!

কৃষ্ণ।—(সুরে) কি করিব ওরে শ্রীদাম, করিব আমি কি।

ধড়া-চূড়া পরা বিনে ব'সে রয়েছি॥
মায়ে না বলিয়ে যদি আমি যাই গোঠে।
মরিবে আমার মা পড়িবে সঙ্কটে॥
একদিন ননী খেয়েছিলেম লুকায়ে।
মরিতে ছিলেন মা মোরে না দেখিয়ে॥

শ্রীদাম। (সুরে) জানি তোর মা তোরে যত ভালবাসে।
অল্প নবনীর তরে বেঁধেছিল গাছে॥
যমলার্জ্জুন যখন তোর চেপেছিল গায়।
তখন তোর মা নন্দরাণী আছিল কোথায়॥

গীত।

ওরে কানাই, তোরে শুধাই, বল্ রে ভাই বল্।
তোর মা যশোদার মায়া নয় রে প্রবল—
একটি ছেলে তুই রে কানু, তাই এ ভাব কেবল॥
সামান্য নবনীর তরে,
বাঁধে যে মা ছেলের করে,
ভালবাসে সে কেমন ক'রে
যে উদুখল দণ্ড মারে—
মায়ের কাছে ছেলে কেবল জীবনের সম্বল॥
জানি তোর মা যশোদার মায়া,
এ মায়া কেবল মুখের মায়া,
দাস গোবিন্দের মনের মায়া,
যে দিন ছাড়্বে নর-কায়া
শ্রীগোবিন্দের পদছায়া নিদান কালের বল॥

বলরামের প্রবেশ।

বল। ওগো শ্রীদাম, সুবল! তোমরা সব এখানে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন গো? গোষ্ঠে যেতে হবে যে গো!

শ্রীদাম। ওগো বলাই দাদা! আজ আর গোষ্ঠে যাওয়া হবে না গো!

বল। কেন গো শ্রীদাম, গোষ্ঠে যাওয়া হবে না কেন গো ?

সুবল। ওগো বলাই দাদা! কৃষ্ণ আজ গোষ্ঠে যাবে না গো!

বল। বলি, ওগো সুবল! কৃষ্ণ গোষ্ঠে যাবে না, কে বল্‌লে গো ?

সুবল। ওগো বলাই দাদা! কৃষ্ণের রঙ্গটা একবার ঐ দেখ না গো!

বল। কেন গো শ্রীদাম! ত্রিভঙ্গ কি রঙ্গ করেছে গো ?

শ্রীদাম। ওগো বলাই দাদা! বেলা কত হয়েছে গো ?

বল। ওগো, তা অনেক বেলা হয়েছে গো!

সুবল। বলি, বলাই দাদা গো! গোষ্ঠের বেলা ব'য়ে গেছে ত গো ?

বল। হ্যাঁ গো সুবল! তা ব'য়ে গেছে বটে বৈ কি গো!

সুবল। ওগো বলাই দাদা! এতখানি বেলা হয়েছে, তবু আমাদের কানাই এখনও ধড়া-চুড়া পরে নাই, ননী খায় নাই গো! আবার গোষ্ঠে যাব ন বলে যে গো!

বল। কেন গো সুবল, কানাই গোষ্ঠে যাবে না কেন গো ?

সুবল। ওগো দাদা! কেন যাবে না, তা আমরা জানি না গো!

বল। ওগো সুবল! তবে কে জানে গো ?

সুবল। বলাই দাদা গো! কে জানে বল্‌ছি, শোন গো—

গীত।

যে সব জানে, সেই তা জানে।
গোষ্ঠে যাবে না কৃষ্ণ, কেন তা কে জানে॥
গোপালকে যারা জানে,
তারাই তার এ ভাব জানে,
অন্য জনে তার কি জানে,
যে না জানে সে কিছুই না জানে॥

কি হয়েছে গোবিন্দ জানে,
তাই গোবিন্দ মনে জানে,
দাস গোবিন্দ কিছু না জানে,
ভাবে, কেমনে গোবিন্দে জানে॥

বলাই। ওগো সুবল!

সুবল। কেন গো বলাই দাদা?

বলাই। ওগো! তোমরা একটু দাঁড়াও গো, আমি একবার কানাইকে সব কথা শুধাই গো!

শ্রীদাম। হ্যাঁ গো দাদা, তুমি একবার শুধাও ত গো!

বল। ওরে ভাই কানাই!

কৃষ্ণ। কে গো, বলাই দাদা এলে নাকি গো? এস গো দাদা, এস। প্রণাম হই গো! [প্রণাম]

বল। ওরে ভাই কানাই! তুই আবার প্রণাম কর্‌তে শিখ্‌লি কবে থেকে, রে ভাই?

কৃষ্ণ। ওগো বলাই দাদা! মা আমায় কাল সব শিখিয়ে দিয়েছে গো!

বল। ওরে কানাই! তুই এখনও ব'সে কেন রে?

কৃষ্ণ। কেন গো দাদা! আমি কি কর্‌ব গো?

বল। ওরে কানাই! এখনও গোষ্ঠে যাবার সাজ পরিস্ নাই কেন রে?

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! তাতে আমার কোন দোষ নাই গো!

বল। ও ভাই কানাই! তোর দোষ নাই ত কার দোষ, রে ভাই?

কৃষ্ণ। ওগো দাদা, তবে সব বলি, শোন গো!

গীত।

ওগো দাদা, শোন বলি, এ দোষ হ'ল কার।
গোচারণে যেতে বনে আমার মনে নাই বিকার॥

বল। ওরে ভাই কানাই! যদি তোর মনে বিকার নাই, তবে এখনও গোষ্ঠের সাজ পরিস্ নাই কেন রে?

কৃষ্ণ। ওগো দাদা, কেন সাজ পরি নাই—শোন গো!

[গীতাংশ]

পাই নি মায়ের অনুমতি,
সাজ্‌তে তাই হয় নি মতি,
নিত্য নিত্য হয় এমতি, যশোমতী মায়ের মতি;
বনে যেতে চায় না দিতে, শোকে করে হাহাকার॥

বল। ওরে কানাই! তাই বুঝি তোরও মনে অহঙ্কার হয়েছে রে?

কৃষ্ণ। না গো দাদা, আমার মনে কোন অহঙ্কার নাই গো!

[গীতাবশেষ]

আমার মনে নাই অহঙ্কার,
আমি সদাই নিরহঙ্কার,
নির্ব্বিকার নিরাকার তার কিসে অহংকার;
এ প্রকার মায়ের আকার, গোষ্ঠ বিদায়ের বিকার॥

বল। ও ভাই কানাই রে! আমি মা যশোমতীর কাছে অনুমতি নিয়ে আসি রে!

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! শুধু মায়ের অনুমতি নিয়ে এলেই হবে না গো!

বল। ওরে কানাই! ওরে আবার কি কর্‌তে হবে, রে ভাই?

কৃষ্ণ। ওগো দাদা, আমার মাকে এখানে একবার ডেকে আন্‌তে হবে গো!

বল। কেন রে কানাই! এখন আবার মাকে ডাক্‌তে হবে কেন, রে ভাই?

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! মা না এলে আমায় গোষ্ঠ সাজে সাজিয়ে দেবে কে গো?

বল। ওরে কানাই! মা তোরে কেমনে সাজাবে, রে ভাই?

কৃষ্ণ। ওগো দাদা, তুমি মাকে ডাক, তা' হ'লেই তুমি সব দেখ্‌তে পাবে গো!

বল। ওগো যশোদা মায়ী! তুমি কোথা গো! একবার শীঘ্র ক'রে এস গো!

যশোদার প্রবেশ।

যশোদা। কেন রে বাপ্ বলাইচাঁদ! ডাক্‌ছিস্ কেন, রে বাছা?

বল। ওগো মা! একবার গগনে চেয়ে দেখ গো!

যশোদা। ওরে বলাই! গগনে চেয়ে কি দেখ্‌ব রে? আমার গোপালই যে, গগনের মত দেখ্‌তে রে!

বল। ওগো, তা নয় গো মা! গগনে কত বেলা হয়েছে দেখেছ গো?

যশোদা। হ্যাঁরে বাপ্! দেখেছি! অনেক বেলা হয়েছে রে!

বল। ওগো মা! তবে তুমি এখনও গোপালকে গোষ্ঠের সাজে সাজাও নি কেন গো?

যশোদা। ও বাপ্ বলাইচাঁদ রে! গোপালকে আমি যে, কেন সাজাই নি, তা তোরে বল্‌ছি শোন্, বাপ্!

গীত।

গোচারণে যেতে আজ দিব না গোপালে।
আজকার মত তোরা সকলে, যারে নিয়ে গো-পালে ॥
সুকোমল শ্যাম কলেবরে,
রবির তাপ কি সইতে পারে,
চল্‌তে নারে কুশাঙ্কুরে বাজে চরণ তলে—
বনে ঘুরে নিতি নিতি,
যাতনায় কাতর অতি,
ঘুমায় না সে সারারাতি, চম্‌কে ওঠে পলে পলে ॥
করিয়ে বহু উপাসনা,
পেয়েছি তাই কেলেসোনা,
শূন্য ঘরে মন বসে না কৃষ্ণ না হেরিলে—
গৃহে রেখে শ্রীগোবিন্দে,
নিয়ে যারে দাস গোবিন্দে,
রাখ্‌বি তারে পদারবিন্দে, তোরা ব্রজরাখাল পালে ॥

বল। ওগো মা! প্রণাম হই গো! [প্রণাম] আর ও কথা ব'লো নি গো, আমরা গোপালকে না নিয়ে গোষ্ঠে যাব না গো!

যশোদা। ওরে বাপ্ বলাইচাঁদ! আমি প্রাণ ধ'রে কেমনে গোপাল ধনে গো-পালের সঙ্গে বনে পাঠাব, বাপ্?

বল। ওগো মা, তোমার কোন ভয় নেই, তুমি নির্ভয়ে গোপালে গোষ্ঠে পাঠাও গো!

যশোদা। ও বাপ্ বলাইচাঁদ রে! গোপালের জন্য যে, আমার ভয় হয়, রে বাপ্!

সুবল। কেন গো মা, গোপালের জন্য তোমার এত ভয় কেন গো?

যশোদা। ওরে বলাই রে! বাছার চারিদিকে শত্রু, তাই বড় ভয় হয় রে

সুবল। ওগো মা যশোমতি! তোমার চরণ ধ'রে মিনতি ক'রে বল্‌ছি গো, শ্রীপতিকে গোষ্ঠে যেতে অনুমতি দেও গো! গোপাল গোঠে না গেলে ধেনু সব মাঠে থাক্‌তে চায় না যে গো! কানুর বেণু না শুন্‌লে ধেনু সব কিছুই খায় না গো! আমরা সবাই মাঠে থাক্‌লেও কৃষ্ণকে দেখ্‌তে পেলে গো-পাল বাগ্ মানে না গো! গোপালের বাঁশী যে গো-পাল চরায় গো!

যশোদা। ওরে বাপ্ সুবল রে! এমন বোল আর বলিস্ নে, বাপ্! এ তোর সু-বোল নয় রে সুবল, এ তোর কু-বোল রে বাপ্ ধন!

সুবল। ওগো মা যশোদে! সুবলের এ সু-বোল কি কু-বোল তা কেবল রাখালেরাই জানে গো!

যশোদা। ওরে সুবল! রাখালেরা গোপালের মর্ম্ম কি জানে রে?

সুবল। ওগো মা, রাখালেরা তোমার গোপালের গুণের কথা সব জানে গো!

যশোদা। ওরে সুবল! তবু এ যশোদার বোল—গোপালকে গো-পাল চরাতে পাঠাব না রে বাপ্!

সুবল। ওগো মা যশোদে! গোপাল যদি গোষ্ঠে গো-পাল নিয়ে না যায় গো, তবে গো-পাল পাল ছেড়ে পালাপালি কর্‌বে গো! আমরা যত রাখাল তাদিগে রাখ্‌তে পারি না যে গো! ওগো মা, তোমায় বিনয়ে জানাই গো, প্রাণকানাইকে ত্বরায় গোষ্ঠ-সাজে সাজিয়ে দেও গো!

গীত।

জননী গো, বিনয় করি তোরে।
গোষ্ঠে বিদায় দেও মা কৃষ্ণে অতি সত্বরে ॥
জীবন ধন তোর কালোরতনে,
আমরা সঙ্গে রাখ্‌ব যতনে,
গোধন চরাব নিকট বনে, যাব না গো দূরান্তরে ॥

যশোদা। ও বাপ্‌ সুবল রে! কৃষ্ণকে গোষ্ঠে নিয়ে যেতে তোদের এত চেষ্টা কেন রে বাপ্‌?

সুবল। ওগো জননি! তবে বলি, শোন গো—

[গীতাংশ]

গোষ্ঠে সঙ্গে থাক্‌লে কৃষ্ণ,
পাই না মোরা কে ন
ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় গো নষ্ট, কৃষ্ণের মুখ হেরে—
কানাই কি গুণ জানে,
অন্ন মিলায় ঘোর কাননে,
ল'য়ে যাই গো সে কারণে, শ্যাম-জলধর ॥
বনে বনে করি খেলা,
ঘুচাই গোষ্ঠের কষ্ট জ্বালা,
হয়েছে মা অনেক বেলা গোচারণ তরে—
দাস গোবিন্দ তোর গোবিন্দে,
রাখ্‌বে প্রাণে মহানন্দে,
মন সঁপিব শ্রীগোবিন্দে মোরা অকাতরে ॥

যশোদা। ওরে সুবল! তোরা যতই বল্ রে বাপ্! আমি গোপালকে আজ গোষ্ঠে পাঠাব না রে!

শ্রীদাম। কেন গো জননি! আজ কি হয়েছে গো?

যশোদা। ওরে বাপ্ শ্রীদাম রে! আমার গোপালধন বহু সাধনার ধন রে, সে ধনের উপর কংসরাজার কু-নজর পড়েছে, তাই মথুরা হ'তে কত দৈত্য এসে গোপালের ওপর অত্যাচার করে, সেইজন্যই আজ আর গোপালকে গোষ্ঠে পাঠাতে মন চায় না, বাপ্!

বল। ওগো জননি! এ কথা কেন বল্‌ছ গো? কৃষ্ণকে দৈত্যেরা নিধন কর্‌তে এসে ত নিজেরাই নিধন হ'য়ে যায় গো! তবে ভয় কি গো মা?

যশোদা। ও বাপ্ বলাইচাঁদ রে! এমনিধারা পাঁচদিন হ'তে হ'তে একদিন হয় ত তারা গোপালকেও নিধন ক'রে যেতে পারে রে!

বল। ওগো জননি! 'হয় ত যেতে পারে' কথায় বিশ্বাস হয় কি গো?

যশোদা। ওরে বাপ্ বলাই! আমি যে দুর্ভাগিনী রে বাপ্!

বল। ওগো জননি! অমন কথা ব'লো নি গো, আমরা সবাই মিলে কৃষ্ণকে চোখে চোখে, বুকে বুকে রাখ্‌ব গো! মা গো! তুমি কৃষ্ণকে গোষ্ঠে পাঠিয়ে দেখ, কেউ তার কোন অনিষ্ট কর্‌তে পার্‌বে না গো!

যশোদা। ওরে বাপ্ বলাইচাঁদ! কৃষ্ণকে আজ গোষ্ঠে বিদায় দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে, রে বাপ্!

বল। কেন গো জননি—কষ্ট কিসের গো?

যশোদা। ও বাপ্ বলাই রে! আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে—পাছে প্রাণকৃষ্ণের কেউ অনিষ্ট ক'রে তার জীবন নষ্ট করে গো?

গীত।

শোন্ রে বলাই, বড় ভয় পাই রে মনে।
আজ পাঠাব না গোচারণে আমার জীবন নীলরতনে॥
কৃষ্ণের অনিষ্ট তরে, কংসচর ব্রজে বিহরে,
শুনে ভয়ে মরি রে প্রাণে—
কৃষ্ণে তারা যদি দেখে, ফেলিবে কত বিপাকে,
সে বিপাকে কেবা রাখে, যশোদার জীবন ধনে॥
নিঠুর পাষাণ হিয়া,
দানবের নাই মায়া দয়া,
জানে তারা কত মায়া, দেব-দ্বিজে নাহি মানে ;—
অসুর কিঙ্কর' বিষম আকার'
প্রাণ হারাবি তার দরশনে॥
গৃহে রাখিব নীরদকায়ে,
তোরা যা সব গোধন ল'য়ে,
শ্রীগোবিন্দে বিদায় দিয়ে, কেমনে র'ব ভবনে॥

সুবল। ওগো মা যশোদে! কৃষ্ণের তরে কোন ভাবনা নাই গো! এ জগতে কৃষ্ণের অনিষ্টকারী কেউ নাই গো!

যশোদা। ওরে সুবল রে! কৃষ্ণের অনিষ্ট চেষ্টায় দুষ্ট কংসচর যে ঘুরে বেড়ায় রে!

সুবল। ওগো মা, কৃষ্ণ তেমনি তাদের বিনষ্ট ক'রে আমাদের ইষ্ট সাধন করে গো! তোমার কৃষ্ণ ত কারু অনিষ্ট করে না, তবু যে অশিষ্ট তার অনিষ্ট কর্‌তে আস্‌বে, সে নিজের অনিষ্ট নিজেই ঘটাবে গো!

যশোদা। ও বাপ্ সুবল! তোরা যতই বল্, আমার গোপালকে গোষ্ঠে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পার্ব না রে বাপ্! আমার মনে যে, কেবল ঐ কৃষ্ণের চিন্তাই জাগে, রে বাপ্!

সুবল। ওগো জননি! আমাদেরও যে, বনে গোচারণে কৃষ্ণচিন্তা গো! কৃষ্ণের বাঁশী না শুন্‌লে গো-পাল থির মানে না—কৃষ্ণ সঙ্গে থাক্‌লে আমরা খাবার কষ্ট পাই না—দৈত্য এলে আমাদের কোন অনিষ্ট কর্‌তে পারে না। তা ছাড়া মাগো! তোমার কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা কর্‌তে কত রং-বিরংয়ের মানুষ এসে বনে আমদানী হয় গো! মাগো! তোর গোপালের গুণে আমরা সবাই যে, ম'জে আছি গো! তাই তাকে সঙ্গে না নিয়ে যেতে মন সরে না গো! মাগো! তোমার গোপালের জন্ত কোন চিন্তা নাই গো, আমরা তোমার গোপালের সব ভার নিব গো! দাদা বলাই রয়েছে, তোমার চিন্তা কিগো মা?

গীত।

নন্দরাণী গো, চিন্তা কর অকারণে।
কৃষ্ণের অনিষ্টকারী কেউ নাই মা ত্রিভুবনে॥
তোর গোপালের গুণের বশে,
সবাই তারে ভালবাসে,
কি আবাসে কি প্রবাসে সুখে বাসে কাননে॥
ত্যজি' মোরা গৃহবাসে,
তোর গোপালের সহবাসে,
যাই গো সবাই বনবাসে, গোধন চারণে;—

থাকি যদি উপবাসে,
অন্ন দেয় সে বন নিবাসে,
এই দাস গোবিন্দ ভাষে, আশে আসে গোবিন্দ চরণে ॥

যশোদা। ওরে সুবল! এ আবার কি বোল শুনালি, রে বাপ্?

সুবল। ওগো মা! যা বলি সব সু-বোল গো! আমরা রোজই ঐ কথা নিয়ে সব বলাবলি করি গো!

যশোদা। ওরে সুবল! তোরা কি বলাবলি করিস্, বল্ রে বাপ্?

সুবল। ওগো মা! আমরা বলি—সাধে কি তোর গোপালে চাই গো মা! তার গুণের কথা বলি, তবে শোন গো মা!

গীত।

শোন যশোদে, সাধ ক'রে কি
তোর গোপালে চাই গো।
তোর গুণের কানাই কি গুণ জানে,
আমরা বনে অন্ন পাই গো ॥
হাঁসে চেপে আসে গো একজন,
তার টুক্‌টুকে রং চারিটি বদন,
হাতীর উপর হাজার নয়ন,
সেরূপ কভু দেখি নাই গো ॥
আর একজন মহিষ-বাহনে
দণ্ড ধ'রে আসে ধেয়ে দেখি নয়নে,
একজন আসে ময়ূর-বাহনে,
ছয়টী মুখ তার দেখ্‌তে পাই গো ॥

কেউ মানবে, কেউ বা মৃগে,
কেউ মহিষে, কেউ বা ছাগে,
পূজে কৃষ্ণের পদযুগে
বনেতে সবাই গো ॥
বলদ-বাহন বুড়ো বেটা,
সাদা রং তার শিরে জটা,
তিন চোখ তার পাঁচটা মাথা,
এমন কভু দেখি নাই গো,
তার জটা যদি না থাকিত,
ঠিক দাদা বলাই গো ॥
সে জটা হ'তে জল ঢেলে,
ধোয়ায় কৃষ্ণের পদ যুগলে,
আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে
কানাইয়ের গুণ গায় গো—
সিংহের উপর কে এক সুন্দরী,
দশটি হাত তার কি মাধুরী,
তোর গোপালে কোলে করি
দেয় ননী খাওয়ায়ে গো ॥
বিদায় নিয়ে সকলেতে,
।মশে যায় গো শূন্যপথে,
দেখেছি সব স্বচক্ষেতে
ছিলেম যে সবাই গো—

রাণী গো তোর কালোরতন,
কাল-হরণ কালীয়-দমন,
দাস গোবিন্দ করি সাধন
শমন ভয় এড়াই গো ॥

সুবল। ভাই কৃষ্ণ রে! তুই একবার মা যশোদাকে বুঝিয়ে বল্, রে ভাই!

কৃষ্ণ। ওগো মা! আমি গোষ্ঠে যাব গো!

যশোদা। না-রে বাপ্ কৃষ্ণ! আজ আর তোর গোষ্ঠে যাওয়া হবে না, রে বাপ্!

কৃষ্ণ। ওগো মা! আমি গোষ্ঠে না গেলে রাখালদের বড় কষ্ট হবে গো!

যশোদা। গোচারণে গেলে তোরও ত কষ্ট হবে, রে বাপ্?

কৃষ্ণ। না গো মা, গোষ্ঠে গেলে আমার কোন কষ্ট হয় না গো!

যশোদা। ও বাপ্ কৃষ্ণ রে! তোরে গোষ্ঠে পাঠিয়ে আমার বড় কষ্ট হয়, তাই তোরে গোষ্ঠে পাঠাতে চাই না, রে বাপ্!

কৃষ্ণ। ওগো মা! গোষ্ঠে আমায় না পাঠালে চল্‌বে কেন গো? আমি যে, গয়লার ছেলে গো! তা মা গো! গয়লার ছেলে হ'য়ে গরু চরাতে না গেলে চল্‌বে কেন গো?

যশোদা। ও বাপ্ গোপাল রে! গোপরাজের ত লোকজনের অভাব নাই রে, তবে তুই কেন গোচারণে যাবি, রে বাপ্?

কৃষ্ণ। ওগো মা! গোচারণ যে, গোয়ালার ধর্ম্ম গো! গো-সেবা ক'রে ধর্ম্ম হয়েছিল ব'লেই ত সেই ধর্ম্ম-বলেই দৈত্য দানব বধ গো! সই গো-সেবায় বাধা দিলে কি ক'রে চল্‌বে গো মা?

যশোদা। ওরে বাপ্ গোপাল! আজ রাখালেরা গোচারণে যাক্, তুই আজ ঘরে থাক্, বাছা!

কৃষ্ণ। না গো জননি! তা কি হয় গো? তুমি আমায় বিদায় দেও, মা! আমাকে গোষ্ঠে যেতেই হবে গো! আমি গোষ্ঠে না গেলে এরা কেউ গো-পাল ঠিক ক'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না গো! তাই বলি, মাগো! আমায় গোষ্ঠ-সাজে সাজা'য়ে দেও!

গীত।

ওমা, দেও গো বিদায়, আমি গোচারণে গোষ্ঠে যাই।
আমি না যাইলে মাঠে, কে আমার চরাবে গাই॥
আমার চেনা গাভীগণে,
চরাইবে ওরা কেমনে,
তারা অন্য কারু হাঁক্ না শোনে, তাই ত আমি যেতে চাই॥
রাখালগণ সব চ'লে যাবে,
আমার গোধন ঘরে র'বে,
গাভী বৎস কিবা খাবে, ঘাস খড় কোথা পাই॥
ধড়া-চূড়া পরাইয়ে,
অলকা তিলকা দিয়ে,
দে মা, ত্বরায় সাজাইয়ে, গো-পাল চরাই—
দাস গোবিন্দ সঙ্গে যাবে,
গোবিন্দের সেবায় র'বে,
নিদান দিনে এড়ান পাবে, দিবে কালের মুখে ছাই॥

যশোদা। ও বাপ্ গোপাল রে! তুই যতই বল্, আমি তোরে গোষ্ঠে পাঠাতে পার্‌ব না, রে বাপ্!

শ্রীদাম। ওগো জননি! এত কাতর হচ্ছ কেন গো? তোমার কৃষ্ণের কোন কষ্ট হবে না গো! আমরা সবাই আছি—বলাই দাদা আছে, সকলে মিলে তোমার গোপালকে আদর সোহাগ ক'রে রেখে দিব গো! তার কোন কষ্ট হবে না গো মা!

যশোদা। ও বাপ্ শ্রীদাম রে! যদি কংস-চর এসে উৎপাত করে, তখন কি হবে রে, বাপ্?

শ্রীদাম। ওগো জননি! কংস-চর যদি আসে গো, তবে তাকে শমন- অনুচর নিয়ে যাবে গো! মাগো! তোমার গোপাল সামান্য নয় গো!

যশোদা। ও বাপ্ শ্রীদাম রে! গোপাল সামান্য নয়, তা তুমি কেমনে জান্‌লে, বাপ্?

শ্রীদাম। ওগো জননি! কিসে জান্‌লেম, বলি শোন গো!

তুক্কা।

শ্রীদাম কহিছে বাণী, শোন গো মা নন্দরাণী,
নিতি নিতি যাই মোরা বনে।
যতেক রাখাল মিলি, মাঝে রাখি বনমালী,
ধেনু বৎস চরাই কাননে॥
মোহন মুরলী স্বরে, নানা ছন্দে গান করে,
ভুবন ভুলয়ে সেই রবে।
শুনিয়ে মুরলী রব, দিব্যমূর্ত্তি লোক সব,
আসি দরশন করে কেশবে॥

হংসের উপরে চড়ি, চতুর্ম্মুখে মন্ত্র পড়ি
স্তব করে কানাইয়ের চারি পাশে।
তারপরে শূন্য পথে, ঐরাবতে বজ্রহাতে
দেখি মোরা ডরাই তরাসে॥
ক্ষিপ্ত প্রায় একজন, বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ,
করে শিঙা ডম্বুর নিশান।
শিরে জটা ত্রিলোচন, ভস্ম অঙ্গে বিলেপন,
সদা জপ করে রামনাম॥
তার বামে এক নারী তুল্য তার দিতে নারি,
রূপে অন্ধকার নাশ করে।
স্বর্ণকান্তি শশীমুখী, ভালে শোভে তিন আঁখি,
কোলে তুলে লয় গিরিধরে॥
কোলে ল'য়ে বংশীধরে, ননী দেয় সে অধরে,
কৃষ্ণ ননী খায় তার করে।
বলে ওরে বাছা কানু, আনন্দে চরাও ধেনু,
কাননে নাহিক ভয় তোরে॥
গজমুখ একজন, মূষিকেতে আরোহণ
সিন্দূরে মণ্ডিত তনুখানি।
ষড়মুখ শিখী 'পরে, বাম করে ধনু ধরে,
কিবা তার কোঁচার নাচনী॥
এ দাস গোবিন্দে কয়, মা তুমি না কর ভয়,
কানু পেলে কত সুখ পাই।
শীতল তরুর ছায়, বসি সে বাঁশী বাজায়,
মোরা সবে ধবলী চরাই॥

গীত।

ওমা নন্দরাণী গো—
গোবিন্দের তরে কোন চিন্তা নাই।
গোষ্ঠে গোবিন্দের সঙ্গে
মনোরঙ্গে রহিব সবাই ॥
আমরা সব যত রাখাল,
ঘুরে ঘুরে চরাব গো-পাল,
কদম তলে বসি' গোপাল
বাঁশীতে ফিরাবে গাই ॥
দূরে রাখি ধেনুদলে,
বস্‌ব মোরা তরুতলে,
ফিরায় ধেনু মুরলীর বোলে,
মোদের প্রাণকানাই ॥
শুনিয়ে কানুর বেণু,
ঊর্দ্ধপুচ্ছে ধায় ধেনু,
উড়ায়ে পথের রেণু
মোরা খেলিয়ে বেড়াই ॥
এ দাস গোবিন্দ ভণে,
গোবিন্দে পাঠাও গো বনে,
সাঁজে ফিরিবে ভবনে
শ্রীগোবিন্দের বিপদ নাই ॥

যশোদা। ও বাপ্ শ্রীদাম রে! তুই আর বলাই সঙ্গে থাক্‌লে, আমি গোপালের জন্য কোন চিন্তা করি না, রে বাপ্! তোরা যখন বার বার এত ক'রে বল্‌ছিস্, তখন আমি গোপালকে গোষ্ঠ-সাজে সাজায়ে দিই! তোরা আমার জীবন-ধন গোপাল ধনের সঙ্গে গোধন নিয়ে বনে গমন কর্। গোপালের ভার আমি তোদের উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত রইলেম। ওরে সুবল! তুই আমার কালো মাণিককে যত্নে রাখ্‌বি, বাপ্! তুই গোপালকে বড় ভালবাসিস্, তাই তোর উপর তার যত্নের ভার দিলেম, বাপ্!

সুবল। ওগো মা! তোমার সেজন্য কোন ভয় নেই গো! এখন বেলা না ক'রে এই বেলা গোপালকে গোষ্ঠ-সাজে সাজায়ে দেও গো মা!

যশোদা। ওরে বাপ্ সুবল রে! গোপালকে গোষ্ঠ-সাজে সাজাতে আমার বড় কষ্ট হবে, রে বাবা!

সুবল। কেন গো জননি! তোমার কি কষ্ট হচ্ছে গো?

যশোদা। ওরে বাপ্ সুবল রে! আমি কেমনে গোপালের বদনে অলকা তিলকা দিয়ে সাজাব, রে বাপ্? আমার যে চোখে জল আস্‌ছে, আমি যে, কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না রে!

শ্রীদাম। ওমা নন্দরাণী গো! তবে কি হবে গো? তুমি না সাজালে তোমার গোপালকে আর কে সাজাবে গো?

যশোদা। ও বাপ্ শ্রীদাম রে! আজ আমার গোপালকে আমি সাজাতে পার্‌ব না রে!

বল। মাগো, তা হবে না গো। তোমাকেই সাজাতে হবে গো!

যশোদা। ওরে বাপ্ বলাইচাঁদ রে! আমার গোপালচাঁদকে তুমিই সাজিয়ে দেও গো! আমি গোপাল সাজাতে পার্‌ব না রে!

বল। কেন গো মা, পার্‌বে না কেন গো? গোপাল সাজান ত তোমারই কাজ গো! তবে তুমি সাজাতে পার্‌ব না বল্‌ছ কেন গো?

যশোদা। ওরে বলাইচাঁদ রে! কেন সাজাতে পার্‌ব না, বলি শোন্—

গীত।

বলিস্ নে আর গোপালে সাজা,
দিস্ নে প্রাণে এমন সাজা,
গোপাল নিয়ে আমার আশা যা'
সে আশায় এ বিষম সাজা॥
তোরা বলিস্ গোপালে সাজা,
শুনে আমি রই নে সোজা,
চোখে চাপে জলের বোঝা,
এ ভাব বোঝা নয় ত সোজা॥
অলকা তিলকা দিতে গোপালের বদনে,
চক্ষুজলে দেখি না কিছু, কাঁপে হাত ঘনে ঘনে,
স্তন-ক্ষীরে আঁখি-নীরে তিতিয়া বসনে,
গোপালে সাজাতে আমার হইল অবোধ সাজা॥
পরাইতে আভরণ কিবা হয় শোভা,
প্রতি অঙ্গে চুম্ব দিতে মনে হয় লোভা,
বাঁধিতে বিনোদ চূড়া ফুটিল কি বিভা,
কিবা পীতধড়ার প্রভা ক্ষীণ মাজা সাজা॥
মা হ'য়ে একি আচরণ, ঘন ঘন কাঁপে চরণ
পরাইতে নূপুরে চরণ—
শ্রীগোবিন্দের যুগল চরণ
দাস গোবিন্দ-হৃদে সাজা॥

বল। ওগো মা! যে গোপাল সাজাতে জানে গো, সে কেঁদে কেঁদে হেসে হেসে যেমন ক'রেই সাজাক্ না কেন মা, ঠিকই সাজ খোল্‌তা হয় গো! মাগো! গোপাল ত সাজান হ'ল, এখন কোলে ক'রে চুমু দিয়ে ননী মাখম খাইয়ে বিদায় দেও মা!

যশোদা। ও বাপ্ বলাইচাঁদ রে! কি কথা মনে ক'রে দিলি রে, বাপ্? আমার গোপালের যে, এখনও কিছু খাওয়া হয় নি রে! গোপাল! গোপাল! ননী মাখম খাবি আয়, বাপ্!

কৃষ্ণ। ওগো মা! আমি একা কেমনে ননী মাখম খাব গো? এখানে বলাই দাদা রয়েছে—রাখাল সখা সকল রয়েছে, ওদের সঙ্গে এক সঙ্গে খাব যে গো মা!

যশোদা। ও বাপ যশোদার গোপাল! তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই কর্‌ব গো! এস, আমি তোমাদের সকলকে ননী মাখম খাইয়ে দিই গো!

রাখালগণ। মাগো! আমাদের খেতে দেও গো মা!

যশোদা। ওরে বাপ্ সকল! গোপাল আমার যেমন ছেলে, তোরাও আমার তেমনি ছেলে। আমি গোপালকে যেমন দেখি, তোদেরও তেমনি দেখি। আয় বাপ্! তোরা সব আমার হাতে ননী মাখম খা!

[সকলকে ননী খাওয়ান]

গীত।

খাও খাও খাও খাও রে ননী ও যাদুমণি।
ননী খেয়ে সব যাও রে গোঠে
সঙ্গে ল'য়ে নীলমণি॥

ওরে আমার প্রাণ বলাই,
তোরে আমার আছে বলা-ই,
ঘট্‌লে বনে আপদ্‌ বালাই,
রাখিস্‌ আমার নয়নমণি ॥
আমি সাজালেম গোপালে,
ভাস্‌তে ভাস্‌তে নয়নজলে,
চূড়া দিয়ে চারু চুলে
তুমি ভুলালে কত মুনি ॥

সুবল। ওমা নন্দরাণী গো! এইবার তোমার গোপালকে গোষ্ঠে যাবার অনুমতি দেও গো!

শ্রীদাম। হ্যাঁগো মা! আর দেরি ক'রো না গো! গরুগুলো সব হাম্বা হাম্বা ক'রে চেঁচাচ্ছে, কানাইয়ের বাঁশী না শুনে ওরা সব ও রকম কর্‌ছে।

যশোদা। ও বাপ্‌ গোপাল! মায়ের কথা শোন্‌, বাপ্‌।

(তুক্কা)

আমার শপথি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিও ধেনু, বাজাইও মোহন বেণু,
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥
বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে,
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে যেও, সঙ্গ ছাড়া না হইও
মাঠে বড় রিপুভয় আছে ॥

ক্ষুধা হ'লে চেয়ে খেও, পথপানে চেয়ে যেও,
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু, ফিরাতে যেয়ো না কানু,
কিরা কর হাত দিয়া মাথে॥
থাকিও তরুর ছায়, মিনতি করিছে মায়,
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
বলভদ্রে সঙ্গে ল'য়ো, শ্রীগোবিন্দ তবে যেয়ো,
দাস গোবিন্দে রেখো রাঙা পায়॥

শ্রীদাম। ওমা নন্দরাণী গো! তুমি কেন কাঁদ্‌ছ, মা? গোপাল সঙ্গে গো-পাল নিয়ে আমরা আবার সন্ধ্যার আগে ফিরে আস্‌ব, মা! এখন আর দেরি ক'রো না, গোপালকে গোষ্ঠ-যাত্রায় বিদায় দেও গো!

যশোদা। ও বাপ্ শ্রীদাম রে! আমি এখনই গোপালকে গোষ্ঠ মাঝে গোচারণে পাঠাব রে!

সুবল। মাগো! আর কি কোন কাজ বাকি আছে গো?

যশোদা। হ্যাঁ বাপ্ সুবল রে! গোপালের অঙ্গে রক্ষামন্ত্র প'ড়ে দিয়ে গোষ্ঠে পাঠাব রে!

সুবল। ওগো মা, তবে শীঘ্র তোমার গোপালের অঙ্গে রক্ষামন্ত্র প'ড়ে দেও গো! যেন মায়ের পড়া রক্ষামন্ত্রের জোরে গোপাল সকল বিপদে প'ড়ে উদ্ধার হ'তে পারে গো!

যশোদা। ও বাপ্ গোপাল রে! একবার আমার কোলে আয় রে বাপ্! [কোলে করিলেন] এইবার আমি ভগবান্ স্মরণ ক'রে তোর অঙ্গে রক্ষামন্ত্র পাঠ করি।

(সুরে)

আয় কোলে নীলমণি, যতনে বদন চুমি,
ভগবানে হ'য়ে যোড়পাণি।
রক্ষামন্ত্র দিই পড়ি, তোর সর্ব্ব অঙ্গ 'পরি,
রক্ষা পাবে বিপদে আপনি ॥
ব্রহ্মা রাখুন পায়, তোমার এ দু'টি পায়
জানু রক্ষা করুন দেবগণ।
কোটীতট সুজঠর, রক্ষা করুন যজ্ঞেশ্বর,
হৃদয় রাখুন নারায়ণ ॥
ভুজযুগ নখাঙ্গুলি, রাখিবেন বনমালী
কণ্ঠ-মুখ রাখুন দিনমণি।
মস্তক রাখুন শিব, পৃষ্ঠদেশ হয়গ্রীব,
অধঃ ঊর্দ্ধ রাখুন চক্রপাণি ॥
জল স্থল, গিরি বনে রাখিবেন জনার্দ্দনে,
দশদিকে দশ দিক্‌পাল।
যত শত্রু হ'ক্ মিত্র, রক্ষা করুন সর্ব্বত্র,
নয় তুমি হ'য়ো তার কাল ॥
এই সব মন্ত্র পড়ি, প্রতি অঙ্গে হস্ত ধরি,
গোময়ের ফোঁটা দিই ভালে।
এ দাস গোবিন্দে কয়, নন্দরাণী প্রেমময়
বলরামের হাতে সমর্পিলে ॥

শৃণু বল মম বাক্যং বলকানাং বণিত্বং।
গিরি-বন-জল মধ্যে রক্ষ কৃষ্ণ মদীয়ং ॥
ইতি বল করযুগ্মে কৃষ্ণ পাণী নিধেয়।
নয়ন ললিত ধারা নন্দজায়া পপাতিং ॥

গীত।

ও বাপ্ বলাই চাঁদ রে—
দেখিস্ যেন রাখিস্ যতনে।
হিয়ার মাণিক দিলেম তোরে
ধরিস্ হৃদয়ে হৃদয়-রতনে॥
দণ্ডে দশবার খায়, যাহা দেখে তাহা চায়,
ছানা দধি ক্ষীর ও নবনী।
রাখিস্ আপন কাছে, ভুখ যদি লাগে পাছে,
খেতে দিও ওরে যাদুমণি॥
(সে যে যখন তখন খেতে চায় রে)
(একটু দেরি হ'লে সে চুরি করে রে)
তারে আপন হাতে, আপনা হ'তে, দিবি খেতে কাননে॥
শোন্ রে বাপ্ হলধর, এক কথা আছে মোর,
এই গোপাল আমার পরাণ।
যাইতে তোদের সনে, সাধ করিয়াছে মনে,
আপনি রহিও সাবধান॥
(গোপাল আমার কাঁচা ছেলে রে)
(কি করতে কি ক'রে বসে রে)
তারে চোখে চোখে, বুকে বুকে, রাখিস্ সদাই সাবধানে॥

বল। মাগো! সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই গো! আমরা তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে গোষ্ঠে যাব গো, তাতে কোন বিপদ্ হবে না গো! প্রণাম হই। [প্রণাম]

কৃষ্ণ। মাগো! প্রণাম হই। [প্রণাম]

বল। মাগো! আমরাও তোমায় প্রণাম হই গো। [প্রণাম]

সকলে। মাগো! এইবার শিঙা বাজিয়ে গোষ্ঠে যাই গো?

যশোদা। হ্যা বাপ্ বলচাঁদ! তোমার শিঙায় ফুঁ দেও গো!

বল। [শিঙ্গাবাদন]

যশোদা। (সুরে)

ওই বলাইয়ের শিঙ্গা বাজিল রে।
অতল বিতল, সুতল তলাতল, রসাতল আদি ভেদিল রে॥
পাইয়ে শিঙ্গার সাড়া, সাজিল গোয়ালা পাড়া,
ধাওয়া ধাওয়াই বরজে পড়িল রে।
কেহ খেতেছিল ভাত, অমনি রহিল পাত,
এঁটো হাতে বনপথে ধাইল রে॥
বিনদ পাওড়ী মাথে, রাঙ্গা লাঠী কারু হাতে,
কেহ বা পাঁচনী ঘুরাইল রে।
কেহ বিভোর ব্যাকুল চিতে, চূড়া বলে পাঁচনীকে
কেহ কেহ চূড়াটি ধরিল রে॥

শ্রীদাম। ও ভাই কানাই! এইবার তুমিও তোমার বাঁশরী বাজাও গো!

কৃষ্ণ। [বংশীবাদন]

সকলে।—

গীত

হরিষে গোষ্ঠে চলে হরি সে গোষ্ঠ-বিহারী।
জয় রাধে শ্রীরাধে রবে বাজায়ে বাঁশরী—
ওই যায় সে বংশীধারী॥

ব্রজে যত ছিল রাখাল,
মাঠে গেল ল'য়ে গোপাল,
সঙ্গে নিয়ে নন্দের গোপাল
আনন্দে যায় বিহরি ॥
হাম্বা রবে চলে ধেনু,
উড়ায়ে পথের রেণু,
গগনে ঢাকিল ভানু
দিবসে আঁধার হেরি ;
মধ্যে ল'য়ে শ্রীগোবিন্দে,
ঘিরে দাঁড়ায় রাখালবৃন্দে,
গোবিন্দের এ প্রেমানন্দে
দাস গোবিন্দের আনন্দ ভারি ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রাধার গৃহ।

বৃন্দার প্রবেশ।

বৃন্দা। —

গৌরচন্দ্রিকা।

সুরধুনী তীরে, তীর মহা বিলসই
সমবয় বালক সঙ্গ।
করতাল তাল বলিত হরিধ্বনি
নাচত নটবর ভঙ্গ॥
জয় শচী-নন্দন, ত্রিভুবন বন্দন,
পূর্ণ পূর্ণ-অবতার।
জগ-জন-রঞ্জন, ভবভয়-ভঞ্জন,
সংকীর্ত্তন পরচার॥
চম্পক গৌর প্রেমভয়ে কম্পই
ঝম্পই সহচর কোড়।
অঙ্গ হি অঙ্গ পুলক কুল আকুল,
কঞ্জ নয়নে ঝরে লোর॥
ধনি ধনি ভাবনী, চতুর শিরোমণি
বিদগধ জীবন জীব।
গোবিন্দদাস হেন রসে বঞ্চিত
কবহুঁ শ্রবণে নাহি পিব॥

গীত।

সুরধুনী তীরে আনন্দে বিহরে গোরাচাঁদ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে, হরিনাম প্রসঙ্গে
পেতেছে প্রেমের ফাঁদ ॥
কাঁচা কাঞ্চন মণি, গোরারূপ তনুখানি,
করি হরি হরি ধ্বনি ভাসাইল নদীয়ার বাঁধ ॥
ভাবে তনু পুলকিত, নাম গানে হরষিত,
সহসা জাগিল মনে ব্রজলীলার সাধ—
সঙ্গে ল'য়ে সাঙ্গ পাঙ্গ, রসে ডগমগ অঙ্গ,
গোষ্ঠ লীলায় সাজে কানু কালাচাঁদ ॥

রাধিকার প্রবেশ।

রাধা। ওগো বৃন্দে!

বৃন্দা। এস গো রাজনন্দিনি! প্রণাম হই গো! [প্রণাম] বলি, কুশলে আছ ত গো বাছা?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার আবার কুশল কিগো?

বৃন্দা। কেন গো বাছা! কি অকুশল ঘটেছে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! যে জন্যে ব্রজমাঝে নিন্দে কিন্‌লেম গো, আমার সেই গোবিন্দের বিরহ আর কত সইব গো?

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! এই ত কাল মাত্র যাবটে প্রথম মিলন হ'ল, এখনও ত তিন দিনও হয় নি গো, এরই মধ্যে আবার তোমার মনে মিলনের আশা জাগ্‌ল, বাছা?

রাধা। ওগো বৃন্দে! কৃষ্ণ-মিলনের যে কি সুখ, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেউ জানে না গো!

গীত।

ওগো বৃন্দে, গোবিন্দের মিলন কত সুখের,
জানে না তা—বিনে ভুক্তভোগী।
মধুর-মিলন-সুখভোগী, হয় না যারা ভোগের ভোগী,
যোগাসনে মনোযোগী, যোগী সে সুখ-সম্ভোগী॥
বিষয় ভোগে যারা ভোগী,
কেবল তাদের কর্ম্ম ভোগই,
যে জন কর্ম্মফল ভোগী,
সে নয়কো কৃষ্ণ-প্রেমের ভোগী॥
যে হয়েছে সর্ব্বত্যাগী,
হ'ক্ সংসারী, বিরাগী, যোগী,
শ্রীগোবিন্দের অনুরাগী
হয় না কভু দুঃখভোগী—
এ প্রেমে যে ভুক্তভোগী,
সেই শুধু এ প্রেমের ভোগী,
দাস গোবিন্দ অভুক্ত ভোগী
ভাগ্যে নাই গোবিন্দ ভোগই॥

বৃন্দা। ওগো বাছা, তোমার দেখ্ ছি, সব কাজেই যে বড় বাড়াবাড়ি গো!

রাধা। কেন গো বৃন্দে! আমি কি বাড়াবাড়ি কর্‌লেম গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! পরকীয়া প্রেমে অত ঘন ঘন মিলনের আশা কি ভাল গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! প্রাণের বদল দিয়ে যে প্রেম কর্‌তে জানে, তার কাছে স্বকীয়া পরকীয়া ভেদ থাকে না গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তোমার গোবিন্দ ত লম্পট গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! যে আমার গোবিন্দ, সে কখন লম্পট নয় গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তবে লম্পট কোন্ গোবিন্দ গো?

রাধা। ওগো দূতি! সেটা যার যেমন ভাব গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! যার যেমন ভাবটা কি গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! যে কৃষ্ণকে যেমন ভাবে দেখ্‌তে চায়, কৃষ্ণ তার কাছে সেই ভাবেই দেখা দেন্ গো! যারা কৃষ্ণকে শঠ ভাবে, কৃষ্ণ তাদের কাছে শঠ; যারা কপট ভাবে, কৃষ্ণ তাদের কাছে কপট; আর যারা কৃষ্ণকে লম্পট ভাবে, তারাই কৃষ্ণকে লম্পট দেখে গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তুমি তাকে কি ভাবে দেখ গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি কৃষ্ণকে কি ভাবে দেখি, বলি শোন গো! আমি তাকে সৎ ভাবে দেখি গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তুমি কৃষ্ণকে সৎ ভাবে দেখ্‌লেও সে ত তোমায় সৎ ভাবে দেখে না গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে আমায় সদ্ভাবে দেখে বই কি গো!

বৃন্দা। ওগো, আমি বল্‌ছি—সে তোমায় সৎ ভাবে দেখে না গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে আমায় সৎ ভাবে দেখে না ত কি ভাবে দেখে গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! সে তোমায় কি ভাবে দেখে শুন্‌বে? তবে বলি, শোন গো!

গীত।

সে তোমায় দেখে অসৎ ভাবে,
অসতী নাম তাই ত ভবে।
দেখ্‌ত যদি সে সৎ ভাবে,
তবে রাখ্‌ত তোমায় সদ্ভাবে॥
সে আছে কত ভাবে,
কে বল তা অত ভাবে,
থাক্‌ত যদি রাধার ভাবে
চন্দ্রা পায় কি অসৎ ভাবে॥
জানি তাকে যে জন ভাবে,
সকলেই অভাবে ভাবে,
স্বভাবে ক'জন ভাবে
ভাবে ত এক রাধা ভাবে ;—
আত্মভাবে যে জন ভাবে,
কাঁদায় তায় মিলন অভাবে
রাধার ভাবে ক'জন ভাবে,
যে ভাবে সে নকল ভাবে,
আসল ভাবে রাধাই ভাবে,
দ্বিতীয় রাধা নাই ত ভবে—
রাধার ভাব রাধার স্ব-ভাবে
গোবিন্দ দাস কোথায় পাবে॥

রাধা। না গো বৃন্দে! সে আমায় খুব সদ্ভাবেই দেখে গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তবে তুমি তার জন্যে অত ভাব কেন গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! বনের পাখী খাঁচায় থেকে ছোলা ছাতু খায়—হরিনাম গায়, তবু সে ভাবে কেন গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! সে যেথাকার জীব, সেথা থাকৃতে পায় না ব'লে ভাবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার প্রাণপাখীরও সেই ভাব গো, তাই সে অত ভাবে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তোমার প্রাণপাখীরও সেই ভাব কিসে হ'ল গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে বলি, শোন গো—

গীত।

ওগো আমি পরাধিনী বিহঙ্গিনী শোকে জর জর'।
জটিলা কুটিলার চক্ষু, এ পক্ষীর লৌহ-পিঞ্জর'॥
শ্রীগোবিন্দের সহ পুলকে,
নিত্য রয় সে নিত্যলোকে,
নিন্দা কয় তায় মন্দলোকে, গোবিন্দে ভাবে বালক এ,
ত্রিলোক-পালক এ, এল ভূলোকে, দেখে না লোকে পলকে,
কলঙ্ক রটায় কুলোকে,
বিরহে তাই সকাতর'॥
পক্ষের যেমন গগন লক্ষ্য,
বনের ফল—জল—বায়ু ভক্ষ্য,

রাই-পক্ষের নিত্য লক্ষ্য, কবে হবে সে কৃষ্ণপক্ষ,
গৃহেতে রয় বিপক্ষ, হয় না তাই শুক্লপক্ষ,
তোমরা সব হ'য়ে সাপক্ষ,
দাস গোবিন্দে লক্ষ্য কর ॥

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তা' হ'লে ত তুমি বড় অকুশলে আছ গো বাছা!

রাধা। ওগো বৃন্দে! নিত্যকার অকুশল যা আছে, তাতে দুঃখ করি না গো!

বৃন্দা। ওগো রাই! তবে তোমার দুঃখ কিসের জন্যে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার যে, মিলন-আশা শেষ হয় নি গো, একবার মিলন আশা করি গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! এমন সময় তা কেমনে হয় গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! কৃষ্ণের গোষ্ঠ গমনের সময় হয়েছে গো!

বৃন্দা। ওগো, তাতে তোমার মিলন-আশা পূর্ণ হবে কিসে গো? বড় জোর—না হয় একবার লুকিয়ে চোখের দেখা দেখ্‌তে পার গো!

রাধা। না গো বৃন্দে! সে আশাও নেই গো!

বৃন্দা। তবে বাছা, এ অসময়ের মিলন-আশাও ভাল নয় গো, সে আশা তুমি ত্যাগ কর গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আশাতেই মানুষ বাঁচে, তা জান ত গো?

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তা ত জানি গো! তা সে কি এই আশা নাকি গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! যার যেমন আশা গো!

বৃন্দা। ওগো রাজবালা! তোমার কি আর কোন আশাই নাই গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! শ্যামের সঙ্গে মধুর মিলন ভিন্ন আর কোন আশাই আমার নাই গো!

বৃন্দা। ওগো বাছা! তোমার শাশুড়ী ননদী থাক্‌তে সে আশা মিট্‌বে না গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! কেন মিট্‌বে না গো?

বৃন্দা। ওগো রাই! মিট্‌বে না কেন, ব'লে যাই শোন গো!

গীত।

কেমনে ফলিবে আশা, এ আশা অতি দুরাশা।
সকালে শ্যামের মিলন-আশা
বামনের চাঁদধরার আশা॥
দেখ্‌লে কৃষ্ণের গোষ্ঠে আসা,
কষ্টের হবে নিরাশা,
দৃষ্ট কৃষ্ণে মেটে কি আশা
বিনে সে হৃদয়ে আসা॥
জটিলে কুটিলের আশা,
ভাঙ্‌বে তোমার এ কু-আশা,
প্রভাতে ত নাই কুয়াসা,
নৈলে মিট্‌ত মিলন-পিয়াসা॥
গোবিন্দ কয় আছে আশা,
মুনিমন্ত্র শেষের আশা,
মন্ত্রবলে আনি কুয়াসা
দাস গোবিন্দের পূরাও আশা॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি তাই কর্‌ব গো! মুনিমন্ত্র-বলে সকলের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে আমি ঠিক যাব গো!

বৃন্দা। ওগো ধনি! তবে ত নাগরের সাথে সড়্ ক'রে রাখ্‌তে হবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে কাজের ভার তোমার গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! এখন গোষ্ঠ যাবার পথে কৃষ্ণকে কিছু বল্‌লে যে, সব ফাঁস হ'য়ে যাবে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তার উপায় এখন তোমাকেই কর্‌তে হবে গো!

বৃন্দা। ওগো বাছা! আর কি উপায় কর্‌ব গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে যা কর্‌লে ভাল হয়, তা তুমিই কর গো! আমি কৃষ্ণ-বিরহে কাতর হয়েছি, বুঝি আর জ্ঞান থাকে না গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! গোপনে প্রেম ক'রে অত ঢলাঢলি ভাল নয়, একটু চেপে চল্‌তে হয় গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি কার ভয়ে চেপে চল্‌ব গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! কার ভয়ে চেপে চল্‌তে বল্‌ছি শুন্‌বে? তবে বলি শোন গো!

গীত।

যারা কৃষ্ণকে কুচক্ষে দেখে,
চল্‌বে চেপে তাদের ভয়ে।
কূলের ভয়ে, সমাজের ভয়ে
স্বামীর ভয়ে, জাতির ভয়ে॥

বাপের কুল, শ্বশুরের কুল,
কুলের মত দু'টো কুল,
গোকুলে নাই এমন কুল
ভয় কি তোমার কুলভয়ে ॥
গুপ্ত প্রেমে হ'য়ে ব্যাকুল,
হও যদি রাই দুখে আকুল,
কোন কুলে পাবে না কূল,
বিনে সে কাণ্ডারী অকূল—
শ্যাম যখন র'বে প্রতিকূল,
রাখ্‌বে কূলে তুলে অভয়ে ॥
মান্য গণ্য আছে যেই কুল,
জন্মেছ রাই ধ'রে যে কুল,
সেই কুল আর স্বামীর কুল,
রাখ্‌তে কেন হও ভয়াকুল
যার দেওয়া কুল, তারে দেও কুল,
সে নিলে কুল-কলঙ্কী-কুল,
গোপনে দেও তারে কুল,
না করবে আকুল কুলাকূল—
দাস গোবিন্দ হারায়ে কূল,
অকূলে দিয়ে শমন-ভয়ে ॥

রাধা। বৃন্দে গো! তুমি আমায় যে সব ভয় দেখালে গো, সে ভয়ে আমি কি নির্ভয়ে আছি গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি ! নির্ভয়ে থাক্‌লে কি কলঙ্কের ভয় হয় গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে ! তোমরা ত কলঙ্ক বল্‌ছ গো, আমি কিন্তু তা কলঙ্ক ভাবি না গো !

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি ! তুমি তবে কি ভাব গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে ! আমি ওটাকে জনরব ব'লে জানি গো !

বৃন্দা। ওগো কমলিনি ! জনরব কি মিথ্যা রটে গো ? আগে সত্য ঘটে, তবে কতকটা রটে গো !

রাধা। ওগো বৃন্দা ! কেউ যদি হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করে, তা' হ'লে তাকে লোকে কি বলে গো ?

বৃন্দা। ওগো ! লোকে তার সুখ্যাতি করে গো ! বলে—অমুক বেশ ভক্তিমান্ লোক, তাই সে হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে গো !

রাধা। বৃন্দে ! এ কলঙ্কটাকেও তেমনি গৌরবের মনে করি গো !

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি ! তুমি যে কুলবতী গো ! কুলবতীর কুলধর্ম্ম কি জান ত গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে ! কুলবতীর কুলধর্ম্ম—পতিসেবা গো !

বৃন্দা। ওগো রাই ! তুমি কি, সে স্বামী-সেবা কর গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে ! যে আমার স্বামী, তার যে স্বামী, আমি যখন সেই স্বামীর স্বামী জগৎ-স্বামীর সেবা করি গো, তখন কি আমার স্বামী-সেবা করা হয় না গো ?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি ! আর কি কর গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে ! আর কি কর্‌ব গো ! স্বধর্ম্মে স্বামীর ঘরে ব'স কর্‌বে আর স্বামীর উপায়ে জীবন কাটাবে গো।

বৃন্দা। বলি, ওগো শ্রীমতি ! তুমি কি সে স্বধর্ম্মে আছ গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে ! স্ব-ধর্ম্ম কাকে বলে গো ?

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! স্ব মানে আপন, যা আপন ধর্ম্ম, তাই স্বধর্ম্ম গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার আপন ধর্ম্ম কি গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তোমার ধর্ম্ম কি, তা তুমিই জান গো! আমরা তা কেমনে জান্‌ব বল গো?

গীত।

ও রাই, তোমার ধর্ম্ম তুমিই জান,
যেটি তোমার হয় স্বধর্ম্ম।
ধর্ম্মের ধর্ম্ম, ধর্ম্মের কর্ম্ম,
তোমার কাছেই ধর্ম্মাধর্ম্ম ॥
যেমন, পুড়িয়ে দেওয়া আগুনের ধর্ম্ম,
শীতল করা জলের ধর্ম্ম,
বৃষ্টি হওয়া মেঘের ধর্ম্ম
প্রজাপালন রাজার ধর্ম্ম—
তেমনি কুলবতীর ধর্ম্ম
রক্ষা করা সতী-ধর্ম্ম ॥
যেমন কামুকের কামনা ধর্ম্ম,
অসতীর উপপতি ধর্ম্ম,
যোগীর ধর্ম্ম ব্রহ্মধর্ম্ম,
ত্যাগীর ধর্ম্ম সন্ন্যাস-ধর্ম্ম,
তেমনি যুবতীর ধর্ম্ম
স্বামী-কৃপাই মোক্ষধর্ম্ম ॥

তুমি যেটা ভাব ধর্ম্ম,
সমাজের সেটা অধর্ম্ম,
যে কর্ম্মে জন্মে অধর্ম্ম
তোমার কাছে তাই ত ধর্ম্ম;
দাস গোবিন্দের নাই ধর্ম্ম,
তাই বোঝে না প্রেম-ধর্ম্ম ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার স্বধর্ম্ম কি জান গো? সতের সেবা করাই সতীর ধর্ম্ম গো! তা জগতে সৎ বল্‌তে যদি কেউ থাকে গো, তবে সেই কৃষ্ণ গো!

বৃন্দা। ওগো! তুমি কি স্বামীর ঘরে বাস কর না গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! স্বামীর ঘরে বাস করি না ত আমি কার ঘরে বাস করি গো? এ জগতের যত ঘর, সব ঘর যে সেই জগৎস্বামীর ঘর গো, আমি ত সেই ঘরেই বাস করি গো!

বৃন্দা। আর স্বামীর খেয়ে জীবন-যাপন কি রকম হবে গো?

রাধা। ওগো দূতি! জীব জন্মাবার আগে মায়ের স্তনে দুধ যোগায় কে গো?

বৃন্দা। সে ত এই নিখিল বিশ্বের স্বামী গো! সকলের খাদ্য সেই যে যোগায় গো! সেইজন্যই কথায় বলে—মাপা অন্ন।

রাধা। ওগো বৃন্দে! নিখিল-স্বামী না মাপালে যখন খাওয়া হয় না গো, তখন আমি যা খেয়ে জীবন কাটাচ্ছি, তা কি স্বামীর খেয়ে কাটাচ্ছি না গো?

বৃন্দা ওগো ঠাকুরাণি! আমি ত আগেই বলেছি—তোমার কাছে সব উল্টো বুঝ্‌ গো! সিধে পথে ত তুমি পা দিবে না গো! জগতের যত ঘর,

সব যদি তোমার স্বামীর ঘর হয়, তা' হ'লে কি তোমার স্বামী জগৎস্বামী নাকি গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার স্বামী সেই জগৎস্বামী বৈ আর কে আছে গো, শুধু আমি ব'লে কেন, জগতের যত পুরুষ-নারী সকলের যে স্বামী, আমারও সেই স্বামী গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! জগৎস্বামী তোমার কি রকম স্বামী, বলত গো শুনি ?

রাধা। আচ্ছা গো বৃন্দে! তা বলি শোন গো—

গীত।

জগৎস্বামীই আমার স্বামী।
নর হয় নারীর স্বামী,
নারীর স্বামী আমার স্বামী॥
তিনি সবার স্বামী নিখিল-স্বামী,
বিশ্বের স্বামী—স্বামীর স্বামী,
যোগে যোগানন্দ স্বামী,
ভোগে ভুলে রয় ভূস্বামী॥
গারদে কয়েদী আসামী,
তাদের স্বামী সেই বিশ্বের স্বামী,
নকল পুরুষ হয় স্বামী
তারও আবার আছে স্বামী—
যে স্বামী আমার হয় গো স্বামী,
সেই স্বামী হয় গোস্বামী॥

যে গো-স্বামী সে আমার স্বামী,
গো অর্থে হয় ধর্ম্মের স্বামী
পৃথিবীর স্বামী—রাধার স্বামী,
দাস গোবিন্দের স্বামী গোবিন্দস্বামী ॥

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! জগৎস্বামী যদি তোমার স্বামী হয় গো, তবে আয়ান তোমার কে বটে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে পরের স্বামী গো!

বৃন্দা। ওগো রাই! আয়ান যদি তোমার পরের স্বামী, তবে তোমার ঘরের স্বামী কে গো?

রাধা। ওগো! যে আগের স্বামী, সেই ঘরের স্বামী; যে শেষের স্বামী, সেই পরের স্বামী গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! এ আবার কেমন কথা হ'ল গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার যে, এই দেহঘর—এর স্বামী তবে কে গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! দেহঘরের স্বামী আত্মারাম গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে সেই আত্মারামই আমার ঘরের স্বামী গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! সে আত্মারাম কে, তুমি জান কি গো?

রাধা। কেন গো বৃন্দে! তুমি কি আত্মারামকে জান না নাকি গো?

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তা জানি বৈকি গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে বল না গো—আত্মারাম কে গো?

বৃন্দা। বিনোদিনী গো! তবে বলি শোন গো!

গীত।

পরমাত্মা জীবের আত্মা,
তাকেই বলে আত্মারাম।
ঘটে ঘটে যে আত্মা ঘটে,
পরমাত্মা তারই নাম॥
পরমাত্মা দেহ-ঘরে,
বিরাজ করে ঘরে ঘরে,
যার ঘরে যেমন ঘোরে, পায় সে তেমনি স্বামী ঘরে ;
আমার স্বামী ঘরে পরে, পরাৎপরে সেই প্রাণারাম॥
বাস করি যে মাটীর ঘরে,
সে ঘর এই দেহ-ঘরে,
কার ঘরে কে ঘোরে, দেখে না কেউ মোহঘোরে ;
কর্ম্মফেরের পাকে ঘোরে দাস গোবিন্দ অবিরাম॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! আর তোমাকে এ সব তত্ত্ব কথা কইতে হবে না গো!

বৃন্দা। কেন গো শ্রীমতি! আমার মুখে তত্ত্বকথা শুনে সব তত্ত্ব টের পেয়েছ বুঝি গো! এখন নাগরের তত্ত্বতেই চিত্ত তন্ময়, কেমন গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! শ্যামের তত্ত্ব শীঘ্রই পাবে গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! শুধু তাঁর তত্ত্ব পেলেই ত হবে না, তোমার তত্ত্বও ত তাঁর কাছে পাঠাতে হবে গো?

রাধ। ওগো বৃন্দে! আমার তত্ত্ব যা পাঠাতে হয়, তা' তুমিই পাঠাও গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! কিছু শুন্‌ছ গো?

রাধা। হাঁ গো বৃন্দে! শুন্‌ছি গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! ঠাকুরের বাঁশী শুন্‌ছ ত গো?

রাধা। হাঁগো বৃন্দে! ঐ বাঁশী শুনেই ত আমি কেমন হ'য়ে গেছি গো!

বৃন্দা। কেন গো শ্রীমতি! বাঁশী শুন্‌তে ভালবাসি বল যে গো, সেই বাঁশী কি এখন প্রাণনাশী হবে না কি গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! কালার বাঁশী কালে ফাঁসি হ'য়ে আমার গলায় বসেছে গো!

বৃন্দা। সে কি গো—বল কি গো?

রাধা। হাঁগো বৃন্দে! হাসিমুখে বাঁশী শুনে তাকে প্রথম ভালবাসি গো, এখন সেই বাঁশী প্রাণ-বিনাশী হ'ল গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! বাঁশী যে ফাঁসি হয়, তা তোমার দাসী হ'য়ে বৃন্দেদাসী এই প্রথম শুন্‌লে গো!

রাধা। কেন গো বৃন্দে! বাঁশী ফাঁসি হয়, আর কি কখন শোন নি নাকি গো?

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তা' কেমনে শুন্‌ব, বাছা! তোমার মত উদাসী হ'য়ে ত বাঁশী ভালবাসি না, তাই ফাঁসির মর্ম্মও বুঝি না গো! তবে বাঁশী যে সর্ব্বনাশী, তাতে যে জীবন-বিনাশী গুণ আছে, তা জানি বটে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! কি ক'রে তা' জান্‌লে গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! কি ক'রে জান্‌লেম বলি শোন গো!

গীত।

এ বাঁশী নয় যে-সে বাঁশী,
শ্যামের হাতের সাধা বাঁশী।
সে বাঁশী হয় সর্ব্বনাশী
কুলবতীর নাম গায় যে বাঁশী ॥
শ্যামের করে বাঁশের বাঁশী,
রাধা নামে দেয় গলায় ফাঁসি,
কুলনাশী এ কালার বাঁশী,
বাঁশীর স্বরে ঘুচায় হাসি ॥
যে শুনেছে মুরলীর ধ্বনি,
কুল ত্যজেছে সেই ধনি,
বাঁশীতে বশ দীন কি ধনী
ব্রজের যত গোধনই—
দাস গোবিন্দের মুখের ধ্বনি
ভালবাসি গোবিন্দের বাঁশী ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! আর বাঁশীর নাম ক'রো না গো!

বৃন্দা। কেন গো ধনি! বাঁশীর নামেও ফাঁসি পরায় নাকি গো?

রাধা। বৃন্দে! তোমার মুখে বাঁশীর নাম শুনে আর গোবিন্দের মুখে, বাঁশীর ধ্বনি শুনে, আমার মুখের ধ্বনি জড়িয়ে আস্ছে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! আর কি হচ্ছে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার পা থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্ছে গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! আর কি হচ্ছে গো?

রাধা। ওগো দূতি! আমার গা যেন কেমন বলহীন হ'য়ে যাচ্ছে গো, আমি আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না গো! [নেপথ্যে বংশীধ্বনি শুনিয়া] উহুহু কি শুনি—কি শুনি! আমায় পাগল ক'রে দিলে গো, আমাতে আর আমি নাই গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তোমাতে তুমি নাই, কি বল গো? আমি ত দেখ্‌ছি, তুমি তোমাতে বেশ রয়েছ গো?

গীত।

রাই কে বলে তুমি নাই,
যা' আছে তা' নাই নাই।
বাঁশীতে তাই মজায় দাসী
তোমার কালোশশী প্রাণকানাই॥
তাঁর বাঁশীতে সুধা নাই,
বিষভরা তাও ত নাই,
রাধানামের ধ্বনি বিনাই
বাঁশীর কাছে আর কিছু নাই॥
যদি বল গো নাই নাই,
কিছুই তোমার থাক্‌বে নাই,
গোবিন্দের শেষ আশা নাই
দাস গোবিন্দের কর্ম্ম নাই॥

ওগো! একি গো, তুমি প'ড়ে যাবে নাকি গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমায় ধর গো—ধ—র—[পতন ও মূর্চ্ছা]

বৃন্দা। হায় হায়, একি হ'ল গো! ওগো জটিলে মাসি! বলি ওগো ও কুটিলে দিদি! ছুটে আয় গো—ছুটে আয়—রাই বুঝি মূর্চ্ছা গেল গো!

জটিলার প্রবেশ।

জটিলা। ওগো মা বৃন্দে! বৌ মূর্চ্ছা গেছে কি গো?

বৃন্দা। ওগো মাসি! এই দেখ না গো বাছা, তেমন সোনার কমল রাই কেমন মলিন হ'য়ে ঢ'লে পড়েছে দেখ গো!

জটিলা। ওগো মা বৃন্দে! বৌয়ের মূর্চ্ছরোগ ধর্‌ল কেমনে গো?

বৃন্দা। ওগো মাসি! ও মূর্চ্ছা রোগটা মেয়ে মানুষের এই বয়সে আপনা-আপনিই এসে ধরে গো!

জটিলা। ওগো মা বৃন্দে! এ মূর্চ্ছ কিসে সার্‌বে গো?

বৃন্দা। ওগো মাসি! যেমন রোগ, তেমনি রোগের মত ওষুধ পড়্‌লেই মূর্চ্ছা সেরে যাবে গো!

জটিলা। ওগো বৃন্দে! এমন ওষুধ কোথায় পাওয়া যাবে গো?

বৃন্দা। ভাল রোজার কাছে গেলেই ভাল ওষুধ পাওয়া যাবে গো!

জটিলা। ওগো মা বৃন্দে! বৃন্দাবনে কে ভাল রোজা আছে, তাকে ডাক গো! সে এসে আমার বৌয়ের মূর্চ্ছ ভাল ক'রে দিগ্‌ গো!

গীত।

বল্ গো বৃন্দে এমন রোজা কোথা পাই।
কোন্ রোজার ওষুধ দিলে মূর্চ্ছা হ'তে বাঁচ্‌বে রাই॥
কে আছে রোজা এ সহরে,
ডাক্ গো তারে ত্বরা ক'রে,
আয়ান এখন নাইক ঘরে
তাই ত বড় ভয় পাই॥

জানিস্ যদি রোজার ঘর,
যা গো বৃন্দে যা তৎপর,
বৌয়ের মূর্চ্ছা দেখ্‌লে পর,
আমি মনের শান্তি হারাই ॥
আমার একটি বৌ, একটি বেটা,
তাতেও বিধি বাধায় লেঠা,
যার পাঁচটা বেটা তার প্যাঁচ্‌টা,
আরো বুঝি যাচ্ছে-তাই ॥
দাস গোবিন্দ হেসে ভণে,
রোজা ভাল এই বৃন্দাবনে,
নন্দের বেটা কানাই জানে,
মূর্চ্ছা রোগের দাওয়াই ॥

বৃন্দা। ওগো জটিলে মাসি! নন্দের বেটা কানাই মেয়ে মানুষের মূর্চ্ছা-রোগে ধন্বন্তরির মত রোজা বটে গো! যে রমণীর মূর্চ্ছায় সেই নীলমণি হাত দিয়েছে, তারই মূর্চ্ছা সেরে গিয়েছে গো!

জটিলা। ওগো বৃন্দে! নন্দের বেটা এত গুণ জানে নাকি গো? সে না জানে, এমন কাজ ত কিছুই দেখি না গো!

বৃন্দা। ওগো মাসি! সে জানে না এমন কাজ জগতে কিছুই নাই গো! তার যা অজানা আছে, তা সবজনার অজানা আছে গো! সে যা জানে, এ জগতের সবাই তা জানে গো! তাকে যে জানে, তার গুণও সে জানে গো!

জটিলা। ওগো বৃন্দে! আমরা ত অত-শত জানি নে গো, তুই যদি জানিস্, তবে বল্ গো!

বৃন্দা। ওগো মাসি! আমি যা' জানি, বলি শোন গো!

গীত।

কালা অনেক কাজই জানে।
সে দেখ্‌তে জানে শুন্‌তে জানে
জানের ভেতর ঢুক্‌তে জানে॥
কৃষ্ণকে যে না জানে,
সে নিজেকে নিজে না জানে,
কৃষ্ণ যা না জানে, তা জগতে কেউ না জানে;
সে রাখে জানে, মারে জানে,
জনে জনে তাই ত জানে॥
সে ভজনে ভোজনে জানে,
শয়নে পূজনে জানে,
সকল রোগের নিদান জানে, থাকে সবার দেহ-যানে,
দাস গোবিন্দ নাহি জানে,
গোবিন্দ-রূপ কেউ না জানে॥

ওগো বৃন্দে! সে যদি সব জানে, তবে তাকেই এনে বৌয়ের মুর্চ্ছটা ভাল ক'রে নিলে হয় না গো?

বৃন্দা। ওগো মাসি! তোমাদের বৌকে আগে ঘরে রেখে আসি চল গো! তার পর আমি রোজা ডাক্‌তে যাব গো!

।। ওগো বৃন্দে! তবে তাই কর গো!

[রাধাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

কুটিলার প্রবেশ।

কুটিলা। ঢং ঢং ঢং! ওগো, ও সব ঢংয়ের মূর্চ্ছা আমরা বেশ বুঝি গো—বেশ বুঝি—কেবল নিজেদের কুচ্ছর ভয়ে কিছু বলি না গো! নৈলে যদি ঝ্যাঁটা ধ'রে ঝাড়ন-মন্তর ঝাড়ি, তা' হ'লে মূচ্ছ-টুচ্ছ সব সারিয়ে দিতে পারি; কিন্তু পারি নে কেবল দাদার ভয়ে গো! আমরা দাদাকে যত রাধার দোষ দেখাই, দাদা ততই তার গুণ ব্যাখ্যা করে গো! দাদা আমার সুন্দরী বৌয়ের পিরীতে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাই বৌ হাজার মন্দ কর্‌লেও কিছুই বল্‌বার নাম-গন্ধও নেই গো! হায় রে, আমরা যদি বৌয়ের মত সুন্দরী হ'তেম, তবে দাদার মন পেতেম গো!

গীত।

সুন্দরী বৌ পেয়ে দাদা, হারিয়েছে সব কাণ্ডজ্ঞান।
রাধার মত রূপ থাক্‌লে, দাদার কাছে পেতেম মান॥
কুরূপা হয়েছি নারী,
বিড়ম্বনা সইতে নারি,
রাধার মত রূপসী নারী, সবার মাথায় পায় স্থান॥
দেখ সুন্দরীর প্রমাণ,
শিবের কাছে নারীর মান,
শিরে সুরধুনীর স্থান, বুকে দুর্গার অধিষ্ঠান॥
মাগের ভেড়ুয়া যারা,
তাদের কাণ্ড এমনি ধারা,
মাথায় ধরা, পায়ে ধরা, নারী ধরায় নেই অপমান॥

যাই—এখন বৌকে একটু আগ্‌লে বসিগে, নৈলে মূচ্ছর ঢং ক'রে এখনই সেই লম্পটের জন্য চম্পট দিতে পারে গো!

[প্রস্থান।

বৃন্দার পুনঃ প্রবেশ।

বৃন্দা। ওগো জটিলে মাসি! আর যেতে হ'ল না গো, যেতে হ'ল না, রোঝা এখনই রোগীর ধারে এসে হাজির হবে গো!

জটিলার পুনঃ প্রবেশ।

জটিলা। কেন গো বৃন্দে! সে কি আগে থেকে খবর পেয়েছে নাকি গো?

বৃন্দা। না গো মাসি! তা নয়—তা নয়; এ বাছা, ঘটনায় ঘট্‌ছে গো! রোগীর রোগও যেমন ঘটনায় ঘটে, সে রোগের রোঝাও ঠিক তেমনি ঘটনায় ঘটে। ঘটে ঘটে যে ঘটে, সে আজ রোঝা হয়েছে এ ঘটে। ওগো জটিলে মাসি, আর কি তোদের বিপদ্ ঘটে?

জটিলা। ওগো বৃন্দে! এ সময় রঙ্গ রাখ্, বাছা! বৌয়ের মূচ্ছো দেখে আমি কেমন হ'য়ে গেছি গো! এখন কি হবে, তাই বল্?

বৃন্দা। ওগো মাসি! তবে বলি শোন—

গীত।

যখন যেমন ঘটনা ঘটে,
তখন তেমনি ঘটনা ঘটে।
অঘটন যখন ঘটে,
তখন অঘটন হয় ঘটে ঘটে॥

যার ঘটনায় রোগ ঘটে,
রোঝা হ'য়ে সে ঘটনায় ঘটে,
এ ঘটনা কার না ঘটে,
যা' ঘটে তাই ঘটে এ ঘটে॥
শ্রীমতীর দেহ-ঘটে,
মূর্চ্ছারোগ যেরূপে ঘটে,
কার ঘটে এরূপ ঘটে
গোবিন্দ না রয় যে ঘটে;—
দাস গোবিন্দের মানস-ঘটে,
ঘটন অঘটন সবই ঘটে,
হ'লে প্রাণহীন এ দেহ-ঘটে
জানি না কখন কি ঘটে॥

জটিলা। ওগো বাছা বৃন্দে! তুই কি বল্‌ছিস্ গো?

বৃন্দা। ওগো মাসি! বল্‌ছি যা', তা ভাল কথা গো!

জটিলা। ওগো বৃন্দে! তোর কি ভাল বলা হচ্ছে, বুঝিয়ে বল্ গো?

বৃন্দা। ওগো মাসি! শ্রীমতীর যে মূর্চ্ছা হয়েছে, তার রোঝাও আপনা হ'তে আস্‌ছে গো!

জটিলা। ওগো বৃন্দে! আপনা হ'তে রোঝা আস্‌ছে, তোকে কে বল্‌লে গো?

বৃন্দা। ওগো মাসি! কার বাঁশী বাজে, শুন্‌তে পাচ্ছ কি গো?

। ওগো বৃন্দে! ও ত সেই কালার বাঁশী গো!

বৃন্দা। হাঁগো মাসি! এ বাঁশী কালার বাঁশীই বটে গো! সে এইবার গোষ্ঠে আস্‌ছে, তাই বল্‌ছি—রোঝা আপনা হ'তেই আস্‌ছে গো!

জটিলা। ওগো বাছা বৃন্দে! কালা যদি গোষ্ঠে যায়, তবে ত এই পথ দিয়েই যাবে গো?

বৃন্দা। হাঁগো মাসি! তার গোষ্ঠে যাবার এই ত পথ গো!

জটিলা। ওগো বাছা, তবে তুই একবার তাকে ডেকে এনে আমার বৌকে দেখা গো!

বৃন্দা। ওগো মাসি! কেষ্টকে ডেকে এনে যে, শ্রীমতীকে দেখাব, তা'তে কোন দোষের ভাগী হ'তে হবে না ত গো?

কুটিলার পুনঃ প্রবেশ।

কুটিলা। বলি, ওলো বৃন্দে দূতি! কেষ্টাকে ডেকে বৌ দেখাবি কি গো?

বৃন্দা। ওগো দিদি! তোমাদের বৌয়ের যে মূর্চ্ছা হয়েছে গো!

কুটিলা। ওগো দূতি! মূর্চ্ছ হয়েছে, আপনিই সেরে যাবে; তা'তে আবার কেষ্টাকে ডাকা কেন গো?

বৃন্দা। ওগো দিদি! কেষ্ট যে, মূর্চ্ছ রোগের দাওয়াই জানে গো!

কুটিলা। আ মর্ মর্! আজন্ম গরু চরাচ্ছে--ননী চুরি কর্‌ছে—বাঁশী বাজিয়ে কুলবতীর কুল মজাচ্ছে, সে আবার দাওয়াই জানে! ওগো বৃন্দে! এ তোর দাওয়াই দেওয়া নয় গো, দূতীগিরি করা। আর বৌয়ের এ মূর্চ্ছও আসল নয় গো, নকল মূর্চ্ছ। কপট মূর্চ্ছ ক'রে কপট কেষ্টাকে নিয়ে নষ্টামি করার মত্‌লব! ও সব আমি বুঝি গো বুঝি! আমি ত আর গ্যাকা কাঁচ খুকী নই যে, কিছুই বুঝ্‌ব না? দূতী গো! এ তোর রোঝা ডাকা নয় গো, রোঝা জুটিয়ে আনা।

বৃন্দা। ওগো দিদি! তবে কি কেষ্টাকে ডেকে এনে শ্রীমতীর মূর্চ্ছা-রোগ দেখাব না গো? তোমাদের বৌয়ের মূর্চ্ছা হয়েছে, দেখাতে হয়—তোমরা দেখাও। আমার ও সব গোলের মধ্যে থাকা কেন গো? বলি, আমি কি দেশের মেয়েগুলোর দূতিগিরিই করি নাকি গো, তাই অমন অপবাদ দিয়ে কথা বল্‌ছ?

কুটিলা। ওগো বৃন্দে! আমি তোর কি অপবাদ দিলেম গো?

বৃন্দা। কি অপবাদ দিচ্ছ, বল্‌ছি শোন—

গীত।

আমি যে কৃষ্ণের দূতী, এই ত দিলে অপবাদ।
মাসীর কথায় রোঝা ডাকি, কুটিলে দেয় পরিবাদ॥
মূর্চ্ছা গেছে রাই শ্রীমতী,
তাই ত মোদের অস্থির মতি,
শ্রীমতীর হয় স্থির মতি, ঔষধ যদি দেয় শ্রীপতি—
বৈদ্যনাথ গোবিন্দের মতি, জানে না এ দুঃসংবাদ॥

কুটিলা। ওগো বৃন্দে! বলি, বৃন্দাবনে আর কি কেউ রোঝা নেই নাকি গো? রোঝা বল্‌তে কেবল কেষ্টাই আছে নাকি গো? সে আবার রোঝাগিরীর কি জানে গো? কাল্‌কের দুধের ছেলে—তেঁতুল তলা দিয়ে গেলে গলায় দই বসে, সে আবার এ সব শিখ্‌লে কবে গো?

বৃন্দা। ওগো দিদি! সে মায়ের পেট হ'তেই সব শিখেছে গো! শুধু রোঝাগিরী নয়, কৃষ্ণ জানে না—এমন কোন কাজ নেই গো!

কুটিলা। ওগো দূতি! তোদের কেষ্টার যত বিদ্যে, তা আমি সব জানি গো!

বৃন্দা। ওগো দিদি! কৃষ্ণের বদ্যের পরিচয় তুমি কি জান গো?

কুটিলা। ওলো! কি জানি, তবে বলি শোন্ গো!

গীত।

ওগো, কি কব গোবিন্দের বিত্তের পরিচয়।
সে গরু চরায়, বাঁশী বাজায়, করে কুলবতীর কুল অপচয়॥
ননীচুরি ভাল জানে,
গোচারণে যায় সে বনে,
নাইক বিত্তে কোন জ্ঞানে
কেবল অবিত্তেয় তার মন টানে—
গাছে চ'ড়ে বাঁশীর গানে,
বসন চুরি কর্‌তে জানে,
কুটিলে তায় ভাল চেনে,
আছে যে গুণ-দোষ নিচয়॥

বৃন্দা। ওগো দিদি! তবে আর আমি কৃষ্ণকে ডাক্‌তে যাব না গো; তোমাদের যাকে খুসী হয়, ডেকে এনে শ্রীমতীকে দেখাও গো!

কুটিলা। বলি, ওগো বৃন্দে! বৃন্দাবনে আর কি কেউ রোঝা নেই নাকি গো?

বৃন্দা। ওগো, এ বৃন্দে বৃন্দাবনে গোবিন্দ রোঝাকেই চেনে, আর কোন রোঝাকে জানে না গো!

কুটিলা। ওগো বৃন্দে! তবে আর তোমার রোঝা ডেকে কাজ নেই গো!

জটিলা। ওলো কুটিলে! রোঝা ডেকে না দেখালে বৌয়ের মূর্চ্ছ ভাল হবে কিসে গো?

কুটিলা। ওগো মা! কুলটার ও কপট মূর্চ্ছা এখনই সেরে যাবে গো!

জটিলা। ওগো! তা নয় গো, তা নয়। এ কপট মূর্চ্ছা নয় গো, এ সত্যিকারের মূর্চ্ছা হয়েছে গো! কখন্ থেকে বাছা আমার মাটীতে প'ড়ে রয়েছে! আয়ান্ এ সময় বাড়ী নেই, যদি বৌয়ের ভাল-মন্দ কিছু হয়, তাই রোঝা ডাক্তে বল্‌ছি গো!

কুটিলা। ওগো মা! কেষ্টা আবার রোঝাগিরির কি জানে গো?

জটিলা। ওগো, বৃন্দে বল্‌ছে—সে ঝাড়্-ফুঁক্ জানে গো!

কুটিলা। ওগো মা! তার কাছে বৌ নিয়ে গিয়ে ঝাড়্-ফুঁক্ দিয়ে নিয়ো না বাছা! সে যাদু জানে, রোঝা হ'য়ে এসে শেষে কি বোঝা হ'য়ে দাঁড়াবে গো?

জটিলা। ওগো কুটিলে! তবে এখন কি করি বল গো?

কুটিলা। ওগো মা! কি আবার কর্‌বি গো? আপনা হ'তেই রোগ হয়েছে, আবার আপনা হ'তেই সেরে যাবে গো, আর রোঝা ডাক্‌তে হবে না।

জটিলা। ওগো কুটিলে! আপনা হ'তে যদি রোগ না সারে, তা' হ'লে কি হবে গো?

কুটিলা। ওগো মা, না সারে—মর্‌বে; আমরাও শ্মশানে ফেলে দিয়ে আস্‌ব গো!

জটিলা। ষাট্ ষাট্! ও কথা কি বল্‌তে আছে, মা! অসুখ কার না হয় গো?

কুটিলা। ওগো মা! তোমার বৌয়ের মত ও অসুখ যার-তার হয় না গো!

জটিলা। যার-তার হয় না ত কার হয় গো?

কুটিলা। ওগো মা! কার হয়, বলি শোন্ গো!

গীত।

প্রেম-রোগে যে জন ভোগে,
তারেই মূর্চ্ছা-রোগে ধরে।
যে রোগে এ রাই ভোগে,
সে রোগে আর কেউ না ভোগে,
যে পেয়েছে প্রেমের ভোগে, সেই ত এ রোগে ধরে ॥
শুনেছে কালার বাঁশী, গিয়েছে তাই বসন খসি'
হয়েছে প্রেমে উদাসী ;—
হতচ্ছাড়ী বৃন্দে দাসী, এ রোগ এনে দিলে ঘরে।
রাই মজেছে কালার প্রেমে,
মূর্চ্ছা যায় তাই কালক্রমে,
মা ভুলিস্ না ভ্রমে ;—
রোঝাগিরীর কালা কি জানে,
সাধ্য কি তার এ রোগ ধরে ॥

বৃন্দা। ওগো জটিলে মাসি! তবে তুমি যা হয়, কর বাছা! আমি আর কুটিলে দিদির মুখ-ঝাপ্টা সইতে পারি নে গো!

জটিলা। ওগো বৃন্দে! তুমি ওর কথায় চ'টো না গো! রোঝা ডেকে বৌকে আরাম ক'রে দেও গো!

বৃন্দা। ওগো মাসি! একটা কথা বলি গো!

জটিলা। বল গো বৃন্দে! কি কথা বল্‌ছ গো?

বৃন্দা। ওগো জটিলে মাসি! এই কুটিলে দিদি এখানে থাক্‌তে সে রোঝা আস্‌বে না গো!

জটিলা। বৃন্দে! আমি কুটিলেকে এখান থেকে যেতে বলি গো!

কুটিলা। কেন গো, আমি কোথা' যাব গো?

বৃন্দা। ওগো দিদি! তোমাকে একটু দূরে স'রে যেতে হবে গো

কুটিলা। কেন গো দূতি! দূতিগিরীর অসুবিধে হচ্ছে বুঝি গো?

বৃন্দা। ওগো কুটিলে দিদি! বৃন্দে দূতীর দূতিগিরীতে অসুবিধা ঘটাতে তুমি পার না গো! যেখানে ছুঁচ চলে না, বৃন্দে সেখানে ফাল্ চালাতে জানে গো! সে তোমার মুখের কথায় হ'টে যায় না। এখন তুমি এখান থেকে না গেলে গোবিন্দ-বৈদ্য আস্‌তে পার্‌ছেন না, তুমি গেলেই এখনই সে আস্‌বে গো!

কুটিলা। ওলো বৃন্দে! তোর মত্‌লবটা কি বল্ দেখি?

বৃন্দা। ওগো দিদি! আমার আবার মত্‌লব কি গো?

কুটিলা। হাঁলো বৃন্দে! তোর কিছু মত্‌লব নাই?

বৃন্দা। ওগো! আমাদের শ্রীমতী যে এখন অচেতন গো, এখন কি আমাদের অন্য মত্‌লব থাকে গো? কেবল এক মত্‌লব নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়েই এত কথা শুন্‌ছি গো!

কুটিলা। ওগো বৃন্দে! সে মত্‌লবটি কি গো?

বৃন্দা। ওগো কুটিলে দিদি! আমি তোমায় তা বল্‌ব কেন গো?

কুটিলা। হাঁগো বৃন্দে! তোমায় তা বল্‌তেই হবে গো!

বৃন্দা। ওগো দিদি! যদি বলি, তবে কি দিবে গো?

কুটিলা। ওগো বৃন্দে! তোমার মত্‌লব কি, তা যদি বল গো, তবে তুমি আমায় যা' বল্‌বে, আমি তাই কর্‌ব গো!

বৃন্দা। ওগো দিদি! সত্যি বল্‌ছ ত গো?

কুটিলা। হাঁগো বৃন্দে! আমি তিন-সত্য ক'রে বল্‌ছি—তোমার কথা শুন্‌ব—শুন্‌ব—শুন্‌ব। এখন তোমার মত্‌লব কি তাই বল গো?

বৃন্দা। ওগো দিদি! আমার কি মত্‌লব বলি শোন গো

গীত।

কোন মত্‌লব নাই মনে।
আছেন শ্রীমতী ধরাসনে—
সচেতন হেরিতে তারে বাসনা করেছি মনে॥
বলেছে জটিলা মাসী,
রোঝা ডাক্ লো বৃন্দে দাসী,
ব্রজে রোজা আমার বিশ্বাসী
আছেন কৃষ্ণ পীতবাসই—
সে বিনে এমন অদিনে বাঁচিবে রাই কেমনে॥

কুটিলা। ওগো বৃন্দে! সে ত ভাল যাদু জানে, আবার ওষুধ-মন্তরও জানে নাকি গো?

বৃন্দা। ওগো! সে কি কি জানে, বলি শোন গো!

[গীতাংশ]

সে জানে গো রোঝাগিরী,
ননীচুরি—বসনচুরি,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী
কার্য্য সব জানে—
যে যেমন রোগে ভোগে,
সে রোঝা তাড়ায় সে রোগে,
দাস গোবিন্দের ভবরোগে
ভয় বড় সেই শমনে॥

কুটিলা। ওগো বৃন্দে! তবে তুমি তাকে ডেকে রাইকে দেখাও গো! সে যখন যাছু জানে, তখন মন্তর-তন্তরও জানে।

বৃন্দা। ওগো দিদি কুটিলে! যেখানে কু-টি থাকে, সেখানে সে যায় না গো! তা'তে তুমি এখানে রয়েছ, সে আস্‌বে কেন গো?

কুটিলা। ওগো বৃন্দে! তুমি আমায় কি বল্‌ছ গো?

বৃন্দা। ওগো দিদি! তুমি একটু তফাৎ না হ'লে সে রোঝা এখানে আস্‌বে না, তাই বল্‌ছি গো!

কুটিলা। কেন গো বৃন্দে! আমাকে সে রোঝার এত ভয় কেন গো? আমি ত আর বাঘ নই যে, তোমার রোঝাকে গিলে ফেল্‌ব গো?

বৃন্দা। ওগো! তুমি বাঘ না হ'লেও বাগ খুঁজ্‌তে ছাড় না যে গো? তাই সে তোমার কাছে আসে না, তোমাকে সে বড় ভয় করে গো!

জটিলা। ও মা কুটিলে! তুই একটু স'রে যা' গো, বৌকে এমন অচেতন দেখে আমি মরমে ম'রে যাই গো!

কুটিলা। ওগো মা! আর মরমে মর্‌তে হবে না গো, আমি চল্‌লেম, বাছা—তুমি তোমার বৌয়ের চিকিৎসা করাও।

[প্রস্থান।

বৃন্দা। ওগো জটিলে মাসি! ঐ কালার বাঁশী শোনা যাচ্ছে গো!

জটিলা। ওগো বৃন্দে! এইবার তুমি পথের ধারে দাঁড়াও গে গো!

বৃন্দা। ওগো মাসি! আমি দাঁড়ালে হবে না গো!

জটিলা। ওগো বৃন্দে! তবে কাকে দাঁড়াতে হবে গো?

বৃন্দা। ওগো! যার দায়, তাকে দাঁড়াতে হবে গো! যার বাড়ী রোগী হয়, তাকেই ত বৈদ্য ডাকৃতে হয় গো? তোমার বাড়ীর রোগী, তুমি না ডাকৃলে সে ত আস্‌বে না, বাছা!

জটিলা। ওগো বৃন্দে! আমি না ডাকৃলে সে কি আস্‌বে না গো?

বৃন্দা। নাগো মাসি! তুমি ডেকে না আন্‌লে সে আস্‌বে না গো!

জটিলা। ওগো বৃন্দে! তবে আমিই তাকে ডাকৃতে যাই গো!

বৃন্দা। ওগো মাসি! যা' বলি, শুনে যাও গো!

জটিলা। ওগো বৃন্দে! কি বল্‌ছ গো?

বৃন্দা। বল্‌ছি—সেখানে গিয়ে কি কর্‌বে গো?

জটিলা। নন্দের বেটা যখন গরু নিয়ে যাবে, তখন ডাক্‌ব গো!

বৃন্দা। ওগো! সে যদি ডাক্ না শোনে, তখন কি কর্‌বে গো?

জটিলা। বৃন্দে। ডাক্ না শুন্‌লে কি কর্‌তে হবে, ব'লে দেও গো!

বৃন্দা। ওগো মাসি! তবে বল্‌ছি—শোন গো!

গীত।

ডাক্-হাঁক্ না শুন্‌লে তুমি
ধর্‌বে গিয়ে তার পায়ে।
বল্‌বে ওহে বৈদ্যনাথ,
শ্রীরাধারে রাখ পায়ে॥
বাঁশীতে তার বাজে রাধা,
তাই শোনাবে নাম রাধা,
কেটে যাবে বিপদ্ বাধা,
উপায় হবে অনুপায়ে॥
রাখালেরা কর্‌লে বারণ,
নেবে গিয়ে তাদের শরণ,
ধর্‌তে হ'লে ধর্‌বে চরণ
শ্রীরাধার রোগের দায়ে;—

দাস গোবিন্দ মরণ-ভয়ে,
শরণ নেয় গোবিন্দের পায়ে,
নিদানে এই নিরুপায়ে
রাধা কি রাখিবেন পায়ে॥

জটিলা। ওগো বৃন্দে! আমি তাই কর্‌ব গো! আমার সোনার প্রীতিমে বৌয়ের এ দশা আর দেখ্‌তে পারি নে গো!

বিশাখা। ওগো! তবে তুমি শীঘ্রগতি যাও গো, ঐ তারা এসে পড়্‌ল গো!

জটিলা। হাঁগো বিশাখা! আমি শীঘ্রগতি যাই গো, তোরা বৌয়ের কাছে ব'সে থাকিস্ গো!

[প্রস্থান।

ললিতা। বৃন্দে গো! বলিহারী তোর বাহাদুরি!

বিশাখা। ওলো ললিতে! এমন না হ'লে কি দূতিগিরী?

চিত্রা। বলি, ওগো বিশাখা! এতে আবার দূতিগিরী কি হ'ল গো?

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! চিত্রাকে সব খুলে বল গো!

বৃন্দা। ওগো সখীগণ! আজ একটা নূতন রকমের মিলন হবে গো! তার নাম গোষ্ঠ-মিলন।

চিত্রা। গোষ্ঠ-মিলন হবে কি গো?

বৃন্দা। ওলো! শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হয়েছে—গোষ্ঠে গিয়ে যাবটে—শ্রীমতীর সঙ্গে মিলিত হবেন, তাই রাই-ধনীর এ মূর্চ্ছা! এ মূর্চ্ছা নয় গো, এ কেবল প্রেমের পূর্ব্বরাগ।

গীত।

দরশনে জনমে রাগ, পরশনে অনুরাগ,
মিলনে মধুর রাগ এ রোগ তার পূর্ব্বরাগ।
যার মনে আছে রাগ, এ রাগে সে রয় বিরাগ,
যে জন জয় করেছে রাগ, বোঝে সে ওই অপূর্ব্ব রাগ,
যার মনে নাই প্রেমরাগ,
ভক্তিরাগ, আসক্তিরাগ,
যার যোগে বিরাগ, অযোগে সুরাগ, নাই অনুরাগ ;—
যেমন দাসগোবিন্দের পাপানুরাগ
মরণ-পথে বাড়ায় রাগ ॥

বিশাখা। ওগো বৃন্দে ! এতেই তোমার বাহাদুরি দিই গো !

বৃন্দা। ওগো বিশাখা ! এতে আমার কোন বাহাদুরি নেই গো ! যার কাজ সেই করে, আমি কেবল উপলক্ষ গো !

বিশাখা। ওগো বৃন্দে ! আজ শ্রীমতীকে অচৈতন্য ক'রে জটিলেকে গোবিন্দ-রোঝা ডাক্‌তে পাঠালে কোন্ মত্‌লবে গো ?

বৃন্দা। ওগো বিশাখা ! আজ যাবটে মিলন হবে কি না, তাই এই সঙ্কেত-সন্ধান গো !

বিশাখা। ওগো বৃন্দে ! ঐ বুঝি জটিলে কালাচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌ছে গো !

বৃন্দা। ওগো বিশাখা ! খুব হুঁস্ ক'রে থাক্‌বি গো, যেন কেউ কিছু জান্‌তে না পারে গো !

কৃষ্ণসহ জটিলার প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ওগো জটিলে দিদি! আমায় ফুস্‌লে কোথা নিয়ে যাচ্ছ গো?

জটিলা। ও ভাই! তুমি একবার আমাদের বাড়ী এস গো!

কৃষ্ণ। কেন গো দিদি! কুটিলে মাসীকে দিয়ে মার খাওয়াবে নাকি গো?

জটিলা। না ভাই কালো মাণিক! সে ভয় ক'রো না গো!

কৃষ্ণ। ওগো দিদি! তোমাদের জটিলে-কুটিলে—মা-বেটীকে আমার বড় ভয় হয় গো!

জটিলা। কেন গো, আমরা কি করেছি গো?

কৃষ্ণ। ওগো দিদি! কি করেছ শুন্‌বে? তবে বলি শোন গো!

গান।

তোমরা আমায় ব্রজের মাঝে সাজিয়েছ লম্পট।
কি দোষ করেছি—তাই বল শঠ-কপট॥
বৃন্দাবনে সতী রমণী,
রূপ-গুণের শিরোমণি,
তোমাদের সেই রাই-ধনী,
তাই রাধা নামে বংশীধ্বনি,
এই দোষে তোমরা আমার রাইকে বল কলঙ্কিনী;—
তাই তোমাদের দেখে, ভয়ে আমি দিই চম্পট॥

জটিলা। ওগো কালাচাঁদ! আজ আর তোমার কোন ভয় নাই গো! আমরা আর কখন তোমায় শঠ—কপট—লম্পট বল্‌ব না গো!

কৃষ্ণ। ওগো জটিলে দিদি! গরুর পাল যে সব মাঠে চ'লে গেল গো, আমিও যাই গো দিদি!

জটিলা। ওগো কালাচাঁদ! তুমি নাকি ভাল রোঝাগিরী জান গো?

কৃষ্ণ। ওগো, তা জানি ত তোমাদের কি গো?

জটিলা। ভাই! আমাদের বড় বিপদ্ গো!

কৃষ্ণ। ওগো জটিলে দিদি! তোমাদের আবার কি বিপদ্ গো?

জটিলা। ওগো কালাচাঁদ গো! আমাদের বৌ রাইকে বুঝি হারাই গো!

কৃষ্ণ। কেন গো দিদি! রায়ের কি হয়েছে গো?

জটিলা। ওগো তার মূর্চ্ছা রোগ হয়েছে গো!

কৃষ্ণ। ওগো দিদি! মূর্চ্ছা কি আবার রোগের মত রোগ নাকি গো! ও ত একটা ফুঁকে ভাল হ'য়ে যায় গো!

জটিলা। ওগো! তবে তুমি তাই কর গো। আমাদের বৌকে একটু ভাল ক'রে ঝেড়ে দেও গো, যেন এক ফুঁকেই বৌ আমাদের চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে গো!

কৃষ্ণ। ওগো দিদি! তোমাদের বৌকে যে দেখ্‌ব গো, তার দর্শনী কি দিবে গো?

জটিলা। ও মা বৃন্দে! রোঝা যে, দর্শনী চায় গো?

বৃন্দা। ওগো মাসি! তুমি একটু তফাৎ হও। রোঝাকে যা' দিতে হয়, আমি সব দিব গো!

জটিলা। আচ্ছা গো মা! আমি ঐ ঘরে একটু বসি গে গো!

[প্রস্থান।

বৃন্দা। বলি, ওগো কালাচাঁদ! কি হয়েছে দেখ্‌ছ গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! রাই মূর্চ্ছা গিয়েছে দেখ্‌ছি গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! তা ত আমরা দেখ্‌ছি, এ মূর্চ্ছার কারণ কি তা' জান কি গো?

কৃষ্ণ। না গো বৃন্দে! এ মূর্চ্ছার কারণ কি তুমিই বল গো!

বৃন্দা। ওগো কালাচাঁদ! তবে বলি শোন গো!

গান।

নূতন গুপ্ত প্রেমের কারণ,
শ্রীমতীর এ রোগের কারণ।
তুমি কেন তারে অকারণ'
শিখালে এ প্রেমের আচরণ॥
তোমার বাঁশী শোনার কারণ,
শ্রীমতীর এ মূর্চ্ছার কারণ,
এখন তুমি হ'য়ে কারণ
এ মূর্চ্ছা ত্বরা কর নিবারণ॥
কুলবালা প্রেমের কারণ,
শরণ নিলে তোমার চরণ,
শ্রীগোবিন্দের শ্রীচরণ
দাস গোবিন্দের শমন-বারণ॥

ষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তোমরা আমায় কি কর্‌তে বল্‌ছ গো?

বৃন্দা। ওগো কালাচাঁদ! তোমায় আর বল্‌ব কি গো? যাতে রাইয়ের মূর্চ্ছা ঘোচে, তারই উপায় কর গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! সে উপায় আমি কি কর্‌ব বল, গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! তোমার মুখের বংশীধ্বনি শুনে শ্রীমতী অচেতন, এখন তোমার মুখের বাক্যধ্বনি শুনে রাইধনী যাতে চেতন পায়, তাই কর গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তা কর্‌লে যদি রাইয়ের মূর্চ্ছা সারে, তবে আমি তাই করি গো!

বৃন্দা। হাঁগো, তাই কর। তুমি মুখে রাধা রাধা ব'লে ডাক, তা' হ'লেই শ্রীমতীর চৈতন্য লাভ হবে গো!

কৃষ্ণ। হা রাই! ওঠ, প্রাণে ভয় হয়, পাছে তোমায় হারাই গো! রাধে! রাধে! ধরাসনে কেন গো? গা তুলে চেয়ে দেখ—আমি তোমার রোগ ভাল কর্‌তে এসেছি।

গীত।

রাধে, একবার দেখ গো গা তুলে।
কে আজ তোমার কাছে এসে, হাত ধ'রে দিচ্ছে তুলে॥
তোমার নামে সাধা বাঁশী,
তোমায় বড় ভালবাসি,
তাই ছলে তোমার কাছে আসি, দেখি মুখটি তুলে॥
চাঁদবদনে মধুর হেসে,
কথা কও গো উঠে ব'সে,
আমি যাই গোষ্ঠবেশে, যাবটে কালিন্দীর কূলে—
বেশি যদি হও গো কাতর,
যাবট-মিলন হবে সত্বর,
দাস গোবিন্দ দেখ্‌ তৎপর, যাবট-মিলন নীপ মূলে॥

রাধা। ওগো, কে গো? তুমি কে গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! চেয়ে দেখ গো, ও কে বটে গো?

গীত।

ও রাই, দেখ চেয়ে কে বটে-ও কে বটে।
তুমি ওরে চেন কি না চেন বটে॥
যারে ধর হৃদয়-পটে,
এই কি তোমার সেই বটে,
দেখেছিলে চিত্রপটে, এই বটে কি ছিল পটে;
বল অকপটে, মোর নিকটে, এটি তোমার কে বটে॥
যার তরে এ দশা ঘটে,
বেড়ায় যে সেই বংশীবটে,
এই কি সেই কি বটে, তোমায় বল্‌তে হবে বটে;
যেতে যদি পার যাবটে, চিন্‌বে এ গোবিন্দ বটে॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার প্রাণ জুড়াল গো!

কৃষ্ণ। শ্রীমতী গো! তবে এইবার আমি বিদায় হই গো!

বৃন্দা। ওগো রোঝা মশাই! যাবে তা' তোমার দর্শনী নিয়ে যাবে না গো?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! আমায় তুমি কি দর্শনী দিবে গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! আজ তুমি রোঝাগিরীতে যা' বাহাদুরি দেখালে, তার দর্শনী যা চাবে, তাই পাবে গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তবে বলি শোন, রাই-দর্শনই এর দর্শনী, তা কি দিবে গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর! রাই-দর্শনই যদি তোমার দর্শনী হয়, তবে তুমি তাই পাবে গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! সে আবার কখন্ পাব গো?

বৃন্দা। ওগো কালশশী! যখন যাবটে গিয়ে বাঁশী বাজাবে, তখন এ দর্শনী পাবে গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তবে এখন আমি যাই গো?

বৃন্দা। ওগো জটিলে মাসি! রোঝা যে, চ'লে যায় গো?

জটিলার পুনঃ প্রবেশ।

জটিলা। ওগো বৃন্দে! রোঝা যে যেতে চায়, তা বৌ কি আরাম হয়েছে গো?

বৃন্দা। হ্যাঁ মাসি! বৌ তোমাদের আরাম হয়েছে গো!

জটিলা। ওগো রোঝা! তুমি নন্দ গয়লার বেটা, আমাদের আপনার লোক গো! তোমার গুণে আজ বৌকে ফিরে পেলেম গো! তুমি আজ আমাদের যে উপকার কর্‌লে, তা'তে তোমায় আর কি দিব গো, এই আমার বৌকে তোমার হাতে-হাতে স'পে দিলেম গো! এখন ঘরে গিয়ে বৌয়ের হাতে কিছু খাও গে, বড় পরিশ্রম হয়েছে!

[বৃন্দা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বৃন্দা।— [তুক্কা]

বধূরে চেতন দেখি, জটিলা হইলা সুখী,
কহে শোন নন্দের কুমার।
বধূরে হারা'য়ে ছিলেম, তোমার গুণেতে পেলেম,
এ ঋণ শোধিব কিসে তোমার॥
দক্ষিণ করেতে বুড়ী, কানাইয়ের হাত ধরি'
বাম করে ধরি বধূর হাতে।
হাতে হাতে সমর্পিল, কত হরষিত হৈল,
কত কথা কৈল বিধিমতে॥

পরিশ্রম হৈল বড়, এখন ভোজন কর,
যাও বধূ খাওয়াও ত্বরা করি।
শুনিয়া শাশুড়ীর বাণী, হরষিতা বিনোদিনী,
পিঁড়া পাতি দিলা সারি সারি॥
নাগর তাহাতে বসি' ভোজন করয়ে হাসি,
সঘনে নিরখে মুখ সুখে।
ভোজন হইল সায়, আচমন করি তায়,
কর্পূর তাম্বুল দিলা মুখে॥
জটিলারে কহে কানাই, বিদায় করহ আই,
শিশু-পশু দাঁড়ায়ে সকলে।
দাস গোবিন্দ কহে বহু উপহার ল'য়ে
বাঁধি দিলা গোবিন্দ-অঞ্চলে॥

গীত।

আজি গোষ্ঠবেশে, পীতবাসে মিলিল আবাসে।
রাধা কৃষ্ণে মধুর দৃষ্টি দেখে হৃদয় প্রেমে ভাসে॥
জটিলা-মন্দিরে কানু,
করেতে মোহন বেণু,
রাধা সনে নিরখিনু প্রেমের আবেশে—
নয়নে নয়নে লীলা,
অধরে অধর মিলিলা,
শ্রীগোবিন্দের ব্রজলীলা, দাস গোবিন্দ ভালবাসে॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

গোষ্ঠ।

শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম প্রভৃতি রাখালের সহিত
কৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ।

সুদাম। ও ভাই কানাই! আজ গোষ্ঠে কি খেলা হবে, ভাই?

কৃষ্ণ। ওগো! সে কথা দাদা বলাই জানে গো, আমি জানি না।

শ্রীদাম। ওগো বলাই দাদা! কি খেলা হবে বল না গো?

বল। আমি বলি, আজ রাম রাম খেলা হ'ক্ গো!

সকলে। বেশ—বেশ—তাই হ'ক্ গো!

গীত।

তবে রাম রাম খেল রাম-কানাই।
যমুনার কূলে তরুমূলে খেলিতে বিরাম নাই॥
ছায়ে থেকে কর্ব খেলা,
সমান সমান ভাগে মেলা,
হার্লে সাজা—কাঁধে তোলা,
জিৎলে কাঁধে চড়্বে ভাই॥

আজি খেলায় যে হারিবে,
সে জিৎকে কাঁধে করিবে,
বংশীবটের নিকটে যাইবে
গোবিন্দের দিই দোহাই ॥

কৃষ্ণ। এখন কে কার ভাগে হবে, ঠিক ক'রে নেও গো!

বল। শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম তোমার ভাগে, আর সুবল মধুমঙ্গল, সব আমার ভাগে।

শ্রীদাম। হ্যাঁ গো দাদা! ঠিক ভাগ হয়েছে, আমি কানাইয়ের ভাগেই থাক্‌ব গো!

সুবল। আমি বলাই দাদার ভাগে খেল্‌ব গো!

সুদাম। এই ত ভাগাভাগি হ'য়ে গেল, এখন খেলা আরম্ভ ক'রে দেও গো! [সকলের খেলা ও কৃষ্ণের হার হইল]

সকলে। কানাই হেরে গেছে—কানাই হেরে গেছে!

বল। কে খেলায় হেরে গেল গো?

সুবল। ওগো বলাই দাদা! আজ খেলায় কানাই হেরেছে গো!

গীত।

আজি খেলায় হারিল কানাই।
আমাদের কাঁধে নিয়ে, চল বংশীবটের তলায় যাই ॥
শ্রীদাম বলায়ে ল'য়ে,
চলিতে হইবে ধেয়ে,
একটু যদি পড়ে পিছিয়ে, আবার তায় হারাই ॥

[কৃষ্ণ সুবলকে এবং শ্রীদাম বলরামকে কাঁধে লইয়া চলিল]

কৃষ্ণ। ওরে সুবল ! আর পারি নে, রে ভাই !

সুবল। ও ভাই কানাই ! পারি না বল্‌লে চল্‌বে কেন ? পার্‌তেই হবে গো !

কৃষ্ণ। তবে একবার নামো ভাই, আমি কাঁধ পাল্‌টে নিই গো !

সুবল। সে হবে না, এক কাঁধেই নিয়ে যেতে হবে গো !

কৃষ্ণ। আমি তা পার্‌ব না, তুমি নামো গো !

সুবল। ও ভাই কানাই ! আমি খেলায় দান পেয়েছি,নাম্‌ব কেন গো ?

মধু। যদি সুবল হার্‌ত, তা' হ'লে কি তুমি কাঁধে চড়্‌তে ছাড়্‌তে নাকি গো ?

কৃষ্ণ। ও ভাই ! আমি আর এ কাঁধে-করা খেলা খেল্‌বো না গো !

সুবল। কাঁধে-করা খেলা না খেল্‌তে পার, কাঁধে চড়া খেলা খেল্‌বে ত গো ?

কৃষ্ণ। আজ যদি এ খেলায় রেহাই দেও, তবে খেল্‌ব গো !

সুবল। আগে বলাই দাদা শ্রীদামকে রেহাই দিলে তুমিও রেহাই পাবে গো !

কৃষ্ণ। ওগো দাদা গো ! শীঘ্র এস গো !

বল। কেন রে ভাই কানাই ! কি হ'ল রে ?

কৃষ্ণ। ওগো দাদা ! আমি সুবলকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতে পার্‌ছি না গো !

শ্রীদাম। ও ভাই কানাই ! আমিও বলাই দাদাকে নিয়ে চল্‌তে পারি না গো !

বল। ও ভাই শ্রীদাম ! কষ্ট হয় ত আমায় নামিয়ে দেও, ভাই ! তোমাদিগে কষ্ট দিয়ে খেলা খেল্‌তে চাই না গো !

শ্রীদাম। ওগো দাদা! তবে নামো গো! [তথাকরণ]

কৃষ্ণ। ও ভাই সুবল! এইবার তুমিও নামো, ভাই! আমার বড় কষ্ট হচ্ছে গো!

সুবল। [নামিয়া] আচ্ছা নামি। কাঁধে করার কত কষ্ট মনে থাক্‌বে ত? আর যেন কখন কারু কাঁধে চড়্‌তে যেয়ো না গো!

বল। এইবার এক কাজ কর, ভাই! খেলা ক'রে কানুর মুখখানি শুকিয়ে গেছে গো! মা যশোদা যে ক্ষীর সর, ননী মাখন দিয়েছিলেন, সেইগুলি সব খেয়ে নিই এস গো!

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গো দাদা, তাই খাই এস; আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে গো!

বল। আয়, ভাই! সকলে মিলে এক সঙ্গে খাই আয়।

রাখালগণ।—[খাইতে খাইতে]

গীত।

তোর এঁঠো বড় মিঠা লাগে কানাই রে।
খেতে বড় সুখ পাই, তাই তোর এঁঠো খাই,
খেতে খেতে মুখ হ'তে দিতে হ'ল তাই রে॥
ও রাঙ্গা অধর মাঝে, না জানি কি সুধা রাজে,
আমরা তোর চাঁদমুখের বালাই নিয়ে যাই রে॥
আমাদের হাতে খাও, খাইয়ে প্রসাদ দাও,
এ দাস গোবিন্দে চাও, যেন কিছু পাই রে॥

বল। ওগো! ভোজন ত শেষ হ'ল গো! এবার সবাই মিলে ঐ গাছতলায় বসি গে চল গো!

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গো দাদা, তাই যাই চল গো!

শ্রীদাম। ওগো বলাই দাদা! গোষ্ঠে এসে ব'সে থেকে কি হবে গো, আবার একটা কিছু নূতন খেলা খেলি এস না গো?

কৃষ্ণ। ও ভাই শ্রীদাম! আবার কি খেলা খেল্‌বে, ভাই?

শ্রীদাম। ও ভাই কানাই! আমরা যে খেলায় সব চেয়ে আনন্দ পাই, সেই খেলা খেল্‌তে চাই গো!

কৃষ্ণ। সে কি খেলা, ভাই শ্রীদাম?

শ্রীদাম। ও ভাই, সে খেলার নাম কি শুন্‌বে? সে খেলা সেই রাখাল-রাজার খেলা গো!

সুদাম। ও ভাই শ্রীদাম! সেই খেলাই ভাল খেলা, ভাই! কানাইকে রাজা ক'রে আমরা তার প্রজা হব গো!

কৃষ্ণ। ওগো সুদাম! সে খেলা ভাল নয় গো!

সুদাম। কেন গো কানাই! ভাল কেন নয় গো?

কৃষ্ণ। কেন ভাল নয় শুন্‌বে? তবে বলি শোন গো!

গীত।

রাখালের রাজার খেলা কখন কি সাজে।
গোচারণে বেড়াই বনে জানে তা' লোক-সমাজে॥
বনে রাখাল হবে রাজা,
রাখালেরা তার হবে প্রজা,
জানি না কি পাবে মজা, সাজিয়ে আমায় রাজ-সাজে॥
তরুতল হবে সিংহাসন,
পত্র-কিরীট শিরের ভূষণ,
রাজভোগ বনফল অশন, শ্রীগোবিন্দের বন মাঝে॥

সুদাম। ও ভাই কানাই! লোকে যে যা বলে বলুক্, আমরা তাতে কান দিব না গো!

শ্রীদাম। হ্যাঁ গো কানাই! লোকের কথায় আমরা রাখাল-রাজার খেলা ছাড়্‌ব না রে ভাই!

সুদাম। আমাদের প্রাণ-কানাইকে বনের মাঝে রাজা করাই চাই গো!

কৃষ্ণ। ও ভাই! আমি রাখাল হ'য়ে রাজা হব না, রে ভাই!

সুবল। ও ভাই কানাই! তুই রাখাল কিসে, রে ভাই? তুই যে নন্দরাজের বংশধর—তুই-ই ত কালে এ রাজ্যের দণ্ডধর হ'বি, রে ভাই! তবে রাজা সাজায় দোষ কি গো?

কৃষ্ণ। ও ভাই শ্রীদাম! রাজা সাজা বড় সাজা—সহজ কথা নয় গো! রাজা সাজা আর মাথায় বোঝা নেওয়া দুই-ই সমান কথা গো!

শ্রীদাম। ও ভাই কানাই! রাখাল-রাজার আবার বোঝা কিসের, ভাই? তুই আমাদের রাজা হ'বি, আমরা তোর পাত্র-মিত্র হব।

বল। ও ভাই কানাই! রাখালেরা যা' বলে শোন্ ভাই! ওদের মনে কোন ব্যথা দিস্ নে, ভাই!

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! ওরা আমায় রাজা ক'রে খেলা কর্‌তে চায় গো!

বল। ও ভাই শ্রীদাম! বনের মাঝে রাজাকে বসাবি কোথা', ভাই?

শ্রীদাম। ওগো বলাই দাদা! আমাদের রাজাকে কোথায় বসাব শুন্‌বে? বলি, রাজারা যাতে বসে, তাকে ত সিংহাসন বলে গো? তা' আমাদের রাখাল-রাজাকেও আমরা সিংহাসনে বসাব গো!

বল। ও ভাই শ্রীদাম! এ বনের ভেতর সিংহাসন কোথা পাবি, ভাই?

শ্রীদাম। কেন গো বলাই দাদা! এ বনে কি সিংহাসন নেই নাকি গো?

বল। কৈ, ভাই—কোথায় সিংহাসন?

শ্রীদাম। ওগো! কোথায় সিংহাসন আছে, বলি শোন গো!

গীত।

ওগো দাদা, রাজা কর্‌ব মোদের পীতবসনে।
বৃক্ষতলে পাত্‌ব মোরা, রাজার তরে সিংহাসনে॥
মাথায় দোব পত্রের ছত্র,
ব্যজনী হবে বৃক্ষের পত্র,
আমরা সবাই পাত্র-মিত্র
রাখাল-রাজার সনে॥
রাজা হবে প্রাণ-কানাই,
মন্ত্রী তুমি দাদা বলাই,
আমরা প্রজা হব সবাই
শ্রীগোবিন্দের শাসনে॥

বল। ও ভাই কানাই! শ্রীদামের কথা শোন্, ভাই!

কৃষ্ণ। ও ভাই শ্রীদাম! সত্যিই তোমরা আমায় রাজা ক'রে খেলা কর্‌বে নাকি গো?

শ্রীদাম। সত্যি নয় ত মিথ্যা নাকি গো? কেন, তুমি কি আমাদের রাজা হবে না নাকি গো?

সুদাম। হবে না বল্‌লেই হ'ল কিনা? আমরা যত সব রাখাল, তুই তাদের সবার উপর, কাজেই তোকেই রাজা হ'তে হবে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা ভাই, তোমাদের যদি তাই ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে কি কর্‌তে হবে তাই বল গো ?

শ্রীদাম। ও ভাই কানাই! তোমাকে রাজা হ'য়ে ঐ গাছের তলে বস্‌তে হবে গো!

কৃষ্ণ। আচ্ছা শ্রীদাম! তাই বস্‌লাম গো! [তথাকরণ]

শ্রীদাম। ওগো কানাই! ঐ সিংহাসন আমরা ফুল-সাজে সাজাই গো! ও ভাই সুদাম! ওরে ভাই সুবল! তোরা সব নানা জাতি ফুলে ঐ রাজ-সিংহাসন সাজিয়ে দে, ভাই! [সকলের তথাকরণ]

বল। আমি তবে মন্ত্রী হ'য়ে রাজার পাশে বস্‌লেম গো!

শ্রীদাম। ওগো দাদা, শুধু বস্‌লেই হবে না গো!

বল। কেন শ্রীদাম! আমায় কি কর্‌তে হবে গো ?

শ্রীদাম। ওগো বলাই দাদা! রাখাল-রাজের মাথায় তোমাকে ছত্র ধ'রে থাকৃতে হবে গো!

বল। ওগো শ্রীদাম! তবে বৃক্ষপত্রের ছত্র আমাকে দেও গো!

শ্রীদাম। ওগো দাদা, এই নেও গো! [ছত্র দিল]

বল। আমি প্রাণ-কানাইয়ের মাথায় ছাতা ধ'রে রইলেম গো!

শ্রীদাম। সুবল! তুমি এক কাজ কর, ভাই!

সুবল। ওগো শ্রীদাম! কি কর্‌ব বল গো ?

শ্রীদাম। ও ভাই! তুমি অশোক গাছের ডাল নিয়ে রাখাল-রাজের অঙ্গে চামর ব্যজন কর গো! সুদাম! তুমি শিখীপুচ্ছ নিয়ে বাতাস কর গো! আমরা সবাই দূত হ'য়ে রাজার চারিধারে ঘুরে বেড়াই গো!

কৃষ্ণ। ও ভাই শ্রীদাম! তোমার যা' খুসী হয়, তাই কর গো!

শ্রীদাম। ও ভাই কানাই! আমার যা' সাধ, তা পূর্ণ হয়েছে গো!

কৃষ্ণ। ও ভাই শ্রীদাম! কি ক'রে তোমার সাধ পূর্ণ হ'ল গো?

শ্রীদাম। ওগো, কি ক'রে সাধ পূর্ণ হ'ল, বলি শোন গো!

গীত।

হেরিয়ে বনে রাখাল-রাজা,
পেয়েছি প্রাণে কত মজা,
সে মজা যায় না বোঝা
না হ'লে আপনি রাজা।
কানাই মোদের বনে রাজা,
দোষে দেবে দণ্ড-সাজা,
ফুল-সাজে রাজারে সাজা
আমরা সবাই হব প্রজা॥
রাখাল-রাজা খেলি বনে,
পাই কত আনন্দ মনে,
বলিব তা কেমনে—
পেয়েছি প্রাণ-কানাই-ধনে
ভাগ্য মোদের নয় ত সোজা॥
যে গোপাল ব্রজের জীবন,
নন্দের জীবন—গোপীর জীবন,
দাস গোবিন্দের দেহের জীবন
সেই গোবিন্দ-ধন রাখাল-রাজা॥

কৃষ্ণ। ওগো ভাই সব! তোমাদের খেলা হ'ল ত গো?

শ্রীদাম। হ্যাঁ ভাই, খেলা ত হ'ল, এখনও বিচার বাকী রইল যে গো?

কৃষ্ণ। ও ভাই শ্রীদাম! তোমাদের আবার কিসের বিচার গো?

শ্রীদাম। ওগো রাজামশাই! সুবল আজ বড় দোষ করেছে গো!

কৃষ্ণ। কেন গো শ্রীদাম! সুবল কি দোষ করেছে গো?

শ্রীদাম। আজ যখন আমরা তোমায় খাইয়ে দিই, তখন সুবল আমার হাত চেপে ধ'রে, তোমায় পাঁচবার খাইয়ে দিয়েছে গো! আমি দু'বারের বেশি তোমায় খাইয়ে দিতে পারি নি, ভাই!

কৃষ্ণ। ও ভাই শ্রীদাম! এর জন্য সুবলের দণ্ড হওয়া উচিত গো!

শ্রীদাম। ওগো দণ্ডধর! কি দণ্ড দিবে, দেও গো!

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীদাম! সুবলকে এই দণ্ড দিলেম—ও কাল দু'বার খাইয়ে তোমাকে পাঁচবার খাওয়াতে দিবে গো!

শ্রীদাম। কেমন ভাই সুবল! এই দণ্ড নিবে ত গো?

সুবল। ওগো শ্রীদাম! এই দণ্ড যখন দণ্ডধরের দেওয়া দণ্ড, তখন দণ্ড নিতে রাজী আছি গো!

গীত।

ওগো শ্রীদাম, মাথা পেতে নিলেম আমি
দণ্ডধরের দেওয়া দণ্ড।
কানাই যে দিয়েছে দণ্ড
সে দণ্ড নয় গো দণ্ড॥
রাজার কাছে রাজদণ্ড,
দোষী দণ্ড পায় প্রচণ্ড,
কানাইয়ের দেওয়া দণ্ড
গুরুদণ্ড নয় লঘু দণ্ড॥

গোবিন্দ নিতে সে দণ্ড,
দণ্ডবতে চায় গো দণ্ড,
এ দণ্ড রাজার সুদণ্ড
নয় ত দণ্ড কুদণ্ড ॥

বল। ওগো শ্রীদাম! গো-পাল সব চঞ্চল হ'য়ে চ'লে যাচ্ছে যে গো! ওদের ফিরিয়ে আন গো!

শ্রীদাম। ও ভাই কানাই! গরুগুলো সব গোলমাল বাধিয়েছে, তাদিগে একবার তাড়িয়ে আনি, তার পর রাখাল-রাজার খেলা খেল্‌ব গো!

কৃষ্ণ। ও ভাই শ্রীদাম! তোমরা গরু ফিরিয়ে নিয়ে এস গো, আমি ততক্ষণ একটু বনে বনে বেড়াই গে গো!

সুদাম। ও ভাই কানাই! একা বনে কোথায় যাবে গো?

কৃষ্ণ। ও ভাই সুদাম! বেশি দূরে যাব না গো, একবার বংশীবটে আর যাবটে যাব বটে গো!

বল। ও ভাই কানাই! তুমি যাবটেই যাও আর বংশীবটেই যাও, যেন শীঘ্র ফিরে এস গো!

কৃষ্ণ। হ্যাঁ গো দাদা! আমি শীঘ্র আস্‌ব বৈকি গো!

[প্রস্থান।

বল। ও ভাই রাখালগণ! আমরা তবে গো-পাল ফিরিয়ে আনি গে চল গো!

সুবল। ওগো বলাই দাদা! আমাদের সে গো-পাল সব কোথায় গেল গো? গো-পালও ত বনে যায় গো! গোপাল নইলে ঐ গো-পাল কে ফিরাবে গো?

গীত।

কৈ সে গো-পাল, কোথা' সে গোপাল,
রাখে যে গো, পাল, বাঁশরী স্বরে গো-পাল।
এনে দে সে গোপাল, দেখ কোথা' গেল গো-পাল,
না হেরে গোপাল পাল, খুঁজি কোথা' প্রাণগোপাল॥
ব্রজে যত আছে গো গো-পাল,
সে গোপাল বিনে যত গো-পাল,
পাগল হ'য়ে ছেড়েছে গো, পাল॥
দাস গোবিন্দ বলে গোপাল,
কোথা আছ আন গো পাল,
গোপাল বিনে গো-পাল পাল
পালে পালে খোঁজে গোপাল॥

[সকলের প্রস্থান।

বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে কৃষ্ণের
পুনঃ প্রবেশ।

কৃষ্ণ। রাধে! রাধে!! রাধে!!! [বংশীধ্বনি]

অদূরে শ্রীরাধা সহ বৃন্দাদি সখীগণের
প্রবেশ।

রাধা। ওগো বৃন্দে! ঐ যে গো, প্রাণনাথের বাঁশী বাজ্‌ছে যে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! শ্রীপতি তবে যাবটে গিয়ে সম্প্রতি বংশীধ্বনি কর্‌ছেন গো!

রাধা। হ্যাঁ গো বৃন্দে! এ বংশীধ্বনি যাবটেই বটে গো, নৈলে এ ধ্বনি শুনে রাইধনীর মন এমন হবে কেন গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! শ্রীপতির বংশীরব শুনে তোমার মন কেমন হচ্ছে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! বংশীরবে আমার প্রাণ পুলকিত হচ্ছে গো, প্রাণে প্রেমের সঞ্চার হচ্ছে—কটীদেশ হ'তে ঘাগ্‌রার কসি খুলে গিয়ে নিতম্বে আট্‌কে রয়েছে গো! তাই মন আমার কৃষ্ণ-দরশনে উদাসী হয়েছে গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! এমন মনোভাব কেবল তোমারই হয় নি, অনেকেরই হয়েছে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তোমাদের আবার কার কি হয়েছে গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তোমার যেমন ভাব হয়েছে, তেমনি ভাব সব গোপীদেরই হয়েছে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তোমাদের কেমন ভাব হয়েছে, শুনি বল ত গো?

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! আমার কেমন ভাব হয়েছে, বলি তবে শোন গো!

তুক্কা

গোষ্ঠের মুরলীধ্বনি শ্রবণে পশিল।
নীবিবন্ধ খসি বস্ত্র নিতম্বে রহিল॥
এলায় মাথার বেণী তাহা নাহি বাঁধে।
অপেক্ষা না করে গোপী, কৃষ্ণ বলি কাঁদে॥
নীলপদ্ম স্বর্ণপদ্ম ভাসে অশ্রুজলে।
তা দেখি নাগরী-পদ আধ নাহি চলে॥
ব্রজাঙ্গনার নেত্র যেন ভ্রমরার পাঁতি।
কৃষ্ণ-মুখ-পদ্ম-গন্ধে পড়ে মাতি মাতি॥

আশ্চর্য্য প্রেমের কথা কহনে না যায়।
বাণে বাণে ঠেকে তনু বেদনা না পায়॥
কৃষ্ণ অঙ্গ সুধাবিন্দু অমিয় পাথারে।
শ্রীমতীর হংস-চিত্ত তাহাতে বিহরে॥

গীত।

জলধর জিনি তনু, বিপিন-বিহারী কানু
বেণুরবে করিল উদাসী।
কুল শীল তেয়াগিয়ে, শ্যাম প্রেমের লাগিয়ে,
ছুটে গিয়ে হই পদে দাসী॥
সুকঠিন পয়োধর, সম্বরে না এ অম্বর,
অম্বর আপনি গেল কটী হ'তে খসি'।
এলাইল মাথার বেণী, যেন কাল ভুজঙ্গিনী,
বাঁশী শুনে পাগলিনী, বংশীধর ভালবাসি॥

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! গোবিন্দের বাঁশী শুনে ছুটে যেতে মন হচ্ছে গো!

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! তাই ত হবে গো! আজ যে শ্যাম-সখা বিপিনে এসে নূতন খেলা খেল্‌বেন গো!

বিশাখা। কেন গো বৃন্দে! শ্যামচাঁদ আজ কি খেলা খেল্‌বেন গো?

বৃন্দা। বিশাখা গো! আজ যাবটে রাই-মিলন হবে গো! তাই বাঁশী বাজিয়ে কালোশশী দাসীদিগে ডাক্‌ছেন গো!

ললিতা। বলি, ওগো বৃন্দে! যাবটে আজ কি খেলা হবে গো?

বৃন্দা। ওগো ললিতে! আজ কৃষ্ণ গোষ্ঠে এসে যাবট-মিলনে মহা-সুখী হবেন গো!

ললিতা। সে কি রকম হবে, বুঝিয়ে বল গো ?

বৃন্দা। ওগো ললিতে ! তবে বলি—শোন গো !

[সুরে]

আজু বিপিনে আওত কান, মূরতি মূরত কুসুমবাণ,
জনু জলধর রুচির অঙ্গ, ভঙ্গী নটবর সোহিনী।
ঈষৎ হসিত বদন-চাঁদ, তরুণী নয়ন নয়ন-ফাঁদ,
বিম্ব অধরে মুরলী খুরলি, ত্রিভুবন-মন-মোহিনী ॥
কুসুম মিলিত চিকুর পুঞ্জ, চৌদিকে ভ্রমরী ভ্রমর গুঞ্জ,
পুচ্ছ নিচয় রচিত মুকুট, মকর কুণ্ডল দোলনী।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোড়, সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর,
গীম সোহন রতন রাজ, মতিম হার লোলনী ॥
কটী পীত ধটী কিঙ্কিনী বাজ' মদগতি অতি কুঞ্জর রাজ'
জানু লম্বিত কদম্ব মাল' মত্ত মধুকর ভোলণী।
অরুণ বরণ চরণ কঞ্জ, তরুণ তরণী কিরণ গঞ্জ,
গোবিন্দ দাস হৃদয়-রঞ্জ মঞ্জু মঞ্জীর বোলনী ॥

বিশাখা। বল কি গো বৃন্দে ! কালাচাঁদ আজ এমন খেলা খেল্‌বে গো ?

বৃন্দা। হ্যাঁ গো বৃন্দে ! তাঁর যে নিত্যই নূতন খেলা গো !

বিশাখা। ওগো বৃন্দে ! কালাচাঁদের খেলা কি তুমি বুঝেছ গো ?

বৃন্দা। ওগো বিশাখা ! শ্যাম-সখার খেলা বোঝে কার সাধ্য গো ? সে যে নিজেই লীলাময় গো ! এই জগতের যত লীলা, সব সেই কালাচাঁদের লীলা গো ! লীলাময়ের লীলা বোঝা বৃন্দের ক্ষমতা নয় গো ! তবে তিনি দূতী ব'লে দয়া ক'রে নিজগুণে যা বোঝান্, তাই বুঝি গো !

বিশাখা। ওগো বৃন্দে ! আমরা যে খেলার আশায় কুলবতী হ'য়ে কাননে এলেম, তার ত কিছুই হ'ল না গো ?

বৃন্দা ওগো বিশাখা! হবে বৈকি গো! ঐ দেখ না, নাগর কেমন ক'রে চ'লে আস্‌ছেন গো!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! রসনাগর চল্‌তে চল্‌তে আবার থম্‌কে দাঁড়াচ্ছেন যে গো!

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! নাগরের নাগরালী কি বুঝ্‌বি গো?

বিশাখা। ওগো বৃন্দে, তুমি সব বুঝিয়ে বল গো!

বৃন্দা। বলি, ওগো শ্রীমতি! তোমার শ্রীপতির কেমন গতি, দেখ্‌ছ গো?

রাধা। দেখ্‌ছি গো বৃন্দে! গোবিন্দের যেন গজরাজ-গতি।

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! শ্রীপতির গজরাজ গতি কেন, তা জান কি গো?

রাধা। না গো বৃন্দে! তা ত জানি না গো! তুমি জান কি গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! আমি যা জানি, শোন গো;—

গীত।

নটবর নব কিশোর রায়, রহিয়া রহিয়া যায় গো।
ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে, ধূলি ধূসরিত শ্যাম অঙ্গে,
হৈ হৈ করি রাখাল সঙ্গে, মধুর মুরলী বাজায় গো॥
নীলকমল জিনি বদনছাঁদ,
কামিনী-কুল-মদন-ফাঁদ,
কুটিল অলক-তিলক চাঁদ,
কলিত ললিত তায় গো॥
চূড়ে বরিহা গোকুল চন্দ,
পবন বয় মৃদু মধুর মন্দ,
মধুকর মন হইল অন্ধ
মধু লোভে দ্রুত ধায় গো॥

নয়ানে সঘনে উলটি উলটি,
হেরি হেরি পালটি পালটি,
গোরি গোরি থোরি থোরি,
আন নাহিক তায় গো ;—
গোবিন্দ দাস করিছে আশ,
রাখাল সঙ্গে সদাই বাস,
বেত্র-মুরলী লইয়ে উল্লাস
সঙ্গে সঙ্গে যায় গো ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! গোবিন্দের গতি দেখে কি হবে গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তবে আবার কি কর্‌তে হবে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমাদের যে জন্য বনে গতি, তার কি হবে গো?

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তুমি বাছা, অত ব্যস্ত হ'লে কি গতি হয় গো? গতি যে মনের গতি—প্রাণের গতি—চরণের গতি!

রাধা। ওগো বৃন্দে! মনের গতিতে ত এতদূর এসেছি গো!

বৃন্দা। ওগো রাই! প্রাণের গতিতে কি করেছ গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! প্রাণের গতিতে প্রাণপতির গতি দেখ্‌ছি গো! কিন্তু চরণের যে গতি নাই গো!

বৃন্দা। কেন গো শ্রীমতি! চরণের গতি নাই কেন গো?

রাধা। কি জানি গো বৃন্দে! চরণ আমার গতিহীন হয়েছে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! যে চরণের গতিতে এতদূর গতি হয়েছে, সে চরণ সহসা এমন গতিহীন হ'ল কেন গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! ঐ অগতির গতি শ্রীপতির শ্রীচরণের গতি দেখে এ চরণের গতিহীন হয়েছে গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! গতি দেখে ত গতি বাড়ে; তোমার বাছা. গতি কম হ'ল কেন গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে দূতি! হয় ত ভাগ্যে দুর্গতি আছে, তাই এমন গতি গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! যার ভাগ্যে অগতি থাকে, তারই দুর্গতি ঘটে; তুমি যে ভাগ্যবতী গো! তোমার গতিরোধ হয়েছে ব'লে দুর্গতি হবে না গো! আমরা সবাই মিলে তোমার গতি ক'রে দিব গো! আর যাতে আমাদেরও গতির সঙ্গতি হয়, আর সদ্গতি হয়, তাও কর্‌ব গো!

রাধা। ওগো দূতি! তবে শীঘ্রগতি তাই কর গো! আমি আর এমন ভাবে হীনগতি হ'য়ে থাকৃতে পার্‌ছি না গো!

বৃন্দা। কেন গো ঠাকুরাণি! তোমার কি হচ্ছে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! শ্যাম পাশে গতির জন্য আমার মনের গতি বাড়্‌ছে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! কি রকম মনের গতি হচ্ছে, কৈ বল দেখি বাছা, শুনি?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে বলি শোন গো!

গীত।

হেরিয়ে নব কিশোর গতি
গোপীগণের এই পথে গতি।
প্রাণের গতি মনের গতি
শ্যাম-মিলন গতির সঙ্গতি ॥

হেরিয়ে অগতির গতি,
গতি হৈল হীন গতি,
কি এখন হইবে গতি
সুগতি না দুর্গতি ॥
রাই-পদে আর নাই গতি,
হয় না তাই শ্যাম-পাশে গতি,
ওগো দূতী কর সদ্গতি
এ গতির কি হবে গতি ;—
যাবটে গোবিন্দের গতি,
দাস গোবিন্দের তাই এ গতি
গতি দিলে অগতির গতি,
গতায়াতে হবে গতি ॥

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তোমার গতি যখন এমন দ্রুতগতি চলেছে গো, তখন শ্যাম-মিলন-গতি শীঘ্রগতি হবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আর কতক্ষণে সে গতি হবে গো?

বৃন্দা। ওগো বাছা! যার ইচ্ছায় জগতের গতি, তাঁর ইচ্ছা হ'লেই সে গতি হবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তাঁর ইচ্ছার গতি কখন্ হবে গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! যখন তোমার প্রতি তাঁর প্রেমের গতি হবে, তখনই তাঁর ইচ্ছারও গতি হবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার ত খুব ইচ্ছাগতি হয়েছে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তোমার যখন ইচ্ছা হয়েছে, তখন ইচ্ছা-ময়েরও ইচ্ছা হবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! যিনি ইচ্ছাময়, তাঁর কেন ইচ্ছা হচ্ছে না গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! সব কাজেরই সময় আছে ত গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! শ্যাম-মিলনের আবার সময়াসময় কি গো?

বৃন্দা। শ্রীমতী গো! রসময় এখন গোষ্ঠে এসেছেন কি না, তাই তাঁর ইচ্ছার সময় হয় নি গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি যে আর সইতে পারি নে গো, আমার যে বড় কষ্ট হচ্ছে গো!

বৃন্দা। কেন গো রাজনন্দিনি! তোমার কি কষ্ট হচ্ছে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার প্রাণ আন্‌চান্‌ কর্‌ছে—মন ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে—বুক ধড়্‌ফড়্‌ কর্‌ছে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তার কারণ আছে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে কারণ কি গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণী গো! তোমার প্রাণ যে আন্‌চান্‌ কর্‌ছে, তার কারণ—

(সুরে)

তপনক তাপে, তপত ভেল মহীতল
বালুক দহন সমান।

শ্রীমতী গো! সেই সূর্য্যোত্তাপে তাপিত তপ্ত বালুকা পথে চ'লে এসেছ ব'লে বোধ হয়, তোমার প্রাণ আন্‌চান্‌ কর্‌ছে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার মন তবে ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে কেন গো?

বৃন্দা। (সুরে) পিরীতি মনোরথে, ভামিনী চলু পথে
প্রেমক গতি অনিবার।

ওগো রাই! পিরীতি কর্‌বার আশে মনোরথে চ'ড়ে চ'লে এসেছ, এখনও প্রেমের দেখা না পেয়ে তোমার মন অমন ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে গো! তা

কি করবে, বাছা! প্রেমের গতি যে, অনিবার গো! যখন্‌কার যা, তখনই ত, তাই হবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার বুক ধড়্‌ফড়্‌ কর্‌ছে কেন গো?

বৃন্দা। (সুরে) কুল-গুণ-গৌরব, সতী-যশঃ-সৌরভ,
গুরুজন-নিন্দ-কলঙ্ক-লাজ ভয়।

ওগো বিনোদিনি! পাছে কুলের গৌরব যায়, সতীত্বের গৌরব যায়, আর গুরুজনের কাছে নিন্দা-কলঙ্ক-লজ্জা হয়, সেই ভয়ে তোমার বুক ধড়্‌ফড়্‌ কর্‌ছে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! এ সব কেন হচ্ছে গো?

বৃন্দা। শ্রীমতী গো! কেন হচ্ছে, বল্‌ছি শোন গো!

গীত।

ওগো বিনোদিনী কমলিনী রাই-ধনি,
শ্যাম-পিরীতের এই রীতি গতি।
প্রেমের গতি এমনি গতি
অসময়ে তার হয় না গতি॥
শ্যামের প্রেম ইচ্ছাগতি,
তোমার প্রেম দ্রুতগতি,
উভয় গতি হ'লে এক গতি
মিল্‌বে তবে শ্যাম-সঙ্গতি॥
তোমার যেমন মতি-গতি,
শ্যামেরও সেই রকম গতি,
যখন যার প্রেমের গতি
হ'য়ে যায় গো অ-গতি—

শূন্য হ'লে আশার গতি,
পূর্ণ আশা শীঘ্রগতি,
দাস গোবিন্দের নিদান-গতি
গোবিন্দ অগতির গতি ॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে আমি এখন কি কর্‌ব গো? কি কর্‌লে আমার মনো-আশা পূর্ণ হবে গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তোমার যত মনো-আশা, সব গোবিন্দের মনো-আশার সঙ্গে মিলিয়ে দেও গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে আবার কেমন ক'রে হয় গো? একজনের আশা আর একজনের কাছে কেমনে যাবে গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! যারা আশাকে যাওয়াতে জানে, তারা সব পারে গো! এই সবে নূতন প্রেম কি না গো, তাই এত আঁটাসুঁটী। যতই প্রেম পুরাতন হ'য়ে আস্‌বে, ততই আশা যাওয়াতে শিখ্‌বে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! নূতন প্রেম আর পুরাতন প্রেম কি পৃথক্ নাকি গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তা পৃথক্ বৈকি গো!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! তোমার যেন সব আজ্‌গুবী কথা গো!

বৃন্দা। কেন গো বিশাখা! কি আজ্‌গুবী কথা বল্‌লেম গো?

বিশাখা। বলি, প্রেমের আবার নূতন-পুরাতন কি আছে গো? প্রেম ত নিত্যই নূতন গো!

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! যারা যেমন প্রেম করে, তারা তেমনি বোঝে গো! তোমাদের এখন নূতন প্রেম কিনা, তাই নূতন-পুরাতন সব সমান দেখ্‌ছ গো!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! তুমি কোন্ প্রেম ভাল বল গো?

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! আমি নূতন প্রেমই ভালবাসি গো! শুধু প্রেম ব'লে কেন, জগতে যা' নূতন তাই ভাল গো!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! আমরা ত জানি—নূতন যা' তাই মন্দ, আর পুরাতন যা, তাই ভাল গো!

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! কেমনে তা বুঝ্‌লে গো?

বিশাখা। এই দেখ গো বৃন্দে,আমি সব বলি,তুমি মন দিয়ে শোন গো!

গীত।

নূতন কিছু ভাল নয় গো, নূতন ভাল নয়।
নূতন যখন হয় পুরাতন, তখন ভাল হয়॥
নূতন চা'লে পেট নষ্ট,
নূতন জলে কাদা দৃষ্ট,
নূতন বৈদ্য হ'লে রোগীর ঘটায় প্রায় অনিষ্ট,
নূতন মেঘে হয় না বৃষ্টি,
নূতন এলে নূতন দৃষ্টি,
সে দৃষ্টিতে যায় না চেনা বিধাতার সৃষ্টি,
বয়সে পুরাতন দৃষ্টি আপনি বোঝে সমুদয়॥
অবশ নূতন ঘোড়ার পৃষ্ঠ,
নূতন খেজুর গাছে রস অমিষ্ট,
নূতন প্রেম ক'রে কৃষ্ণ, কুলবতীর কুল বিনষ্ট;
নূতনে অনাসৃষ্ট সৃষ্ট কৃষ্ণ পুরুষ নূতন নয়॥

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! আমি ত জানি, নূতন হ'লেই ভাল হয় গো!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! তার প্রমাণ কি গো?

বৃন্দা।—(সুরে)

ওগো, পুরাতন চা'ল ভাতে বাড়ে,
ত্বরায় পেটের রোগ সারে,
কিন্তু খেতে লাগে না তা মিষ্ট।
নূতনে সাম্‌লে খেলে,
অসুখ হয় না পেট ফুলে,
বুঝে খেলে কে বলে পেট নষ্ট॥
নূতন জলে কাদা রয়,
ফট্‌কিরীতে সাদা হয়,
স্রোতের জলে হয় না ক' অনিষ্ট
নূতন খেজুরের রসে,
জ্বাল দিয়ে হয় শেষে
নলিন গুড় খাইতে সুমিষ্ট॥
নূতন মেঘে বৃষ্টি নাই,
শিখী আনন্দিত তাই,
পেখম তুলে নাচে হ'য়ে হৃষ্ট।
নূতন এসে শিশুবেলা,
সুখে কেবল হাসি খেলা,
নূতন চোখে ঈশ্বর হ'ন্ দৃষ্ট॥
পুরাতন হ'লে দৃষ্টি,
চোখেতে হয় চাল্‌সে সৃষ্টি,
পুরাতনে দেখ্‌তে ঘটে কষ্ট।
নূতন প্রেম করে কৃষ্ণ,
কত মধুর উৎকৃষ্ট,
কৃষ্ণ নিত্য নূতন পুরুষ শ্রেষ্ঠ॥

গীত।

ওগো বিশাখা, শ্যামের কাছে নিতুই সব নূতন।
নূতন না হ'লে আগে, হয় কি পরে পুরাতন॥
যা' নূতন তাই পুরাতন,
বিধাতার নিয়ম চিরন্তন,
নূতন হ'তে পুরাতন,
পুরাতন হ'তে পতন॥
পতন হ'লে আবার নূতন,
আবার উত্থানে আবার পতন,
গোবিন্দ হয় নিত্য নূতন
কিন্তু সেই চির পুরাতন ;—
দেখ্ছ যে প্রেম নিত্য নূতন,
নূতন নয় এ কত পুরাতন,
এসেছ নূতন, দেখ্ছ নূতন,
যার যেমন মনের মতন॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! তোমরা সব বাজে কথা ব'লে সময় কাটাচ্ছ. আমার তায় বড় জ্বালা বোধ হচ্ছে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! আর জ্বালায় কাজ কি গো, জ্বালা নাশের ওষুধ ত সাম্‌নেই রয়েছে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! ও যে অনেক দূরে আছে গো! আমি যে ওকে দেখে আর থাক্‌তে পার্‌ছি না গো! আবেশে অঙ্গ অবশ হচ্ছে গো!

বৃন্দা। ওগো, আমরা তোমায় ধরাধরি ক'রে নিয়ে যাই চল গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! তা যদি কর, তবে বড় উপকার হয় গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তোমার নূতন প্রেমে এ সব উপকার না কর্‌লে ভয় ভাঙ্‌বে কেন গো? ওগো ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, তোরা শ্রীমতীকে ধ'রে ঐ যাবটের নিকটে ল'য়ে চল্ গো!

[সকলের তথাকরণ]

কৃষ্ণ। [বংশীবাদন] জয় রাধে! জয় রাধে! জয় জয় শ্রীরাধে!

রাধা। ওগো সখি! ঐ বাঁশী আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে গো!

কৃষ্ণ। ওগো তোমরা সব কে গো?

(সুরে)

তুঙ্গ মণি-মন্দিরে, ঘন বিজুলী সঞ্চরে,
মেঘরুচি বসন পরিধানা।
(কে তুমি গো স্বরূপসী)
(তুমি কার কামিনী ওগো ভামিনী)
(তুমি কি রাই চন্দ্রাননা)
যত যুবতীমণ্ডলী, পন্থ ইহ পেখলি,
কেহ নাহি রাইকো সমানা॥
(রাই তুমি আমার প্রাণ যে গো)
(আমার আধা তুমি রাধা গো)
(তোমার তরে বই নন্দের বাধা গো)

রাধা। (সুরে)

বঁধু হে, আমি ভাবি তব সুখ লাগি।
রূপ-গুণ সাগর, তুঁহু মম নাগর,
ধন্য আমি তব প্রেমভাগী॥

(এর চেয়ে আর কি সুখ আছে)
(আমি শ্যামচাঁদের সেবার দাসী গো)

কৃষ্ণ। (সুরে)

দিবস আর যামিনী, দিঠি রাই-অনুগামিনী,
তোমারি বয়ান হিয়ায় জাগে।
সতত বাসনা মনে, চুম্বি তব চন্দ্রাননে,
নবীন প্রেমের অনুরাগে॥

রাধা। (সুরে)

বঁধু হে, আমারো অমনি দশা।
অট্টালিকা 'পরি, বসিয়া নেহারি,
গোষ্ঠবেশে তুঁহু আসা॥
(আমি সব হারালেম)
(আপনি হারা'য়ে মূর্চ্ছা গেলেম)
তাই এ যাবটে, তব সন্নিকটে,
করেছি মিলন-আশা॥

বৃন্দা। ওগো গোষ্ঠবিহারি! তোমার গোষ্ঠ-বিহার দেখ্‌বার জন্য আমরা যত কুলবতী সব গোষ্ঠে এসেছি গো! শুধু আমরা নই গো, আরও কত জন এসেছে।

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! আমার গোষ্ঠ-বিহার দেখ্‌তে আর কে এসেছে গো?

বৃন্দা। ওগো শ্যামচাঁদ! তোমার গোষ্ঠ-বিহার দেখ্‌তে কে কে এসেছে, শুন্‌বে? তবে বলি শোন গো!

গীত।

শুনিয়ে বাঁশরী, এসেছে কিশোরী,
সঙ্গে ল'য়ে যত গোপী সহচরী।
কৃষ্ণপ্রেমে আর, মজেছে যে নারী
তারাও এসেছে সকলি পাশরি॥
হেরি কানাইয়ের গোষ্ঠে গমন,
ব্রজবালা সব বিরহে মগন,
গোষ্ঠ-বিহারে যাবট-মিলন,
হেরিতে এসেছে শুনিয়ে বাঁশরী॥

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! আমি কি কর্‌ব গো, তোমাদের রাই-ধনি যে, দূরে রয়েছে গো?

বৃন্দা। ওগো গোবিন্দ! তোমার রূপের ছাঁদ আর সুধাভরা বদনচাঁদ দেখে রাই-চকোরী আপন হারা হয়েছেন গো! ওঁর পায়ের গতি বন্ধ—মনের গতি অন্ধ। নন্দদুলাল! যদি প্রেমানন্দে হৃদয়-মন্দিরে ধ'রে নেও, তবে ওঁর মিলন-আশা পূর্ণ হয় গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! তবে আমি তাই করি গো! শ্রীমতী রাই কমলিনি! কৃষ্ণপ্রেমে গরবিণী ব্রজেশ্বরি! আমার হৃদয়েশ্বরী হ'য়ে হৃদয়ে এস গো! [যুগল মিলন]

বৃন্দা। আহা, মরি রে মরি! কি মনোলোভা শোভা রে! যাবটে কৃষ্ণবামে কিশোরীকে দেখে বোধ হচ্ছে যেন, নীলাচলের অঙ্গে তরুণ অরুণ কিরণ জড়িত হয়েছে। কৃষ্ণের **গোষ্ঠ-বিহার** যে দেখেছে, সেই মজেছে। এ রূপের বালাই নিয়ে ম'রে যাই কৃষ্ণভক্ত ভাবুক! রূপ দেখ, আর হরি হরি বল।

গীত।

দেখ, কিবা শোভা, মনোলোভা
গোষ্ঠ-বিহারে।
শ্যাম নীলকান্ত মণি, রাই কাঁচাসোনা
তায় বিহারে।
এ রূপ যে নেহারে, সেই ত হারে
আহারে বিহারে ॥
দেখিতে এই গোষ্ঠ-বিহার,
এনেছি কত উপহার,
রত্নহার, মণিহার, স্বর্ণহার, ফুলহার—
দিব উপহার চরণে তাঁহার
নামেতে যাঁহার শমনাতঙ্ক সংহারে ॥
শ্রীগোবিন্দের গোষ্ঠ-বিহার,
দাস গোবিন্দের কণ্ঠহার,
এমন হার আছে কাহার—
যে পেয়েছে কৃষ্ণ-হার, তার উৎকৃষ্ট হার
মেনেছে হার।
রবি-সুতের দূতের প্রহার দেয় না কষ্ট তাহারে

সম্পূর্ণ।

সুকবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

ধাত্রী পান্না বা বনবীর। উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনয়ে এক বিজয়-বৈজয়ন্তী। ইহাতে বিক্রমজিৎ, উদয়সিংহ করমচাঁদ, জগমল, বিজয়সিংহ, সখারাম, চৈতন্যরাম, জয়দেবী, মন্দাকিনী, শীতলসেনী, পান্না, কমলা সবই আছে। মূল্য ১।৹ মাত্র।

সরমা বা বীরমাতা (তরণীর যুদ্ধ) পণ্ডিত শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত, ভাণ্ডারীর অপেরায় অভিনয়ে কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহাতে সেই রাম-লক্ষ্মণ, তরণী, মেঘনাদ, মকরাক্ষ, কুম্ভ, নিকুম্ভ, রসমাণিক্য, সীতা, সরমা, সূর্পনখা, আর সেই কুম্ভীলক, সুরজার পাষাণ-ভেদী শোকোচ্ছ্বাস সবই আছে। মূল্য ১।৹ মাত্র।

সিন্ধুবধ বা অকাল-মৃগয়া (অভিশাপ) উক্ত অঘোরবাবুর কৃত ; ষষ্ঠী অপেরাপার্টির অভিনয়। ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ, দশরথের মৃগয়া, বালক সিন্ধুবধ, সখা দীনবন্ধু ও ভবিতব্যের গীতসুধা সবই আছে। মূল্য ১।৹ মাত্র।

মথুরা-মিলন অঘোর বাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি, বহু অপেরাপার্টিতে অভিনীত। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের মান-মাথুরলীলা, গোষ্ঠলীলা, কংসবধ, রাই উন্মাদিনী, দশম দশা প্রভৃতি ভাবুক দর্শক ও পাঠকের চিত্তবিনোদন-নিত্যনূতন। অথচ সহজে অতি সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১।৹ মাত্র।

প্রমতি-মুক্তি সুকবি সতীশচন্দ্র কবিভূষণ প্রণীত ; সত্যম্বর অপেরায় ত্রিশঙ্কুর ন্যায় সমান যশের অভিনয়। ইহাতে সেই সুকেতু, কঙ্কনকেতু, অমল, মকরকেতন, ধনজিত, রণজিত, সত্যব্রত, ধৃতবুদ্ধি, সাধু, অধর্ম্ম, কামরূপ, সুচরিতা, আশা, মনোরমা, মায়া, কমলা সবই আছে, মূল্য ১।৹ মাত্র।

পূর্ণাহুতি উক্ত সতীশবাবুর কৃত, সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। ইহা কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধের শেষ পূর্ণাহুতি, অশ্বত্থামা দ্বারা দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিশীথে নিহত, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, বলরাম-কন্যা রুচির প্রণয়-প্রসঙ্গ প্রভৃতি আছে, মূল্য ১।৹।

সরোজিনী প্রবীণ নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বিশ্ববিজয়ী ঐতিহাসিক নাটক, বহু থিয়েটার ও অপেরাপার্টিতে অভিনীত। সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। সেই রাণা লক্ষ্মণসিংহ, বিজয়সিংহ, রণধীর, ভৈরবাচার্য্য, আলাউদ্দীন, সরোজিনী, রোষেণারা, মনিয়া, অমলা ইত্যাদি সবই আছে, মূল্য ১।৹ মাত্র।

কনোজ-কুমারী নাট্যবিনোদ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল প্রণীত। বীণাপাণি নাট্যসমাজে অভিনীত। পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে যেন হীরামুক্তা বসানো, সহজে সুন্দর অপেরা অভিনয় হয়। মূল্য ১৲ মাত্র।

দুর্ব্বাসা-দমন বা অম্বরীষের ব্রহ্মশাপ, ভাবুক কবি শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, অভয় দাস, শশী অধিকারীর যাত্রাপার্টিতে যশের অভিনয় ; সেই বিরূপ, কেতুমান, সেই লহরী, লীলা, সেই প্রেমদাস, ভজনদাস, ভীষণ চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়, [সচিত্র] মূল্য ১।৹ মাত্র।

বিশ্ব-বিমোহন অভিনব নাটক

শৈশব-সাধনা বা ধ্রুবচরিত, শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত, সত্যম্বর অপেরার অপূর্ব্ব অভিনয়। ইহাতে সেই উত্তানপাদ, ধ্রুব, উত্তম, সবর্ণ, সুবাদী, সংযোগ, সুনীতি, সুরুচি, ইরাবতী প্রভৃতি আছে, মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

শ্মশানে মিলন ভাবুক-কবি শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত; এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আদকের দলে মহাসমারোহে অভিনীত, ইহাতে আছে—সেই সেনাপতি বিরাটকেতনের বিরাট ষড়যন্ত্র, মন্ত্রীর ভীষণ চক্রান্ত, শশবিন্দুর আত্মত্যাগ; আত্মসাৎএর হাস্যের তরঙ্গ—নানা রঙ্গভঙ্গ, আরও আছে শোকাকুলা শৈব্যাসতী, প্রেমাকুলা দেবসেনা, শক্তি পাগলিনীর গীত-লহরী প্রভৃতি। এমন দিগন্তব্যাপী যশের অভিনয় আর নাই। [সচিত্র] মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

যুগল বীর-কুমার "শ্মশানে মিলন" প্রণেতা সুকবি শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত, সত্যম্বর অপেরা পার্টির অভিনয়; ইহাতে শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ, লব কুশের যুদ্ধ, পুত্র-পরিচয়, অকাল-মৃত্যু, বাল্মীকি, অবতার, অবতারের সেই "আমার বাবা" গান, সবই আছে, মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

বিক্রমাদিত্য "শ্মশানে মিলন" লেখক নিতাই বাবুর রচিত, বালক-সঙ্গীত সমাজে অভিনীত; ইহাতে যশোবর্দ্ধন, জ্ঞানগুপ্ত, ভর্তৃহরি, শকাদিত্য, তত্ত্বানন্দ, মুখসর্ব্বস্ব, তিলোত্তমা, ভানুমতী সবই আছে। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

শিবি-চরিত্র প্রবীণ কবি ৺প্রমথনাথ কাব্যতীর্থ বিরচিত ও সতীশ মুখার্জ্জীর দলে যশের অভিনয়, সেই বিকর্ত্তন, জয়সেন, সুসেন, চণ্ডবিক্রম, পৃথুপাল, কীর্ত্তিসিংহ, শক্তি ও শান্তি, জয়ন্তী, সুশীলা সবই আছে। মূল্য ১৷৷০

জয়দেব ইহাও উক্ত প্রমথ বাবুর রচিত এবং সতীশ মুখার্জ্জির অপেরার অভিনয়ে কোহিনুর-মণি; ইহাতে সেই সত্যানন্দ, ধীরানন্দ, হলায়ুধ, লক্ষ্মণসেন, বিক্রমসেন, কীর্ত্তিসেন, কমলিনী, পদ্মাবতী, নর্ম্মদা প্রভৃতি আছে, মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

কল্যাণী "শ্মশান" লেখক সেই তেজস্বী নাট্যকার শ্রীপশুপতি চৌধুরী প্রণীত। সতীশ মুখার্জ্জির উজ্জ্বল অভিনয়। ইহাতে সেই চন্দ্রকেতু, মৈনাকবাহু, মনোচোরা, চঞ্চলা, মালাবতী, মৃণালিনী সবই আছে। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

শ্মশান সুকবি শ্রীযুক্ত পশুপতি চৌধুরী রচিত; সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জির অপেরার গৌরবপূর্ণ অভিনয়। সেই জয়চন্দ্র, পৃথ্বীরাজ, সমরসিংহ, বিজয়সিংহ, সুধীর ও ধীরেন্দ্রসিংহ, কল্যাণসিংহ, মঙ্গলাচার্য্য, অবিদ্যা, বিবেক, ধর্ম্মক্ষেপা, ইন্দুমতী, বিমলা প্রভৃতি সকলই আছে। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

☞ উক্ত পশুপতি বাবুর কৃত, ভাণ্ডারী অপেরার বিজয়-নিশান! ইহাতে কবির কল্পনা-কাননের সেই অজিতবাহু ও ভীমসিংহ, সেই নবকুমার ও সুভাগা, সেই কুহকের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত, সেই ছায়াবতী, মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসা, রণোল্লাসিনী শৈলেন্দ্রী সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়, মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

প্রহসন সপ্তরত্ন

এই ৭ খানি প্রহসন রত্ন-বিশেষ। বহুদিন হইতে বহু থিয়েটার ও যাত্রার দলে বহুবার অভিনীত হইয়াও যাহা অদ্যাপি নিত্য নূতন, এখনও যাহার অভিনয়ে থিয়েটার ও যাত্রায় লোকে-লোকারণ্য, আসরে চারিদিকে হাসির রোল উঠে, এমন প্রহসনগুলি ছাপা না থাকায় অনেকে অনেক দিন হইতে পুস্তকাভাবে ইহার অভিনয়ে বঞ্চিত, সেই অভাব মোচনের জন্য বহুকাল পরে পুনরায় ছাপা হইল।

(এই প্রহসনগুলি অতি অল্প সময়ে, অল্প লোকে, অতি সুন্দর অভিনয় হয়)

চক্ষুদান বারমুখো বেশ্যাসক্ত স্বামী, সতী স্ত্রীর কৌশলে পড়িয়া কিরূপ সমুচিত শিক্ষালাভ করিল, দেখিয়া হাস্য সংবরণ দুঃসাধ্য হইবে। মনোমোহন ও বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ।০ মাত্র।

উভয় সঙ্কট দুইবিবাহ করিয়া দুই দিক্ হইতে স্বামী বেচারার মদন-মোহনের দোল খাওয়া দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হউন, ন্যাশনাল, বেঙ্গল প্রভৃতি বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ।০ মাত্র।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল কুলস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি—সতীর হাতে জবর সাজা। মুন্সেফ, পেস্কার প্রেমের দায়ে গাধা সাজা, ভারি মজা! ন্যাশন্যাল, বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত; মূল্য ।৵০ আনা।

জেনানা-যুদ্ধ দুই সতীনে ঝগড়া করে, চোর বেচারা মার খেয়ে মরে। শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি, মূল্য মাত্র চার-আনি। নানা থিয়েটারে অভিনীত, গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রচলিত।

বুঝলে কিনা বা ভণ্ড দলপতি দণ্ড, দলপতির মহা কেলেঙ্কারী, মেথ্‌রাণীর প্রেমে আত্মহারা, শেষে ধরা পড়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাসিতে হাসিতে বত্রিশ নাড়ীতে টান্ ধরিবে। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

হিতে বিপরীত বিয়ে পাগ্‌লা বুড়োর বিয়ে। গাধার টোপর মাথায় দিয়ে॥ ঘোম্‌টার ভিতরে গুঁফো ক'নে। হাঃ হাঃ হ্যাঃ হেসে বাঁচিনে! বাসর-ঘরে রসের গান—দুশো মজা! মূল্য ।০ মাত্র।

দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ হাস্য-কৌতুকে পূর্ণ; সেই জগমোহন, সতীশ, কমলমণি ও বেদিনীদের নৃত্যগীত সব আছে। মূল্য ।৵০ আনা।

এই প্রহসনগুলি ষ্টার, বেঙ্গল, ন্যাশন্যাল, মনোমোহন, মিনার্ভা প্রভৃতি নানা থিয়েটার ও বহু যাত্রাদলে অভিনীত। আমরা বহু প্রহসন হইতে বাছিয়া এই ৭ খানি অতি উৎকৃষ্ট প্রহসন প্রকাশ করিলাম। আমাদের অভিপ্রায় এই ফার্সগুলি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্র যাত্রা থিয়েটারে অভিনীত হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিমল আনন্দ দান করুক।

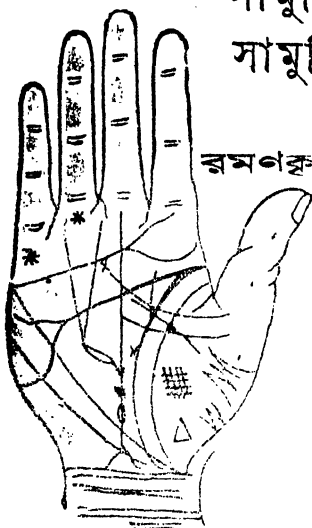
সামুদ্রিক রেখাদিবিচার [সচিত্র] মূল্য ১॥০

সামুদ্রিক শিক্ষা [সচিত্র] মূল্য ১॥০

সামুদ্রিক বিজ্ঞান [সচিত্র] মূল্য ১॥০

খ্যাতনামা মহাজ্যোতিষী

রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত



করতলের রেখা ও চিহ্নাদি দেখিয়া গণনা করিবার প্রণালী খুব সহজ করিয়া লিখিত হইয়াছে ; এত সহজ যে অল্প-শিক্ষিতা মহিলাগণও অনায়াসে অদৃষ্ট বুঝিবেন। প্রত্যক্ষ ফল দর্শনে সকলেই প্রীত হইবেন। বিবাহ গণনা, বন্ধ্যা ও গর্ভস্থ পুত্র কন্যা গণনা, বৈধব্য গণনা, আয়ুঃ গণনা, ভবিষ্যৎ উন্নতি অবনতি, স্ত্রী-প্রেম ও সতী অসতী গণনা, তীর্থ গণনা, ধর্ম্মে আসক্তি, জাতক, স্বধর্ম্মত্যাগ, আত্মহত্যা, প্রাণদণ্ড, মোকদ্দমার জয় পরাজয়, বারাঙ্গনা ও অগম্যাগমন, কর্ম্মস্থান, বাণিজ্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন বা পরধন লাভে অতুল ধনের অধীশ্বর, গুপ্তধনলাভ, গুপ্তপ্রণয়, প্রণয়ভঙ্গ, যশঃমান কীর্ত্তি বহুবিধ গণনা অসংখ্য চিত্রদ্বারা বুঝাইয়া লেখা আছে ; তদ্দ্বারা সকলেই ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান শুভাশুভ জানিতে পারিবেন। যিনি যাহা চাহেন, তাহাই পাইবেন। গ্রন্থকার ২০ বৎসর কঠিন পরিশ্রমে, সহস্র সহস্র মুদ্রাব্যয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল—রত্ন-স্বরূপ এই তিনখানি গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। গণনার জন্য প্রত্যহ তাঁহার গৃহে ধনী নির্ধন, রাজা জমীদার, হিন্দু মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি শত শত ব্যক্তি সমাগত হইতেন। ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট, প্রত্যেক পুস্তকে বহু সংখ্যক করতলের চিত্র আছে।

উক্ত তিনখানি পুস্তক এক সঙ্গে লইলে "অদৃষ্ট-দর্শন বা সৌভাগ্য-পরীক্ষা" নামক গ্রন্থ উপহার পাইবেন।

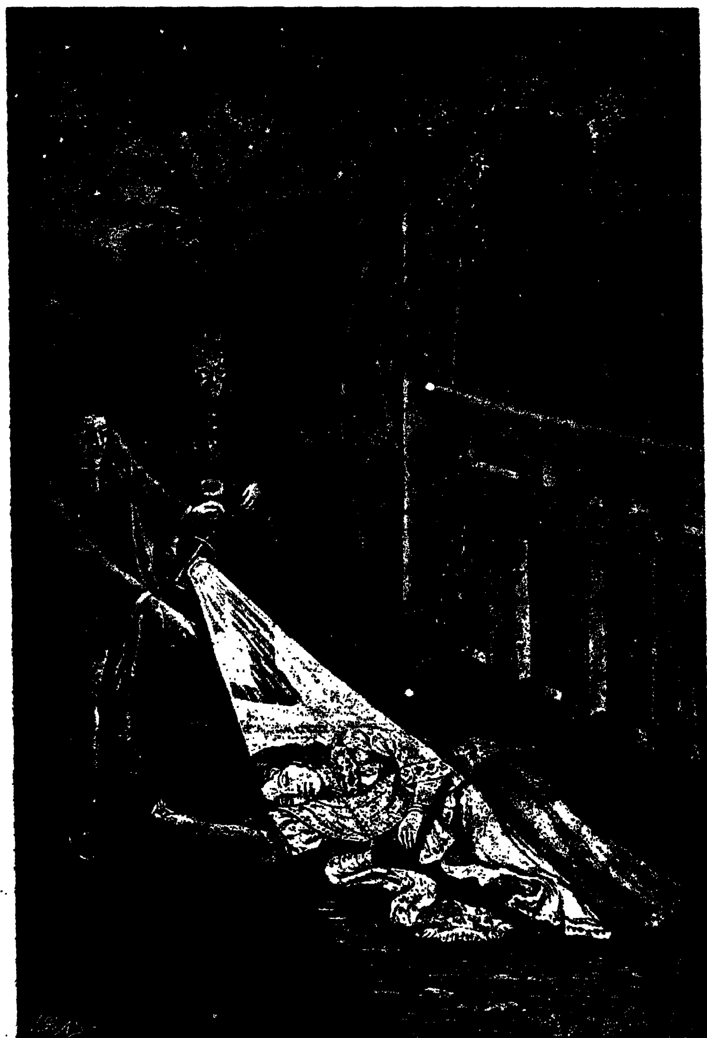
পাল ব্রাদার্স—৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

"মায়াবী"—ছবির নমুনা



জুমেলিয়ার কিরীচ সমেত হাতখানি চাপিয়া ধরিল। [মায়াবী—১৪৫ পৃষ্ঠা।

"নীলবসনা সুন্দরী"—ছবির নমুনা



যখন অতি অল্পদিনে ৬ষ্ঠ সংস্করণে ১৩,০০০ পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে,
তখন ইহাই এই উপন্যাসের প্রকৃষ্ট পরিচয় ও প্রশংসা!

শক্তিশালী যশস্বী সুলেখক "মায়াবী" প্রণেতার
অপূর্ব্ব-রহস্যময়ী লেখনী-প্রসূত—সচিত্র

নীলবসনা সুন্দরী

অতীব রহস্যময় ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

পাঠকদিগকে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ইহা মায়াবী, মনোরমায় সেই সুনিপুণ, অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ অরিন্দম ও নামজাদা দুঃসাহসী ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর দেবেন্দ্রবিজয়ের আর একটি নূতন ঘটনা—সুতরাং ইহা যে গ্রন্থকারের সেই সর্ব্বজন সমাদৃত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের শীর্ষস্থানীয় "মায়াবী" ও "মনোরমা" উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাঠকালে যাহাতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠকের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, এইরূপ রহস্য-সৃষ্টিতে গ্রন্থকার বিশেষ সিদ্ধহস্ত; তিনি দুর্ভেদ্য রহস্যজালের মধ্যে হত্যাকারীকে এরূপভাবে প্রচ্ছন্ন রাখেন যে, পাঠক যতই নিপুণ হউক না কেন, যতক্ষণ গ্রন্থকার নিজের সুযোগমত সময়ে স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গুলি নির্দ্দেশে হত্যাকারীকে না দেখাইয়া দিতেছেন, তৎপূর্ব্বে কেহ কিছুতেই প্রকৃত হত্যাকারীর স্কন্ধে হত্যাপরাধ চাপাইতে পারিবেন না—অমূলক সন্দেহের বশে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে কেবল বিভিন্ন পথেই চালিত হইবো; এবং ঘটনার পর ঘটনা যতই নিবিড় হইয়া উঠিবে, পাঠকের হৃদয়ও ততই সংশয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে থাকিবে। ইহাতে এমন একটিও পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয় নাই, যাহাতে একটা-না-একটা অচিন্তিতপূর্ব্ব ভাব অথবা কোন চমকপ্রদ ঘটনার বিচিত্রবিকাশে পাঠকের বিস্ময়-তন্ময়তা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত না হয়; এবং যতই অনুধাবন করা যায়, প্রথম হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত রহস্য নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে থাকে—গ্রন্থকারের রহস্য-সৃষ্টির যেমন আশ্চর্য্য কৌশল, রহস্যভেদেরও আবার তেমনি কি অপূর্ব্ব ক্রম-বিকাশ! পড়ুন—পড়িয়া মুগ্ধ হউন। ৩০৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, চিত্র-পরিশোভিত, সুরম্য বাঁধান, মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

শীল ব্রাদার্স—৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।